এ সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ার

ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার ফ্যান্টাসি-অ্যাডভেঞ্চার

এ গেম অব থ্রোনস

শেষ খণ্ড

মূল : জর্জ আর. আর. মার্টিন

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

সেভেন কিংডমস বা সাত রাজ্য নিয়ে এ এক মহাকাব্য। সাত রাজ্যের আয়রন থ্রোন বা লৌহ সিংহাসনের ওপর সবার লোভ। রাজা-রানি-লর্ড-বিদ্রোহী-নাইট-মিথ্যাবাদী এবং সৎ মানুষ সকলেরই অংশগ্রহণ রয়েছে গেম অব থ্রোনস বা সিংহাসন নিয়ে খেলায়।

এখানে গ্রীষ্মকালের স্থিতি দশকজুড়ে। শীত এখানে জেঁকে বসে সারা জীবনের জন্য। আর লৌহ সিংহাসনের জন্য সংগ্রামের শুরুও হয়ে গেছে। এর প্রারম্ভ দক্ষিণ থেকে যেখানে প্রবল উত্তাপ জন্ম দেয় ষড়যন্ত্র, কামনা এবং চক্রান্তের আর তা ছড়িয়ে পড়ে জমাট বাঁধা সুদূর উত্তরে যেখানে ৭০০ ফুট বরফের এক বিশাল প্রাচীর অন্ধকার জগতের কিছু পিশাচের কবল থেকে রক্ষা করে চলেছে রাজ্যকে।

সিংহাসন নিয়ে এ খেলায় হয় আপনি জিতবেন নতুবা মরবেন।

www.BanglaBook.org

জর্জ রেমন্ড রিচার্ড মার্টিন ওরকে জর্জ আর আর মার্টিন একজন মার্কিন ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পকার। তিনি ফ্যান্টাসি, হরর এবং সায়েন্স ফিকশন ঘরানার লেখক, একই সঙ্গে একজন চিত্রনাট্যকার ও টেলিভিশন প্রযোজক।

জর্জ আর আর মার্টিনের জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির বেয়নে, ১৯৪৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর। তিনি বিখ্যাত হয়েছেন আ সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ার নামের এপিক ফ্যান্টাসি লিখে যা এইচবিওতে গেম অব থ্রোনস (২০১১-২০১৯) নামে টিভি সিরিজ হিসেবে প্রচারিত হয়ে বিশ্বজুড়ে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে।

জর্জ আর আর মার্টিনের বাবা রেমন্ড কলিন্স মার্টিন ছিলেন পেশায় ডক শ্রমিক। তাঁর মায়ের নাম মার্গারেট ব্রাডি মার্টিন। তাঁর দুই ছোট বোন আছে- ডারলিন এবং জ্যানেট। জর্জ আর আর মার্টিন ১৯৭১ সালে সাংবাদিকতায় এম. এ করেছেন। তিনি কিছুকাল শিক্ষকতাও করেছেন। লেখালেখি শুরু করেন ১৯৭০ সালে, ২১ বছর বয়সে। তাঁর লেখা প্রথম গল্পটি ছিল সায়েন্স ফিকশন। এবং 'দ্য হিরো' নামে গল্পটির জন্য তিনি বিখ্যাত হুগো এবং নেবুলা পুরস্কারের জন্য মনোনীতও হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস *'Dying of the Light'* প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে। তবে তিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেন আ সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ার লিখে। বইটি ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে। তবে বইটি দারুণভাবে হিট হওয়ার কারণে পরবর্তীতে তিনি এর আরও চারটে ভল্যুম প্রকাশ করেন। সবগুলোই টিভি সিরিজ গেম অব থ্রোনসে চিত্রায়িত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে *ক্ল্যাশ অব কিংস, স্টর্ম অব সোর্ডস স্টিল অ্যান্ড স্নো, স্টর্ম অব সোর্ডস ব্লাড অ্যান্ড গোল্ড এবং ফিস্ট ফর ক্রোজ।* প্রতিটি বই-ই পেয়েছে ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলারের মর্যাদা।

গেম অব থ্রোনস সম্পর্কে বিখ্যাত সব লেখক প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। এর মধ্যে সায়েন্স ফিকশন লেখিকা অ্যান ম্যাকাফি বলেছেন, "এত অসাধারণ একটা কাহিনী আমি শেষ না করে উঠতেই পারিনি। যখন পড়া শেষ হলো দেখি ভোর হয়ে গেছে।" আরেকজন লেখিকা ক্যাথেরিন কার বলেছেন, "জর্জ মার্টিন ফ্যান্টাসী কাহিনী রচনায় এক নতুন এবং অত্যন্ত দক্ষ কারিগর।" আর জেনি ওয়ার্টস'র মতে, "খুব কম মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে এরকম বিচিত্র এবং কাল্পনিক জগত সৃষ্টি করা।"

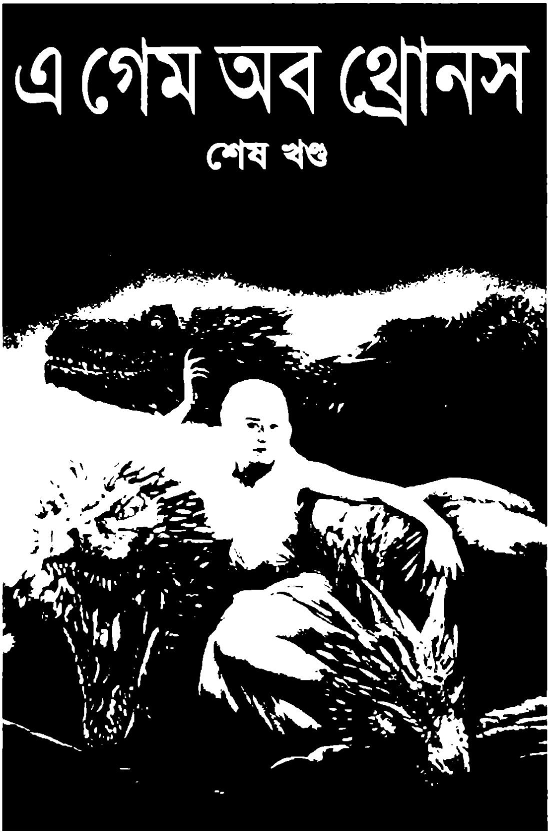
এ গেম অব থ্রোনস
শেষ খণ্ড

এ গেম অব থ্রোনস

শেষ খণ্ড

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

এ গেম অব থ্রোনস (দ্বিতীয় খণ্ড)

মূল : জর্জ আর. আর. মার্টিন, রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৯

প্রকাশক

মো. মঞ্জুর হোসেন

জোনাকী প্রকাশনী

৩৮ বাংলাবাজার (২য় তলা) ঢাকা-১১০০

e-mail : jonakiprokashoni@yahoo.com

প্রচ্ছদ : সজিব খান

বর্ণবিন্যাস : বিস্‌মিল্লাহ কম্পিউটার্স, ৪৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ইমেইল : rkbillal74@gmail.com

অনলাইনে ঘরে বসে বই কিনতে ভিজিট করুন :

www.jonakiprokashoni.com

অথবা ফোন করুন : ০১৩১১৭৮৭৫৬১

পরিবেশক

বাতিঘর : প্রেসক্লাব ভবন, ১৪৬/১৫১ জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম।
টাউন লাইব্রেরী : চকবাজার, লক্ষ্মীপুর। সংকলন লাইব্রেরী, ময়মনসিংহ।
নিউ নেশন লাইব্রেরী : সমবায় মার্কেট, জিন্দাবাজার, সিলেট । বুকমার্ট : নরসিংদী।
প্রমিস্ লাইব্রেরী, মাইজদি। সেতু লাইব্রেরী, ভিক্টোরিয়া রোড, টাঙ্গাইল।
আমেরিকা পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

অনলাইন পরিবেশক : রকমারী.কম

জোনাকী প্রকাশনীর যে কোনো বই ঘরে বসেই পেতে ভিজিট করুন

www.rokomari.com/jonaki

অথবা ফোনে অর্ডার করতে কল করুন : ০১৫১৯৫২১৯৭১ হট লাইন ১৬২৯৭

মুদ্রণ : কাজরী প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিকেশন্স, ২২ ফরাশগঞ্জ রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৫৫০.০০ টাকা, Price : 550.00 US 10 $

A song of Ice and Fire :A Game of Thrones -last Part (A Fantasy-Adventure Novel) By George R.R. Martin , Translated by : Anish Das Apu
Published by. Md Monjur Hossain,
Jonaki Prokashani, 38 Banglabazar, Dhaka-1100. First Edition : February 2020

ISBN 978-984-93968-4-0

উৎসর্গ

বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় এ ফ্যান্টাসি-থ্রিলার
ভক্ত বাংলাদেশের পাঠকদেরকে

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

প্রকাশকের কথা

গণমাধ্যমে রসিকতা করে একবার বলা হয়েছিল, "জর্জ আর আর মার্টিন একজন সিরিয়াল কিলার"। মূলত তার বইয়ের সিরিজ এ সং অফ আইস এন্ড ফায়ার এর পাঠকপ্রিয় চরিত্রগুলোকে তিনি কাহিনী পরিক্রমার এক পর্যায়ে হুট করে মেরে ফেলার কারণেই এমন নির্দোষ অপবাদ পেয়েছিলেন
এই ৬৯ বছর বয়সী লেখক।
ছোটবেলা থেকেই মার্টিন গল্প লেখার হাত মকশো করেছিলেন। অতিপ্রাকৃত গল্প লিখে তিনি সেগুলো প্রতিবেশী বাচ্চাদের কাছে বিক্রি করার চেষ্টা করতেন। প্রতি গল্পের দাম নির্ধারণ করেছিলেন ১ পেনি! পরবর্তীতে গল্পের দাম বেড়ে হয়েছিল ১ নিকেল।

গল্প বিক্রির ব্যবসা ভালোই জমিয়ে ফেলেছিলেন কিশোর মার্টিন। কিন্তু ঝামেলায় পড়লেন যখন প্রতিবেশী এক বন্ধুর মা তার বাবা-মার কাছে বিচার দিতে আসে। তার অভিযোগ, মার্টিনের গল্প পড়ে ভয়ে তাদের ছেলে রাতে ঘুমাতে পারছে না! মার্টিনকে অগত্যা তার ব্যবসা বন্ধ করতে হল।মার্টিনের প্রকাশনা সংস্থা হারপার কলিন্স এ গেম অফ থ্রোন্স বইটির সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান ছিল। তারা ধারণা করেছিল এই বই ৫,০০০ কপির বেশি বিক্রি হবে না। আজ অবধি এই সিরিজটির বই ৭০ মিলিয়ন কপিরও বেশি বিক্রি হয়েছে।

তো বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তোলা টিভি সিরিজ এ *গেম অব থ্রোনস* অনুবাদের প্রস্তাব আমাকে অনেক আগেই দিয়েছিলেন স্বনামধন্য লেখক- অনুবাদক অনীশ দাস অপু। ২০১৮ তেই বইটি বেরুবার কথা ছিল। কিন্তু আমি তখন নিজের প্রকাশনার অন্যান্য বই প্রকাশ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এদিকে নজর দিতে পারিনি। একটু দেরি হলেও বইটি প্রকাশের ব্যাপারে আমি আগ্রহী হয়ে উঠি। তবে বইয়ের বিপুল আয়তন দেখে আমি একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। কারণ বইটির প্রথম পর্ব *এ সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ার* ৭০ ফর্মারও বেশি। পুরো বইটি একখণ্ডে বের করলে এটির দাম পড়ে যাবে প্রায় ১৫০০ টাকা যা আমাদের পাঠকদের ক্রয় ক্ষমতার ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করবে।
তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিই বইটি তিন খণ্ডে বের করব এবং দাম রাখব ৪০০ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে পাঠক যা ২৫% কমিশনে কিনতে পারবেন এবং তাঁদের ওপর চাপও পড়বে না।
এ গেম অব থ্রোনস এর শেষ খণ্ড এটি। প্রথম দু'টি খণ্ড বিপুল পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। আশাকরি এটিও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে ।

বইটির প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড পাঠকদের কেমন লেগেছে জানতে চেয়ে আমরা পাঠকদের কাছে পাঠ প্রতিক্রিয়া আহ্বান করেছিলাম। যাঁরা লেখা পাঠিয়েছেন সেই পাঠকদের ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের সেই পাঠ প্রতিক্রিয়া ছেপে দেয়া হলো।
তবে শুধু এ সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ারই নয়, বইটি পাঠকপ্রিয়তা পেলে এর বাকি পর্বগুলোও অর্থাৎ *ক্ল্যাশ অব কিংস, স্টর্ম অব স্লোজ, স্টিল অ্যান্ড স্লো, স্টর্ম অব সোর্ডস ব্লাড অ্যান্ড গোল্ড এবং ফিস্ট অব ক্রোজ*ও প্রকাশ করার ইচ্ছে রাখি।

মঞ্জুর হোসেন, জোনাকি প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

বইটি সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকের মন্তব্য

'এটি সেইসব দুর্লভ বইয়ের একটি যা তরতর করে পড়া যায়–' রবিন হব।

'জর্জ আর. আর. মার্টিন আমাদের সময়ের সেরা একজন লেখক এবং এটি তাঁর সেরা বইগুলোর একটি–' রেমন্ড ই. কেইস্ট।

'এত অসাধারণ একটা কাহিনী আমি শেষ না করে উঠতেই পারিনি। যখন পড়া শেষ হলো দেখি ভোর হয়ে গেছে–' অ্যান ম্যাকাফ্রি।

'জর্জ মার্টিন ফ্যান্টাসী কাহিনী রচনায় এক নতুন এবং অত্যন্ত দক্ষ কারিগর–' ক্যাথেরিন কার ।

'খুব কম মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে এরকম বিচিত্র এবং কাল্পনিক জগত সৃষ্টি করা–' জেনি ওয়ার্টস।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বইটি সম্পর্কে কিছু তথ্য

আ গেম অব থ্রোনস জর্জ আর. আর. মার্টিন রচিত আ সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ার উপন্যাস ধারাবাহিকের প্রথম উপন্যাস। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১ আগস্ট, ১৯৯৬।

উপন্যাসটি ১৯৯৭ সালে শ্রেষ্ঠ কাল্পনিক উপন্যাসের জন্য লুকাস পুরস্কার পায় এবং নেবুলা পুরস্কার ও ওয়ার্ল্ড ফ্যান্টাসি পুরস্কারের মনোনয়ন লাভ করে এই উপন্যাসের পরিচ্ছেদ ব্লাড অব দ্য ড্রাগন উপন্যাসিকাটি ১৯৯৭ সালে শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিকার জন্য হুগো পুরস্কার লাভ করে।

২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে উপন্যাসটি ছিল নিউ ইয়র্ক টাইমসের সর্বোচ্চ বিক্রিত বই। এবং ২০১১ সালের জুলাই মাসে শীর্ষে পৌঁছায়।

এই উপন্যাস থেকে অন্যান্য কয়েকটি মাধ্যমও অনুপ্রাণিত হয়েছে, যেমন কয়েকটি ভিডিও গেম এবং ২০১১ সালের এপ্রিল থেকে মার্কিন টেলিভিশন চ্যানেল এইচবিওতে প্রচারিত হয়েছে টেলিভিশন ধারাবাহিক গেম
অব থ্রোনস।

উপন্যাসটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং হার্ডকভার, পেপারব্যাক, ই-বুক এবং অডিও বই রূপে এর বেশ কিছু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

২০০০ সালের জুনে মেইশা মার্লিন এই বইয়ের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করে এবং পুরো বইয়ের চিত্রাঙ্কন করেন জেফ্রি জোনস।

পুরস্কার ও মনোনয়ন

বিজয়ী: শ্রেষ্ঠ কাল্পনিক উপন্যাসের জন্য লুকাস পুরস্কার ১৯৯৭

বিজয়ী: শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিকার জন্য হুগো পুরস্কার ব্লাড অব দ্য ড্রাগন(১৯৯৭)

বিজয়ী: শ্রেষ্ঠ বিদেশি উপন্যাসের জন্য ইগনোটাস পুরস্কার ২০০৩

মনোনীত: শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের জন্য নেবুলা পুরস্কার - ১৯৯৭

মনোনীত: শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের জন্য ওয়ার্ল্ড ফ্যান্টাসি পুরস্কার ১৯৯৭

অনুবাদকের অনুভূতি

আমি সাধারণত খুব বেশি বড় বই অনুবাদে হাত দিতে চাই না মূলত আলস্যের কারণে। কোনো বই ২০ ফর্মার ওপরে চলে গেলেই আমার আর লিখতে ইচ্ছে করে না। কাহিনি যদি হয় দারুণ জমজমাট তাহলেও আমি ২৫-২৬ ফর্মার ওপরে যেতে পারি না। কিন্তু এবারেই ব্যতিক্রম ঘটল। *এ গেম অব থ্রোনস* ৭০ ফর্মার একটি বই! দুটি খণ্ডে মিলিয়ে আমি ৪৫ ফর্মা অনুবাদ করে ফেলি! এবং আশ্চর্য আমার একটু ক্লান্তি লাগেনি। বরং একটা ঘোরের মধ্যে থেকে কাজটা করেছি।

ফ্যান্টাসি কাহিনি এমনিতে আমাকে তেমন টানে না যদিও ফ্যান্টাসি সিনেমা দেখতে আমি খুবই পছন্দ করি। *এ গেম অব থ্রোনস* টিভি সিরিজটি আমার দেখা ছিল না এবং কীভাবে এটির প্রতি আকৃষ্ট হলাম সে বিষয়ে বিশদ বলেছি এ বইয়ের প্রথম খণ্ডে।

আসলে টিভি সিরিজটি আমার এতই ভালো লেগে যায় যে পেল্লায় সাইজের এ বইটি অনুবাদে এ কারণেই আমাকে ক্লান্তি বা শ্রান্তি স্পর্শ করতে পারেনি। বইটি অনুবাদ করার সময় প্রতিটি চরিত্র আমার সামনে জ্যান্ত হয়ে উঠছিল, আমি ওদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাচ্ছিলাম।

এ গেম অব থ্রোনস এর প্রথম খণ্ড খুব ভালো চলেছে এবং বইটি বাজারে যাওয়ার আগেই রকমারি এবং জাবির বুকসের প্রি অর্ডারে অন্যতম সেরা বেস্টসেলারে পরিণত হয়।

বইটি প্রকাশ হওয়ার পরে অসংখ্য পাঠক ব্যক্তিগতভাবে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং বলেছেন বইটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের জন্য তাঁরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আমি বিন্দুমাত্র কাটছাঁট না করেই দ্বিতীয় খণ্ডটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরেছিলাম খুব বেশি দেরি না করেই।

তবে শেষ খণ্ডটি প্রকাশের জন্য বইমেলা টার্গেট ছিল। যাহোক অবশেষে তাদের হাতে শেষ খণ্ডটিও চলে এল যথারীতি প্রাঞ্জল অনুবাদে।

অনীশ দাস অপু

এ বইতে যেসব হাউস বা বংশের সঙ্গে পরিচয় হবে

হাউস ব্যারাথিয়ন

গ্রেট হাউস বা বংশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠ, এ হাউসের জন্ম ওয়ার্স অব কনকোয়েস্টের সময়। এর প্রতিষ্ঠাতা ওরিস ব্যারাথিয়ন, গুজব রয়েছে ইনি এগন দা ড্রাগনের বেজন্মা ভাই। ওরিস নিজ যোগ্যতায় এগনের সেরা অধিনায়কদের একজন হয়ে ওঠেন। সর্বশেষ স্টর্ম কিং আর্গিলাক দা অ্যারোগ্যান্টকে পরাজিত এবং বধ করার পুরস্কার হিসেবে এগন তাঁকে আর্গিলাক প্রাসাদ, জমিদারি এবং নিজ কন্যাটিকে উপহার দেন। ওরিস মেয়েটিকে বিয়ে করেন এবং তাঁর পরিবারের ব্যানার, সম্মান এবং বাণী গ্রহণ করেন। ব্যারাথন হাউসের সিজিল বা প্রতীক হলো সোনালি মাঠে মুকুট পরিহিত কালো হরিণ। তাদের উক্তি হলো **ক্রোধ আমাদেরই**।

রাজা রবার্ট ব্যারাথিয়ন

– তাঁর স্ত্রী, **রানি সের্সি**, ল্যানিস্টার হাউস বা বংশের নারী

– তাঁদের সন্তান সন্ততি :

– **প্রিন্স জফ্রি** , আয়রন থ্রোন বা লৌহ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, বয়স বারো।

– **প্রিন্সেস মার্সেলা**, বয়স আট

– **প্রিন্স টোমেন**, বয়স আট

– রাজার ভাইয়েরা :

–**স্ট্যানিস ব্যারাথিয়ন**, লর্ড অব ড্রাগনস্টোন
–তাঁর স্ত্রী, **লেডি সেলিসি**, হাউস ফ্লোরেন্ট,
–তাঁদের কন্যা, **শিরিন**, বয়স নয়,
– **রেনলি ব্যারাথিয়ন**, লর্ড অব স্টর্ম'স এন্ড
–রাজার ছোট আকারের কাউন্সিল বা পরিষদ :
– **গ্রান্ড মায়েস্টার পাইসেল**,
–**লর্ড পিটর বেইলিশ ওরফে লিটলফিঙ্গার**, মাস্টার অব কয়েন
–**লর্ড স্টানিশ ব্যারাথিয়ন**, মাস্টার অব শিপস
– **লর্ড রেনলি ব্যারাথিয়ন**, মাস্টার অব ল,
-**স্যর ব্যারিস্টন সেলমি**, কিংসগার্ডের লর্ড কমান্ডার
– **ভ্যারিস**, খোজা, সবাই তাকে চেনে মাকড়সা বা গুপ্তচর হিসেবে;
– রাজার দরবারের অন্যান্য লোকজন :
– **স্যর ইলিন পেইন**, রাজার জল্লাদ,
– **স্যান্ডর ক্লেগেন**, ওরফে হাউন্ড, প্রিন্স জফ্রির দেহরক্ষী;
–**জানোস স্লিন্ট**, কিংস ল্যান্ডিংয়ের সিটি ওয়াচের কমান্ডার এবং অনভিজাত,
– **জালাভার শ**, সামার আইলের নির্বাসিত রাজকুমার,
–**মুনবয়**, ভাঁড়,
–**ল্যান্সেল এবং টাইরেক ল্যানিস্টার**, রাজার স্কোয়ার, রানির কাজিন
–**স্যর অ্যারন সান্টাগার**, মাস্টার–অ্যাট–আর্মস
–রাজার কিংসগার্ড :
–**স্যর ব্যারিস্টান সেলমি**, লর্ড কমান্ডার,
–**স্যর জেমি ল্যানিস্টার** ওরফে কিংস্লেয়ার,
–**স্যর বরোস ব্লাউন্ট**,
–**স্যর মেরিন ট্রান্ট**,
– **স্যর এরিস ওকহার্ট**,
–**স্যর প্রেস্টন গ্রিনফিল্ড**,
–**স্যর ম্যান্ডন মুর**।

হাউস স্টার্ক

স্টার্করা ব্রেন্ডন দা বিল্ডার এবং প্রাচীন কিংস অব উইন্টারের বংশধর। হাজার হাজার বছর ধরে উত্তরে উইন্টারফেলের রাজা হিসেবে তাঁরা রাজত্ব করেছেন। তবে কিং হু নেল্ট হিসেবে পরিচিত টরেন স্টার্ক এগন দা ড্রাগনের কাছে আনুগত্য স্বীকার করেন যুদ্ধে যাওয়ার পরিবর্তে। তাঁদের প্রতীকচিহ্ন হলো বরফ সাদা মাঠে ছুটে বেড়ানো ধূসর রঙের ডায়ারউলফ। স্টার্কদের উক্তি হলো **শীত আসছে**।

এডার্ড স্টার্ক, উইন্টারফেলের লর্ড, উত্তরের ওয়ার্ডেন,
–তাঁর স্ত্রী, **লেডি ক্যাটলিন**, হাউস টালির মেয়ে,
–তাঁদের সন্তান সন্ততি :
–**রব**, উইন্টারফেলের উত্তরাধিকার, বয়স ১৪,
–**সানসা**, জ্যেষ্ঠ কন্যা, বয়স ১১,
–**আরিয়া**, ছোট মেয়ে, বয়স ৯,
–**ব্রানডন ওরফে ব্রান**, বয়স ৭।
–**রিকন**, বয়স তিন।
–লর্ডের বেজন্মা পুত্র **জন স্নো**, বয়স ১৪,
–লর্ডের প্রধান অনুচর **থিয়ন গ্রেজয়**, আয়রন আইল্যান্ডের উত্তরাধিকারী,
–লর্ডের ভাইবোন :
–**ব্রানডন**, বড় ভাই, এরিস দ্বিতীয় টারগারিয়ানের নির্দেশে নিহত হন,

–**লিয়ানা**, ছোট বোন, ডোর্ন পাহাড়ের মৃত্যুবরণ করেন,

– **বেনজিন**, ছোট ভাই, নাইট'স ওয়াচের লোক,

–লর্ডের পরিজন :

–**মাস্টার লুইন**, উপদেষ্টা, গৃহ চিকিৎসক এবং গৃহশিক্ষক,

– **ভেয়ন পুল**, উইন্টারফেলের গোমস্তা,

– **জেনি**, লর্ডের মেয়ে সানসা ঘনিষ্ঠতম বান্ধবী,

– **জোরি ক্যাসেল**, প্রহরীদের সর্দার,

–**হ্যালিস মোলেন, ডেসমন্ড, জ্যাকস, পোর্থার, কুয়েন্ট, এলিন, টোমার্ড, ভার্লি, হিউয়ার্ড, কেন, ওয়াইল**, গার্ডসমেন বা পেয়াদা।

–**স্যর রডরিক ক্যাসেল**, মাস্টার–অ্যাট-আর্মস, জোরির চাচা।

– **বেথ**, তাঁর ছোট মেয়ে,

– **সেপটা মরডেন**, লর্ড এডার্ডের মেয়েদের গৃহশিক্ষয়িত্রী,

– **সেপটন চেইল**, ক্যাসল সেপ্ট এবং লাইব্রেরির রক্ষণাবেক্ষণকারী,

–**হালেন**, ঘোড়ার পরিচালক,

–তাঁর ছেলে, **হারউইন**, গার্ডসম্যান,

– **জোসেথ**, অশ্বশালার সহিস,

–**ফার্লেন**, কুকুরশালার পরিচালক,

–**বুড়ি ন্যান**, গল্পকথক, একদা দাইমা ছিল,

–**হডর**, বুড়ি ন্যানের প্রপৌত্র, হাবাগোবা, আস্তাবলের রক্ষণাবেক্ষণকারী,

– **গেজ**, রাঁধুনী,

– **মিকেন**, কামার এবং অস্ত্র নির্মাতা;

– লর্ড এডার্ডের প্রধান ব্যানারম্যান :

–**স্যর হেলম্যান টলহার্ট**,

– **রিকার্ড কারস্টার্ক**, লর্ড অব কারহোল্ড,

– **রুজ বোল্টন**, লর্ড অব দা ড্রেড ফোর্ট,

– **জন আম্বার ওরফে গ্রেটজন**,

– **গ্যালবার্ট** এবং **রবার্ট গ্লোভার**,

– **ওয়াইম্যান ম্যান্ডারলি**, লর্ড অব হোয়াইট হারবার,

– **মিজ মরমন্ট**, লেডি অব বেয়ার আইল্যান্ড।

হাউস ল্যানিস্টার

সুন্দর চুল, লম্বা এবং সুদর্শন ল্যানিস্টারদের শরীরে বইছে আন্দাল অভিযাত্রীদের রক্ত একদা যাদের বিশাল সাম্রাজ্য ছিল পশ্চিমের পাহাড় এবং উপত্যকা জুড়ে। তবে মহিলারা লান দা ক্লেভারের বংশোদ্ভুত, এরা কিংবদন্তিসম ঠগবাজ এজ অব হিরোজ এর বংশধর। ক্যাস্টারলি রকের সোনা আর গোল্ডেন টুথ তাদেরকে গ্রেট হাউসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ধনী বানিয়ে দিয়েছে। তাদের প্রতীক চিহ্ন হলো লাল টকটকে মাঠের মধ্যে সোনালি সিংহ। ল্যানিস্টারদের উক্তি বা বাণী হলো **আমার হুংকার শোনো**!

টাইউইন, লর্ড অব ক্যাস্টারলি রক, ওয়ার্ডেন অব দা ওয়েস্ট, শিল্ড অব ল্যানিসপোর্ট,

–তাঁর স্ত্রী, **লেডি জোয়ানা**, সন্তান জন্ম দেয়ার সময় মারা গেছেন,

–তাঁদের সন্তান সন্ততি :

–**স্যার জেমি**, ওরফে কিং স্লেয়ার, ক্যাস্টারলি রকের উত্তরাধিকার, সের্সির জমজ ভাই,

– **রানি সের্সি**– রাজা রবার্ট প্রথম ব্যারাথিয়নের স্ত্রী, জেমির জমজ বোন,

–**টিরিয়ন** ওরফে ইমপ, একজন বামন,

– টাইউইন ল্যানিস্টারের ভাইবোন :
– **স্যর কেভান**, বড় ভাই,
–তাঁর স্ত্রী **ডোর্না**, হাউস সুইফট,
–তাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র, **ল্যাঙ্গেল**, রাজার স্কোয়ার
–তাঁদের জমজ পুত্রদ্বয়, **উইলেম এবং মার্টিন**,
– তাঁদের শিশু কন্যা, **জেনি**,
– **জেনা**, তাঁর বোন, বিয়ে হয়েছে স্যর ইমন ফ্রের সঙ্গে,
– তাঁদের পুত্র, **টাইডন ফ্রে**, স্কোয়ার,
–**স্যর টাইগেট**, তাঁর মেজ ভাই, বসন্ত রোগে মৃত্যুবরণ করেন,
–তাঁর বিধবা স্ত্রী **ডারলেসা**, হাউস মারব্রান্ড,
–তাঁদের পুত্র, **টাইরেক**, রাজার স্কোয়ার,
– **গিরিয়ন**, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সমুদ্রে ডুবে মারা গেছেন,
– তাঁর বেজন্মা কন্যা, **জয়**, বয়স দশ,
-তাঁদের কাজিন, **স্যর স্টাফোর্ড ল্যানিস্টার**, প্রয়াত লেডি জোয়ানার ভাই,
– তাঁর কন্যাদ্বয়, **সেরেনা এবং মিরেলি**,
– তাঁর পুত্র, **স্যর ডেভেন ল্যানিস্টার**,
–তাঁর উপদেষ্টা, **মাস্টার ক্রেলেন**,
–তাঁর প্রধান নাইট এবং লর্ড ব্যানারমেন :
– **লর্ড লিও লেফর্ড**,
–**স্যর অ্যাডাম মারব্রান্ড**
– **স্যর গ্রেগর ক্লেগেন, মাউন্টেন নামে পরিচিত**,
– **স্যর হ্যারিস সুইফট**,
–**লর্ড অ্যানড্রস ব্রাক্স**,
–**স্যর ফর্লি প্রেস্টার**,
–**স্যর আমোরি লর্চ**,
–**ভার্গো হোট**, সেলসওয়ার্ড।

হাউস অ্যারিন

অ্যারিনরা কিংস অব মাউন্টেন এবং ভেল বংশোদ্ভূত। এটি আন্দাল আভিজাত্যের প্রাচীনতম বংশ। তাদের প্রতীকচিহ্ন হলো চাঁদ এবং আকাশের মতো নীল রঙের মাঠে সাদা বাজপাখি। অ্যারিনদের উক্তি হলো **সম্মানের মতো সর্বোচ্চ**।

জন অ্যারিন , লর্ড অব দা ইরি, ডিফেন্ডার অব দ্য ভেল, ওয়ার্ডেন অব দা ইস্ট, হ্যান্ড অব দ্য কিং, সম্প্রতি নিহত,

–তাঁর প্রথম স্ত্রী, **লেডি জেনি**, হাউস রয়েস, সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন,

– তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী, **লেডি রোয়েনা**, হাউস অ্যারিন, তাঁর কাজিন, শীতে জমে গিয়ে মারা যান, তাঁর কোনো সন্তান নেই,

–তাঁর তৃতীয় স্ত্রী এবং বিধবা, **লেডি লাইসা**, হাউস টালি,

–তাঁদের পুত্র :

-**রবার্ট অ্যারিন**, ছয় বছরের অসুস্থ শিশু, বর্তমানে লর্ড অব দা ইরি এবং ডিফেন্ডার অব দা ভেল,

–তাঁদের অধীনস্ত লোকজন :

–মাস্টার কোলমন, উপদেষ্টা, চিকিৎসক এবং শিক্ষক,

–স্যর ভারদিস ইগেন, ক্যাপ্টেন অব দা গার্ড,

–স্যর ব্রানডেন টালি, ওরফে ব্ল্যাকফিশ, নাইট অব দা গেট এবং লেডি লাইসার চাচা,

– **লর্ড নেস্টর রয়েস**, হাই স্টুয়ার্ড অব দা ভেল,

–স্যর আলবার রয়েস, তাঁর পুত্র,

– **মিয়া স্টোন**, স্যর রয়েসের সেবায় নিয়োজিত লাওয়ারিশ কন্যা,

– **লর্ড ইয়ন হান্টার**, লেডি লাইসার আইনজীবী,

– **স্যর লিন করব্রে**, লেডি লাইসার আইনজীবী,

– **মাইকেল রেডফোর্ট**, তাঁর স্কোয়ার,

– **লেডি আরিয়া ওয়েনউড**, বিধবা,

–স্যর মর্টন ওয়েনউড, তাঁর পুত্র, লেডি লাইসার আইনজীবী

–স্যর ডোনেল ওয়েনউড, তাঁর পুত্র,

– **মোর্ড**, নির্দয় এক কারারক্ষক।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

হাউস টালি

রাজা হিসেবে কখনো রাজ্য শাসন করেননি টালিরা, তবে তাঁদের প্রচুর জায়গাজমি আছে এবং রিভাররানের প্রাসাদে হাজার বছর ধরে বাস করছেন। ওয়ার্স অব কনকোয়েস্টের সময়, রিভারল্যান্ড ছিল কিং অব আইল হ্যারেন দা ব্রাকের। হ্যারেনের দাদা রাজা হারউইন হার্ডল্যান্ড ট্রাইডেন্ট কেড়ে নেন আরেক দা স্টর্ম কিংয়ের কাছ থেকে। তাঁদের পূর্বপুরুষরা তিনশ বছর আগে নেক জয় করেন, হত্যা করেন শেষ রিভার কিংদের।

ব্যর্থ এবং অকর্মা স্বৈরাচার হ্যারেন দা ব্ল্যাককে রাজ্যের অনেকেই পছন্দ করত না, অনেক রিভার লর্ড তাঁকে ছেড়ে এগনের সঙ্গে যোগ দেন। এদের মধ্যে সবার আগে রিভার রানের এডমিন টালির নাম চলে আসে।

হ্যারেন এবং তাঁর বংশের লোকজন হ্যারেনহলে পুড়ে মৃত্যুবরণ করলে এগন ট্রাইডেন্টের জমি লর্ড এডমিনকে উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করেন হাউস টালিকে। তিনি অন্যান্য রিভার লর্ডদেরকেও তাঁর প্রতি আনুগত্যের পুরস্কার দিয়েছিলেন। টালির প্রতীকচিহ্ন হলো নীল ও লাল রঙের মাঠে রূপোলি রঙের লাফানো ট্রাউট মাছ। তাদের বংশের উক্তি হলো **পরিবার, কর্তব্য, সম্মান**।

হোস্টার টালি, লর্ড অব রিভাররান,

– তাঁর স্ত্রী, **লেডি মিনিসা**, হাউস হোয়েন্ট, সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান,

BanglaBook.org

–তাঁদের সন্তান :

–**ক্যাটলিন**, জ্যেষ্ঠ কন্যা, লর্ড এডার্ড স্টার্কের স্ত্রী,

–**লাইসা**, কনিষ্ঠা কন্যা, লর্ড জন অ্যারিনের স্ত্রী,

–**স্যর এডমুর**, রিভাররানের উত্তরাধিকারী,

–তাঁর ভাই, **স্যর ব্রেনডেন**, ওরফে ব্ল্যাকফিশ

–তাঁর অধীনস্ত লোকজন :

–**মায়েস্টার ভাইম্যান**, উপদেষ্টা, চিকিৎসক এবং শিক্ষক,

–**স্যর ডেসমন্ড গ্রেগ**, মাস্টার–অ্যাট–আর্মস,

– **স্যর রবিন রাইগার**, ক্যাপ্টেন অব দা গার্ড,

–**আদারিনস ওয়েন**, রিভাররানের স্টুয়ার্ড,

–তাঁর নাইট এবং লর্ড ব্যানারম্যানগণ :

– **জেমস ম্যালিস্টার**, লর্ড অব সিগার্ড,

–**প্যাট্রিক ম্যালিস্টার**, তাঁর পুত্র এবং উত্তরাধিকারী,

– **ওয়াল্ডার ফ্রে**, লর্ড অব দা ক্রসিং,

–তাঁর অসংখ্য পুত্র, নাতি এবং বেজন্মাগণ :

– **জোনোস ব্রাকেন**, লর্ড অব দা স্টোন হেজ,

– **টাইটস ব্ল্যাকউড**, লর্ড অব র‍্যাভেনট্রি,

– **স্যর রেমান ডেরি**,

–**স্যর কেরিল ভ্যান্স**,

-**স্যর মার্ক পাইপার**,

– **শেলা ওয়েন্ট**, লেডি অব হ্যারেনহল

– **স্যর উইলিস ওড**, শেলা হোয়েন্টের সেবায় নিয়োজিত নাইট।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

হাউস টাইরেল

কিংস অব দা রিচ-এর স্টুয়ার্ড হিসেবে টাইরেলরা ক্ষমতায় আসেন। তাঁদের রাজ্য বিস্মৃত ছিল ডর্নিশ মার্চ এবং ব্ল্যাকওয়াটার রাশ থেকে সানসেট সী-র উপকূল পর্যন্ত। নিজেদেরকে তাঁরা দাবি করেন গার্থ গ্রীনহ্যান্ডের বংশধর হিসেবে যিনি ছিলেন ফার্স্টমেন রাজার মালী। ফিল্ড অব ফায়ারে রাজা মার্নের মৃত্যুর পরে তাঁর স্টুয়ার্ড হারলেন টাইরেল এগন টারগারিয়ানের কাছে হাইগার্ডেনকে তুলে দেন এবং তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। এগন তাঁর প্রাসাদ এবং রাজ্য ফিরিয়ে দেন। টাইরেলদের সিজিল হলো সবুজ ঘাসের মাঠের ওপর সোনালি গোলাপ। তাঁদের উক্তি হলো **বলশালী হয়ে ওঠা**।

মেস টাইরেল লর্ড অব হাই গার্ডেন, ওয়ার্ডেন অব দা সাউথ, ডিফেন্ডার অব দা মার্চেস, হাই মার্শাল অব দা রীচ।
–তাঁর স্ত্রী, **লেডি এলিরি**, হাউস হাইটাওয়ার অব ওল্ড টাউন
-তাঁদের সন্তানগণ:
-**উইলাস**, তাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র, হাইগার্ডেনের উত্তরাধিকার,
-**স্যার গারলান**, ওরফে গ্যালান্ট, দ্বিতীয় পুত্র,
–**স্যার লোরাস**, নাইট অব ফ্লাওয়ার্স, কনিষ্ঠ পুত্র,
-**আরগেরি**, চোদ্দ বছরের কন্যা,
–তাঁর বিধবা মা, **লেডি ওলেনা** অব হাউস রেডউইন, কুইন অব থর্নস নামে তিনি পরিচিত,
–তাঁর বোন :

BanglaBook.org

-**মিনা**, লর্ড প্যাক্সটার রেডউইনের স্ত্রী,
-**জান্না**, স্যর জন ফসোওয়ের স্ত্রী,
-তাঁর চাচা :
-**গার্থ** গ্রস নামে নামে পরিচিত, লর্ড সেনেসচাল অব হাইগার্ডেন
-তাঁর জারজ সন্তানগণ, **গার্স** এবং **গ্যারেট ফ্লাওয়ার্স**,
-**স্যর মরিন**, লর্ড কমান্ডার অব দা সিটি ওয়াচ অব ওল্ডটাউন,
-**মায়েস্টার গরমন**, সিটাডলের পণ্ডিত ব্যক্তি
-তাঁর হাউসহোল্ড :
-**মায়েস্টার লোমিস**, উপদেষ্টা, চিকিৎসক, শিক্ষক
-**আইগন ভিরওয়েল**, ক্যাপ্টেন অব দা গার্ড,
-**স্যর ভর্টিমার ক্রেন**, মাস্টার-অ্যাট-আর্মস,
-তাঁর নাইট এবং লর্ড ব্যানারম্যান :
- **প্যাক্সটার রেডওয়াইন**, লর্ড অব দা আরবর,
-তাঁর স্ত্রী, **লেডি মিনা**, অব হাউস টাইরেল,
-তাঁদের সন্তানগণ :
-**স্যর হোরাস**, হরর নামে সবার কাছে ঠাট্টা তামাশার পাত্র, হোবারের জমজ ভাই।
-**স্যর হোবার**, স্লোবার নামে সবাই তাকে তামাশা করে সম্বোধন করে, হোরাসের জমজ ভাই,
- **ডেসমেরা**, পনের বছরের কিশোরী,
-**র‍্যানডিল টার্লি**, লর্ড অব হর্ন হিল,
-**স্যামওয়েল**, তাঁর বড় ছেলে, নাইট'স ওয়াচে কর্মরত,
-**ডিকন**, তাঁর ছোট ছেলে, হর্নহিলের উত্তরাধিকার,
-**আরউইন ওকহার্ট**, লেডি অব ওল্ড ওক,
-**ম্যাথিস রোয়ান**, লর্ড অব গোল্ডেন গ্রোভ,
- **লেইটন হাইটাওয়ার**, ভয়েস অব ওল্ডটাউন, লর্ড অব দা পোর্ট,
-**স্যর জন ফসোওয়ে**।
হাইগার্ডেনের কাছে যেসব মুখ্য হাউসগুলো শপথ নিয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে ভাইরল, ফ্লোরেন্ট, ওকহার্ট, হাইটাওয়ার, ক্রেন, টার্লি, রেডউইন, রোয়ান, ফসোওয়ে এবং মুলেনডোর।

BanglaBook.org

হাউস গ্রেজয়

পাইকের গ্রেজয়দের দাবি তাঁরা গ্রে কিং অব দা এজ অব হিরোজ এর বংশধর। কিংবদন্তি বলে গ্রে কিং শুধু পশ্চিমের দ্বীপপুঞ্জই নয়, পশ্চিম সাগরেও তাঁর আধিপত্য ছিল এবং এক মৎসকন্যাকে তিনি বিবাহ করেছিলেন।

হাজার হাজার বছর ধরে আয়রন আইল্যান্ডের রেইডাররা, যাদেরকে লুণ্ঠনের শিকার হতভাগ্যরা আয়রন মেন বলে সম্বোধন করত– তারা ছিল সাগরের মূর্তিমান আতংক, তারা পোর্ট অব ইবেন থেকে সুদূর সামার আইল পর্যন্ত লুঠতরাজ চালিয়েছে জাহাজ নিয়ে। তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছিল খুবই ভয়ঙ্কর এবং এ নিয়ে গর্বও করত। এবং তারা ছিল স্বাধীন।

প্রতিটি দ্বীপে একজন করে 'সল্ট কিং' এবং 'রক কিং' ছিল। তাদের ভেতর থেকে আগে হাই কিং অব দা আইল নির্বাচিত করা হতো, পরে রাজা কিং উরন অন্যান্য রাজাদেরকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এসব রাজা নির্বাচিত হওয়ার আশায় এসেছিলেন। উরনের নিজের বংশ এক হাজার বছর পরে ধ্বংস হয়ে যায় যখন আন্দালরা দ্বীপগুলো আক্রমণ করে। অন্যান্য দ্বীপ প্রভুদের মতো গ্রেজয়রাও বিজয়ীদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে জড়িয়ে যায়।

আয়রন কিংরা তাঁদের শাসন বিস্তৃত করেছিলেন নিজেদের রাজ্য ছাড়িয়ে। রাজা কোহর দম্ভ করে বলতেন যেখানেই তাঁর লোকেরা নোনা পানির গন্ধ পেয়েছে কিংবা ঢেউয়ের শব্দ শুনেছে, সেখানেই হামলা

BanglaBook.org

চালিয়েছে। পরবর্তী শতকগুলোতে কোহরের বংশধররা আরবর, ওল্ড টাউন, বিয়ার আইল্যান্ডসহ পশ্চিম উপকূলের বহু এলাকা হারাতে শুরু করে। ওয়ারস অব কনকোয়েস্টের সময় কিং হেরেন দা ব্ল্যাক নেক থেকে ব্ল্যাকওয়াটার রাশ পর্যন্ত যত অঞ্চল আছে, পুরোটাই কুক্ষিগত করেন। হ্যারেন এবং তাঁর ছেলেরা যখন হ্যারেনহলের পতনের সময় পরাজিত হন, এগন টারগারিয়ান হাউস টালিকে রিভারল্যান্ডকে হাতে তুলে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি আয়রন আইল্যান্ডের টিকে থাকা লর্ডদেরকে তাদের প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী বসবাসের অনুমতিও দিয়েছিলেন। এই লর্ডরা তাঁদের নেতা হিসেবে মেনে নেন লর্ড ভিকন গ্রেজয় অব পাইককে।

গ্রেজয়ের সিজিল হলো কালো মাঠের ওপর সোনালি ক্রাকেন। তাদের উক্তি হলো **আমরা বীজ বপন করিনা**।

-**ব্যালন গ্রেজয়** , লর্ড অব দা আয়রন আইল্যান্ড, কিং অব সল্ট অ্যান্ড রক, সন অব দা সি উইন্ড, লর্ড রিপার অব পাইক,
–তাঁর স্ত্রী, **লেডি অ্যানালিস**, ল্যানিয়ার্স অব হাউস হারল,
-তাঁদের সন্তানগণ :
-**রডরিক**, জ্যেষ্ঠপুত্র , গ্রেজয় বিদ্রোহের সময় সীগার্ডে নিহত,
–**ম্যারন**, দ্বিতীয় পুত্র, গ্রেজয় বিদ্রোহের সময় পাইকের দেয়ালে নিহত,
-**আশা**, তাঁদের কন্যা, ক্যাপ্টেন অব দা ব্ল্যাক উইন্ড,
-**থিয়ন**, তাঁদের একমাত্র জীবিত পুত্র, পাইকের উত্তরাধিকারী, লর্ড এডার্ড স্টার্কের ওয়ার্ড,
-তাঁর ভাইয়েরা :
-**ইউরন**, ওরফে ক্রো'স আই, ক্যাপ্টেন অব দা সাইলেন্স, একজন আউটল, জলদস্যু এবং রেইডার,
-**ভিক্টারিয়ন**, লর্ড ক্যাপ্টেন অব দা আয়রন ফ্লিট,
-**এরন**, ওরফে ড্যাম্ফেয়ার, ড্রোনড গড-এর ধর্মযাজক
যেসব নিচু বংশ পাইকের কাছে শপথ নিয়েছে তারা হলো হারল, স্টোন হাউস মারলিন, সান্ডারলি, বটলি, টনি উইনচ, গুড ব্রাদার।

BanglaBook.org

হাউস মার্টেল

রোনের রানি নাইমেরিয়া দশ হাজার জাহাজ নিয়ে চলে এসেছিলেন সপ্ত রাজ্যের সর্বদক্ষিণে, ডোর্নে, এবং লর্ড মোর্স মার্টেলকে তিনি বিয়ে করেন। রানির সাহায্যে লর্ড মার্টেল তাঁর সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধ্বংস করে একাই ডোর্ন শাসন করতে থাকেন। রয়নারদের প্রভাব শক্তিশালীই থাকে। এভাবে ডোর্নিশ শাসকরা তাঁদেরকে 'রাজা'র বদলে 'রাজকুমার' বা 'প্রিন্স' বলে আখ্যায়িত করতেন।

ডোর্নিশ আইন অনুযায়ী জমি এবং উপাধি সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তান পাবে, সবার বড় কোনো পুরুষ নয়। সেভেন কিংডমসে ডোর্নকে কখনো পরাভূত করতে পারেননি এগন দা ড্রাগন। দুশো বছর পরে মার্টেলরা রাজ্যে যোগ দেয়, তাও বৈবাহিক সূত্রে এবং চুক্তি অনুসারে, এখানে তরবারির কোনো ভূমিকা ছিল না। শান্তিপ্রিয় রাজা দ্বিতীয় ডেরন শান্তি বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন যেখানে যোদ্ধারা ডোর্নিশ রাজকুমারী মিরিয়াকে বিয়ে করেও কোনো লাভ হয়নি। ডেরনের আপন বোনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল প্রিন্স অব ডোর্নের।

মার্টেল ব্যানার হলো লাল সূর্য, তাতে সোনালি বর্শা গাথা। তাদের উক্তি হলো **অনতজানু, অনমনীয়, অপরাজিত**।

ডোরান নিমেরোস মার্টেল, লর্ড অব সানস্পিয়ার, প্রিন্স অব ডোর্ন,

–তাঁর স্ত্রী, **ফ্রিসিটি** অব নরভোসের মেলারিও,

-তাঁদের সন্তান সন্ততি :

BanglaBook.org

- প্রিন্সেস **আরিয়ান**, জ্যেষ্ঠাকন্যা, সানস্পিয়ারের উত্তরাধিকারী,

-প্রিন্স **কুয়েন্টিন**, তাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র,

- প্রিন্স **ট্রিস্টেন**, তাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র,

-তাঁদের ভাইবোন :

-তাঁর বোন (**প্রিন্সেস ইলিয়া**), বিয়ে হয়েছিল প্রিন্স **রেগার** টারগারিয়ানের সঙ্গে, কিংস ল্যান্ডিং দখলের সময় ইনি মৃত্যুবরণ করেন,

-তাঁদের সন্তান সন্ততি :

- প্রিন্সেস **রেইনিস**, বাচ্চা মেয়ে, কিংস ল্যান্ডিংয়ের যুদ্ধে তাকে হত্যা করা হয়,

-তাঁর ভাই, প্রিন্স **ওবেরিন**, দ্য রেড ভাইপার,

-তাঁর হাউসহোল্ড :

-আরিও হোটা, নরভোশি ভাড়াটে সৈনিক, ক্যাপ্টেন অব গার্ডস,

-মায়েস্টার ক্যালিওট, পরামর্শক, চিকিৎসক এবং শিক্ষক,

-তাঁর নাইট এবং লর্ড ব্যানারম্যানগণ :

'-এডরিক ডেন, লর্ড অব স্টারফল,

যেসব প্রধান হাউস সানস্পিয়ারের কাছে শপথ নিয়েছিল তাদের মধ্যে রয়েছে জর্ডেন, সান্টাগার, অ্যালিরিয়ন, টোল্যান্ড, ইরনউড, উইল, ফাউলার এবং ডেন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

হাউস টারগারিয়ান

টারগারিয়ানরা হলেন ড্রাগনের রক্ত, প্রাচীন ফ্রিহোল্ড অব ভ্যালেরিয়ার হাই লর্ডদের বংশোদ্ভুত তাঁরা। তাঁদের অসম্ভব রূপ, বেগুনি চোখ, চুলের রঙ রূপোলি– সোনালি অথবা প্লাটিনাম সাদা।

এগন দা ড্রাগনের পূর্বপুরুষরা ডুম অব ভ্যালেরিয়ার খুন খারাবী ও বিশৃঙ্খলা থেকে পালিয়ে আসেন। ন্যারো সী'র তীরে ড্রাগন স্টোন নামে এক পাথুরে দ্বীপে বসত গড়েন। ওখান থেকে এগন এবং তাঁর দুই বোন ভিসেরিয়া ও রেনিস সেভেন কিংডমস জয় করতে বেরিয়ে পড়েন।

অভিজাত রক্ত ধরে রাখতে এবং একে বিশুদ্ধ রাখার প্রচেষ্টায় হাউস টারগারিয়ান প্রায়ই ভ্যালেরিয়ান প্রথা অনুসরণ করে অর্থাৎ তাদের ভাইবোনের মধ্যে বিবাহের প্রচলন রয়েছে।

এগন নিজে তাঁর দুই বোনকে বিয়ে করেছিলেন। দুই বোনই এগনের সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। টারগারিয়ান ব্যানার হলো কালোর ওপর লাল রঙে আঁকা তিন মাথা ড্রাগন, তিনটে মাথা দিয়ে বোঝানো হয় ইগন এবং তাঁর দুই বোনকে। টারগারিয়ান উক্তি বা বাণী হলো **আগুন ও রক্ত**।

BanglaBook.org

টারগারিয়ান উত্তরাধিকার

এগন'স ল্যান্ডিংয়ের পরে সাম্রাজ্য করার সময়কাল বোঝানো হয়েছে

১-৩৭ এগন ১ এগন দা কনকারার, এগন দা ড্রাগন,

৩৭-৪২ এনিস ১ এগন এবং রেনিসের পুত্র,

৪২-৪৮ মিগর ১ মিগর দা ক্রুয়েল, ইগর এবং ভিসেনিয়ার পুত্র,

৪৮-১০৩ জেহেরিস ১ দা ওল্ড কিং, মীমাংসাকারী, এনিসের পুত্র,

১০৩-১২৯ ভিসেরিস ১ জেহেরিসের নাতি,

১২৯-১৩১ এগন ২ ভিসেরিসের জ্যেষ্ঠ পুত্র

১৩১-১৫৭ এগন ৩ ড্রাগনবেন, রেনিরার পুত্র

(টারগারিয়ান বংশের শেষ ড্রাগন তৃতীয় এগনের সময়কাল মৃত্যুবরণ করেন)

১৫৭-১৬১ ডেরন ১ তরুণ ড্রাগন, বালক রাজা, তৃতীয় ইগনের জ্যেষ্ঠ পুত্র (ডেরন জয় করেছিলেন ডোর্ন তবে ধরে রাখতে পারেননি, অল্প বয়সে মারা যান)

১৬১-১৭১ বেলর ১ দা বিলাভেড, দা ব্লেসড, সেপটন এবং রাজা, তৃতীয় এগনের দ্বিতীয় পুত্র

১৭১-১৭২ ভিসেরিস ২ তৃতীয় এগনের চতুর্থ পুত্র

১৭২-১৮৪ এগন ৪ দা আনওয়ার্দি ভিসেরিসের জ্যেষ্ঠপুত্র (তাঁর

BanglaBook.org

১৮৪-২০৯ ডেরন ২ রানি নেরিসের পুত্র
(ডর্নিশ রাজকুমারী মিরিয়াকে বিয়ে করে ডোর্নকে রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেন ডেরন)

২০৯-২২১ এরিস ১ ডেরন দ্বিতীয়'র পুত্র (তাঁর কোনো সন্তান নেই)

২২১-২৩৩ মিকার ১ দ্বিতীয় ডেরনের চতুর্থ পুত্র,

২৩৩-২৫৯ এগন ৫ দ্য আনলাইকলি, মেকারের চতুর্থ পুত্র,

২৫৯-২৬২ জেহেরিস ২ এগন দা আনলাইকলির দ্বিতীয় পুত্র,

২৬২-২৮৩ এরিস ২ ম্যাড কিং, জেহেরিসের একমাত্র ছেলে।

এখানে ড্রাগন রাজাদের সমাপ্তি ঘটে যখন দ্বিতীয় এরিসকে সিংহাসনচ্যুত করে হত্যা করা হয়, তাঁর উত্তরাধিকারী যুবরাজ রেগার টারগারিয়ানকে ট্রাইডেন্ট নদীতে হত্যা করেন রবার্ট ব্যারাথিয়ন।

BanglaBook.org

শেষ টারগারিয়ান

রাজা এরিস টারগারিয়ান, কিংস ল্যান্ডিং লুণ্ঠনের সময় জেমি ল্যানিস্টার তাঁকে হত্যা করে এবং তাঁর বোন ও স্ত্রী হাউস টারগারিয়ানের **রানি রায়েল্লাকে** ড্রাগনস্টোনে বসে হত্যা করা হয়।

তাঁদের সন্তান :

– **প্রিন্স রেগার**, আয়রন থ্রোনের উত্তরাধিকার, ট্রাইডেন্টে তাঁকে হত্যা করেন রবার্ট ব্যারাথন,

–তাঁর স্ত্রী **প্রিন্সেস ইলিয়া**, হাউস মার্টেল, কিংস ল্যান্ডিংয়ে লুঠতরাজের সময় হত্যা করা হয়,

– তাঁদের সন্তান :

– **প্রিন্সেস রেনিস** , কিংস ল্যান্ডিং দখল করার সময় ছোট্ট মেয়েটিকে মেরে ফেলা হয়,

– **প্রিন্স এগন** , কিংস ল্যান্ডিং দখলের সময় দুধের শিশুটিকে হত্যা করা হয়,

– **প্রিন্স ভিসেরিস**, নিজেকে তিনি ভিসেরিস, দা থার্ড অব হিজ নেম এবং লর্ড অব দা সেভেন কিংস বলে পরিচয় দিতেন, লোকে তাকে বলত বেগার কিং বা ভিখিরি রাজা,

– **প্রিন্সেস ডেনেরিস** , ওরফে ডেনেরিস স্টর্মবর্ন, ত্রয়োদশী বালিকা।

BanglaBook.org

এ গেম অব থ্রোনস:
পাঠকদের পাঠ- প্রতিক্রিয়া

পাঠ-প্রতিক্রিয়া ০১ :

রুপন্তী শাহরিন , কলেজ গেট, টঙ্গী

লেখক জর্জ রেমন্ড রিচার্ড মার্টিন যাকে আমরা জর্জ আর আর মার্টিন বলে চিনি, তিনি ফ্যান্টাসি, হরর এবং সায়েন্স ফিকশন ঘরানার লেখক। একই সঙ্গে তিনি একজন চিত্রনাট্যকার ও টেলিভিশন প্রযোজক। তাঁর লেখা প্রথম গল্পটিও ছিল সায়েন্স ফিকশন। তাঁর প্রথম উপন্যাস Dying of the Light. প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে।

তবে তিনি A Song of Ice and Fire লিখে বিশ্বজোড়া সমাদৃত হন এবং খ্যাতি লাভ করেন।

জোনাকি প্রকাশনী এবং লেখক ও অনুবাদক অনীশ দাস অপুর হাত ধরে আজ পাঠক সমাজ সেই বইটির প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ উপহার পেয়েছে। মূল লেখক তাঁর এই সিরিজের প্রথম বইটি দারুণভাবে হিট হওয়ার কারণে পরবর্তীতে এর আরও চারটি ভল্যুম প্রকাশ করেন এবং সবগুলো টিভি সিরিজে চিত্রায়িত হয়েছে।

BanglaBook.org

কাহিনী সংক্ষেপঃ

এ গেম অব থ্রোনসই 'এ সং অব আইস এন্ড ফায়ার' সিরিজের প্রথম উপন্যাস।

এ এক মহাকাব্য। যেখানে সাত মহারাজ্যে বিস্তার করে রাজা, রানী, লর্ড, বিদ্রোহী, সেনাদল, নাইট সহ সাধারণ মানুষেরাও। কিন্তু সকলের নজর একটি জায়গার উপর। আর তা হল সাত রাজ্যের আয়রন থ্রোন বা লৌহ সিংহাসন।

যেখানে আবহাওয়া সবসময় বৈরি ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মাঝেও রয়েছে জীবনধারনের নানান সংগ্রাম যেখানে এক ঋতুই প্রায় কয়েক বছর ধরে চলতে থাকে আর হঠাৎ করেই উবে যায়। গ্রীষ্মের স্থিতি দশকজুড়ে, আবার শীত যেখানে জেঁকে ধরে সারা জীবনের জন্য।

এ এক কাল্পনিক রাজ্য। যেখানে লৌহ সিংহাসনের জন্য মরিয়া সবাই। এ সংগ্রাম বহুকালের। কালের স্বাক্ষী হয়ে ঋতুরা পালাবদল করে। শুরুটা দক্ষিণ দিক থেকে। হত্যা, প্রেম, পরিবারের দায়িত্ব, প্রতিশোধ, প্রতিজ্ঞা, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, ষড়যন্ত্র, কামনা, ত্যাগ, অপেক্ষা এবং চক্রান্তের মিশেলে এ এক শত্রু মিত্র খেলা।

দক্ষিণ থেকে উত্তরের ৭০০ ফুট বর্গের এক বিশাল প্রাচীর অন্ধকার জগতের কিছু পিশাচের কালো থাবা থেকে রক্ষা করে চলেছে গোটা রাজ্যকে। কিন্তু কতদিন?

দরবারের নেতৃত্বদানকারী আসনে পদেপদে বিপদের গন্ধ। কে শত্রু, কে মিত্র?

এদিকে রাজবংশের শেষ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর। তাকে হত্যার পর দখলদারিত্বের খেলায় মেতেছে কারা? সেসবেও ১৫ বছর পেরিয়ে গেছে। এখন গ্রীষ্মের শেষ প্রায়।

ক্ষমতার দখলের লড়াই যেখানে নিজের পরিবারেরা লোকেরাও শত্রু, যেখানে হয় হার; না হয় জয়! সিংহাসন অধিকারের লড়াইয়ে যে জিতবে সেই সিকান্দর। এ অধিকার তবে কার?

পাঠ প্রতিক্রিয়াঃ

যেখানে উঠতি বয়সের তরুণ-তরুণীরা থেকে শুরু করে ছেলে বুড়ো সকলেই এইচবিও'র দুনিয়া কাঁপানো টিভি সিরিজ গেম অব থ্রোনস -এ বুদ, সেখানে আমি এত এত ক্রেজি দর্শকের ভিড়েও অপেক্ষা করছিলাম ঝরঝরে, প্রাঞ্জল, সাবলীল এমন অনুবাদের যেখানে কোনো শব্দ বাদ দেয়া হয়নি রুপান্তরের ক্ষেত্রে।

ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী হিসাবে লেখক জর্জ আর আর মার্টিনের বিশ্বখ্যাত উপন্যাসের মূল ভাষার বই নিয়েও বসেছিলামও। ভাষাগত না হলেও চরিত্র বিশ্লেষণে এই বিশাল সাইজের বই আমার কাছেও কঠিন বলে মনে হয়েছিল। তাই নিজের মাতৃ ভাষার বিকল্প নেই বলে আমার এত অপেক্ষা। সেই অপেক্ষার পালা শেষ হলো!

তবুও এত তাড়াতাড়ি এই চমৎকার বইটি প্রকাশিত হবে ভাবতেও পারিনি। এখন শুধু বাকি পর্বগুলোর জন্য হন্য হয়ে বসে থাকা। আশা করি অচিরেই

BanglaBook.org

সেগুলোও প্রকাশ পাবে। এই বইটি গোগ্রাসে গেলার পর এখন হাত খালি খালি লাগছে। মনে হচ্ছে সকাল হলেই যদি বাকি পর্বগুলোর অনুবাদ হাতে এসে যেত!

জর্জ আর আর মার্টিন হলেন মাস্টার প্লটার। তিনি ছক কষে থ্রিল ধরে রেখে জমজমাট করে লিখতে পারে অসাধারণ দক্ষতায়। যার সুবাদে এই উপন্যাস নিয়ে মন্তব্য করেছেন বিভিন্ন লেখক-

'এটি সেই সব দুর্লভ বইয়ের একটি যা তরতর করে পড়া যায়।'-- রবিন হব

'এত অসাধারণ একটা কাহিনী আমি শেষ না করে উঠতেই পারিনি। যখন পড়া শেষ হলো দেখি ভোর হয়ে গেছে।'-- এ.ম্যাকাফ্রি

'খুব কম মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে এরকম বিচিত্র এবং কাল্পনিক জগত সৃষ্টি করা।'-- জেনি ওয়ার্টস

লেখক ও অনুবাদক অনীশ দাস অপুর লেখনশৈলী ভাষান্তর ও অনুবাদ সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই।

তার কাজের দক্ষতা পরিমাপক তার পূর্বের লেখনী। সেই বিশ্বাস থেকেই লুফে নিয়ে ছিলাম এই বইটিও।

গত অর্ধ শতাব্দীতে প্রচুর ফ্যান্টাসি সাগা বা সিরিজ প্রকাশিত হয়েছে। তবে গর্ব করার মত খুব কম সিরিজই খুঁজে পাওয়া যাবে। যা যাবে তাও হাতে গোনা। কিন্তু এই সিরিজের উপন্যাসগুলো নিয়ে গর্ব করার মতো উপাদান রয়েছে অনেক।

এর বিশদ বর্ণনা, গভীরতা, নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা, সাসপেন্স, সাহিত্য সম্ভার, মনোযোগ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু, থিম ও প্লট, বর্ণনা কৌশল সবকিছু মিলিয়ে সবার থেকে আলাদা।

এত বিশাল আয়োজনের বই জুড়ে বিস্তৃত চরিত্রায়ন, তাদের আলাদা পটভূমি, আলাদা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত জীবনযাত্রা, টিকে থাকার লড়াইয়ে, প্রেম প্রবাহের ধ্বংস-গড়ার এ সচল নিয়ম এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে যেখানে পাঠক পরবর্তী পৃষ্ঠায় কি অপেক্ষমাণ তার জন্য উৎসুক হয়ে বইটি শেষ না করা অব্দি উঠতেই পারবে না।

আমিও চুম্বকের মত লেগে থেকে এক নিঃশ্বাসে শেষ করেছি উপন্যাসটি। পুরোটা সময় জুড়ে উদ্বেগ- উৎকন্ঠা পাঠক মনকে একদিকে যেমন রাগান্বিত

BanglaBook.org

করে অন্যদিকে তেমন বিস্মিত করে। এই উপন্যাসের প্রত্যেকটি উপাদান উপন্যাসটিকে আরও করেছে সমৃদ্ধ।

প্রথম উপন্যাস এর প্রথম পর্ব হিসেবে তেমন যুদ্ধ বিগ্রহ দেখা না গেলেও দামামা বেজে গেছে ভাঙ্গনের সুরে।

সম্পর্কের চূড়ান্ত রূপ বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় ভাগ্যের নির্মম পরিহাস কতটা জঘন্য। সহিংসতা, নিষ্ঠুরতা আর যৌন আবেদন সমৃদ্ধ ভাষার ব্যবহার এখানেও আছে। তাই অতি আগ্রহী পাঠক যদি সংবেদনশীল হয়ে থাকেন তাহলে সতর্কতার সাথে গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য এডাল্ট কন্টেন্ট হ্যান্ডেল করা সম্ভব।

লেখক জর্জ আর আর মার্টিন একজন সিরিয়াস লেখক, লেখক অনীশ দাস অপুও ব্যতিক্রম নন। রূপান্তরের মান অক্ষুন্ন রেখে তিনিও প্রতিটি শব্দের মূলভাব তুলে ধরেছেন অনায়াসে।

চরিত্রগুলোর মাঝে সম্পর্ক, বিভিন্ন হাউসের ব্যবচ্ছেদ থেকে শুরু করে সবকিছু সাজিয়েছেন সুনিপুনভাবে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাজাতে গিয়ে অনেক ইংরেজি ভাষার, যাদের সরাসরি কোনো বাংলা ভাষার রুপান্তর হয় না সেখানেও তিনি মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন।

তবে চরিত্রসমূহের নামের ক্ষেত্রে 'ওরফে' ব্যবহার করাটা আমার কাছে কিঞ্চিত দৃষ্টিকটু লেগেছে। সেই সাথে লেখক পরিচিতির শুরুতেই এই একই শব্দের বানানে ভুল এসেছে। উপন্যাসের ভিতরেও কিছু টাইপিং মিসটেক লক্ষনীয়।

সহজ সাবলীল ভাষার কারণে কোথাও টান টান উত্তেজনায় ছেদ পড়ে নি। বইয়ের প্রচ্ছদ ছাড়া বাকী সব ঠিকঠাক ছিল। আমার কাছে প্রচ্ছদ বেমানান ও অসামাঞ্জস্য বলে মনে হয়েছে। কারণ আগে দর্শনদারি তারপরে গুণবিচারী। পরবর্তী মুদ্রণে স্ট্যান্ডার্ড প্রচ্ছদ আশা করছি। বাকী বইগুলোই বলে দেবে এই কালজয়ী সিরিজের রূপান্তরে অনীশ দাস অপু কতখানি সার্থক। তবে এ যাত্রায় তিনি অনবদ্য কাজ দেখিয়েছেন।

বই- গেম অব থ্রোনস

লেখক- জর্জ আর আর মার্টিন

রূপান্তর- অনীশ দাস অপু

প্রকাশনী- জোনাকী প্রকাশনী

পৃষ্ঠা- ৩২০

মুদ্রিত মূল্য-৪০০ টাকা মাত্র।

BanglaBook.org

পাঠ-প্রতিক্রিয়া ০২ :

নুরুজ্জামান নাহিদ, কুমিল্লা

বইয়ের নামঃ এ সং অব আইস অ্যাড ফায়ার এর প্রথম খন্ড গেম অব থ্রোনস
লেখকঃ জেমস আর আর মার্টিন
অনুবাদঃ অনীশ দাস অপু
প্রকাশকঃ জোনাকি প্রকাশনী
মূল্য-৪০০ টাকা মাত্র।

গেম অব থ্রোনস এক মায়াবী জগতের নাম। ক্ষমতার আর স্বার্থের লড়াই। সপ্তরাজ্য জয় করার লড়াই। লৌহ সিংহাসন ঘিরে গভীর ষড়যন্ত্র। হত্যা,ষড়যন্ত্র, প্রেম, সাহসিকতা, নিষ্ঠুরতা সব মিলে এক অপূর্ব মহাকাব্যিক আখ্যানভাগ রচনা করেছেন লেখক জর্জ আর আর মার্টিন। বইটির প্রতিটি পাতায় রহস্য।

ট্রাইডেন্ট নদীর তীরে প্রিন্সে রেগারকে হত্যা করে রবার্ট ব্যারাথিয়ান কিংস ল্যান্ডিং এর লৌহ সিংহাসনে আরোহন করেন। নারী ও মদের নেশায় চুর হয়ে থাকতেন কিং রবার্ট। রাজ্য পরিচালনায় তার আগ্রহ ছিলো না। তিনি একজন ভালো যোদ্ধা কিন্তু ভালো শাসক নন। রানী সের্সি তার জমজ ভাই কিংস গার্ডের সেনাপতি জেমি ল্যানিস্টারের সাথে অনাচারে লিপ্ত। সের্সি ও জেমি ল্যানিস্টারের বাবা সপ্ত রাজ্যের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি টারউন ল্যানিস্টার।

BanglaBook.org

সাত রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন রাজ্য হলো নর্থ। স্টার্করা নর্থের শাসক। নেড স্টার্ক নর্থের ওয়ার্ডেন। নেড স্টার্ক কিংস ল্যান্ডিংয়ের নিকট অনুগত। নেড স্টার্কের প্রিয়তমা স্ত্রী ক্যাটলিন স্টার্ক একজন টার্লি ঘরানার। রুপসী, প্রজ্ঞাবান,গুনবতী হিসেবে ক্যাটলিন স্টার্ক সমাদিত। রাজ্য পরিচালনায় লেডি স্টার্ক সবসময় নেড স্টার্ক কে পরামর্শ দিয়ে থাকে। নেড স্টার্ক ও ক্যাটলিন স্টার্কের পাচঁ সন্তান। রব,সানসা,আরিয়া,ব্র্যান ও রিকন। রব একজন ভালো যোদ্ধা। ঘোড়া চালাতে পারদর্শী, দক্ষ তলোয়ারবাজ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, ভবিষ্যতের নর্থের শাসক।
সানসা একজন আর্দশ লেডি। সে যুবরাজ জফ্রিকে বিয়ে করে সপ্ত রাজ্যের রানী হতে চায়। সানসা ভালো সেলাই জানে, নাচতে পারে,তার গানের গলাও চমৎকার। সানসা তার মায়ের মত সুন্দরী। লালচে বাদামী চুলের সানসার রানী হওয়ার সর্ব গুণ আছে। সানসা যেমন সুবোধ বালিকা আরিয়া ঠিক ততই বন্য। কোন বাঁধন সে মানতে চায় না। সে চায় একজন যুদ্ধজয়ী নাইট হতে।

আরিয়া স্টার্ক পরিবারের একজন সম্মানিত লেডি,কিন্তু লেডি হয়ে কোনো প্রিন্সকে বিয়ে করে বাচ্চা পয়দার কোনো শখ তার নেই,সে ফাইট শিখতে চায়। আর্মার পরে সে যুদ্ধ করতে চায়।
ব্র্যান ও রিকন নেড স্টার্কের ওপর দুই সন্তান। এই পাঁচ সন্তান ছাড়াও নেড স্টার্কের আছে একটি জারজ সন্তান । জন স্নো, যে একজন বাস্টার্ড নামে সবার কাছে পরিচিত। চাচা বেনজিনের মত সেও নাইটওয়াচের সদস্য হতে চায়। তার মনের বাসনার কথা শুনে চাচা বেনজিন বলেন নাইটস ওয়াচের সোর্ন ব্রাদারহুডের জায়গা । আমাদের কোন পরিবার নেই। নাইটস ওয়াচের ব্রাদাররা কখনও বিয়ে করতে পারে না, সন্তানের বাবা হতে পারে না। কিন্তু নাছোড়বান্দা জন তার চাচা বেনজিনের মত রেঞ্জার হতে চায়।

BanglaBook.org

সপ্তরাজ্যের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি টারউইন ল্যানিষ্টার। ক্যাস্টারলি রকের সোনা আর গোল্ডেন টুথ তাদেরকে গ্রেট হাউসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ধনী বানিয়েছে। ল্যানিষ্টারদের স্বর্ণ তাদের সোনালী চুলের মতই বিখ্যাত। টারউইন ল্যানিস্টারের তিন সন্তান। রানী সের্সি তার জমজ ভাই স্যার জেইমি

ল্যানিস্টার ও বামন টিরিয়ন ল্যানিস্টার। ছোট শরীর বড় মাথা আর ক্ষুরধার বুদ্ধি নিয়ে ইমপ টিরিয়ন ল্যানিস্টান সপ্ত রাজ্যের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

কিংস ল্যান্ডিংয়ের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী রাজা এরিস টারগারিয়ান রাজা রর্বার্টের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়। যুদ্ধজয়ী হওয়ার পর কিং রবার্ট সব টারগারিয়ানদের হত্যা আদেশ দেয়। প্রিন্স রেগার, তার স্ত্রী প্রিন্সেস ইলিয়া, তাদের দুই শিশু সন্তানকে প্রিন্সেস ইলিয়া কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তার চোখের সামনে হত্যার আদেশ দেয়।

এরিস টারগারিয়ান আট বছর বয়সী ছেলে আর গর্ভবতী স্ত্রী স্ত্রী কিং রবার্টের রুদ্ররোষ হতে রক্ষা পেতে কিংসল্যান্ডিং থেকে পালিয়ে ড্রাগনস্টোনে চলে আসে। আর সেখানে জন্ম হয় ডেনেরিস স্টর্মবর্নের। জন্মের পর থেকে ডেনেরিস টারগারিয়ান রাজার রবার্টের গুপ্তঘাতক থেকে পালিয়ে বাচঁতে হয়েছে।

ব্রাভোস থেকে মির, মির থেকে টাইরশ এবং সেখান থেকে কোহোর ও ভলান্টিস এবং লিস, কোন জায়গা বেশিদিন থাকা হয় নাই। কিংস ল্যান্ডি থেকে বহুদূরে সূর্যাস্ত ছাড়িয়ে ন্যারো সী র ওপারে সবুজ পাহাড়, ফুলে ভরা ফ্রি সিটি অব পেন্টোসে ডোথ্রাকিদের খাল তথা রাজা খাল ড্রোগোর সাথে ডেনেরিসের বিয়ে হয়।

উইন্টারফেলের উচুঁ প্রাসাদ থেকে পড়ে আহত হয় ব্র্যান। সাত দিন সাত রাতেও জ্ঞান ফিরে না ব্র্যানের। অসুস্থ ব্র্যানের পাশে তার মা ক্যাটেলিন স্টার্ক রাত জেগে সেবা করে। হঠাৎ উইন্টারফেলের লাইব্রেরীতে আগুন লাগে, আগুন নেভাতে যখন সবাই ব্যস্ত তখন এক অজ্ঞাত অস্ত্রধারী প্রবেশ করে ব্র্যানের রুমে।

ক্যাটেলিন স্টার্কের মুখোমুখি হয় অস্ত্রধারী । হঠাৎ অস্ত্রধারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো নেকড়ে । ব্র্যানের নেকড়ে। নেকড়ের ধারালো বড় বড় দাঁতের কামড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো তার গলা।

কে হত্যা করতে চাইলো আহত ছোট লর্ডকে?

কারা অস্ত্রধারীকে পাঠালো?

নেড স্টার্ক, সানসা ও আরিয়া স্টার্কের জীবন কি হুমকির মুখে?

কিংস ল্যান্ডিংয়ের আবার নতুন কোন ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হবে নাতো স্টার্করা?

জানতে হলে পড়তে হবে গেম অব থ্রোনসের দ্বিতীয় খন্ড।

BanglaBook.org

জর্জ আর আর মার্টিনের লেখা দুনিয়া কাঁপানো ড্রামা সিরিয়াল আ সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ারের গেম অব থ্রোনস এর প্রথম পর্ব অনুবাদ করেছেন আমাদের প্রিয় অনীশ দাস অপু।

অনীশ দাস অপুর অনুবাদ আমার কাছে সবসময় ভালো লাগে। একেবারে সাবলীল অনুবাদ। কোন অংশ সংক্ষিপ্ত করা হয় নাই। মূল বইয়ের সাথে শত ভাগ মিল রেখে অনুবাদ করা হয়েছে ।

মোট তিন খন্ডে প্রথম পর্ব বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে হাজির করেছে জোনাকি প্রকাশনী। শক্ত মলাট,দারুণ বাধাঁইয়ের বইটি দেখলেই পড়তে ইচ্ছে করবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পাঠ-প্রতিক্রিয়া : ০৩

পল্লবী চক্রবর্তী
মাইজদি, নোয়াখালি

আমি রিভিউ লিখতে পারি না। কখনো লিখিও নি। কিন্তু সেদিন দেখলাম স্বনামধন্য লেখক-অনুবাদক অনীশ দাস অপু তাঁর অনুবাদিত গেম অব থ্রোনসের প্রথম খণ্ড নিয়ে একটি রিভিউ প্রতিযোগিতার আহ্বান করেছেন। তিনি পাঠকদের পাঠ প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছেন। পরে দেখলাম কয়েকটি গ্রুপে কয়েকজন বইটি নিয়ে বিরাট বিরাট রিভিউ দিয়েছেন। সেসব রিভিউতে গল্পের কাহিনি অনেকটাই বিস্তারিতভাবে দেয়া হয়েছে। আমি আর তাই গল্পের বর্ণনায় গেলাম না। বরং বইটা কেমন লিখেছে তাই বলি।

গেম অব থ্রোনস টিভি সিরিজটি আমি দেখেছি। আমার খুবই ভালো লেগেছিল। অনীশ দাস অপু ২০১৮ সালে ঘোষণাও দিয়েছিলেন তিনি এ বইটি অনুবাদ করবেন। তখন বেশ আশান্বিত হয়ে উঠেছিলাম। কারণ মনে হয়েছিল দেশ বরেণ্য একজন অনুবাদকের হাত থেকে নিশ্চয় ভালো কিছু পাব। কিন্তু তারপর লেখকের আর কোনো খবর নাই!

এক বছর বাদে তিনি বইটি বের করলেন যখন সিরিজটি টিভিতে দেখানো শেষ হয়ে গেছে! সিরিজ চলাকালীন বইটি প্রকাশ পেলে খুব ভালো হতো। তবে সিরিজ শেষ হলেও এর রেশ রয়ে গেছে এখনও। তাই তো বইটি বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে সুদূর মাইজদিতে বসেও এ বইটি সংগ্রহ করেছি।

BanglaBook.org

গেম অব থ্রোনসের অনুবাদ পড়ে আমি মুগ্ধ! অনীশ দাস অপু'র ভক্ত আমি অনেক আগে থেকে। তার প্রতি শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল এ বইটির অনুবাদ পড়তে গিয়ে।

গেম অব থ্রোনসের মূল ইংরেজি বইটি আমি উল্টেপাল্টে দেখেছিলাম। খুব মোটা বই বলে পড়ার সাহস করতে পারিনি। তবে অনুবাদক এত প্রাঞ্জল অনুবাদ করেছেন যে আমি দুইদিনে বইটি পড়া শেষ করেছি। বইটি বেরুবার পরে কোনো কোনো বইয়ের গ্রুপে এও বলতে শুনেছি এটি নাকি সংক্ষেপ করা হয়েছে। আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বই পড়ার পরে মনে হলো এটি কোথাও সংক্ষেপ করা হয়নি। অনুবাদক তার ফেসবুক স্ট্যাটাসেও এ কথা অবশ্য বলেছেন। সে যা-ই হোক, আমি বইটি শেষ করতে পেরেছি সুখপাঠ্যের অনুভূতি নিয়ে। এখন অধীর অপেক্ষায় আছি বইটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের জন্য।

এবারে আসি বইয়ের প্রডাকশনের ব্যাপারে। খুব সুন্দর প্রডাকশন দিয়েছেন জোনাকী প্রকাশনের মালিক। বইটি দেখতে যেমন সুন্দর, হাতে নিতেও ভালো লাগে। বোঝাই যায় বইয়ের উন্নত প্রডাকশনের ব্যাপারে কোনো ছাড় দেননি প্রকাশক। প্রচ্ছদও ভালো হয়েছে। আশা করছি গেম অব থ্রোনসের বাকি দুটি পর্বের বইটি দুটির প্রডাকশনের মান এরকম উন্নতমানেরই হবে।

বই- এ সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ার-এর প্রথম খন্ড গেম অব থ্রোনস

লেখক- জর্জ আর আর মার্টিন

রূপান্তর- অনীশ দাস অপু

প্রকাশনী- জোনাকী প্রকাশনী

পৃষ্ঠা- ৩২০

মুদ্রিত মূল্য-৪০০ টাকা মাত্র।

BanglaBook.org

পাঠ-প্রতিক্রিয়া : ০৪

আহমদ আজাদ
বাসাবো, ঢাকা

গেম অব থ্রোনস আমার অত্যন্ত প্রিয় একটি টিভি সিরিজ। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি এর দর্শক ছিলাম। কাজেই যখন জানলাম টিভি সিরিজটি উপন্যাস আকারে বের হবে, তাও বিখ্যাত একজন অনুবাদকের হাত দিয়ে, স্বভাবতই আগ্রহ বোধ করছিলাম।

গেম অব থ্রোনসের কাহিনি গড়ে উঠেছে কল্পিত এক মহাদেশের সপ্ত রাজ্যকে নিয়ে। একেক রাজ্যের একেকজন অধিপতি বা লর্ড। তবে সবার ওপর ছাতা ঘোরান কিংস ল্যান্ডিংয়ের রাজা রবার্ট। তার পেয়ারের বন্ধু উইন্টারফেল রাজ্যের এডার্ড স্টার্ক। রাজার প্রিয় হ্যান্ড জন অ্যারিনের আকস্মিক মৃত্যুতে রাজা রবার্ট উত্তরে এসে হাজির হন এডার্ডের সাহায্য প্রার্থনায়। তিনি দক্ষিণে নিজের রাজ্যের শাসনে এডার্ড স্টার্ককে হ্যান্ড হিসেবে কামনা করেন। প্রিয় বন্ধু এবং রাজার অনুরোধ ফেলতে না পেরে এডার্ড দক্ষিণে চলে যান তার দুই মেয়ে সানসা ও আরিয়াকে নিয়ে। ছোট ছেলে ব্রানকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা চিল। কিন্তু যাত্রার আগে সে দুর্ঘটনায় পড়ে কোমায় চলে গেলে তাকে ছাড়াই দক্ষিণে যেতে হয় লর্ড স্টার্ককে।

BanglaBook.org

এডার্ড স্টার্কের স্ত্রী লেডি ক্যাটলিন স্টার্ক এদিকে গোপন একটি পত্র পান তার ছোট বোন লেডি লাইসার কাছ থেকে। লাইসা ছিলেন রাজার মৃত হ্যান্ড জন অ্যারিনের স্ত্রী। লাইসার সন্দেহ অ্যারিনকে বিষয় প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে এবং এর পেছনে রয়েছে এক কুচক্রী মহলের ষড়যন্ত্র।

লেডি লাইসার সন্দেহ রাজা রবার্টের স্ত্রী সের্সি এবং সের্সির দুই ভাই জেমি ল্যানিস্টার ও বামন ভাই টিরিয়ন ল্যানিস্টার এই ষড়যন্ত্রে জড়িত। লাইসা তার শিশুপুত্রকে নিয়ে রাতের আঁধারে পালিয়ে যায় নিজের রাজ্য ইরিতে।

এদিকে এক রাতে অজ্ঞান ব্রান আততায়ীর দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে সৌভাগ্যক্রমে সে বেঁচে যায়। আততায়ীকে হত্যা করে ব্রানের পোষা নেকড়ে সামার। আততায়ীর কাছে থাকা ছুরিটি লেডি স্টার্কের মনে ঘোরতর সন্দেহের সৃষ্টি করে। তিনি ব্যক্তিগত দেহরক্ষী স্যর রডরিককে নিয়ে কিংস ল্যান্ডিংয়ে চলে যান এবং সেখানে তাঁর কৈশোরকালের পাণিপ্রার্থী লিটলফিঙ্গারের কাছে জানতে পারেন যে ছুরিটি দিয়ে ঘুমন্ত ব্রানকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল সেটির মালিক টিরিয়ন ল্যানিস্টার। লেডি ক্যাটলিন তার স্বামীর নির্দেশে টিরিয়নকে বন্দি করতে রওনা হয়ে যান। তারপর জমে ওঠে আরও রহস্য, আরও রোমাঞ্চ, আরও সংঘাত।

গেম অব থ্রোনস একটি ফ্যান্টাসি টিভি সিরিজ। তবে এতে রহস্য রোমাঞ্চের কোনো উপকরণেরই অভাব নেই। আর বইটিতে বিষয়টি বিশদ আলোচনা করা হয়েছে যা টিভিতে দেখানো হয়নি। এটি এমন একটি কাহিনি যা আপনি একবার ধরলে আপনাকে চুম্বকের মতো টেনে রাখবে। আমি তো প্রথম খণ্ড পড়ার পর থেকে অস্থির হয়ে আছি কবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ড হাতে পাব। কারণ প্রকাশক তাঁর ভূমিকায় ঘোষণা করেছেন বইটি মোট তিন খণ্ডে প্রকাশিত হবে!

এবার আসি অনুবাদ প্রসঙ্গে।

অনীশ দাস অপু অনুবাদের জগতে একটি ব্রান্ড নেম। অনেককেই বলতে শুনেছি এই অনুবাদকের বই চোখ বুজে কেনা যায় কারণ তিনি অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় অনুবাদ করেন বলে পড়তে মোটেই কষ্ট হয় না। আমি এ অনুবাদকের বেশ কিছু বই পড়েছি। সবগুলোই সুপাঠ্য।

আর গেম অব থ্রোনসের অনুবাদ? আমি এক কথায় বলব লা-জওয়াব! জানি না কোন্ দুষ্টচক্র গেম অব থ্রোনসের অনুবাদ বের হওয়ার পরে তাঁর পেছনে

BanglaBook.org

লেগেছিল। তবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত– এতে অনীশ দাস অপুর কিছুই আসে যায়নি। তিনি আপন মনে কাজ করে যাচ্ছেন।

গেম অব থ্রোনস-এর মূল ইংরেজি বই আমার পড়া আছে। যারা কুৎসা রটাচ্ছিল তিনি অনুবাদ সংক্ষেপ করেছেন, তারা স্রেফ হিংসা থেকে কথাগুলো বলেছে। অনুবাদক বইটির কোথাও কিছু কাটছাঁট করেননি। আমি সেটা মূল বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি। তবে ছোট্ট একটি অভিযোগ আছে– অনুবাদক কিছু কিছু নামের বানান ভুল লিখেছেন। যেমন ব্যারাথন হবে ব্যারাথিয়ন, ইমন হবে এইমন, মাস্টার হবে মায়েস্টার ইত্যাদি। আর বইয়ের নাম হবে আ গেম অব থ্রোনস। আশা করি এ ক্রটিগুলো তিনি পরবর্তী সংস্করণে ঠিক করে নেবেন।

বইয়ের প্রডাকশন সম্পর্কে বলতে পারি এটি উন্নতমানের প্রডাকশন হয়েছে। বইয়ের কাগজ খুব ভালো। প্রচ্ছদে বৈচিত্র্য না পেলেও বেশ ঝকঝক করছে। যতদূর জানি জোনাকি প্রকাশনীর এ বইটি অনুবাদের গুণে এবং উন্নত প্রডাকশনের কারণে ইতিমধ্যে পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এখন অপেক্ষায় আছি বইটির পরবর্তী দুটি খণ্ডের জন্য।

তবে এ সুযোগে জানিয়ে রাখছি লেখক জর্জ আর আর মার্টিন আ সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ার কে নিয়ে আরও চারটি বই লিখেছেন। প্রথম খণ্ডটি হলো গেম অব থ্রোনস, দ্বিতীয় খণ্ড ক্ল্যাশ অব কিংস, তৃতীয় খণ্ডের আবার দুটি পার্ট এবং চতুর্থ খণ্ডটি হলো ফিস্ট ফর ক্রোজ। আশা করি প্রকাশক এবং অনুবাদক বাকি খণ্ডগুলোও বের করবেন।

BanglaBook.org

বই- গেম অব থ্রোনস [প্রথম খন্ড]
লেখক- জর্জ আর আর মার্টিন
রূপান্তর- অনীশ দাস অপু
প্রকাশনী- জোনাকী প্রকাশনী
পৃষ্ঠাসংখ্যা- ৩২০
দাম-৪০০ টাকা মাত্র।

পাঠ-প্রতিক্রিয়া : ০৫

মোখলেছুর রহমান, পাবনা

বইয়ের নামঃ এ সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ার-এর প্রথম খন্ড গেম অব থ্রোনস
লেখকঃ জর্জ আর. আর মার্টিন
রুপান্তরঃ অনীশ দাস অপু
প্রকাশকঃ মোঃ মঞ্জুর হোসেন, জোনাকি প্রকাশনী
প্রচ্ছদঃ সজিব খান
মলাট মূল্যঃ ৪০০ টাকা

মায়াবী জাগতের নাম গেম অব থ্রোনস। অর্থ, ক্ষমতা, শক্তি লাভের এক রক্তক্ষয়ী লড়াই। ক্ষমতার দাপট ও পরিধি বাড়াতে রোমহর্ষক সব ঘটনা, যুদ্ধ, হত্যাকান্ড সবমিলিয়ে রহস্যঘন এক রচনার নাম গেম অব থ্রোনস।

বন-জঙ্গল, পাহাড়, নদী পাড়ি দিয়ে ক্ষমতার উচ্চ শিখরে পৌছানো নিরন্তর প্রচেষ্টা এবং এই পথ অতিক্রম করতে শত শত বাধাকে পেছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার এক অনবদ্য আখ্যান গেম অব থ্রোনস।

সপ্ত রাজ্যের অধিকারী হতে একের পর এক যুদ্ধ ও সংঘাতের ঘটনা ঘটে। এরই ধারাবাহিতায় প্রিন্স রেগারকে হত্যা করে ব্যারাথিয়ান কিংস ল্যান্ডিং সিংহাসন দখল করে।

BanglaBook.org

সপ্ত রাজ্যর সবচে সম্পদশালী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি টারউইন ল্যানিস্টার। তার রাজ্যশাসনের বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে ঘটনাক্রমে। সপ্ত রাজ্যর বিভিন্ন হাউসের মধ্যে ক্যাস্টারলি রকের সোনা তাদেরকে সমৃদ্ধ করেছে এবং করেছে অনন্য মর্যাদার অধিকারী। কিংস ল্যান্ডিং এর ভবিষ্যৎ রাজা এরিস টারগারিয়ান। ক্ষমতার জন্য কিং রবার্টের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।
এই যুদ্ধের ফলাফল কি ছিল?
এরিস কি পেরেছিল তার রাজ্য রক্ষা করতে??

প্রাসাদ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হয় ব্রান। ব্রানকে সেবাশুশ্রুষা করা হয় কিন্তু সাতদিনেও তার জ্ঞান ফেরে না। ব্রানের অসুস্থতা নিয়ে সবাই চিন্তিত ঠিক এমন সময় হঠাৎ করে আগুনের সূত্রপাত হয়।

রাজ প্রাসাদের গ্রন্থাগারে আগুন লাগে। চারদিকে হইচই শুরু হয়, আগুন নেভানোর জন্য সবাই এগিয়ে আসে। হঠাৎ করে এক সন্ত্রাসী ব্রানের কক্ষে প্রবেশ করে।
ব্রানকে হত্যার জন্যই কি সন্ত্রাসীর আগমন? তারপর কি ঘটেছিল ব্রানের ভাগ্যে? জানতে হলে পড়তে হবে পরের খন্ড।

অভিমতঃ এত বড় একটি বইয়ের এমন দুর্দান্ত সব ঘটনা ছোট পরিসরে তুলে ধরা আসলেও দূরুহ ব্যাপার। সিরিজ দেখার চেয়ে পড়ার মধ্যে আলাদা এক আনন্দ আছে। নিজের মতো করে চরিত্রগুলো চিত্রায়ন করার সুযোগ থাকে। যারা বইটি পড়েননি তারা পড়ে ফেলতে পারেন।
অন্যরকম টুইস্টে ভরপুর বইটি শুরু করলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে আকৃষ্ট করে রাখবে। ৩২০ পৃষ্ঠার বইটির অনুবাদ এককথায় অনবদ্য এবং বানানে কোন অসংগতি চোখে পড়েনি। এটি বইটির প্রথম খন্ড। বইয়ের প্রডাকশন খুব ভালো হয়েছে। এখন অপেক্ষা করছি বাকি পর্ব দু'টির জন্য।

BanglaBook.org

পাঠ প্রতিক্রিয়া : ০৬

শওকত জামিল
আর. কে মিশন রোড, খুলনা।

বইয়ের নাম : এ সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ার এর দ্বিতীয় খণ্ড এ গেম অব থ্রোনস
লেখক : জর্জ আর. আর. মার্টিন
রূপান্তর : অনীশ দাস অপু
প্রকাশক : মো : মঞ্জুর হোসেন
প্রচ্ছদ : সজিব খান
মলাট মূল্য : ৫০০ টাকা।

BanglaBook.org

এ গেম অব থ্রোনস এর প্রথম খণ্ড পড়ার পর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করার জন্য। কারণ প্রথম খণ্ড এমন এক জায়গায় শেষ করে দেয়া হয়েছিল যে দ্বিতীয় খণ্ড পড়ার জন্য আর তর সইছিল না। ফেসবুকে যখন জানতে পারলাম বইটি বেরিয়েছে তক্ষুনি রকমারিতে অর্ডার করে দিলাম দ্বিতীয় খণ্ড পাঠিয়ে দেয়ার জন্য।
এ গেম অব থ্রোনসের দ্বিতীয় খন্ড শুরু হয়েছে এ কাহিনীর অন্যতম আকর্ষণীয় চরিত্র আরিয়াকে নিয়ে। আর গল্পের শেষে আমরা দেখেছি জনকে নিয়ে সমাপ্তি।

আরিয়া এ পর্বে সেরিও ফেরেল নামে এক দক্ষ এবং কুশলী তলোয়ারবাজের কাছে অস্ত্র শিক্ষা করতে যায়। এবং আমরা দেখি ক্রমে সে তরবারিতে ঝানু হয়ে উঠতে শুরু করে।

আরিয়া ছটফটে স্বভাবের একটি মেয়ে যার কিনা আভিজাত্য, সাজগোজ, ভালো পোশাক আশাক ইত্যাদি কোনোকিছু নিয়েই আগ্রহ নেই। কিন্তু তার বোন সানসা একদম তার বিপরীত। অপূর্ব সুন্দরী,

সবসময় সেজেগুজে থাকতে ভালবাসে। এ নিয়ে আরিয়া তার বড় বোনকে কটাক্ষ করতেও ছাড়ে না। সানসার স্বপ্ন সে রাজা রবার্ট ব্যারাথিয়নের ছেলে জফ্রিকে বিয়ে করে রানি হবে। তবে ঘটনাই বলে দেবে শেষ পর্যন্ত সানসার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে কিনা।

দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম খণ্ডের সবগুলো প্রধান চরিত্রই বিদ্যমান এবং লেখক যথারীতি সুচারুভাবে প্রতিটি চরিত্রকে দারুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এ পর্বে আমরা পাব লেডি ক্যাটলিন স্টার্ককে যিনি তাঁর আদরের ছোট ছেলে ব্রানকে হত্যা চেষ্টার অভিযোগে টিরিয়ন ল্যানিস্টারকে বন্দি করেন এবং তাকে নিয়ে যান ছোট বোন লাইসার দুর্ভেদ্য দুর্গে। সেখানে গড়ে ওঠে আরেক নাটক।

এদিকে কিংস ল্যান্ডিংয়ে ঘোট পাকিয়ে উঠছে ষড়যন্ত্র এবং নেড স্টার্ক তার আভাস পেয়ে শঙ্কিত বোধ করেন। তিনি প্রিয় বন্ধু এবং সাত রাজ্যের রাজা রবার্ট ব্যারাথিয়নকে যে কোনো মূল্যে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর।

এ গেম অব থ্রোনসের দ্বিতীয় খণ্ডে ডেনেরিসকে পাব আমরা আরও পরিণত চেহারায়। সে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে এবং এ কথা জেনে খাল ড্রোগো তার সঙ্গে সদয় আচরণ করতে থাকে।

একটা পর্যায়ে ডেনেরিস এই যুদ্ধবাজ নেতার চোখের মণিতে পরিণত হয়। কিন্তু ডেনেরিস সারাক্ষণ ভীত থাকে তার ভাই ভিসেরিসকে নিয়ে যার মাথায় সারাক্ষণ গিজগিজ করে বদ মতলব।

এ গেম থ্রোনসের দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্য ফুল চারশো। অর্থাৎ ২৫ ফর্মার একটি বই। কিন্তু কাহিনী এতই চমৎকার যে একবার ধরলে , বিজ্ঞাপনের ভাষায়, শেষ না করে উঠার জো নেই।

BanglaBook.org

বইটির অনুবাদক দেশের স্বনামধন্য লেখক ও অনুবাদক অনীশ দাস অপু। তাঁর অসাধারণ এবং প্রাঞ্জল অনুবাদ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করতে যাওয়া ধৃষ্টতার সামিল হবে।

তবে কিছু বাজে লোক প্রচার করে বেড়াচ্ছিল তিনি নাকি বইটি কাটছাঁট করেছেন। কিন্তু বইটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করেও এমন অভিযোগের সতত্যতা খুঁজে পাইনি।

যারা এরকম আজেবাজে মন্তব্য করে পাঠকদের বিভ্রান্ত করতে চায় তাদেরকে নিন্দা জানাই। নি:সন্দেহে বইটি দারুণভাবে পাঠযোগ্য। আমি পড়ে রীতিমতো মুগ্ধ, পাঠকও মুগ্ধ হবেন। এখন আবার অধীর অপেক্ষার পালা শুরু হলো কবে পাব বইটির শেষপর্ব!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পাঠ প্রতিক্রিয়া : ০৭

দিতান জোহান
কাব্যকুঞ্জ , ঝালকাঠি

বইয়ের নাম : এ সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ার এর দ্বিতীয় খণ্ড এ গেম অব থ্রোনস
লেখক : জর্জ আর. আর. মার্টিন
রূপান্তর : অনীশ দাস অপু
প্রকাশক : মো : মঞ্জুর হোসেন
প্রচ্ছদ : সজিব খান
মলাট মূল্য : ৫০০ টাকা।

বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী, এইচবিও'র টিভি সিরিজ *গেম অব থ্রোনস*-এর সবকটি পর্বই আমার দেখা। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত টিভি সিরিজটি রীতিমতো মুগ্ধ হয়ে দেখেছি।
পরে মূল ইংরেজি বইটিও সংগ্রহ করে পড়েছি আর যখন জানতে পারলাম এ বইটি জোনাকী প্রকাশনী থেকে অনুবাদ হয়ে বেরুচ্ছে তাও আবার আমার প্রিয় অনুবাদক ও লেখক অনীশ দাস অপুর হাত দিয়ে, রীতিমতো আনন্দে নেচে উঠলাম।

BanglaBook.org

বইটির প্রথম খণ্ড বেরুবার পরে এ নিয়ে একটি রিভিউ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

তখন নানা ঝামেলায় ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া হয়নি। তবে যখন ঝামেলা শেষ হয়ে গেল ততক্ষণে শুনি রিভিউ জমা দেয়ার তারিখ শেষ হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় খণ্ড নাকি প্রকাশের পথে!

রিভিউ লিখতে না পেরে আমার মনই খারাপ হয়ে গেল। পরে আমি ফেসবুকে আমার প্রিয় লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি ইচ্ছা করলে দ্বিতীয় খণ্ডের রিভিউ লিখে পাঠাতে পারো। সেটি আমরা বইটির শেষ খণ্ডে ছেপে দেব।' আমি তখন খুব খুশি হলাম।

দ্বিতীয় খণ্ড বাজারে এল। আমি এক বন্ধুর মারফত বইটি জোগাড় করলাম এবং এক নিঃশ্বাসে পড়েও ফেললাম।

প্রথম খণ্ডের মতোই মুগ্ধ করল দ্বিতীয় খণ্ডও। এরপর চিন্তা করলাম এ বইয়ের একটা রিভিউ লিখে ফেলি। কিন্তু রিভিউ লিখতে গিয়ে বাধল বিপত্তি। কারণ আমি দেখলাম যেভাবে রিভিউ লিখতে হয় সেভাবে লিখতে পারছি না।

আমি আবার প্রিয় অনুবাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তিনি পরামর্শ দিলেন, ' তোমাকে বইয়ের কাহিনী বর্ণনা দেয়ার কোনো দরকার নেই। ওটা অনেকেই হয়তো করবেন। তুমি শুধু কয়েক ছত্রে তোমার ভাল লাগা মন্দ লাগাটা ব্যক্ত করলেই চলবে। আর সঙ্গে কেন বইটি নিয়ে রিভিউ লেখার ইচ্ছে হয়েছিল তার ব্যাকগ্রাউন্ডও দিতে পারো।'

আমি আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। আর দেরি না করে বসে গেলাম কাগজকলম নিয়ে। সত্যি তো কাহিনী লেখার কী দরকার? যারা বই পড়বেন তারা তো গল্পটা জানবেনই! আমি বরং আমার অনুভূতি ব্যক্ত করি।

এ গেম অব থ্রোনস এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম খণ্ডের মতোই অনবদ্য ছিল। প্রতিটি অধ্যায় ছিল রোমাঞ্চে ভরপুর। বিদেশী বইতে যেভাবে লেখা থাকে ' রোলার কোস্টার রাইড' ঠিক তেমনটি লেগেছে বইটি পড়তে গিয়ে।

প্রতিটি অধ্যায়ে ছিল চমক আর চমক। কোনো ফ্যান্টাসী থ্রিলারের এমন চমৎকার গল্পের গাঁথুনি আমি অন্তত পাইনি।

সত্যি পাঠক, বইটির দ্বিতীয় খণ্ড আপনাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একদম ধরে রাখবে। আর আপনি তখন আমার মতোই তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষায় থাকবেন কবে বেরুবে এ বইয়ের শেষ খণ্ড আর কবে উন্মোচিত হবে সকল রহস্য!

BanglaBook.org

এবারে আসি বইয়ের অনুবাদ প্রসঙ্গে। নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত অনুবাদ হয়েছে। একটি ইংরেজি শব্দের অনেকগুলো বাংলা অর্থ থাকে, সঠিক শব্দটি বসাতে না জানলে গল্পের মানেটাই অনেক সময় পাল্টে গিয়ে লেজেগোবরে অবস্থা হয়। তবে দক্ষ ও অভিজ্ঞ অনুবাদক অনীশ দাস অপু জানেন কোন্ শব্দটি কোথায় বসালে বইয়ের অনুবাদ প্রাঞ্জলতর হয়ে উঠবে। বলাবাহুল্য এ বারও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ফলে সুখপাঠ্য একটি অনুবাদ পড়ার রোমাঞ্চ অনুভব করেছি সারাক্ষণ!

এ গেম অব থ্রোনসের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রচ্ছদ প্রথম খন্ডের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে্ প্রডাকশনও মাশাল্লাহ খুব ভালো। জোনাকী প্রকাশনী তাদের বইগুলো খুব যত্ন নিয়ে করে, হাতে নিলেই বোঝা যায়।

এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি বইটির শেষ খণ্ডের জন্য। জানি না কবে এ প্রতীক্ষার প্রহর ফুরাবে!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পাঠ প্রতিক্রিয়া : ০৮

শিখা সরকার
কলেজ মোড়, নরসিংদী

বইয়ের নাম   এ সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ার এর দ্বিতীয় খণ্ড এ গেম অব থ্রোনস
লেখক : জর্জ আর. আর. মার্টিন
রূপান্তর : অনীশ দাস অপু
প্রকাশক : মো : মঞ্জুর হোসেন
প্রচ্ছদ : সজিব খান
মলাট মূল্য : ৫০০ টাকা।

গেম অব থ্রোনস টিভি সিরিজটি আমি দেখেছি একদম প্রথম থেকে। তখনই দারুণ ভাল লেগে গিয়েছিল। প্রতিটি চরিত্র পরিচালকরা তাদের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দ্বারা দারুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন পর্দায়। তবে মূল বইটি তখনো পড়া হয়নি। জানতাম না জর্জ আর আর মার্টিনের বইটি আরও চিত্তাকর্ষক।

জোনাকী প্রকাশনী থেকে যখন *এ গেম অব থ্রোনস* এর প্রথম খণ্ডের অনুবাদ বের হলো, লুফে নিলাম। শুরু থেকেই বুঁদ হয়েছিলাম বিখ্যাত লেখক-অনুবাদক অনীশ দাস অপু'র প্রাঞ্জল অনুবাদে।

বইটি পড়ার সময় টিভি সিরিজের দৃশ্যগুলো ভাসছিল চোখে। বই পড়ার সময় বুঝতে পারছিলাম বিরাট ক্যানভাসের এ উপন্যাসের সবকিছু ছোট পর্দায় তুলে ধরা সম্ভব হয়নি।

BanglaBook.org

বইতে তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যায় প্রথম খণ্ড। তারপর অপেক্ষা শুরু হয় দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য।

এ গেম অব থ্রোনস-এর দ্বিতীয় খণ্ড আমার কাছে আরও বেশি চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছে। গল্পের প্রতিটি চরিত্র এত বাঙ্ময় এবং ঘটনাবহুল যে লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমি যেন ইংরেজিতে রচিত বিদেশী পটভূমিকার মহাভারত পড়ছি।

মহাকাব্য মহাভারত এর মতোই *এ গেম অব থ্রোনস* এর ব্যাপ্তি। শত শত এর চরিত্র আর কত অজস্র যে ঘটনা! এত বিরাট ক্যানভাসের উপন্যাস এর আগে আমি পড়িনি। টিভি সিরিজ দেখার চেয়েও বেশি আনন্দ অনুভব করেছিলাম বইটি পড়ে।

প্রধান যেসব চরিত্র ছিল এ বইতে, লেখক অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে তাদের সকলের বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরেছেন।

লর্ড এডার্ডের ঔদার্য এবং সাহসিকতা, সের্সি ল্যানিস্টারের কুটিলতা, টিরিয়নের বুদ্ধিমত্তা, আরিয়ার গেছো মেয়ের আচরণ, সানসার বোকামো, জন স্নোর মহৎ হৃদয়– আসলে এমন কোনো চরিত্র নেই যা পাঠক হিসেবে আমাকে ছুঁয়ে যায়নি।

শুনেছি *এ গেম অব থ্রোনস* নাকি বিশ্বজুড়ে ৭০ মিলিয়ন কপি বই বিক্রি হয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। এরকম দারুণ একটি ফ্যান্টাসি অ্যাডভেঞ্চার এরকম জনপ্রিয়তা তো পাবে!

এ গেম অব থ্রোনস প্রকাশক তিন খণ্ডে বের করছেন পাঠকদের ক্রয় ক্ষমতার সুবিধার কথা মাথায় রেখে। সেটা ঠিক আছে। তবে একটি খণ্ড বের হওয়ার পরে যে ৩-৪ মাস অপেক্ষা করতে হয় তা বড়ই পীড়াদায়ক।

বইটির দ্বিতীয় খণ্ড আমার পড়া শেষ অনেক আগেই। এখন অপেক্ষায় আছি করে এটির শেষ খণ্ড প্রকাশ হবে। শেষ পর্যন্ত কী ঘটবে তা জানার জন্য আর তর সইছে না। (যদিও টিভিতে দেখেছি কী ঘটেছে তবু বই পড়ে জানার মজাই আলাদা!)

এ গেম অব থ্রোনস দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০০। মূল্য ৫০০ টাকা। জোনাকি প্রকাশনীর প্রকাশক অত্যন্ত যত্ন সহকারে বইটি বের করেছেন তা বইয়ের প্রডাকশন দেখলেই বোঝা যায়।

বইটির প্রচ্ছদ খুবই সুন্দর হয়েছে। প্রকাশককে ধন্যবাদ কারণ প্রতিটি খণ্ডের আলাদা আলাদা প্রচ্ছদ তিনি করেছেন। এতে বইটির সৌন্দর্য বেড়ে গেছে। আশা করি শেষ খণ্ডেও ব্যতিক্রমী একখানা প্রচ্ছদ পাব।

এখন শেষ খণ্ড করে বের হবে সেই অপেক্ষায় দিন গুণছি!

BanglaBook.org

টিরিয়ন

এক

হাইওয়ের ঠিক পাশে অ্যাসপেন গাছের একটি ঝাড়ের নিচে ওরা আশ্রয় নিল। টিরিয়ন মরা গাছের ডালপালা জোগাড় করছে, ওদের ঘোড়াগুলোকে নিয়ে যাওয়া হলো পাহাড়ি ঝর্নায় জল খাওয়াতে। টিরিয়ন একটা ভাঙা ডাল তুলে নিল মাটি থেকে। পরীক্ষা করল। 'এটা দিয়ে কী হবে? আমি তো আগুন জ্বালাতেই পারি না। মোরেক এসব কাজ আমার জন্য করে দিত।'

'আগুন?' থুতু ছিটাল ব্রন। 'তুমি কি খিদের জ্বালায় মরতে বসেছ, বামন? নাকি ছুটি ফুটি নিয়েছ? আগুন দেখলেই উপজাতিরা চারদিক থেকে ছুটে এসে আমাদেরকে ঘিরে ধরবে। এ ভ্রমণে আমাদেরকে টিকে থাকবে হবে, ল্যানিস্টার।'

' সেটা কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল টিরিয়ন। সে গাছের ডালটি বগলে পুরে ঝোপের ফাঁক ফোকরে উঁকি মারল আরও শুকনো শাখা মেলে কিনা দেখতে। নিচু হওয়ার কারণে তার পিঠ ব্যথা করছে ; সেই ভোরবেলা থেকে ওরা অশ্ব পৃষ্ঠে, পাথুরে মুখো স্যর লিন ফোব্রে ওদেরকে ব্লাডি গেট থেকে বের করে দেয়ার সময় হুকুম দেয় ওরা যেন আর ফিরে না আসে।

'আমাদের লড়াই করার উপায় নেই,' বলল ব্রন। 'তবে দশজনের চেয়ে দুজনের লুকিয়ে থাকা অনেক সহজ। কেউ লক্ষ করবে না। আমরা এসব পাহাড়ে যত কম থাকব ততই রিভারল্যান্ডে পৌঁছার সম্ভাবনা তৈরি

BanglaBook.org

হবে। জলদি ঘোড়া ছোটাতে হবে। সারা রাত এবং দিন ঘোড়া নিয়ে চলতে হবে, যেখানে পাথুরে রাস্তা পাব সেটা এড়িয়ে যার এবং কোনো শব্দ করা চলবে না, আগুন জ্বালানোও মানা।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল টিরিয়ন ল্যানিস্টার। বেড়ে পরিকল্পনা, ব্রন। তোমার যদি ইচ্ছে হয় প্ল্যান মাফিক কাজ করো... তবে আমাকে ক্ষমা করে দিও তোমাকে কবর দেয়ার জন্য যদি বেঁচে না থাকি।'

'তুমি আমার চেয়ে আগে মারা যাবে ভাবছ, বামন?' হাসল ব্রন। মুখের হাসিটা শূন্য গহ্বরের মতো দেখাল। স্যর ভার্ডিস ইগেনের তরবারির বাড়িতে ওর একটা দাঁত ভেঙে শূন্যতা তৈরি হয়েছে।

কাঁধ ঝাঁকাল টিরিয়ন। 'রাতের বেলা জোরসে ঘোড়া ছোটালে পাহাড় থেকে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে মাথার খুলি ভেঙে যাওয়ার অশেষ সম্ভাবনা রয়েছে। বরং আস্তে ধীরে এগোনোই ভাল। জানি তুমি ঘোড়া পছন্দ কর, ব্রন, তবে আমাদের ঘোড়াগুলো যদি এবারে মারা যায় তাহলে শ্যাডো ক্যাটদের ঘাড়ে স্যাডল পরাতে হবে। এবং সত্যি বলতে কী আমরা আস্তে যাই বা জোরে, উপজাতিরা আমাদেরকে ঠিকই দেখে ফেলবে। আমাদের চারপাশে রয়েছে ওদের চোখ।' মোজা পরা হাত দিয়ে ওদেরকে ঘিরে রাখা বাতাস তাড়িত এবড়ো খেবড়ো পাহাড়গুলো দেখাল সে।

মুখ বাঁকাল ব্রন। 'তাহলে আমরা মরেছি, ল্যানিস্টার।'

'যদি তাই হয় তাহলে আমি শান্তিতে মৃত্যুই কামনা করব,' প্রত্যুত্তরে বলল টিরিয়ন। 'আমাদের আগুন দরকার। এখানে রাতে খুব ঠাণ্ডা পড়ে। গরম খাবার আমাদের পেট উষ্ণ রাখবে এবং চাগিয়ে তুলবে উদ্যম। লেডি লাইসা আমাদেরকে লবণ মাখানো মাংস, শক্ত পনির আর বাসি রুটি দিয়েছেন। তবে ওসব খেয়ে আমি দাঁত ভাঙতে চাই না।'

'আমি মাংসের ব্যবস্থা করতে পারি,' চোখের ওপর কালো চুল, টিরিয়নকে সন্দিহান দৃষ্টিতে জরিপ করছে ব্রন। 'আমি তোমাকে এখানে একা রেখে যাব তোমার আগুনসহ। তোমার ঘোড়াটা নিলে এখন থেকে কেটে পড়ার সুযোগ দ্বিগুণ হবে। কিন্তু তুমি তখন কী করবে, বামন?'

' বোধহয় মারা যাব,' আরেকটা শুকনো ডাল কুড়িয়ে নিল টিরিয়ন।

' তোমার কি মনে হয় না এ কাজটা আমি করতে পারব?'

BanglaBook.org

'যে কোনো মুহূর্তেই তুমি কাজটা করতে পারবে। যদি জীবন বাঁচানো ফরজ বলে তোমার মনে হয়। তোমার বন্ধু চিগেন যখন পেটে তীর খেল, তুমি চট জলদি তাকে চুপ করিয়ে দিলে।'

ব্রন ওই লোকের মুণ্ডু কেটে নিয়েছিল। যদিও পরে ক্যাটলিন স্টার্ককে বলেছিল সে ক্ষতের কারণে মারা গেছে।

'ও এমনিতেই মরত,' বলল ব্রন, 'আর ওর আর্তনাদ শুনলে ওরা এসে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। আমার জায়গায় হলে চিগেনও একই কাজ করত... আর ও আমার কোনো বন্ধু ছিল না, স্রেফ সঙ্গী। ভুল কথা বোলো না, বামন। আমি তোমার জন্য লড়াই করেছি, তবে তোমার জন্য আমার কোনো পিরীত নেই।'

'তোমার তরবারিটি আমার দরকার ছিল,' বলল টিরিয়ন, 'পিরীত নয়।' সে লাকড়ির বোঝাটা দুড়ুম করে ফেলল মাটিতে।

হাসল ব্রন। 'তুমি যে কোনো সেলসওয়ার্ডের মতোই সাহসী। তুমি কী করে জানলে তোমার পক্ষ নেব আমি?'

'জানতাম?' আগুন জ্বালতে বাঁকা পা নিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে উবু হলো টিরিয়ন। 'আমি পাশা ছুড়েছিলাম। সরাইখানায় তুমি আর চিগেন আমাকে বন্দী করেছিলে। কেন? অন্যরা ব্যাপারটাকে তাদের কর্তব্য হিসেবে দেখেছিল, যেসব লর্ডের জন্য তারা কাজ করে, কিন্তু তোমরা দু'জন তা নও। তোমাদের কোনো লর্ড নেই, কোনো কর্তব্য বা দায়িত্ব নেই, নেই ফালতু সম্মানের ভয়, তাহলে কেন নিজেরা ঝামেলায় জড়াতে গেলে?'

ছুরি বের করে ডালের ছাল পাতলা করে কাটল সে। আগুন জ্বালাবার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করবে। 'সেলওয়ার্ডরা কেন কিছু করতে যায়? তুমি ভেবেছিলে তোমার সহযোগিতার জন্য লেডি ক্যাটলিন তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। হয়তো তোমাকে চাকরি দেবেন। তাই অবশ্য করা উচিত ছিল। তোমার কাছে চকমকি পাথর আছে?'

ব্রন তার বেল্টের ঝুলিতে দুই আঙুল ঢুকিয়ে একখানা চকমকি পাথর বের করে ছুড়ে দিল। টিরিয়ন শূন্যে থাকতেই ওটাকে ধরে ফেলল খপ করে।

'ধন্যবাদ,' বলল সে। 'তবে ব্যাপার হলো তুমি স্টার্কদেরকে চেন না। লর্ড এডার্ড একজন অহংকারী, সম্মানিত, সৎ মানুষ। কিন্তু তার বউটা

BanglaBook.org

খুবই বাজে। সন্দেহ নেই সবকিছুর অবসান ঘটলে তিনি তোমার হাতে খানদুয়েক মুদ্রা ধরিয়ে দিতেন এবং নরম সুরে ধন্যবাদ জানাতেন যদিও তাঁর চোখে থাকত বিতৃষ্ণা। তবে তাঁর কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করা ভুল। স্টার্করা তাদেরকে সেবার জন্য এমন মানুষ বাছাই করে যারা সাহসী, বিশ্বস্ত এবং যাদের মধ্যে সম্মান বোধ রয়েছে। কিন্তু সত্যি বলতে তুমি এবং চিগেন ওদের চোখে নিচু জাতের হেঁজিপেঁজি লোক।' টিরিয়ন তার ছুরির গায়ে ঘষা দিল চকমকি পাথর স্ফূলিঙ্গ জ্বলে ওঠার আশায়। কিন্তু ঘটল না কিছুই।

ঘোঁতঘোঁত করে উঠল ব্রন। 'তোমার জিভটা বড় লম্বা, খুদে মানব। একদিন কেউ জিভটা কেটে তোমাকে খাইয়ে দেবে।'

'সবাই এ কথাই বলে আমাকে,' সেলওয়ার্ডের দিকে আড়চোখে তাকাল টিরিয়ন। 'তোমার গায়ে লাগল নাকি? তাহলে মাফ করে দিও... তবে তুমি স্রেফ একটা হেঁজিপেঁজি তাতে কোনো সন্দেহ নেই, ব্রন। কর্তব্যবোধ, সম্মান, বন্ধুত্ব, এসব তোমার মধ্যে আদৌ আছে? না, এসব ভাবতে গিয়ে সময় নষ্ট কোরো না। আমরা দুজনেই জবাবটা জানি। তবে তুমি নির্বোধ নও। আমরা ভেল এ পৌঁছার পরে লেডি স্টার্কের তোমাকে আর দরকার ছিল না... কিন্তু আমার দরকার ছিল। আর ল্যানিস্টারদের সোনার কখনো অভাব হয় না। যখন পাশা ছোঁড়ার সময় হলো আমি বাজি ধরেছিলাম নিজের স্বার্থ কোথায় নিহিত সেটা বুঝবার মতো ঘটে তোমার বুদ্ধি আছে কিনা। আমি খুশি যে সেটা তুমি বুঝতে পেরেছ।' আবারও পাথর এবং ইস্পাতে বৃথাই ঘষাঘষি করল টিরিয়ন।

'আমাকে দাও,' কোমর বাঁকাল ব্রন। 'আমি করে দিচ্ছি।' সে টিরিয়নের হাত থেকে ছুরি এবং চকমকি পাথর নিয়ে প্রথম ঘষাতেই আগুন জ্বালিয়ে ফেলল। কোঁকড়ানো গাছের ছালে ধিকিধিকি আগুন জ্বলতে শুরু করল।

'চমৎকার,' বলল টিরিয়ন, 'তুমি হেঁজিপেঁজি হতে পার তবে নি:সন্দেহে তুমি কাজের মানুষ। আর তরবারি হাতে তুমি আমার ভাই জেমির মতোই প্রায় ভাল। তুমি কী চাও, ব্রন? সোনা? জমি? নারী? আমাকে বাঁচিয়ে রাখো। সব পাবে।'

BanglaBook.org

ব্রন আগুনের গায়ে আস্তে আস্তে ফুঁ দিচ্ছে। শিখা উঁচু হয়ে উঠল। 'আর যদি তুমি মারা যাও?'

'তাহলে আমি একজন শোকাতুর মানুষকে পাব যার শোকে কোনো খাদ থাকবে না,' হাসছে টিরিয়ন। 'আমি মারা গেলে সোনারও মৃত্যু ঘটবে।'

চমৎকার জ্বলছে আগুন। সিধে হলো ব্রন। বেল্টের ঝুলিতে আবার ফিরে গেল চকমকি পাথর। টিরিয়নকে ছুরিটা ছুড়ে দিল সে। 'ঠিক আছে,' বলল সে। 'আমার তরবারি তাহলে তোমার সেবা করবে... তবে আশা কোরো না যে প্রতিবার তোমাকে হাঁটু গেড়ে মি' লর্ড বলব। আমি কারও আজ্ঞাবহ দাস নই।'

'কারও বন্ধুও তুমি নও,' বলল টিরিয়ন। ' কোনোই সন্দেহ নেই সুযোগ পেলেই তুমি আমার সঙ্গে বেঈমানি করে বসবে যেমনটি করেছিলে লেডি স্টার্কের সঙ্গে। একটা কথা মনে রেখো, ব্রন– আমি কোনো অংশে তাদের চেয়ে কম নই। আর আমি বেঁচে থাকতে পছন্দ করি। তো সাপারের জন্য কিছু জোগাড় করতে পারবে কিনা বলো?'

'ঘোড়াগুলোর ওপর নজর রাখো,' বলল ব্রন। কোমরে বাঁধা লম্বা ছুরিটা হাতে নিল সে। পা বাড়াল জঙ্গলে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দুই

ঘন্টা খানেক বাদে, ঘোড়াগুলোকে দলাই মলাই করে, খাইয়ে দেয়া হলো। আগুনে ঝলসাচ্ছে কচি ছাগল। হিসহিস শব্দ তুলছে অগ্নিশিখা, পুটপুট শব্দে ফাটছে জ্বলন্ত কাঠ। টিরিয়ন বলল, 'এখন শুধু একটু ভালো মদ থাকলেই সোনায় সোহাগা হতো। ছাগল ছানাটাকে মদের এককে ঢোকে পেটে চালান করা যেত।'

'আরও ভালো হতো যদি কোনো মহিলাকে পেতাম, সঙ্গে আরও ডজনখানেক তরবারি,' মন্তব্য করল ব্রন। সে আগুনের ধারে ঠ্যাংয়ের ওপর ঠ্যাং তুলে বসেছে। ঝামা পাথর দিয়ে তার লং সোর্ডের মাথাটা ঘষে ধার করছে। ও যখন ঝামাপাথরে ইস্পাতের ফলা ঘষে, খরর খরর আওয়াজে একটা অদ্ভুত আশ্বস্ততার আবহ তৈরি হয়।

'শিগগিরই ঘন অন্ধকার হয়ে আসবে,' বলল সেলসওয়ার্ড। 'আমি আগে পাহারা দেব। চাই না ঘুমের মধ্যে ওরা আমাদেরকে হত্যা করুক।'

'আমার মনে হয় ঘুমাবার আগেই ওরা এখানে চলে আসবে,' ঝলসানো মাংসের গন্ধে টিরিয়নের জিভে জল এসে গেছে।

ব্রন ওকে লক্ষ করছে। 'তোমার মাথায় বোধকরি কোনো বুদ্ধি খেলছে,' ঝামাপাথরে তরবারি ঘষার আওয়াজ তুলে সরাসরি বলল সে।

'এটাকে তুমি আশা বলে ডাকতে পার,' বলল টিরিয়ন। 'আরেকটা পাশার দান।'

'বাজি থাকবে আমাদের জীবন?'

BanglaBook.org

কাঁধ ঝাঁকাল টিরিয়ন। 'এছাড়া কীইবা করার আছে?' সে ঝুঁকে ছাগলের বাচ্চার গা থেকে এক ফালি মাংস কেটে নিল। 'আহহা!' মাংস চিবোতে চিবোতে আরামে চোখ বুজে এল তার। কষ বেয়ে চর্বি নামছে। 'মাংসটা একটু শক্ত হয়েছে, আরেকটু মসলাও দরকার ছিল। তবে খুব বেশি অভিযোগ আমি করছি না। ইরিতে থাকাকালীন এক বাটি সেদ্ধ শিমের আশায় খাদের কিনারায় দাঁড়িয়েও আমার নৃত্য করতে আপত্তি ছিল না।

'অত অত্যাচার করার পরেও তুমি ওই কারা রক্ষককে থলিভর্তি সোনা দিয়েছ,' বলল ব্রন।

'একজন ল্যানিস্টার সবসময় তার দেনা পরিশোধ করে।'

চামড়ার থলে ভর্তি সোনাগুলো যখন টিরিয়ন দিয়েছিল মোর্ডকে, সে ব্যাপারটা বিশ্বাসই করতে পারছিল না। থলে খুলতে সোনার ঝলকানিতে কারাপালের চোখ জোড়া সেদ্ধ ডিমের মতোই বড়বড় হয়ে গিয়েছিল। এত টাকা সে জীবনেও আয় করতে পারত না। টিরিয়ন তাকে বলেছিল, 'তোমাকে সোনা দেব বলেছিলাম। দিলাম। তবে কখনো লেডি অ্যারিনের সেবা করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লে ক্যাস্টারলি রকে চলে এসো। আমার কাছে তোমার পাওনার বাজিটুকুও শোধ করে দেব।'

দুই হাতে সোনালি ড্রাগনের মোহর, মোর্ড হাঁটু গেড়ে বসে বলেছিল সে তা করবে।

ব্রন ছুরি দিয়ে রোস্টের মাংস কেটে নিল। সে হাড় থেকে ঝলসানো মাংসের পুরু একটা স্তর দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিড়ে নিয়ে টিরিয়নকে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা নদীতে পৌঁছাতে পারলে তখন তুমি কী করবে?'

'আগে একটা বেশ্যাকে বিছানায় নেব, এক ফ্ল্যাগন মদ গিলব,' বাসিরুটির গোড়ালির দিকটা থালা হিসেবে ব্যবহার করে বাড়িয়ে দিল টিরিয়ন। তাতে মাংস ভরে দিল ব্রন। 'এরপরে যাব ক্যাস্টারলি রকে অথবা কিংস ল্যান্ডিংয়ে। একটা বিশেষ ছোরা নিয়ে আমার মনে কিছু প্রশ্ন আছে, সেগুলোর জবাব চাই।'

মাংস চিবিয়ে গিলে নিল সেলসওয়ার্ড। 'তাহলে তুমি যা বলছ তা সত্যি? ওটা তোমার ছোরা ছিল না?'

পাতলা হাসল টিরিয়ন। 'আমাকে দেখে কি তোমার মিথ্যাবাদী মনে হয়?'

BanglaBook.org

ওদের যখন পেট পুজো সম্পন্ন হলো ততক্ষণে আকাশে ফুটে উঠেছে নক্ষত্রপুঞ্জ, আধখানা চাঁদ উঁকি মারতে শুরু করেছে পাহাড়ের মাথায়।

টিরিয়ন তার শ্যাডোস্কিনের আলখাল্লা বিছিয়ে নিল মাটিতে, স্যাডলটাকে ব্যবহার করল বালিশ হিসাবে। 'আমাদের বন্ধুরা বোধহয় ঘুমাচ্ছে।'

'আমি ওদের জায়গায় হলে ফাঁদে পড়ার ভয় করতাম,' বলল ব্রন। 'ওদেরকে লোভ দেখিয়ে ডেকে আনতেই তো আমরা আকাশের নিচে শুয়ে আছি, নাকি?'

খিকখিক হাসল টিরিয়ন। 'তাহলে গান ধরা যাক যাতে গান শুনে ওরা পালিয়ে যায়।' সে শিস বাজাতে শুরু করল।

'তুমি আসলে একটা পাগল, বামন,' ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে নখের নিচ থেকে মাংসের চর্বি বের করছে ব্রন।

'তোমার সঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসা কোথায় গেল, ব্রন?'

'তুমি যে সঙ্গীত চাইছ তার জন্য ওই গায়কটাকে তোমার দরকার ছিল।'

হাসল টিরিয়ন। 'তাহলে বেশ মজাই হতো। আমি পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি সে এখন তার কাঠের হার্প দিয়ে স্যর ভার্ডিসকে ঠেকিয়ে রাখছে।' টিরিয়ন শিস দিয়েই চলেছে। 'এটা কী গান জানো?'

'এ গান এখানে-সেখানে, সরাইখানায় এবং বেশ্যালয়ে শোনা যায়।'

'এটি হলো মাইরিশ। মিষ্টি এবং করুণ, যদি তুমি গানের কথা বুঝতে পার। আমি যে মেয়েটিকে নিয়ে প্রথম বিছানায় গিয়েছিলাম সে এ গানটি গাইত। এ গানের সুর এবং কথা আমার মাথা থেকে কখনো দূর করতে পারিনি।'

আকাশের দিকে তাকাল টিরিয়ন। শীতল, পরিস্কার রাত। আকাশের কালো সামিয়ানায় ঝকমক করছে তারা।

'এ রকম একটি রাতে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল,' আপন মনে বলছে টিরিয়ন। ' জেমি এবং আমি ল্যানিসপোর্ট থেকে ঘোড়ায় চড়ে

BanglaBook.org

ফিরছিলাম। এমন সময় একটা চিৎকার শুনতে পাই। মেয়েটি ছুটতে ছুটতে রাস্তায় চলে আসে। তার পেছনে ছিল দুটো লোক। মেয়েটাকে হুমকি ধামকি দিচ্ছিল। আমার ভাই তরবারি বের করে লোক দুটোকে তাড়া করে আর আমি ঘোড়া থেকে নেমে ছুটে যাই মেয়েটিকে রক্ষা করতে। আমার চেয়ে বয়সে বড় জোর এক বছরের ছোট হবে মেয়েটা। কালো চুল, ছিপছিপে গড়ন, মুখখানায় এমন মায়া দেখলে হৃদয় গলে যায়। আমার মনও গলে গিয়েছিল। মেয়েটি নিচু জাতের, অর্ধাহারী, গোসল টোসল করেনি... তবু দেখতে সুন্দর লাগছিল। পরনের পোশাকটা ছেড়া ছিল। লোকগুলোর কাণ্ড নিশ্চয়। আমি আমার আলখাল্লা দিয়ে ওর অর্ধ নগ্ন শরীর ঢেকে দিই। জেমি ওদিকে লোকগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল জঙ্গলে। সে যখন ফিরে এল ততক্ষণে আমি জেনে গেছি মেয়েটির নাম এবং তার গল্প। সে এক ছোট খামারির মেয়ে, এতিম, তার বাবা জ্বরে ভুগে মারা গিয়েছিল, সে যাচ্ছিল... আসলে কোথাও যাওয়ার জায়গা ছিল না তার।

জেমি লোকগুলোকে খুঁজে পেতে মুখে ফেনা তুলে ফেলেছিল। ক্যাস্টারলি রকের এত কাছে পথচারীদের ওপর আউটলদের হামলার ঘটনা খুব কমই ঘটে এবং জেমি ঘটনাটিকে অপমান হিসেবে ধরে নিয়েছিল। মেয়েটি এমন ভয় পেয়ে যায় যে ওকে আর একা একা কোথাও পাঠানোর জো ছিল না। তাই আমি ওকে সবচেয়ে কাছের সরাইখানায় নিয়ে গিয়ে খেতে দিই। আমার ভাই চলে যায় ক্যাস্টারলি রকে।

' মেয়েটির দারুণ খিদে পেয়েছিল। আমরা দুজনে মিলে আড়াইটা মুরগি আর এক ফ্ল্যাগন মদ সাবাড় করে ফেলি কথা বলতে বলতেই। তখন আমার বয়স তেরো, মদ খেয়ে টাল হয়ে গিয়েছিলাম। এরপরে যা মনে পড়ছে তা হলো আমি মেয়েটিকে নিয়ে বিছানায় উঠে পড়ি। ও লজ্জা পাচ্ছিল। আমি আরও বেশি লজ্জা পাচ্ছিলাম। তবে জানি না কোত্থেকে সাহস খুঁজে পেলাম। আমি যখন তার কুমারীত্ব হরণ করলাম, সে কেঁদে উঠল, তারপর আমাকে চুমু খেয়ে ছোট্ট গানটি শোনাল। আমি সকাল না হতেই তার প্রেমে পড়ে গেলাম।'

'তুমি?' ব্রন মজা পেয়েছে টিরিয়নের গল্পে।

BanglaBook.org

'শুনতে বিদঘুটে লাগল তাই না?' আবার শিস দিতে লাগল টিরিয়ন। 'আমি ওকে বিয়ে করেছিলাম।'

'ক্যাস্টারলি রকের একজন ল্যানিস্টার বিয়ে করল এক খামারির মেয়েকে!,' বলল ব্রন। 'কীভাবে ঘটল ব্যাপারটা?'

'আরে তুমি শুনলে টাশকি মেরে যাবে কয়েকটা মিছে বুলি, পঞ্চাশটা রৌপ্য মুদ্রা আর মাতাল একজন সেপটন থাকলে এসব ঘটানো কোনো ব্যাপারই না। তবে আমার বউকে ক্যাস্টারলি রকে নিয়ে যাওয়ার সাহস পাইনি। তাই ওকে ওর কুটিরে রেখে দিই এবং এক পক্ষকাল আমরা স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকা পালন করেছি। তারপর সেপটন গিয়ে সবকথা আমার লর্ড পিতাকে বলে দেয়।'

এতদিন পরে এসব কথা হড়বড় করে কীভাবে বলে ফেলতে পারল ভেবে টিরিয়নের নিজেরই অবাক লাগছে। হয়তো কথাগুলো এতদিন ধরে চেপে রাখতে রাখতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। 'আর আমার বিবাহিত জীবনের সমাপ্তি ওখানেই।' উঠে বসল সে। প্রায় নিভু নিভু আগুনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

'তিনি মেয়েটাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিলেন?'

'তিনি প্রথমে আমার ভাইকে বাধ্য করেন আমাকে সত্য কথাটা বলার জন্য।' বলল টিরিয়ন।' মেয়েটা ছিল বেশ্যা। জেমিই পুরো ব্যাপারটা সাজিয়েছিল। রাস্তায় মেয়েটার আগমন, দুবৃত্তদের ধাওয়া। ও ভেবেছে আমার এখন নারীসঙ্গ প্রয়োজন। ওটা আমার প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল বলে বেশ্যা মেয়েটাকে সে দ্বিগুণ টাকা দিয়েছিল।

জেমি সত্যটা স্বীকার করার পরে লর্ড টাইউইন আমার স্ত্রীকে রক্ষীদের হাতে তুলে দেন। তারা তাকে ভালোই টাকা পয়সা দিয়েছিল। জনপ্রতি একটি করে রৌপ্য মুদ্রা পেয়েছিল মেয়েটা। এত টাকা কয়টা বেশ্যা পায়? বাবা আমাকে শিবিরের কিনারে বসিয়ে রেখে নিলাম ডাকার দৃশ্যটি দেখান। কাজ শেষে মেয়েটি এত টাকা পেয়েছিল যে তার আঙুলের ফাঁক গলে মুদ্রাগুলো মেঝেতে গড়িয়ে পড়ছিল। সে...'

ধোঁয়ায় জ্বলছে চোখ। টিরিয়ন গলা খাঁকারি দিয়ে আগুনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আঁধারে তাকাল। 'লর্ড টাইউইন সবশেষে আমাকে

BanglaBook.org

যেতে বলেন,' শান্ত গলায় বলল সে। 'তিনি আমাকে সোনার মোহর দিয়েছিলেন মেয়েটাকে দেয়ার জন্য। কারণ আমি একজন ল্যানিস্টার। আমাকে অত কম পারিশ্রমিক দিলে মানায় না।'

একটু পরে সে শব্দটা আবার শুনতে পেল। ঝামা পাথরে তরবারির ফলা ঘষছে ব্রন। ' তেরো , ত্রিশ বা তিন যা-ই হোক, আমার সঙ্গে অমন করলে আমি ওই লোকটাকে খুন করতাম।'

টিরিয়ন পাঁই করে ঘুরল তার দিকে। 'একদিন হয়তো সে সুযোগ পাবে। তোমাকে কী বলেছি স্মরণে রেখো। একজন ল্যানিস্টার কখনো দেনা রাখে না।'

হাই তুলল সে। 'আমি একটু ঘুমাব। আমরা যদি মারা যাচ্ছি দেখো তাহলে আমাকে জাগিয়ে দিয়ো। '

শ্যাডোস্কিনের ওপর গড়াল সে। বুজল চোখ। পাথুরে মাটি শক্ত এবং শীতল, তবে একটু পরেই ঘুমিয়ে গেল টিরিয়ন ল্যানিস্টার।

স্বপ্নে দেখল স্কাই সেল, এবারে সে নিজে কারারক্ষক বন্দী নয়। হাতে মস্ত চাবুক। সে চাবুক দিয়ে তার বাপকে পেটাচ্ছে। পেটাতে পেটাতে নিয়ে যাচ্ছে খাদের দিকে..

'টিরিয়ন!' এমনসময় ব্যাঘাত ঘটাল ব্রনের গলা। তার নীচু কণ্ঠে সতর্কতা এবং জরুরী আবেদন।

BanglaBook.org

তিন

চোখের পলকে জেগে গেল টিরিয়ন। আগুন নিভে গিয়ে ধিকিধিকি অঙ্গারে পরিণত হয়েছে। তাদের চারপাশে পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে কালো কালো ছায়া।

এক হাঁটু মুড়ে বসেছে ব্রন, হাতে খোলা তরবারি অন্যহাতে ছোরা। টিরিয়ন হাত তুলে ইঙ্গিত করল, *স্থির থাকো*।

উচ্চকিত স্বরে ছায়াগুলোকে উদ্দেশ্যে করে বলল, ' এসো হে, আমাদের সঙ্গে আগুন পোহাবে। রাত বড় ঠাণ্ডা। মদ খাওয়াতে পারব না। তবে ছাগলের মাংসের ভাগ দিতে পারব।'

কালো ছায়াগুলোর নড়াচড়া থেমে গেল। চাঁদের আলোয় তরবারির ফলার ঝিলিক দেখল টিরিয়ন।

'আমাদের ছাগল,' গাছের আড়াল থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠ। গম্ভীর, কর্কশ এবং বৈরী।

'অবশ্যই তোমাদের ছাগল, ' একমত হলো টিরিয়ন। 'কিন্তু তোমরা কে গো?'

'যখন তোমার দেবতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে,' জবাব দিল আরেকটি কণ্ঠ, 'বলবে স্টোন ক্রোজের গুর্নের পুত্র তোমাদেরকে তাদের কাছে পাঠিয়েছে।'

একটা শুকনো ডাল মট করে ভেঙে গেল পায়ের চাপে, লোকটা হাজির হলো আলোতে। রোগা এক লোক, মাথায় শিঙের শিরস্ত্রাণ, হাতে লম্বা ছুরি।

BanglaBook.org

'এবং ডলফের পুত্র শাগা, বলল প্রথম কণ্ঠটি। গম্ভীর, এবং ভয়ঙ্কর। ওদের বাম পাশে একটা পাথর নড়ে উঠল। ওখানে দাঁড়িয়ে আছে এক বিশালদেহী। তার গতি মন্থর। তবে দেখে বোঝা যায় গায়ে অনেক জোর। তার শরীর চামড়ার পোশাকে মোড়া, ডান হাতে একটি গদা, বাম হাতে কুঠার। সামনে এগিয়ে আসার সময় সে দুটো অস্ত্রে ঠোকাঠুকি করল।

এবারে অন্যান্য আরও কণ্ঠ শোনা যেতে লাগল। সবাই যে যার নাম ঘোষণা করছে। কন, টোরেক, জ্যাগট। তবে শোনামাত্র এদের নাম ভুলে গেল টিরিয়ন। সংখ্যায় কম পক্ষে দশজন হবে।

অল্প কয়েকজনের কাছে তরবারি এবং চাকু আছে; বাকিদের অস্ত্র বলতে পিচ ফর্ক, কাস্তে এবং কাঠের বর্শা। ওরা চিৎকার করে নিজেদের নাম বলা তক অপেক্ষা করল টিরিয়ন। তারপর সে বলল, 'আমি টিরিয়ন, টাইউইনের পুত্র, ল্যানিস্টার বংশ, লায়নস অব দা রক। তোমাদের ছাগলের দাম আমরা সানন্দে পরিশোধ করে দেব।'

'আমাদেরকে দেয়ার মতো তোমার কাছে কী আছে, টাইউইনের পুত্র টিরিয়ন?' গুন্থর নামের লোকটা জানতে চাইল। হাবভাবে মনে হচ্ছে সে-ই এদের সর্দার।'

'আমার কাছে রূপা আছে,' বলল টিরিয়ন। 'আমার পরনের এ বর্মটি আকারে বড়। কনের গায়ে এটা দিব্যি এঁটে যাবে। আর যে যুদ্ধ কুঠারটি আমি বহন করছি তা শাগার প্রকাণ্ড হাতে মানাবে ভাল। এটা ওর হাতের কাঠের কুড়োলের চেয়ে কাজ দেবে।'

'আধা মানব আমাদের জিনিস আমাদেরকেই দিতে চাইছে,' বলল কন।

'কন ঠিকই বলেছে,' বলল গুন্থর। 'তোমার রূপা আমাদের। তোমার ঘোড়া আমাদের। তোমার বর্ম, যুদ্ধ কুঠার এবং বেল্টে বাঁধা ছুরিও আমাদের। আমাদেরকে তোমার জীবন ছাড়া দেয়ার মতো কিছু নেই। তুমি কীভাবে মরতে চাও, টাইউইনের পুত্র টিরিয়ন?'

'আমার নিজের বিছানায়, পেট ভর্তি মদ আর বেশ্যার মুখে আমার লিঙ্গ ঢোকানো অবস্থায় আশি বছর বয়সে আমি মরতে চাই।'

প্রকাণ্ডদেহী শাগা প্রথমে হেসে উঠল, তার হাসির রেশ উচ্চকিত হয়ে উঠল। তবে অন্যরা টিরিয়নের ঠাট্টায় খুব একটা মজা পায়নি। তারা মুখ গোমড়া করে রইল।

BanglaBook.org

'কন, আগে ওদের ঘোড়াগুলো নাও,' হুকুম দিল গুন্থর। 'তারপর বাকিজনকে হত্যা করে বন্দি করবে অর্ধমানবকে। সে ছাগলের দুধ দুইবে আর তা দেখে মায়েরা হেসে কুটিপাটি হবে।'

ব্রন লাফ মেরে খাড়া হলো। 'কার আগে মরার শখ হয়েছে?'

'না!' ধারাল গলায় বলল টিরিয়ন। 'গুর্ন এর পুত্র গুন্থর, আমার কথা শোনো। আমার হাউস ধনী এবং প্রভাবশালী। স্টোন ক্রেজ যদি আমাদেরকে এই পাহাড় থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যেতে দেয়, আমার লর্ড পিতা তোমাকে সোনায় মুড়ে দেবেন।'

'নিম্নভূমির লর্ডদের সোনা অর্ধমানবের প্রতিশ্রুতির মতোই মূল্যহীন,' বলল গুন্থর।

'আমি অর্ধমানব হতে পারি,' বলল টিরিয়ন, 'তবে আমার শত্রুদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস আমার আছে। স্টোন ক্রোজ যাই করুক না কেন ভেল এর নাইটদের দেখলে বুঝি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে গিয়ে ভয়ে কাঁপতে থাকে?'

শাগার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল ক্রুদ্ধ চিৎকার। সে কুঠারের গায়ে গদা দিয়ে বাড়ি মারল। জ্যাগট তার হাতের লম্বা বর্শা দিয়ে টিরিয়নের মুখে খোঁচা মারল। টিরিয়ন প্রাণপণে চেহারা ভাবলেশশূন্য রাখার চেষ্টা করল। 'চুরি করার জন্য এরচেয়ে ভালো অস্ত্র বুঝি পেলে না!? বলল সে। 'এ দিয়ে ভেড়া টেরা হত্যা করা যায়.. তবে ভেড়া তো আর মারামারি করতে পারে না। আমার বাবার কামাররা এরচেয়ে ভালো তরবারি হাগু করে।'

'খুদে মানব,' হুঙ্কার ছাড়ল শাগা। 'আমি তোমার জিনিসটা কেটে নিয়ে ছাগলদের খাওয়ানোর পরে কি আর আমার কুঠার নিয়ে ব্যঙ্গ করতে পারবে?'

হাত তুলল গুন্থর। 'না, ওর কথা আগে শুনি। তোমাদের জীবনের বদলে আমাদেরকে কী দেবে টাইউইনের পুত্র টিরিয়ন? তরবারি? বর্শা? বর্ম?'

'এসব তো দেবই, আরও অনেক কিছু পাবে, গুর্ন এর পুত্র গুন্থর,' হাসি মুখে বলল টিরিয়ন ল্যানিস্টার। 'আমি তোমাকে ভেল অব অ্যারিন দেব।'

BanglaBook.org

এডার্ড

চার

রেড কীপের উঁচু, সরু জানালা দিয়ে গুহার মতো প্রকাণ্ড দরবার ঘরে সূর্যাস্তের আলো চুঁইয়ে পড়ছে মেঝেতে, দেয়ালে সৃষ্টি করেছে লাল আবিরের দাগ। ওখানে একসময় ড্রাগনের মাথা ঝোলানো থাকত। এখন দেয়াল ঢেকে ফেলা হয়েছে শিকারের ছবিতে। তাতে সবুজ, বাদামী আর নীলের প্রাধান্য। তবু নেড স্টার্কের মনে হলো এ হলঘরের একমাত্র রঙ রক্তের মতো লাল।

সাদা লিনেনের ডাবলিট এবং কালো উলের আলখাল্লা পরে তিনি বসে আছেন এগন দা কনকারার বা বিজয়ী এগনের প্রাচীন আসনে। এটি লোহার সিংহাসন, মাথার ওপর লোহার গোঁজ বসানো এবং ধার বা কিনারাগুলো এবড়ো খেবড়ো।

রবার্ট একদা তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন আসনটি মোটেই আরামদায়ক নয়। আর আহত পা নিয়ে এখানে বসে মোটেই আরাম পাচ্ছেন না নেড। প্রতি মুহূর্তে দপদপে ব্যথাটা যেন বেড়েই চলেছে। তিনি যে হেলান দিয়ে বসবেন তারও উপায় নেই। সিংহাসনের পিঠের গা দিয়ে উঁচিয়ে আছে বিষদাঁতের মতো গোঁজ।

'একজন রাজার কখনো আরামে বসা উচিত নয়,' বলেছিলেন এগন দা কনকারার। শত্রুদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্রের ইস্পাত দিয়ে তিনি প্রকাণ্ড একটি সিংহাসন নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর কামারদেরকে।

BanglaBook.org

এগন তাঁর জেদ নিয়ে গোল্লায় যাক, মনে মনে বললেন নেড, *আর গোল্লায় যাক রবার্ট আর তার শিকার।*

'আপনি কি নিশ্চিত ওরা লুণ্ঠনকারী নয়, তার চেয়ে বেশি?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করল ভ্যারিস। সে সিংহাসনের নিচে কাউন্সিল টেবিলে বসেছে। তার পাশে, গ্রান্ড মায়েস্টার পাইসেল অস্বস্তি নিয়ে নড়েচড়ে বসলেন। লিটলফিঙ্গার একটি কলম নাড়াচাড়া করছে। আজকে কাউন্সিলর হিসেবে শুধু এরাই এসেছে।

কিংসউডে একটি সাদা হরিণ দেখা গেছে।

লর্ড রেনলি এবং স্যর ব্যারিস্টান ওটা শিকার করার জন্য রাজার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। তাদের সঙ্গে আছে প্রিন্স জফ্রি, স্যান্ডর ক্লেগেন, ব্যালন সোয়ান এবং দরবারের অর্ধেক লোক। ফলে রাজার অনুপস্থিতিতে লৌহ সিংহাসনে নেডকেই বসতে হয়েছে।

দরবারে অভিযোগ নিয়ে এসেছে অনেক লোকজন। তারা লম্বা দরজাটির কাছে ভিড় করেছে। নাইট, হাই লর্ড এবং লেডিরা আছেন দেয়ালে ঝোলানো ট্যাপেস্ট্রির নিচে। গ্যালারিতে বসেছে সাধারণ মানুষজন। সোনালি এবং ধূসর রঙের বর্মপরা রক্ষীরা সকলেই দণ্ডায়মান।

গাঁয়ের মানুষজন হাঁটু গেড়ে বসেছে : নারী, পুরুষ, শিশু। তাদের গায়ের পোশাক ছেঁড়া, রক্ত মাখা। চেহারায় ভয়। যে তিনজন নাইট ওদেরকে এখানে নিয়ে এসেছেন সাক্ষী দিতে তাঁরা লোকগুলোর পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন।

'লুণ্ঠনকারী, লর্ড ভ্যারিস!' স্যর রেমান ডেরির কণ্ঠে ভৎর্সনা। 'ওরা লুণ্ঠনকারীই ছিল বটে তাতে সন্দেহ নেই। ল্যানিস্টার লুটেরা।'

হলঘরের উত্তেজনা টের পাচ্ছিলেন নেড। হাই লর্ড এবং ভৃত্যের দল সকলেই কান খাড়া করে শুনছে। ক্যাটলিন টিরিয়ন ল্যানিস্টারকে বন্দী করার পরে পশ্চিম পরিণত হয়েছে চকমকির বাক্সে।

রিভাররান এবং ক্যাস্টারলি রক উভয়েই তাদের ব্যানারদের আহ্বান করেছে, গোল্ডেন টুথ এর নিচে জড়ো হচ্ছে সেনাবাহিনী। যে কোনো সময়ে শুরু হয়ে যেতে পারে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। প্রশ্ন হলো এ ক্ষত কী করে সারানো যায়।

BanglaBook.org

বিষণ্ন চোখের স্যর কেরিল ভ্যান্স, তাকে সুদর্শনই বলা যেত যদি না মুখের জন্মদাগটি তাঁর চেহারাটাকে বিকৃত করে না তুলত। তিনি হাঁটু মুড়ে বসা গ্রামবাসীদেরকে ইঙ্গিত করে বললেন, শেরার-এর হোল্ডফাস্টে এ ক'জন মানুষই বেঁচে আছে, লর্ড এডার্ড। বাকিরা মারা গেছে। তাদের সঙ্গে ওয়েনডিশ টাউন এবং মামার'স ফোর্ডের বাসিন্দারাও রেহাই পায়নি।'

'উঠে দাঁড়াও,' গ্রামবাসীদেরকে হুকুম দিলেন নেড। হাঁটু গেড়ে বসে থাকা মানুষের কথা তিনি বিশ্বাস করেন না। 'সবাই উঠে দাঁড়াও।'

এক এক করে প্রায় ধস্তাধস্তির ভঙ্গিতে শেরার হোল্ডফাস্টের লোকগুলো সিধে হলো। এক বুড়োকে হাত ধরে খাড়া করতে হলো, রক্তমাখা পোশাকে একটি মেয়ে হাঁটু মুড়ে বসেই থাকল, তার শূন্য দৃষ্টি স্যর এরিস ওক হার্টের দিকে। তিনি কিংসগার্ডের সাদা বর্ম পরে সিংহাসনের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। রাজাকে রক্ষা করাই তাঁর কাজ... অথবা, ভাবলেন নেড, রাজার হ্যান্ডকে।

'জস,' স্যর রেমান ডেরি শুঁড়িখানার অ্যাপ্রন পরা, এক মোটাসোটা টেকো লোককে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হ্যান্ডকে বলো শেরারে কী ঘটেছে।'

মাথা ঝাঁকাল জস। 'মহামান্য যদি আদেশ করেন তো–'

'মহামান্য ব্ল্যাক ওয়াটারে শিকারে গেছেন,' বললেন নেড। 'আমি লর্ড এডার্ড স্টার্ক, রাজার হ্যান্ড। তোমার পরিচয় জানাও এবং এই রেউডারদের সম্পর্কে কী জানো বলো।'

'আমি... আমি...আমার একটি মদের দোকান ছিল শেরারে, মি লর্ড, পাথুরে সেতুটার ধারে। সাউথ অব দা নেক-এর সেরা মদ বানাতাম আমি, সকলেই তাই বলত। কিন্তু সেই দোকান আর নেই, মি লর্ড। অন্য সবকিছুর সঙ্গে এটাও ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা এসে পেট পুরে মদ খেয়ে, বাকিটা ফেলে দিয়ে আমার দোকানের ছাদে আগুন ধরিয়ে দেয়। পেলে আমাকেও হত্যা করত, মি লর্ড।'

'ওরা আমাদের সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে,' লোকটির পাশে দাঁড়ানো এক কৃষক বলল। 'দক্ষিণ থেকে এসেছিল ওরা ঘোড়ায় চেপে। প্রথমে মাঠে আগুন ধরিয়ে দেয়, তারপর বাড়িঘরে। যারা বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিল তাদের সবাইকে ওরা হত্যা করেছে। তবে ওরা কোনো রেইডার

BanglaBook.org

ছিল না, মি লর্ড। আমাদের গরু বাছুর বা শস্য ডাকাতি করার ধান্ধা ওদের ছিল না। তবে যাওয়ার সময় আমার গাভীটাকে জবাই করে ফেলে রেখে যায় মাছি আর কাকদের জন্য।'

'ওরা আমার শিক্ষানবিশ ছেলেটাকে মেরেছে,' বলল মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা গাট্টাগোট্টা একজন। সে পেশায় কামার। সেরা পোশাকটি পরে দরবারে আসার চেষ্টা করলেও ভ্রমণের কারণে ওটা ধুলোমলিন। 'ওরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে আমার ছেলেটিকে মাঠে দাপড়ে বেরিয়েছে আর বর্শা দিয়ে খুঁচিয়েছে যেন এটা একটা খেলা। ছেলেটা যখন ছুটতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল আর চিৎকার করছিল তখন ওরা হাসছিল। শেষে বিশালদেহী এক লোক তাকে বর্শায় বিদ্ধ করে।'

হাঁটু ভেঙে বসে থাকা মেয়েটি এবার নেডের দিকে মুখ তুলে চাইল। তার চাউনি সিংহাসন ছাড়িয়ে গেল। ওপর দিকে উত্তোলিত হলো। 'ওরা আমার মাকেও হত্যা করেছে, মহামান্য। এবং ওরা... ওরা...' তার গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল, কী বলবে যেন ভুলে গেছে। ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

মেয়েটির গল্পটি বলে দিলেন স্যর রেমান ডেরি। 'ওয়েনডিশ টাউনের বাসিন্দারা হোল্ড ফাস্টে আশ্রয় নিতে গিয়েছিল। তবে ওগুলোর দেয়াল ছিল কাঠের। রেইডাররা দেয়ালের গায়ে খড়কুটো জড়ো করে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং সবাইকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে। ওয়েনডিশের লোকেরা ফটক খুলে পালাতে গেলে তারা তীর ছুড়ে মারে। নারী এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুরাও বাঁচতে পারেনি।'

'কী ভয়ঙ্কর,' বিড়বিড় করল ভ্যারিস। 'মানুষ এত নিষ্ঠুর কী করে হয়?'

'আমাদেরও একই দশা হতো তবে শেরারের হোল্ডফাস্ট পাথরের তৈরি,' বলল জস। 'তবু ওরা আগুন দিতে চেয়েছিল কিন্তু বিশালদেহী লোকটা বলে নদীর মোহনায় আরও রসালো ফল আছে। তারপর তারা মামার'স ফোর্ডে চলে যায়।'

সামনে ঝুঁকলেন নেড। আঙুলের নিচে শীতল ইস্পাতের পরশ পেলেন। প্রতিটি আঙুলের মাঝখানে একটি করে ফলা, ডগাগুলো বাঁকানো তরবারির মতো, যেন সিংহাসনের বাহু থেকে বেরিয়ে আছে ধারালো নখর। তিনশো বছর পরেও ওগুলোর ধার এতটুকু কমেনি।

BanglaBook.org

অসাবধানীদের জন্য ফাঁদে ভরপুর লৌহ সিংহাসন। গান আছে এ সিংহাসন তৈরি করতে নাকি হাজারও ফলা লেগেছিল, বেলেরিয়ন দ্য ব্ল্যাক ড্রেড ড্রাগনের তপ্ত নিঃশ্বাস দিয়ে গরম করা হয়েছিল হাপর। ধাতু দিয়ে লোহা পিটতে সময় লেগেছিল উনষাট দিন। ধারাল ধাতব দিয়ে তৈরি করা হয় ফলা। এ এমন এক চেয়ার যা মানুষ খুন করতে পারে, গল্পে তাই বলে।

সিংহাসনে বসতে হবে কোনদিন কল্পনাও করেননি এডার্ড স্টার্ক। তবু তাঁকে বসতে রয়েছে এবং লোকজন এসেছে তাঁর কাছে ন্যায়বিচার চাইতে।

'তোমাদের কাছে কী প্রমাণ আছে যে ওরা ল্যানিস্টার ছিল?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি, ক্রোধ সংবরণের চেষ্টা করছেন। 'ওদের পরনে কি লাল আলখাল্লা ছিল কিংবা হাতে সিংহের ছবিঅলা পতাকা?'

'ল্যানিস্টাররা অত নির্বোধ নয় যে ওভাবে নিজেদের পরিচয় ফাঁস করবে,' খেঁকিয়ে উঠল স্যর মার্ক পাইপার। সে বয়সে তরুণ এবং গরম রক্তের মানুষ। ক্যাটলিনের ভাই এডমুর টালির ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

'ওরা সবাই ছিল বর্ম পরিহিত এবং ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল, মি লর্ড,' শান্ত গলায় জবাব দিলেন স্যর কেরিল। 'ইস্পাতের ডগার বর্শা এবং লং সোর্ড ছিল তাদের হাতে, কোতল করার জন্য যুদ্ধ কুঠার।' তিনি বিধ্বস্ত চেহারার এক লোককে ইঙ্গিত করলেন। 'এই যে তুমি। হ্যাঁ, তুমি। কেউ তোমাকে আঘাত করবে না। আমাকে যা বলেছ তা হ্যান্ডকে বলো।'

ঝটিতি মাথা ওপরনিচ করল বুড়ো লোকটা। 'ওরা যুদ্ধ ঘোড়ায় চেপে এসেছিল। আমি অনেক দিন স্যর উইলিয়ামের আস্তাবলে কাজ করেছি। তাই সাধারণ ঘোড়া আর যুদ্ধ ঘোড়ার মধ্যেকার পার্থক্য বুঝতে পারি।'

'হয়তো ঘোড়াগুলো ওরা কোথাও থেকে চুরি করেছে,' মন্তব্য করল লিটলফিঙ্গার।

'কতজন লোক ছিল?' জানতে চাইলেন নেড।

'কমপক্ষে একশো জন,' তড়িৎ জবাব দিল জস। তবে মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা কামার বলল, ' দেড়শো, মি লর্ড। তারচেয়েও বেশি বই কম হবে না।'

BanglaBook.org

'তোমরা বলছ ওদের কাছে কোনো পতাকা ছিল না,' বললেন নেড। 'কী ধরনের বর্ম পরা ছিল ওরা? অলংকৃত কোনো বর্ম অথবা ঢাল কিংবা শিরস্ত্রাণ এরকম কিছু লক্ষ করেছ?'

শুঁড়িখানার মালিক জস মাথা নাড়ল। 'না, মি' লর্ড। ওদের বর্মগুলো ছিল সাধারণ... যে লোকটা ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল তার পরনেও একই ধরনের বর্ম ছিল। তবে লোকটা আকার আকৃতিতে ছিল দানবের মতো। ষাঁড়ের মতো প্রকাণ্ড। গলা খুবই কর্কশ।'

' মাউন্টেন!' স্যর মার্ক জোরে বলল। 'তাতে কারও কোনো সন্দেহ আছে? গ্রেগর ক্লেগেনের কাজ।'

নেড শুনতে পেলেন নামটা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবার মধ্যে ফিসফাস শুরু হয়ে গেছে। এমনকী গ্যালিতেও গুঞ্জন উঠল। হাই লর্ড এবং সাধারণ সকলেই জানে স্যর মার্কের অনুমান সত্যি হওয়ার মানে কী। লর্ড টাইউইন ল্যানিস্টারের ব্যানারম্যান স্যর গ্রেগর ক্লেগেন।

ভীত সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীর মুখগুলো পরখ করলেন নেড। তাদের ভয় পাওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

গ্রান্ড মায়েস্টার পাইসেল হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়ালেন কাউন্সিল টেবিল থেকে। তার গলার চেইনগুলো টুংটাং শব্দ তুলল। 'স্যর মার্ক, তোমার প্রতি সম্মান বজায় রেখেই বলছি, তুমি কী করে বুঝলে এই আউটল স্যর গ্রেগর? রাজ্যে তার মতো বিশালদেহী লোকের অভাব নেই।'

'মাউন্টেন দ্যাট রাইডস'এর মতো বিশালদেহী?' বললেন স্যর কেরিল। 'অমন আর কাউকে দেখিনি।'

'এমন প্রকাণ্ডদেহী এদেশে দ্বিতীয়টি নেই,' উত্তপ্ত গলায় যোগ করলেন স্যর রেমান। 'এমনকী তার ভাইও আকারে তার কাছে কুকুরছানার মতো। লর্ডগণ, একটু চক্ষু খুলে তাকান। লাশের গায়ে তার সিল ছাপ্পর দেখতে হবে? ওটা গ্রেগরই।'

'স্যর গ্রেগর কেন লুটেরা হতে যাবে?' জিজ্ঞেস করলেন পাইসেল। 'তার তো কোনো অভাব নেই। সে একজন স্বীকৃত নাইট।'

'ভুয়া নাইট,' বলল স্যর মার্ক। 'লর্ড টাইউইনের পাগলা কুত্তা।'

'মাই লর্ড হ্যান্ড,' আড়ষ্ট গলায় বললেন পাইসেল। 'আপনাকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ভালো নাইটটি লর্ড টাইউইন ল্যানিস্টারের লোক যিনি আমাদের মহারানীর পিতা।'

BanglaBook.org

'ধন্যবাদ গ্রান্ড মায়েস্টার পাইসেল,' বললেন নেড। 'আপনি স্মরণ করিয়ে না দিলে হয়তো কথাটা ভুলেই যেতাম।'

পিটার বেইলিশ এবার বলল, 'স্যর মার্ক, স্যর কেরিল, স্যর রেমান- আপনাদেরকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি? এসব হোল্ডফাস্ট আপনাদের সুরক্ষায় ছিল। যখন এসব হত্যাকাণ্ড এবং অগ্নিকাণ্ড শুরু হয় তখন আপনারা কোথায় ছিলেন?'

জবাব দিলেন স্যর কেরিল ভ্যান্স। 'আমি তখন গোল্ডেন টুথ-এ যাচ্ছিলাম আমার লর্ড পিতার সঙ্গে দেখা করতে। স্যর মার্কও তাই। এই জুলুমের খবর যখন স্যর এডমুর টালির কানে পৌঁছায়, তিনি খবর পাঠান আমাদের ছোট এক দল নিয়ে দেখতে যাওয়া উচিত কাদেরকে বাঁচানো যায় এবং রাজার কাছে নেয়া যায়।'

স্যর রেমান ডেরি বললেন, 'স্যর এডমুর আমাকে রিভাররানে ডেকে পাঠান। আমার সমস্ত সৈন্য সামন্ত নিয়ে যেতে বলেন। আমি তাঁর নগরীর দেয়াল থেকে দূরে, নদীর ধারে শিবির করি এবং তাঁর হুকুমের অপেক্ষা করতে থাকি। তবে আমি যখন বাড়ি ফিরে আসি তখন ক্লেগেন এবং তার ইঁদুরের দল রেড ফর্কে চলে গেছে। তারা ল্যানিস্টার হিলের দিকে এগোচ্ছিল।'

লিটলফিঙ্গার তার সুচালো দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'ওরা যদি আবার ফিরে আসে, স্যর?'

'ওরা আবার ফিরে এলে ওরা যেসব শস্যক্ষেত পুড়িয়ে দিয়েছিল সেখানে ওদের রক্ত দিয়ে সেচ দেব,' রাগত গলায় বলল স্যর মার্ক পাইপার। 'স্যর এডমুর প্রতিটি গাঁয়ে এবং হোল্ডফাস্টে তার লোকদের পাঠিয়েছেন,' জানালেন স্যর কেরিল।

লর্ড টাইউইন হয়তো এটাই চেয়েছেন, ভাবছেন নেড। রিভাররান থেকে সেনা সামন্ত সরিয়ে নিয়ে ছেলেটাকে উত্তেজিত করতে চাইছেন। নেডের শ্যালকটি বয়সে তরুণ, বুদ্ধিমত্তার চেয়ে সাহস বেশি। সে চাইবে তার দেশের মাটির প্রতিটি ইঞ্চি আঁকড়ে ধরে থাকতে। প্রতিটি পুরুষ, নারী এবং শিশু যে তাকে লর্ড বলে সম্বোধন করে তাদের প্রত্যেককে রক্ষা করতে। টাইউইন ল্যানিস্টার এসব বোঝার জন্য ঘটে যথেষ্ট বুদ্ধি রাখেন।

BanglaBook.org

'আপনাদের শস্য ক্ষেত এবং হোল্ডফাস্ট যদি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয় থেকে মুক্তি থাকে,' বলল লর্ড পিটর, 'তাহলে আপনারা দরবারে কী চাইতে এসেছেন?'

'ট্রাইডেন্টের লর্ডগণ রাজার শান্তি বজায় রাখতে চান,' জবাব দিলেন স্যার রেমান ডেরি। 'ল্যানিস্টাররা তা ভঙ্গ করেছে। আমরা এর জবাব দেয়ার অনুরোধ করতে এসেছি। ইস্পাতের বদলে ইস্পাত। আমরা শেরার, ওয়েনডিশ টাউন এবং মামার'স ফোর্ডের অসহায় মানুষদের জন্য ন্যায়বিচার চাই।'

'এডমুর রাজি হয়েছেন গ্রেগর ক্লেনের তার রক্তাক্ত পাওনা বুঝিয়ে দিতে, ' ঘোষণার সুরে বলল স্যর মার্ক। 'তবে আঘাত হানার আগে এখানে এসে ন্যায়বিচার চাইবার জন্য লর্ড হোস্টার আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।'

এজন্য দেবতাদের ধন্যবাদ, মনে মনে বললেন নেড।

টাইউইন ল্যানিস্টার শুধু ধূর্ত শেয়ালই নন, সিংহও বটে। তিনি যদি সত্যি স্যর গ্রেগরকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে এবং লুণ্ঠন করতে পাঠান– তা যে তিনি করেছেন তাতে নেডের কোনো সন্দেহ নেই– কাজটা তিনি করতে বলেছেন রাতের আঁধারে, কোনো পতাকা ছাড়া, সাধারণ লুটেরার ছদ্মবেশে। রিভাররান যদি পাল্টা হামলা করে, সের্সি এবং তাঁর বাবা বলবেন টালিরাই রাজার শান্তি বিঘ্নিত করেছে, ল্যানিস্টাররা নয়। ঈশ্বর জানেন রবার্ট কার কথা বিশ্বাস করবেন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পাঁচ

গ্রান্ড মায়েস্টার পাইসেল আবার উঠে দাঁড়ালেন। 'মাই লর্ড হ্যান্ড, এই মানুষগুলো যদি বিশ্বাস করে স্যর গ্রেগর তার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে লুণ্ঠন এবং ধর্ষণ করেছে, তাহলে এদেরকে ওই লোকের প্রভুর কাছে পাঠিয়ে দিন নালিশ করার জন্য। এসব অপরাধ নিয়ে সিংহাসনের মাথা ব্যথার দরকার নেই। ওরা লর্ড টাইউইনের কাছে যাক ন্যায়বিচারের জন্য।'

'রাজার ন্যায়বিচার উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সব জায়গাতেই আছে,' বললেন নেড। 'আমরা রবার্টের নামে বিচার করব।'

'তবে রাজা ফিরে না আসা পর্যন্ত–' বললেন পাইসেল।

'রাজা নদীর ধারে গেছেন শিকার করতে এবং শিগগিরি ফিরতে না-ও পারেন,' বললেন লর্ড এডার্ড। 'রবার্ট আমাকে এখানে বসিয়ে দিয়ে গেছেন তাঁর কান দিয়ে শোনার জন্য, তাঁর কণ্ঠ দিয়ে কথা বলার জন্য। আমাকে তাঁর কথা মেনে চলতে হবে.. যদিও আমি একমত এ বিষয়টি তাঁর জানা থাকা দরকার।' তিনি ট্যাপিস্ট্রির নিচে একটি পরিচিত মুখ দেখতে পেলেন। 'স্যর রোবার।'

স্যর রোবার রয়েস এগিয়ে এসে কুর্নিশ করল। 'মাই লর্ড।'

তোমার বাবা রাজার সঙ্গে শিকারে গেছেন,' বললেন নেড। 'আজকে যা বলা এবং করা হলো সেসব কথা কি তাঁদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে?'

'এক্ষুনি পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করছি, মাই লর্ড।'

BanglaBook.org

'আমরা কি তাহলে স্যর গ্রেগরের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি পাব?' জিজ্ঞেস করল মার্ক পাইপার।

'প্রতিশোধ?' বললেন নেড। 'আমরা তো ন্যায়বিচার নিয়ে কথা বলছি। ক্লেগেনের শস্য ক্ষেত পুড়িয়ে দিয়ে আর তার মানুষজনকে জবাই করলে শান্তি ফিরে আসবে না, শুধু তাতে তোমাদের আহত অহংকারে মলম পড়বে।' তরুণ নাইট প্রতিবাদ করে কিছু বলার আগেই তিনি গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে বললেন, ' শেরেরের অধিবাসীগণ, আমি তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি কিংবা শস্য ফিরিয়ে দিতে পারব না, মৃতদেরকে জীবিত করার ক্ষমতাও আমার নেই। তবে তোমাদেরকে আমাদের রাজা রবার্টের নামে খানিকটা হলেও ন্যায়বিচার দিতে পারব।'

দরবার কক্ষের প্রতিটি চোখ এখন নেডের দিকে নিবদ্ধ। তারা অপেক্ষা করছে। নেড সিংহাসনে হাত রেখে শরীরটাকে টেনে তুললেন। তাঁর আহত পা ব্যথায় তারস্বরে ডাক ছাড়ছে। ব্যথা অগ্রাহ্য করার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন তিনি, এখন নিজের দুর্বলতা দেখানোর সময় নয়। 'ফার্স্টমেনরা বিশ্বাস করতেন যে বিচারকরা মৃত্যুকে আহ্বান করে তাঁদের তরবারি দিয়ে শাসন করা উচিত এবং উত্তরে আমরা এ বিশ্বাস এখনো ধরে রেখেছি। আমার বদলে অন্য কাউকে পাঠানো আমার পছন্দ নয়... কিন্তু এছাড়া উপায়ও নেই ।' তিনি নিজের ভাঙা পায়ের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

'লর্ড এডার্ড!' হলঘরের পশ্চিম দিক থেকে একটি জোরালো চিৎকার ভেসে এল। সুদর্শন চেহারার এক তরুণ দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এল। বর্ম পরা নেই বলে ষোল বছরের লোরাস টাইরেলকে আরও কমবয়সী লাগছে। তার পরনে ফ্যাকাসে নীল রঙের সিল্ক, বেল্টে গোলাপের মালা, তার হাউসের সিজিলও রয়েছে অলংকৃত। 'আপনার হয়ে কাজ করার সুযোগ আমাকে দেয়ার আবেদন জানাচ্ছি। আমাকে কাজটি দিন, মাই লর্ড, কথা দিচ্ছি ব্যর্থ হবো না।'

হাসল লিটফিঙ্গার। 'স্যর লোরাস, তোমাকে যদি আমরা একা পাঠাই স্যর গ্রেগর তোমার কাটা মুণ্ডুটা ফেরত পাঠাবে ওই সুন্দর মুখের মধ্যে একটি বরই গুঁজে দিয়ে। কারও ন্যায়বিচারের কাছে মাথা নোয়ানোর লোক নয় মাউন্টেন।'

'আমি গ্রেগর ক্লেগেনকে ডরাই না,' গর্ব নিয়ে বলল স্যর লোরাস।

BanglaBook.org

এগনের বেঢপ সিংহাসনের শক্ত, লোহার আসনে ধীরে ধীরে বসলেন নেড। তাঁর চোখ দেয়ালের সামনে দাঁড়ানো মুখগুলো খুঁজল। 'লর্ড বেরিক,' হাঁক ছাড়লেন তিনি। 'থরোস অব মির। স্যর গ্লাডেন। লর্ড লোথার।' যাদের নাম ধরে ডাকা হলো তাঁরা সকলে এক এক করে এগিয়ে এলেন সামনে। 'আপনারা প্রত্যেকে কুড়িজন করে লোক জোগাড় করবেন আমার আদেশ গ্রেগরের দুর্গে পৌঁছে দেয়ার জন্য। আপনাদের সঙ্গে আমার নিজের কুড়িজন মানুষ যাবে। লর্ড বেরিক ডোনডারিয়ন, পদাধিকার বলে তোমাকে এ দলটির নেতৃত্ব দিলাম।'

লাল সোনালি চুলের তরুণ লর্ড কুর্নিশ করল। 'আপনার আদেশ শিরোধার্য, লর্ড এডার্ড।'

নেড কণ্ঠস্বর উচ্চকিত করে তুললেন যাতে সিংহাসন কক্ষের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত শোনা যায়।

'ইন দা নেম অব রবার্ট অব দা হাউস ব্যারাথিয়ন, ফার্স্ট অব হিজ নেম, কিং অব দা আন্দাল অ্যান্ড দা রোনার অ্যান্ড দা ফার্স্ট মেন, লর্ড অব দা সেভেন কিংডমস অ্যান্ড প্রটেক্টর অব দা রিয়ালম, বাই দা ওয়ার্ড অব এডার্ড অব দা হাউস স্টার্ক, হিজ হ্যান্ড। আমি আপনাদেরকে দায়িত্ব দিলাম অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ওয়েস্ট ল্যান্ডে পৌঁছে যাবেন, রাজার পতাকা নিয়ে ট্রাইডেন্টের রেডফর্ক পার হবেন এবং সেখানে যাবেন ভুয়া নাইট গ্রেগর ক্লেগেনের সকল অপরাধের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার আনার জন্য। আমি তার নিন্দা করছি এবং তার সমস্ত পদবী ও টাইটেল কেড়ে নিচ্ছি, তার সমস্ত জমি জমা, বাড়িঘর বাজেয়াপ্ত করা হলো এবং তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। দেবতারা তার আত্মাকে দয়া করুন।'

তাঁর শব্দের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার পরে নাইট অব ফ্লাওয়ার্স বোকা বোকা গলায় জানতে চাইল, 'লর্ড এডার্ড, আমার ব্যাপারটা?'

নেড তার দিকে তাকালেন। অত উঁচু থেকে লোরাস টাইরেলকে রবের মতোই কিশোর মনে হচ্ছে। 'তোমার শৌর্য বীর্য নিয়ে কারও মনে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, স্যর লোরাস। তবে আমরা এখানে ন্যায়বিচার দিতে এসেছি আর তুমি চাইছ প্রতিশোধ।' তিনি লর্ড বেরিকের দিকে তাকালেন। 'ভোরের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়বে। এসব কাজ যত দ্রুত শেষ করা যায় ততই ভালো।' তিনি একখানা হাত তুললেন।

BanglaBook.org

'দরবার আজ আর কোনো নালিশ শুনবে না।'

এলিন এবং পোর্থার খাড়া লোহার সিঁড়ি বেয়ে নেডকে নেমে আসতে সাহায্য করল। ওরা নামার সময় নেড টের পেলেন লোরাস টাইরেল থমথমে চেহারা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে তবে তিনি দরবার কক্ষের মেঝেতে পা দেয়ার আগেই ছেলেটি চলে গেল।

লৌহ সিংহাসনের নিচে, কাউন্সিল টেবিলে কাগজপত্র গোছাতে গোছাতে ভ্যারিস মৃদু গলায় বলল, 'আপনি আমার চেয়ে অনেক সাহসী, মাই লর্ড।' লিটলফিঙ্গার এবং পাইসেল আগেই চলে গেছেন।

' সে কীরকম, লর্ড ভ্যারিস?' রূঢ় গলায় জিজ্ঞেস করলেন নেড। তাঁর পা দপদপ করছে ব্যথায় এবং শব্দের খেলায় এখন তাঁর আগ্রহ নেই।

'আমি আপনার জায়গায় হলে স্যর লোরাসকে পাঠাতাম। তার যাওয়ার এমন ইচ্ছে ছিল...'

'স্যর লোরাসের বয়স খুব কম,' বললেন নেড। 'আশা করি সে তার হতাশা সামলে উঠতে পারবে।'

'আর স্যর ইলিন?' পাউডার মাখানো গালে হাত বুলাল খোঁজা। 'সে রাজার জাস্টিস। তার জায়গায় অন্য কাউকে পাঠানো তার জন্য অপমানজনক।'

'আমার তাকে পাঠাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না,' বললেন নেড। তিনি সর্বদা নিশ্চুপ ওই নাইটটিকে বিশ্বাস করেন না। অবশ্য জল্লাদদেরকে তাঁর পছন্দও নয়। 'আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেই পেইনরা হাউস ল্যানিস্টারের ব্যানারমেন।'

'তবে স্যর ইলিনকে দেখলাম দরবার কক্ষে পেছনে স্থির দৃষ্টিতে আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। আপনার সিদ্ধান্ত তাকে খুশি করতে পারেনি। আশা করি সে-ও তার হতাশা সামলে নিতে পারবে। তবে সে নিজের কাজটাকে এত ভালবাসে...

BanglaBook.org

সানসা

ছয়

'উনি স্যর লোরাসকে পাঠাবেন না,' বাতির আলোয় ঠাণ্ডা সাপার খেতে খেতে জেনি পুলকে বলল সানসা। 'মনে হয় পায়ের কারণে।'

নিজের শয়নকক্ষে বসে এলিন, হারউইন এবং ভেয়ন পুলকে নিয়ে নৈশভোজ সেরে নিয়েছেন লর্ড এডার্ড ভাঙা ঠ্যাংকে খানিক বিশ্রাম দিতে। সেপটা মরডেন নিজের পায়ের ব্যথা নিয়ে অনুযোগ করছিল।

সারাদিন সে সানসাকে নিয়ে গ্যালারিতে ছিল। দরবার কক্ষে কী ঘটে দেখতে গিয়েছিল ওরা। আরিয়ারও ওদের সঙ্গে যোগ দেয়ার কথা ছিল। তবে সে তার নৃত্যকলার ক্লাসে থেকে আসতে পারেনি।

'তাঁর পা?' অনিশ্চয়তার সুরে জানতে চাইল জেনি। সে দেখতে সুন্দরী, কালো চুল, সানসার সমবয়েসী। 'স্যর লোরাস কি পায়ে ব্যথা পেয়েছেন?'

'উনি পায়ে ব্যথা পাননি।' বলল সানসা, মনোহর ভঙ্গিতে মুরগির ঠ্যাং চিবুচ্ছে। 'বাবার পা, বোকা মেয়ে। ভীষণ ব্যথা পায়ে। পায়ের ব্যথায় তাঁর মাথাটাই গেছে খারাপ হয়ে। না হলে আমি নিশ্চিত তিনি স্যর লোরাসকেই পাঠাতেন।'

বাবার সিদ্ধান্ত এখনো হতবুদ্ধি করে রেখেছে সানসাকে।

নাইট অব ফ্লাওয়ার্স যখন কথা বলছিল, ও নিশ্চিত ছিল বুড়ি ন্যানের বলা গল্পগুলোর একটির বাস্তবায়ন ঘটতে চলেছে।

BanglaBook.org

স্যর গ্রেগর গল্পের দানব আর স্যর লোরাস সত্যিকারের নায়ক যে তাকে হত্যা করবে। সত্যিকারের হিরোর মতোই লাগছিল তাকে।

ছিপছিপে, সুদর্শন। সরু কোমরে সোনালি গোলাপ, ঝলমলে বাদামী চুল পড়ে থাকে চোখের ওপর। অথচ বাবা কিনা তার অনুরোধ পাত্তাই দিলেন না। এতে ভয়ানক হতাশ হয়েছে সানসা।

গ্যালারির সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় সেপটা মরডেনকে এ নিয়ে ও অনুযোগ করছিল। সেপটা শুধু বলেছে লর্ড পিতার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ তার নেই।

ওই সময় লর্ড বেইলিশ বলে ওঠেন, 'ওর লর্ড পিতার কিছু কিছু সিদ্ধান্ত মাঝে মাঝে প্রশ্নবোধক হয়ে ওঠে। ইয়াং লেডিটি ঠিকই বলেছে। সে যেমন সুন্দরী তেমনি বুদ্ধিমতী।'

সানসার দিকে তাকিয়ে তিনি ' বো' করেছিলেন। সানসা অবশ্য বুঝতে পারেনি তিনি ওর প্রশংসা করলেন নাকি ঠাট্টা।

'স্যর ইলিন রাজার জাস্টিস, স্যর লোরাস নয়,' বলল জেনি। 'লর্ড এডার্ডের তাকে পাঠানো উচিত ছিল।'

শিউরে উঠল সানসা। স্যর ইলিন পেইনের দিকে তাকালেই তার শরীর ভয়ে কেঁপে ওঠে। মনে হয় যেন তার নগ্ন ত্বকে মৃত কিছু একটা কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। 'স্যর ইলিন তো আরেক দানব। বাবা ওকে নির্বাচন করেননি বলে আমি খুশি।'

'লর্ড বেরিক স্যর লোরাসের মতোই হিরো। সাহসী এবং উদারচেতা।'

'হয়তোবা,' সন্দেহের সুরে বলল সানসা।

বেরিক ডোনডারিয়ন সুদর্শন তবে বয়স অনেক বেশি, প্রায় বাইশ। অবশ্য জেনির লর্ড বেরিকের পক্ষ নিয়ে কথা বলাটা স্বাভাবিক। কারণ প্রথম দর্শনেই এ লোকের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল সে।

তবে লর্ড বেরিকের জেনির প্রেমে পড়ার কোনো কারণই নেই। কারণ জেনি স্টুয়ার্ডের মেয়ে তাছাড়া বয়সও বেরিকের অর্ধেক।

যদিও এরকম কথা তো আর কারও মুখের ওপর বলা যায় না। খুব নিষ্ঠুরতা হয়ে যায় তাহলে। সানসা দুধের গ্লাসে চুমুক দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। 'আমি স্বপ্ন দেখলাম জফ্রি সেই সাদা হরিণটাকে শিকার করেছে।' এটাকে স্বপ্ন না বলে সানসার ইচ্ছে বলাই ভালো।

BanglaBook.org

সবাই জানে সাদা হরিণ খুবই দুর্লভ এবং জাদুর একটি প্রাণী। আর সানসার মন জানে তার অকুতোভয় রাজকুমার তার মাতাল পিতার চেয়ে অনেক ভালো এবং হরিণটি শিকার করার জন্য সেই উপযুক্ত।

'স্বপ্ন দেখেছ? সত্যি? প্রিন্স জফ্রি হরিণটাকে ধরে তোমার কাছে নিয়ে এল?'

'না,' বলল সানসা। ' সে সোনালি তীর ছুড়ে ওটাকে শিকার করে আমার কাছে নিয়ে এল দেখলাম।'

গানে বলা হয় জাদুর প্রাণীদেরকে নাইটরা কখনো হত্যা করেন না। তারা গিয়ে ওদেরকে স্পর্শ করেন, কোনো ক্ষতি করেন না। কিন্তু সানসা জানে জফ্রি এসবের ধার ধারবে না। সে শিকার পছন্দ করে। বিশেষ করে শিকারের হত্যাকাণ্ডের অংশটুকু তার কাছে খুবই উপভোগ্য। তবে সে শুধু পশু হত্যা করে।

সানসা নিশ্চিত জোরি এবং অন্যান্যদের হত্যার ব্যাপারে তার রাজকুমারের কোনো হাত ছিল না। এটা করেছে তার শয়তান মামাটা, কিং স্লেয়ার।

সানসা জানে এ ঘটনায় তার বাবা এখনো রেগে আছেন। তবে এ জন্য জফকে দোষ দেয়া চলবে না। তাহলে ব্যাপারটা হবে আরিয়ার অপরাধে সানসাকে দোষী করার মতো।

তোমার বোনকে আজ বিকেলে দেখলাম,' বলল জেনি, যেন সানসার মনের কথাটা পড়ে ফেলেছে। 'হাতে ভর দিয়ে আস্তাবলে হাঁটছিল। ও ওরকম কেন করছিল?'

'আরিয়া কেন যে এসব কাণ্ড করে বুঝে পাই না,' আস্তাবল সানসার দু'চক্ষের বিষ। সারের গন্ধ আর মাছি ভনভন করা বিশ্রী একটা জায়গা। ও যখন ঘোড়ায় চড়ে তখন আগে ওর ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপিয়ে জন্তুটাকে উঠোনে নিয়ে আসতে হয়।

ওরা আরও খানিকক্ষণ গল্প করে রান্নাঘরে গেল লেমন কেক খেতে। জেনির ইচ্ছে করছে কেক খেতে। কিন্তু রান্নাঘরে কেক পাওয়া গেল না। আছে শুধু অর্ধেক বোয়েম ভর্তি স্ট্রবেরি পাই। বেশ সুস্বাদু।

ওটাই খেল ওরা তাড়িয়ে তাড়িয়ে। টাওয়ারের সিড়িতে বসে। হাসল। গল্প করল। নিজেদের গোপন কথাগুলো ভাগ করে করে নিল। তারপর সানসা বিছানায় গেল ঘুমাতে।

BanglaBook.org

সাত

পরদিন সূর্য ওঠার আগেই ঘুম ভেঙে গেল সানসার। ঘুম ঘুম চোখে জানালার ধারে গেল সে।

লর্ড বেরিক তার লোকজন জড়ো করছে। ওরা রওনা হচ্ছে। ওদের আগে আগে যাচ্ছে আরও তিনটে ব্যানার। রাজার হরিণের ছবি অলা পতাকা, স্টার্ক হাউসের ডায়ারউলফের পতাকা এবং লর্ড বেরিকের বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতের ছবি আঁকা পতাকাবাহী সেনাবাহিনী।

অস্ত্রের ঝনঝনানি, মশালের দপদপ জ্বলতে থাকা শিখা, বাতাসে পতাকার আন্দোলন, ঘোড়ার হ্রেস্বারব শুনছে এবং দেখছে সানসা। ভোরের স্বর্ণাভ আলো ফুটি ফুটি করছে। উইন্টারফেলের লোকজনের পরনে রূপালি বর্ম আর লম্বা ধূসর আলখাল্লা। দেখতে ভালই লাগছে।

এলিনের হাতে স্টার্কদের পতাকা। ঘোড়ার মুখে লাগাম পরাতে পরাতে লর্ড বেরিকের সঙ্গে সে কথা বলছে। এলিনকে দেখে গর্ব হলো সানসার। এলিন বেশ সুদর্শন। একদিন সে ভালো নাইট হবে।

ওরা চলে যাওয়ার পরে টাওয়ার হ্যান্ড এমন খালি খালি লাগল সানসার যে আরিয়াকে নাশতা খেতে আসতে দেখে মনে মনে খুশিই হলো।

'অন্য সবাই কই?' লাল কমলার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে জানতে চাইল তার বোন। ' জেমি ল্যানিস্টারকে ধরে আনতে বাবা ওদেরকে পাঠাল বুঝি?'

BanglaBook.org

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সানসা। 'ওরা লর্ড বেরিকের সঙ্গে গেছে স্যর গ্রেগর ক্লেগেনের মুণ্ডু কেটে আনতে।' সেপটা মরডেনের দিকে ঘুরল ও। কাঠের চামচ দিয়ে পরিজ খাচ্ছে মহিলা।

'সেপটা, লর্ড বেরিক কি স্যর গ্রেগরের মাথা কেটে তার নিজের ফটকে গেঁথে রাখতে পারবে নাকি ওটা রাজার জন্য নিয়ে আসবে?' এ বিষয়টি নিয়ে জেনি পুলের সঙ্গে তার একচোট তর্ক হয়ে গেছে।

আঁতকে উঠল সেপটা। 'খাওয়ার সময় একজন লেডির এসব নিয়ে কথা বলতে নেই। তোমার সৌজন্যবোধ কোথায় গেল, সানসা? তুমি দেখছি ইদানিং তোমার বোনের মতোই বাজে হয়ে উঠছ।'

'গ্রেগর কী করেছে?' জিজ্ঞেস করল আরিয়া।

'সে একটা হোল্ডফাস্ট পুড়িয়ে দিয়েছে এবং অসংখ্য মানুষ হত্যা করেছে। তাদের মধ্যে নারী এবং শিশুরাও ছিল।'

আরিয়ার চেহারায় ভর্ৎসনা ফুটল। ' জেমি ল্যানিস্টার খুন করেছে জোরি, হিউয়ার্ড এবং উইলকে, হাউন্ড হত্যা করেছে মাইকাকে। ওদেরও মুণ্ডুচ্ছেদ করা উচিত।'

'এটা আর ওগুলো এক ঘটনা নয়,' বলল সানসা। 'হাউন্ড জফ্রির দেহরক্ষী। তোমার কসাইয়ের ছেলে রাজকুমারকে হামলা করেছিল।'

'মিথ্যুক,' বলল আরিয়া। সে এমন জোরে কমলা চেপে ধরল যে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল রস।

'তোমার যা খুশি তা-ই বলতে পার,' হালকা গলায় বলল সানসা। 'জেফ্রির সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পরে এসব কথা বলার আর সাহস পাবে না। তখন আমাকে কুর্নিশ করে মহামান্যা বলতে হবে।' আরিয়া কমলা ছুড়ে মারতে চিৎকার দিয়ে উঠল সে। কপালের মাঝখানে ঠাস করে লাগল ওটা। সেখান থেকে ধপ করে পড়ল কোলে।

'তোমার মুখভর্তি রস লেগে আছে, মহামান্যা,' বলল আরিয়া।

রস গড়িয়ে পড়ছে নাক বেয়ে, জ্বালা করছে চোখ। সানসা ন্যাপকিন দিয়ে মুছে নিল। কিন্তু থেবড়ানো ফলের রস তার ধবধবে সাদা মখমলের পোশাকের কী দশা করেছে দেখতে পেয়ে আবার চিৎকার দিল সে। 'তুই খুব বাজে!' বোনের দিকে তাকিয়ে গলা ফাটাল সানসা। ' লেডির বদলে তোকেই খুন করা উচিত ছিল!'

BanglaBook.org

ছুটে এল সেপটা মরডেন। 'তোমাদের লর্ড পিতার কানে কিন্তু যাবে সব কথা! তোমরা তোমাদের ঘরে যাও। এক্ষুনি!'

'আমিও যাব?' সানসার চোখে জল টলমল। 'এটা ঠিক না।'

'এসব নিয়ে আমি আলোচনায় বসতে চাই না। যেতে বলেছি যাও!'

মাথা খাড়া করল সানসা। সে রানি হতে চলেছে আর রানিদের কান্নাকাটি শোভা পায় না। অন্তত জনসমক্ষে তো নয়ই। সে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে পোশাকটা খুলে ফেলল।

সিল্কের গায়ে কমলার লাল রস দাগ ফেলেছে। 'আমি ওকে ঘেন্না করি!' চেঁচাল সানসা। সারারাত জ্বলার পরে চুলোয় ডাঁই হয়ে থাকা ঠাণ্ডা ছাইয়ের ওপর ড্রেসটাকে ছুড়ে ফেলে দিল। যখন দেখল রস লেগে দাগ পড়ে গেলে ওর আন্ডারস্কার্টেও, কাঁদতে শুরু করল সানসা।

উন্মত্তের মতো গায়ের বাকি পোশাক ছিড়ে ফেলল ও। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল।

দুপুরের দিকে দরজায় কড়া নেড়ে ওর ঘুম ভাঙাল সেপটা মরডেন।

'সানসা, তোমাদের লর্ড পিতা এক্ষুনি দেখা করতে বলেছেন।'

সানসা উঠে বসল বিছানায়। 'লেডি,' ফিসফিস করে বলল ও। সানসা এতক্ষণ মৃত লেডিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছিল। ডায়ারউলফটা যেন ওর ঘরে এসেছে, বিষণ্ন, সোনালি চোখ মেলে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। স্বপ্নের রেশ কাটতে একটু সময় লাগল।

'সানসা,' আবার দরজায় করাঘাত। তীক্ষ্ণ কণ্ঠ সেপটার। 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, সেপটা,' জোরে বলল সানসা। 'এক মিনিট। ড্রেসটা পরে নিই।'

কেঁদে কেঁদে সে চোখ লাল করে ফেলেছে। তবে নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে নিল সানসা।

সেপটা মরডেন সানসাকে নিয়ে লর্ড এডার্ডের ঘরে গেল। সানসা দেখল তার বাবা চামড়াবাঁধানো প্রকাণ্ড একটি বইয়ের ওপর ঝুঁকে আছেন। টেবিলের নিচে প্লাস্টার মোড়া পা আড়ষ্ট ভঙ্গিতে রেখেছেন।

BanglaBook.org

'এদিকে এসো, সানসা,' ডাকলেন তিনি সদয় কণ্ঠে। সেপটা চলে গেছে আরিয়াকে নিয়ে আসতে। 'আমার পাশে এসে বসো।' তিনি বইখানা বন্ধ করলেন।

সেপটা ফিরে এল গা মোচড়ামুচড়ি করতে থাকা আরিয়াকে নিয়ে। সানসা ম্লান সবুজ রঙের সুন্দর দামাস্ক গাউন পরেছে, চেহারা বিষণ্ন। তবে তার বোনের গায়ে সকালের সেই বিশ্রী চামড়ার পোশাকটাই। 'এই যে আরেকজন,' ঘোষণা করল সেপটা।

'ধন্যবাদ, সেপটা মরডেন। আমি আমার মেয়েদের সঙ্গে একটু একা কথা বলতে চাই।'

সেপটা কুর্নিশ করে চলে গেল।

'আরিয়াই শুরু করেছিল,' দ্রুত বলল সানসা, আগে কথা বলতে উদগ্রীব। 'আমাকে ও মিথ্যুক বলে একটা কমলা ছুড়ে মারে এবং আমার ড্রেসটা নষ্ট করে দেয়। আইভরি সিল্কের ড্রেস যেটা আমাকে রানি সের্সি দিয়েছিলেন প্রিন্স জফ্রির সঙ্গে বাগদানের সময় পরার জন্য। আমি রাজকুমারকে বিয়ে করব তা ওর পছন্দ নয়। ও সবকিছু নষ্ট করে দিতে চায়, বাবা। কোনো সুন্দর, ভালো বা চমৎকার জিনিস ও সহ্যই করতে পারে না।'

'যথেষ্ট হয়েছে, সানসা,' অধৈর্য এবং তীক্ষ্ণ শোনাল লর্ড এডার্ডের কণ্ঠ।

মুখ তুলল আরিয়া। 'আমি দু:খিত, বাবা। আমি অন্যায় করেছি। আমি আমার বোনের কাছে ক্ষমা চাইছি।'

সানসা এমন চমকে গেল, এক মুহূর্তের জন্য হারিয়ে ফেলল রা। অবশেষে গলার স্বর খুঁজে পেল সে। 'আমার ড্রেসটার কী হবে!'

'আমি... ওটা ধুয়ে দেব।' বলল আরিয়া অনিচ্ছুক কণ্ঠে।

'ধুয়ে দিলেও কোনো লাভ হবে না,' বলল সানসা। 'সারা দিন রাত ঘষেও কাজ হবে না। সিল্ক ড্রেসটা শেষ হয়ে গেছে।'

'তাহলে... তোমার জন্য নতুন একটা ড্রেস বানিয়ে দেব,' বলল আরিয়া।

হতাশায় কপাল চাপড়াল সানসা। 'তুমি? তুমি তো কোনো কাপড় বুনতেই জানো না।'

BanglaBook.org

ওদের বাবা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। তোমাদেরকে ড্রেস নিয়ে কথা বলার জন্য এখানে ডাকিনি। তোমাদের দুজনকেই আমি উইন্টারফেলে পাঠিয়ে দেব।'

দ্বিতীয়বারের মতো সানসা আবার বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ল। টের পেল তার চোখ আবার অশ্রুসজল হয়ে উঠছে।

'না, তুমি পার না,' বলল আরিয়া।

'প্লিজ, বাবা,' অবশেষে কথা ফিরল সানসার মুখে। 'প্লিজ, অমনটি কোরো না।'

মেয়েদের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত হাসলেন এডার্ড। 'যাক অন্তত একটা বিষয়ে দুজনকে একমত হতে দেখলাম।'

'আমি কোনো অন্যায় করিনি,' অনুনয় করছে সানসা। 'আমি ফিরে যেতে চাই না।' সে কিংস ল্যান্ডিংকে পছন্দ করে, ভালবাসে। রাজদরবার, লোকজন, খাবার, পোশাক-আশাক– এখানকার কোনোকিছুই তার অপছন্দ নয়। টুর্নামেন্ট ছিল তার জীবনের সবচেয়ে জাদুকরী সময়। এখনো কত কিছু দেখার বাকি। এসব সে হারাতে চায় না। 'আরিয়াকে পাঠিয়ে দাও। ও-ই এসবর জন্য দায়ী। শপথ করে বলছি, বাবা। আমি ভালো হয়ে থাকব। তুমি দেখো। আমাকে শুধু থাকতে দাও এবং কথা দিচ্ছি রানির মতোই ভদ্র, সভ্য হয়ে রইব আমি।'

লর্ড এডার্ডের মুখটা অদ্ভুতভাবে বেঁকে গেল। 'সানসা, মারামারি করার জন্য তোমাদেরকে পাঠাচ্ছি না আমি। যদিও দেবতারা জানেন তোমাদের ঝগড়া দেখে দেখে আমি ক্লান্ত। তোমাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য চাই তোমরা উইন্টারফেলে ফিরে যাবে। তোমরা যেখানে বসে আছ তার থেকে এক লীগের কম দূরত্বে আমার তিনজন লোককে কুকুরের মতো হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু রবার্ট কি কোনো ব্যবস্থা নিয়েছেন? তিনি গেছেন শিকার করতে।'

আরিয়া বিশ্রী ভঙ্গিতে ঠোঁট চিবুচ্ছে। 'সিরিওকে কি আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি?'

Bangla2Book.org

'তোমার ফালতু নাচের শিক্ষককে নিয়ে কে ভাবতে চায়?' তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল সানসা। 'বাবা, আমি যেতে পারব না। আমার সঙ্গে প্রিন্স জফ্রির বিয়ে হবে।' ও হাসি ফোটানোর চেষ্টা করল মুখে। 'আমি তাকে ভালবাসি, বাবা। ভীষণ ভালবাসি। রানি নেরিস যেভাবে ভালবাসতেন ড্রাগননাইট প্রিন্স এইমনকে, সেইরকম আমিও ওকে ভালবাসি। আমি ওর সন্তানের মা হতে চাই।'

'শোনো গো মেয়ে,' মৃদু গলায় বললেন ওর বাবা। 'তুমি বড় হওয়ার পরে তোমার সঙ্গে মানায় এমন সাহসী, ভদ্র ও শক্তিশালী একজন হাইলর্ডের বিয়ে দেব। জফ্রি ছোকরা খুবই বাজে। ও কোনো প্রিন্স এইমন নয়।'

'অবশ্যই ও সেইরকম একজন,' প্রতিবাদ করল সানসা।

'আমার সাহসী, ভদ্র মানুষের প্রয়োজন নেই। আমি ওকে চাই। আমরা খুব সুখি হবো। ওকে সোনালি চুলের একটি পুত্র সন্তান উপহার দেব যে একদিন গোটা রাজ্যের রাজা হবে, বিশ্বের সেরা রাজা। জফ্রি সিংহের মতো সাহসী একজন মানুষ।'

মুখ বাঁকাল আরিয়া। 'জফ্রি তার বাপ হলে সে বিশ্বের সেরা রাজা হতে পারবে না। আর জফ্রি একটা মিথ্যাবাদী, কাপুরুষ। এবং সে ভীতু হরিণ, সাহসী সিংহ নয়।'

সানসার চোখে জল চলে এল। 'না, ও তা নয়। সে তার বুড়ো মাতাল বাপটার মতো নয়।' শোক ভুলে বোনকে লক্ষ্য করে চেঁচাল ও।

নেড তাঁর মেয়ের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন। 'আমার মেয়েদের মুখ দিয়ে এসব কী বেরুচ্ছে...' তিনি সেপটা মরডেনকে চেঁচিয়ে ডাকলেন। তারপর মেয়েদের দিকে ফিরে বললেন, 'কোনো দ্রুতগামী বাণিজ্যিক জাহাজ পেলেই আমি তাতে তোমাদেরকে তুলে দেব। বর্তমানে কিংসরোডের চেয়ে সমুদ্র যাতায়াত নিরাপদ। ভালো একটা জাহাজ পেলেই তোমাদেরকে রওনা করিয়ে দেব। তোমাদের সঙ্গে থাকবে সেপটা মরডেন আর বেশ কিছু রক্ষী... আর হ্যাঁ, সিরিও ফরেলও থাকবে, যদি সে আমার অধীনে কাজ করতে রাজি হয়। তবে এসব কথা কাউকে বলো না। আমাদের পরিকল্পনা কাউকে জানানো যাবে না। আমরা কাল আবার কথা বলব।'

BanglaBook.org

সেপটা ওদেরকে নিয়ে সিড়ি বেয়ে নামার সময় চিৎকার করে কেঁদে উঠল সানসা। ওরা ওর কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিচ্ছে। টুর্নামেন্ট, রাজদরবার এবং তার রাজকুমার। সবকিছু। ওরা ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে উইন্টারফেলের ধূসর দেয়ালে, সেখানে সারা জীবনের জন্য বন্দি করে রাখবে। ওর জীবনটা শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে গেল।

'কান্নাকাটি থামাও, বাচ্চা,' কড়া গলায় বলল সেপটা মরডেন। ' তোমাদের লর্ড পিতা জানেন তোমাদের জন্য সবচেয়ে কোনটা ভাল হবে।'

'অতটা খারাপ হবে না, সানসা,' বলল আরিয়া। 'আমরা জাহাজে চেপে যাব। দারুণ একটা অ্যাডভেঞ্চার হবে। আবার দেখা হবে ব্রান এবং রব ভাইয়ার সঙ্গে, বুড়ি ন্যান, হডর এবং অন্য সবার সাথে।' সে হাত বাড়িয়ে বোনের বাহু স্পর্শ করল।

'হডর!' চেঁচিয়ে উঠল সানসা। ' তোর হডরের সঙ্গেই বিয়ে হওয়া উচিত। তুই তার মতোই নির্বোধ এবং কুৎসিত।' বোনের হাত থাবড়া মেরে সরিয়ে দিল সে। ধুপধাপ পা ফেলে ঢুকল নিজের ঘরে। বন্ধ করে দিল দরজা।

BanglaBook.org

এডার্ড

আট

'ব্যথা হলো দেবতাদের উপহার, লর্ড এডার্ড,' বললেন গ্রাণ্ড মায়েস্টার পাইসেল।

'আমার পায়ের ব্যথা কমে গেলে তবেই বুঝব এটা উপহার,' বললেন নেড।

পাইসেল বিছানার ধারের টেবিলের ওপর একটি ফ্লাস্ক রাখলেন। 'পপি ফুলের দুধ। খুব বেশি ব্যথায় এটা কাজে দেয়।'

'আমি ইতিমধ্যে অনেক ঘুমিয়েছি।'

'ঘুম বেদনা উপশমের বড় চিকিৎসক।'

'আমি তো ভেবেছি সেই চিকিৎসকটি আপনি।'

ফ্যাকাশে হাসলেন পাইসেল। 'আপনার রসবোধের এখনো ঘাটতি নেই দেখছি, মাই লর্ড।' তিনি সামনে ঝুঁকে এসে গলা নামালেন। 'আজ সকালে একটা দাঁড়কাক এসেছিল। রানির জন্য তার লর্ড পিতার পত্র নিয়ে। ভাবলাম আপনার জানা থাকা দরকার।'

'কালো ডানা, কালো শব্দ,' গম্ভীর মুখে বললেন নেড। 'কীসের চিঠি?'

'আপনি স্যর গ্রেগর ক্লেগেনের পেছনে লোক পাঠিয়েছেন বলে ভয়ানক ক্ষেপে গেছেন লর্ড টাইউইন।' বললেন মায়েস্টার। 'এ ভয়টাই পাচ্ছিলাম। কাউন্সিলে সে কথা বলেওছি আপনার হয়তো মনে আছে।'

BanglaBook.org

ক্ষেপুক গিয়ে,' বললেন নেড। যতবার তাঁর পায়ে চাগিয়ে ওঠে ব্যথা, জেমি ল্যানিস্টারের হাসিটা মনে পড়ে যায় এবং চোখে ভাসে তাঁর কোলে জোরির লাশ। 'তাঁর যত খুশি চিঠি লিখুন রানিকে। লর্ড বেরিক রাজার নিজের ব্যানার নিয়ে গেছে। লর্ড টাইউইন যদি রাজার জাস্টিসের সঙ্গে লাগতে যান, রবার্টের কাছে তার জবাব দিতে হবে। মহামান্য শিকারের চেয়ে বেশি উপভোগ করেন তাঁর আদেশ অমান্য করে কেউ যুদ্ধ ঘোষণা করলে।'

পাইসেল পিছিয়ে গেলেন গলার চেইনে টুংটাং শব্দ তুলে। 'আপনি যা বলেন। কাল আবার আসব।'

বৃদ্ধ মানুষটি জলদি তাঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলেন চলে যাওয়ার জন্য। নেডের সন্দেহ হলো বুড়ো হয়তো এখন রানির ঘরে গিয়ে তাঁর কান ভারী করবেন।

পাইসেল চলে গেলে নেড মধুমেশানো পানীয় আনার হুকুম দিলেন। তিনি এখন একটু চিন্তা করতে চান। বহুবার তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে জন অ্যারিন এমন কী কাজ করেছিলেন যার জন্য তাঁকে মরতে হয়েছে।

ব্যাপারটা অদ্ভুতই যে অনেক সময় একটি শিশুর নিষ্পাপ চোখ অনেক কিছু দেখে ফেলে যা বড়রা দেখতে পায় না। সানসা যখন বড় হবে তখন ওকে ব্যাখ্যা করবেন তিনি কেন কোন্ পরিস্থিতিতে কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যা তাঁর মেয়ের পছন্দ হয়নি।

সানসা রাগ করে বলেছিল প্রিন্স জফ্রি তার মাতাল বুড়ো বাপের মতো নয় মোটেই। সাধারণ একটি সত্য কথা। তবে এটাই নেডকে খুব খোঁচাচ্ছে।

তরবারি জন অ্যারিনকে হত্যা করেছিল, ভাবছেন নেড, *রবার্টকেও তাই করবে। হয়তো তাঁর মৃত্যু হবে ধীরে কিন্তু কেউ তা দেখতে পারবে না।* ভাঙা পা একসময় সেরে যাবে কিন্তু কিছু বিশ্বাসঘাতকতা পুঁজ হয়ে বিষাক্ত করে তোলে মন।

BanglaBook.org

গ্রান্ড মায়েস্টার চলে যাওয়ার ঘন্টাখানেক বাদে আগমন ঘটল লিটলফিঙ্গারের। পরনে বরইরঙা ডাবলিট, বুকের ওপর কালো সুতোয় মকিংবার্ডের নকশা, তার ওপর সাদা কালোর চৌখুপি আলখাল্লা।

'আমি বেশিক্ষণ থাকব না, মাই লর্ড,' ঘোষণা করল সে। ' লেডি টান্ডা আমাকে দুপুরের ভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সন্দেহ নেই চর্বিদার বাছুরের রোস্ট করবেন তিনি আমার জন্য। সে যাকগে, আপনার পায়ের অবস্থা কেমন?'

'খুব ব্যথা করছে। আর এমন চুলকানি পাগল করে দেবে আমায়।'

একটা ভুরু তুলল লিটলফিঙ্গার। দেখবেন ভবিষ্যতে কোনো ঘোড়া টোড়া যেন গায়ে আছড়ে না পড়ে। তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন। রাজ্যে অস্থিরতা বাড়ছে। ভ্যারিস শুনেছে পশ্চিমে অশুভ গুঞ্জন শুরু হয়েছে। ফ্রি রাইডার এবং সেলসওয়ার্ডরা ক্যাস্টারলি রকে জড়ো হতে শুরু করেছে।'

'রাজার কোনো খবর জানেন?' জিজ্ঞেস করলেন নেড। 'কবে ফিরবেন তিনি শিকার থেকে?'

'আপনি আর রানি বুড়ো হয়ে মরার আগে নয়,' হাসল লর্ড পিটার। ' সেই সাদা হরিণটাকে পাওয়া গেছে। মৃত। আধ খাওয়া। নেকড়েরা লাশটা খেয়ে প্রায় সাবাড় করে দেয়। মহামান্য রাজা শুধু খুড় আর একটা শিং ছাড়া কিছু পাননি। তিনি তো রেগে কাঁই। তবে শুনেছেন জঙ্গলের গভীরে নাকি এক মস্ত বন্য বরাহের দেখা মিলেছে। তিনি ওটাকে শিকার না করে বোধকরি ফিরছেন না। তবে প্রিন্স জফ্রি আজ সকালে ফিরেছে, সঙ্গে রয়েসদ্বয়, স্যর ব্যালন সোয়ান সহ দলের আরও কুড়ি জন। বাকিরা রাজার সঙ্গে থেকে গেছে।'

'হাউন্ড?' ভুরু কোঁচকালেন নেড। ল্যানিস্টারদের সকলের মধ্যে স্যান্ডর ক্লেগেনকে নিয়ে তাঁর উৎকণ্ঠা সবচেয়ে বেশি। এদিকে স্যর জেমি শহর ছেড়ে পালিয়েছে তার বাবার সঙ্গে যোগ দিতে।

'সে-ও জফ্রির সঙ্গে ফিরে সোজা গেছে রানির সঙ্গে দেখা করতে,' হাসল লিটলফিঙ্গার। 'তার কানে গেছে লর্ড বেরিককে পাঠানো হয়েছে তার মুণ্ডচ্ছেদের জন্য।'

'এমনকী একটা অন্ধ মানুষও দেখতে পারবে হাউন্ড তার ভাইকে ঘৃণা করে।'

'ঘৃণা করে তবে কেউ তাকে হত্যা করবে এটাও নিশ্চয় চায় না। যদিও ডোন্ডারিয়ন আমাদের মাউন্টেনের কল্লা নামিয়ে দিতে পারলে

BanglaBook.org

ক্লেগেনের সমস্ত জমি-জমা, আয়, ইনকামের মালিক হয়ে যাবে স্যান্ডর। বাদ দিন। আমি এখন যাই। লেডি টান্ডা তার চর্বিদার বাছুর নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

দরজার দিকে যাওয়ার পথে লর্ড পিটারের চোখ পড়ে গেল টেবিলের ওপর রাখা গ্রান্ড মায়েস্টার ম্যালিয়নের লেখা প্রকাণ্ড বইটির দিকে। সে থমকে দাঁড়াল। অলস ভঙ্গিতে বইয়ের প্রচ্ছদ ওল্টাল। বইয়ের নাম পড়ল: The Lineage and Histories of the Great House of the Seven Kingdoms, with Descriptions of Many High Lords and Noble Ladies and Their Children।

'এমন ক্লান্তিকর বই আমি জীবনে দেখিনি। এটা পড়লে কি আপনার ঘুম চলে আসে, মাই লর্ড?'

এক মুহূর্তের জন্য নেড ভাবলেন লিটলফিঙ্গারকে সব খুলে বলেন। কিন্তু লোকটার মশকরার ভঙ্গিতে এমন কিছু আছে যা তাঁকে বিরত রাখল। লোকটা বড্ড ধূর্ত।

'জন অ্যারিন অসুস্থ হওয়ার সময় এ বইটি পড়ছিলেন,' সতর্ক সুরে কথাটি বললেন নেড লিটলফিঙ্গারের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য।

যথারীতি পরিহাসের ছলে প্রত্যুত্তর দিল লিটলফিঙ্গার। ' সেক্ষেত্রে,' বলল সে, 'মৃত্যু তাঁর জন্য নিশ্চয় স্বর্গীয় স্বস্তি নিয়ে এসেছিল।'

লর্ড পিটার বেইলিশ 'বো' করে চলে গেল।

মনে মনে নিজেকে একটা গালি দিলেন এডার্ড স্টার্ক। নিজের লোকজন ছাড়া এ শহরে বিশ্বাস করার মতো তেমন কেউ নেই বললেই চলে।

লিটলফিঙ্গার ক্যাটলিনকে লুকিয়ে রেখেছিল এবং নেডকে তার অনুসন্ধানে সাহায্য করেছে, যদিও বৃষ্টির সেই দিনটিতে জেমি তার দলবল নিয়ে হামলা করলে এ লোক 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' নীতি অবলম্বন করে চট জলদি কেটে পড়েছিল। তবে ভ্যারিস এ লোকটার চেয়েও খারাপ। আনুগত্য দেখালেও খোজাটা যত বেশি জানে, দেশের জন্য কাজ করে অনেক কম। গ্রান্ড মায়েস্টার পাইসেল দিন দিন সের্সির মোসাহেব হয়ে উঠছেন।

আর স্যর ব্যারিস্টান তো বৃদ্ধ এবং কারও পক্ষাবলম্বন করেন না। নেডকে স্রেফ বলে দেবেন তাঁর যা কাজ তা করে যেতে।

BanglaBook.org

সময় একদমই হাতে নেই। রাজা শীঘ্রি শিকার থেকে ফিরবেন। ভেয়ন পুল সানসা এবং আরিয়াকে উইন্ড উইচ জাহাজে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করে ফেলেছে আর তিনদিন পরেই। ফসল তোলার আগেই ওরা উইন্টারফেলে পৌঁছে যাবে।

গত রাতে তিনি রেগারের সন্তানদেরকে স্বপ্নে দেখেছেন।

লর্ড টাইউইন তার রক্ষীদের লাল আলখাল্লা দিয়ে লাশগুলো মুড়িয়ে লৌহ সিংহাসনের নিচে ফেলে রেখেছেন। এতে রক্তের দাগ বোঝা যাবে না। ছোট রাজকুমারীর পা নগ্ন, পরনে এখনো রাতের পোশাক, আর ছেলেটি... ছেলেটি...

এরকম ঘটনা আর ঘটতে দেবেন না নেড। দেশ আরেক পাগলা রাজাকে সহ্য করতে পারবে না, আরেকবার রক্তের হোলিখেলা এবং প্রতিশোধে টিকতে পারবে না। শিশুদেরকে বাঁচানোর কোনো রাস্তা তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে।

রবার্ট দয়াবান। গ্রান্ড মায়েস্টার পাইসেল, ভ্যারিস দ্য স্পাইডার, লর্ড ব্যালন গ্রেজয়, এরা একসময় রবার্টের শত্রু ছিলেন। প্রত্যেককেই বন্ধুত্বের আহ্বান জানানো হয়, আনুগত্য স্বীকার করলে ফিরিয়ে দেয়া হয় তাঁদের সম্মান এবং রাজদরবারে কাজের সুযোগ।

সাহসী এবং সৎ মানুষদেরকে রবার্ট অনেক সম্মান করেন, এমনকী সে শত্রু হলেও।

তবে রাতের অন্ধকারে বিষ খাওয়ানো বা ছুরি মারা এসব রবার্ট কখনো সহ্য করেন না, ক্ষমাও করেন না।

নেড জানেন তিনি নিরব থাকতে পারবেন না। রবার্ট, রাজ্য, জন অ্যারিনের ছায়া সবকিছুর প্রতি তাঁর একটি কর্তব্য আছে.... এবং ব্রান; সে নিশ্চয় এ সত্যের সঙ্গে কোনো না ভাবে জড়িত। কেন ওকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল?

BanglaBook.org

নয়

বিকেলে টোমার্ডকে ডেকে পাঠালেন নেড। এ সেই বাদামী মোচঅলা রক্ষী যাকে তাঁর সন্তানরা মোটু টম বলে ডাকে। জোরি মারা যাওয়ার পরে এবং এলিনের অনুপস্থিতিতে মোটু টমকে নেডের বাড়ির রক্ষীদের সর্দারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

টোমার্ড একজন খাঁটি মানুষ। অমায়িক, বিশ্বস্ত, অক্লান্ত পরিশ্রমী। তবে তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। যৌবনেও সে খুব বেশি তেজোদীপ্ত ছিল না। নেডের উচিত হয়নি স্যর বেরিকের সঙ্গে তাঁর অর্ধেক রক্ষীদের পাঠিয়ে দেয়া। তাঁর সেরা অসিযোদ্ধারা ওদের মধ্যে রয়ে গেছে।

‘ তোমার সাহায্য দরকার,’ বললেন নেড।

টোমার্ডকে উদ্বিগ্ন লাগছে। প্রভুর সামনে ডেকে পাঠালে সে সবসময়ই উৎকণ্ঠায় ভুগতে থাকে। ‘আমাকে গডসউডে নিয়ে যাবে।’

‘কাজটা কি ঠিক হবে, লর্ড এডার্ড? আপনার পায়ের এরকম অবস্থায়?’

‘সম্ভবত ঠিক হবে না। তবে কাজটা জরুরি।’

ভারলিকে খবর দিল টোমার্ড। দুজনের দুই কাঁধে ভর দিয়ে টাওয়ারের সিড়ি বেয়ে নেমে এলেন নেড।

‘তুমি রক্ষীদের সংখ্যা দ্বিগুণ করবে,’ মোটু টমকে নির্দেশ দিলেন তিনি। ‘আমার অনুপস্থিতিতে কেউ যেন টাওয়ার অব দা হ্যান্ড-এ ঢুকতে বা বেরুতে না পারে।’

BanglaBook.org

চোখ পিটপিট করল টোমার্ড। 'মি লর্ড, এলিন এবং অন্যান্যরা চলে যাওয়ার পরে আমরা এমনিতেই রক্ষী সংকটে রয়েছি-'

'এটা অল্প সময়ের জন্য। পাহারা জোরদার করো।'

'আপনি যা বলেন, মি, লর্ড,' প্রত্যুত্তরে বলল টম। 'তবে জানতে পারি কী কেন–'

'না, পারো না,' মুচমুচে গলায় বললেন নেড।

গডসউড খালি। সবসময় জনশূন্যই থাকে। হৃদয় বৃক্ষ'র পাশে, ঘাসের ওপর ওরা নেডকে নামিয়ে দিল।

'ধন্যবাদ,' পায়ের ব্যথা অগ্রাহ্য করে তিনি জামার পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করলেন। তাতে তাঁর হাউসের সিজিলের ছাপ মারা। 'এটা এক্ষুনি পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করো।'

কাগজের ওপর লেখা নামটি দেখে ভীত ভঙ্গিতে ঠোঁট চাটল টম।

'মাই লর্ড...'

'যা বললাম তা করো, টম,' বললেন নেড।

গডসউডের নির্জনে পরিবেশে কতক্ষণ তাঁকে অপেক্ষা করতে হলো জানেন না নেড। জায়গাটি শান্তিময়। পুরু দেয়াল প্রাসাদের কলবর ঠেকিয়ে রাখছে। পাখির গান শুনতে পাচ্ছেন তিনি, ঝিঁঝির ডাক, বাতাসে পাতার খসখস ভেসে আসছে কানে।

হৃদয় বৃক্ষ একটি ওক গাছ। বাদামী রঙের। কোনো ছিরিছাঁদ নেই। তবু যেন এখানে দেবতাদের উপস্থিতি টের পাচ্ছিলেন নেড। তাঁর পা আর ব্যথা করছে না।

BanglaBook.org

তিনি এলেন সূর্যাস্তের সময়।

তখন দেয়াল এবং টাওয়ারের ওপরে ভিড় জমিয়েছে লাল মেঘের দল।

তিনি একা এলেন। তাঁকে তাই করতে বলেছিলেন নেড।

সাধারণ পোশাকে এসেছেন তিনি। পায়ে চামড়ার বুট জুতো, গায়ে শিকারীদের মতো সবুজ পোশাক।

মাথার ওপর থেকে হুড সরিয়ে নিতে নেড তাঁর মুখে ক্ষত চিহ্নটা দেখতে পেলেন। ওখানে রাজা তাঁকে মেরেছিলেন। হলদে হয়ে আছে, ফোলা কমেছে তবে দেখলেই বোঝা যায় এ কীসের দাগ।

'এখানে কেন?' নেডের সামনে এসে দাঁড়ালেন সের্সি ল্যানিস্টার।

'যাতে দেবতারা দেখতে পান।'

তিনি নেডের পাশে ঘাসের ওপর বসলেন।

তাঁর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গিতে রয়েছে মাধুর্য। কোঁকড়ানো সোনালি চুল বাতাসে নড়ছে, তাঁর চোখ গ্রীষ্মের পাতার মতোই সবুজ।

অনেক দিন পরে এ সৌন্দর্য দেখতে পেলেন নেড। 'জন অ্যারিন কেন মারা গিয়েছিলেন সেই সত্যটা আমি এখন জানি।'

'জানেন নাকি?' রানি নেডের দিকে তাকিয়ে আছেন, দৃষ্টিতে বিড়ালসুলভ সর্তকতা।

'এ জন্যই কি আমাকে এখানে ডেকে এনেছেন, লর্ড স্টাক?' ধাঁধা দেখাতে? নাকি আমাকে বন্দী করার অভিলাষ আপনার যেভাবে আপনার স্ত্রী আমার ভাইকে বন্দী করেছিল?'

'আপনার মনে সেরকম কোনো সন্দেহ থাকলে এখানে আসতেন না,' আলতো করে রানির গাল স্পর্শ করলেন নেড। 'উনি কি এমন কাজ আগেও করেছেন?'

'দুই একবার,' সের্সি সরিয়ে নিলেন মুখ। 'তবে আগে কখনো মুখে মারেননি। জেমি জানলে তাঁকে খুন করে ফেলত, জানের পরোয়া করত না।' সের্সি বেপরোয়া ভঙ্গিতে তাকালেন নেডের দিকে। 'আমার ভাই আপনার বন্ধুর চেয়ে শতগুণে ভালো।'

'আপনার ভাই?' বললেন নেড। 'নাকি আপনার প্রেমিক?'

'দুটোই,' সত্যের উদঘাটন বিন্দুমাত্র কাঁপিয়ে দিল না রানিকে। সেই ছোটবেলা থেকেই আমরা দুজনে দুজনার। হবোই না কেন? টারগারিয়ানদের মধ্যে তিনশ বছর ধরে ভাইবোনের বিবাহ প্রথা চালু রয়েছে বংশ নিষ্কলুষ রাখতে। আমি এবং জেমি ভাইবোনের চেয়েও বেশি। দুইদেহে একজন মানুষ। আমাদের একই জরায়ুতে জন্ম। ও এ পৃথিবীতে এসেছিল

BanglaBook.org

আমার পা আঁকড়ে ধরে, আমাদের বুড়ো মায়েস্টার বলেছেন। ও যখন আমার ভেতরে প্রবেশ করে তখন নিজেকে আমার... পরিপূর্ণ মনে হয়।' ভৌতিক হাসি ফুটল তাঁর মুখে।

'আমার ছেলে ব্রান...'

সের্সি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন না। 'ও আমাদের দেখে ফেলেছিল। আপনি আপনার সন্তানদের ভালবাসেন, বাসেন না?'

রবার্ট একই প্রশ্ন করেছিলেন নেডকে দাঙ্গার দিন সকালে। সের্সিকে একই জবাব দিলেন নেড। 'আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে।'

'আমিও আমার সন্তানদেরকে কম ভালবাসি না।'

'তিনটি ছেলেমেয়েই জেমির।' বললেন নেড। তবে এটা কোনো প্রশ্ন ছিল না।

'এজন্য দেবতাদেরকে ধন্যবাদ।' বললেন রানি।

BanglaBook.org

দশ

বীজ শক্তিশালী, মৃত্যুশয্যায় চিৎকার করে বলেছিলেন জন অ্যারিন। তো ব্যাপারটা তাহলে এই। তাঁর সন্তানদের সকলই বেজন্মা। তাদের সবার চুল রাতের মতো কালো।

গ্রান্ড মায়েস্টার ম্যালিয়ন হরিণ এবং সিংহের মধ্যেকার শেষ মিলনের কথা লিখে গেছেন, প্রায় নব্বই বছর আগের ঘটনা– ওইসময় টিয়া ল্যানিস্টার বিয়ে করেন গোয়েন ব্যারাথিয়নকে, শাসক প্রভুর তৃতীয় সন্তান। তাঁদের একমাত্র সন্তান, যার নামকরণ করা হয়নি, সেই ছেলেটির বিষয়ে ম্যালিয়ন তাঁর প্রকাণ্ড বইতে বর্ণনা করেছেন *মাথাভর্তি কালো চুল নিয়ে জন্মগ্রহণকারী এক পুত্র* বলে। সে শৈশবেই মৃত্যুবরণ করে। ত্রিশ বছর আগে পুরুষ এক ল্যানিস্টার একজন ব্যারাথিয়ন চাকরানিকে বিয়ে করেছিল। সেই নারী তিন পুত্র এবং এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়, তাদের প্রত্যেকেরই ছিল কৃষ্ণকেশ।

'বারো বছরেরও বেশি সময় চলে গেছে,' বললেন নেড। 'রাজার কোনো সন্তান আপনি গর্ভে ধারণ করলেন না কেন?'

সের্সি মাথা তুললেন, কাউকে পরোয়া না করার ভঙ্গি। 'আপনার রবার্ট আমাকে একবারই সন্তান দিয়েছিল।' বললেন তিনি, কণ্ঠস্বর তীব্র ঘৃণায় পূর্ণ। 'আমার ভাই এক মহিলাকে নিয়ে আসে আমার শরীর পরিস্কার করার জন্য। রবার্ট এ ঘটনা কোনদিন জানতে পারেনি। সত্যি বলতে ওর স্পর্শ

BanglaBook.org

আমার কাছে অসহ্য লাগত এবং বহু বছর আমি ওকে আমার ভেতরে প্রবেশ করতে দিইনি। সে অন্য উপায়ে আনন্দ খুঁজে নিয়েছে। বেশ্যাদের নিয়ে। সে তাদের নিয়ে ফুর্তি করার পরে টলমল পায়ে আমার শোবার ঘরে ঢোকে। আমরা যা-ই করি না কেন, রাজা এমন মাতাল থাকে যে পরদিন সব কথা ভুলে যায়।'

সবাই কী করে এমন অন্ধ হয়ে থাকল? সত্যটা সবসময়ই সামনে ছিল, ছেলেমেয়েদের চেহারায় তা লেখা ছিল। অসুস্থবোধ করলেন নেড। 'রবার্ট যেদিন সিংহাসনে বসলেন সেদিন থেকে তাঁর প্রতিটি ইঞ্চি আমার চেনা আছে।, শান্ত গলায় বললেন তিনি। 'হাজার হাজার মেয়ে হয়তো তাঁকে হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছে। কিন্তু তিনি এমন কী করেছেন যে তাঁকে এতটা ঘৃণা করেন?'

অন্ধকারে রানির চোখে যেন জ্বলে উঠল সবুজ আগুন। তাঁর সিজিলের সিংহীর মতো। 'আমাদের বাসর রাতে সে আমাকে আপনার বোনের নাম ধরে ডাকছিল। তখন সে ছিল আমার শরীরের ওপরে, আমার ভেতরে, তার মুখ দিয়ে ভকভক করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছিল এবং সে ফিসফিস করে বলছিল *লিয়ানা! লিয়ানা!*'

ফ্যাকাসে নীল রঙের গোলাপগুলোর কথা মনে পড়ে যায় নেডের। তাঁর ইচ্ছে করল কেঁদে ওঠেন। 'জানি না আপনাদের কাকে বেশি সমবেদনা জানাব।'

এ কথায় রানি যেন মজা পেলেন। 'আপনার সমবেদনা নিজের জন্যই রেখে দিন, লর্ড স্টার্ক। আমার এসব চাইনে।'

'আমার অবশ্য করণীয় কী জানেন?'

'অবশ্য করণীয়?' সের্সি নেডের সুস্থ পায়ের ওপর হাত রাখলেন। হাঁটুর ঠিক ওপরে। 'একজন প্রকৃত মানুষ তাঁর ইচ্ছে মাফিক কাজ করে, অবশ্য করণীয় নয়।' তাঁর আঙুল হালকাভাবে ঘষা খেল নেডের উরুতে। 'রাজ্যের একজন শক্তিশালী হ্যান্ড দরকার। জফের বড় হতে এখনো ঢের বাকি। আবার কেউ যুদ্ধ চায় না, আমি তো চাইই না।'

তাঁর হাত স্পর্শ করল নেডের মুখ, চুল। 'বন্ধুরা যদি শত্রু হয়ে যায়, শত্রুরাও বন্ধু হতে পারে। আপনার স্ত্রী হাজার মাইল দূরে, আমার ভাই পলাতক। আমাকে অনুগ্রহ করুন, নেড। শপথ করে বলছি এজন্য আপনাকে কখনো পস্তাতে হবে না।'

BanglaBook.org

'একই প্রস্তাব কি জন অ্যারিনকেও দিয়েছিলেন?'

রানি চড় কষালেন।

'আমি এটিকে সম্মানের নিদর্শন হিসেবে নিলাম,' শুকনো গলায় বললেন নেড।

'সম্মান,' থুতু ফেললেন সের্সি। 'আপনার কত বড় সাহস আমার সঙ্গে অভিজাত লর্ডদের মতো আচরণ করেন? আপনি আমার কাছ থেকে কী কেড়ে নেবেন? আপনার নিজের এক বেজন্মা আছে, আমি তাকে দেখেছি। কে তার মা? কোনো ডোরনিশ কৃষককন্যা যার হোল্ডফাস্ট পুড়িয়ে দেয়ার সময় তাকে ধর্ষণ করেছিলেন? কোনো বেশ্যা? নাকি শোকাতুরা বোন লেডি আশারা? শুনেছি সে সাগরে আত্মাহুতি দিয়েছিল। কেন? আমাকে বলুন সম্মানীয়, লর্ড এডার্ড, রবার্ট, আমি অথবা জেমি থেকে আপনার পার্থক্যটা কী?'

'প্রথমত,' বললেন নেড, 'আমি শিশু হত্যা করি না। আমার কথা ভালোভাবে শুনুন, মাই লেডি। এসব কথা একবারই বলব আমি। রাজা শিকার থেকে ফিরলে আমি সত্যটা তাঁর সামনে তুলে ধরব ঠিক করেছি। ততক্ষণে আপনি দেশ ছেড়ে চলে যাবেন। আপনি এবং আপনার সন্তানরা, তিনজনেই, তবে ক্যাস্টারলি রকে নয়। আপনার জায়গায় আমি হলে জাহাজে চড়ে ফ্রি সিটি কিংবা আরও দূরে, সামার আইল কিংবা পোর্ট অব ইবেনে চলে যেতাম। যতদূর বাতাস ঠেলে নিয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, লর্ড টাইউইনের সোনা দিয়ে আপনি আরাম আয়েশ কিনতে পারবেন, দেহরক্ষীও ভাড়া করা যাবে। এদেরকে আপনার দরকার হবে। তবে আপনি যেখানেই পালিয়ে যান না কেন রবার্টের ক্রোধ আপনার পিছু নেবে।'

রানি সিধে হলেন। 'আর আমার ক্রোধ, লর্ড স্টার্ক?' মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি। নেডের মুখের ওপর ঘুরছে চোখ। 'রাজ্যের ভার আপনার নেয়া উচিত ছিল। দখল হওয়ার জন্যই ওটা পড়েছিল। জেমি আমাকে বলেছে কিংস ল্যান্ডিংয়ের পতনের দিকে তাকে আপনি লৌহ সিংহাসনে কী অবস্থায় দেখেছিলেন। ওটা ছিল আপনার সময়। আপনার যা করার দরকার ছিল তা হলো ওই সিড়িগুলো পার হয়ে সিংহাসনে বসে পড়া। বিরাট ভুল করেছিলেন আপনি।'

BanglaBook.org

'আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না আরও কত ভুল আমি করেছি।,' বললেন নেড। 'তবে ওই ভুলটি সেগুলোর মধ্যে ছিল না।'

'ছিল, মাই লর্ড,' বললেন সের্সি। 'আপনি যখন সিংহাসন নিয়ে খেলবেন হয় জিতবেন নতুন মরবেন। এতে মধ্যবর্তী বলে কিছু নেই।'

তিনি মাথায় হুড তুলে দিলেন যাতে ফোলা মুখটা দেখা না যায়। নেডকে গডসউডের ওক গাছের অন্ধকারের নিচে রেখে চলে গেলেন। শান্ত অরণ্য। মাথার ওপর নীল কালো আকাশ। সেখানে একটি দুটি করে জেগে উঠছে নক্ষত্র।

BanglaBook.org

ডেনেরিস

এগারো

সন্ধ্যার শীতল আবহাওয়াতেও যেন কলিজাটা থেকে বাষ্প বেরুচ্ছিল। খাল ড্রোগো ওর সামনে জিনিসটা নামিয়ে রাখল। কাঁচা এবং রক্তমাখা। ড্রোগোর কনুই পর্যন্ত লেগে আছে রক্ত। তার পেছনে ব্লাডরাইডাররা বুনো স্ট্যালিয়ন ঘোড়াটার লাশের পাশে, বালুতে হাঁটু গেড়ে বসা। হাতে পাথরের ছোরা। দেয়ালের কুলুঙ্গিতে গোঁজা মশালের কমলা আলোয় স্ট্যালিয়নের রক্ত কালচে লাগছে।

ডেনি তার স্বল্প ফুলে থাকা পেটে হাত রাখল। ঘাম ফুটেছে চামড়ায়, ভুরুতেও জমেছে ফোঁটা ফোঁটা। টের পাচ্ছে বৃদ্ধারা সবাই ওকে লক্ষ করছে, ভাইস ডোথ্রাকের প্রাচীন বুড়ির দল, বলিরেখায় কুঞ্চিত মুখে কালো চোখ পালিশ করা চকমকির মতো চকচকে। ডেনিকে ভয় পেলে চলবে না।

আমি ড্রাগনের রক্ত, স্টালিয়নের কলিজাটা দুই হাতে চেপে ধরে মনে মনে বলল ডেনি। তুলে নিল মুখে এবং শক্ত, আঁশযুক্ত মাংসে বসিয়ে দিল দাঁত।

উষ্ণরক্তে ভরে গেল ওর মুখ, চিবুক গড়িয়ে পড়ল। এমন ঘিনঘিনে স্বাদ, নি:শ্বাস বন্ধ হয়ে এল ডেনির তবু সে চিবিয়ে গিলে ফেলতে লাগল মাংস।

BanglaBook.org

স্ট্যালিয়নের কলিজা খেলে তার পুত্র হবে বলশালী, ক্ষিপ্র এবং অকুতোভয়, ডোথ্রাকিরা অন্তত তাই বিশ্বাস করে। যদি কিনা তার মা পুরোটা খেতে পারে। যদি সে বমি করে দেয়, উগড়ে ফেলে মাংস তাহলে বিপরীতটা ঘটবে : মৃত সন্তান প্রসব করবে সে, কিংবা তার সন্তান হবে দুর্বল, বিকলাঙ্গ অথবা মেয়ে জন্ম দেবে সে।

এ অনুষ্ঠানের জন্য ওর পরিচারিকারা ওকে প্রস্তুত করে দিয়েছে। ঘোড়ার কলিজা খেতে যাতে বমি না আসে সেজন্য ওকে আগেই শুকনো ঘোড়ার মাংসের ফালি খাইয়ে অভ্যস্ত করার চেষ্টা করেছে। অনুষ্ঠানের আগে পুরো একটা দিন এবং একটা রাত না খেয়ে থেকেছে ডেনি এ আশায় খিদেটা ওকে কাঁচা মাংস ভক্ষণে সাহায্য করবে।

বুনো স্ট্যালিয়নের কলিজা জুড়ে শুধুই পেশীর সমাহার। ডেনিকে মাংস কামড়ে ছিড়ে নিয়ে অনেকক্ষণ চিবুতে হচ্ছে। মাদার অব মাউন্টেনের ছায়ার নিচে, ভাইস ডোথ্রাকের পবিত্র স্থানে কোনোরকম অস্ত্র প্রদর্শন করা বারণ সেজন্য মাংস ছুরি দিয়ে কাটারও জো নেই। কাজেই ডেনিকে দাঁত এবং নখ ব্যবহার করতে হচ্ছে। তার পেটের ভেতরটা গুড়গুড় করছে, পাক খাচ্ছে, মুখ মাখামাখি হয়ে গেছে রক্তে, মাঝেমধ্যে মনে হচ্ছে সবকিছু বেরিয়ে আসবে দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

ডেনি খাচ্ছে, ওর পাশে ব্রোঞ্জের ঢালের মতো থমথমে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল খাল ড্রোগো। তার তেল দেয়া লম্বা চুলের বেণী চকচক করছে। গোঁফে সে সোনার রিং পরেছে, বেণীতে ঝুলছে সোনার ঘন্টা, কোমরে খাঁটি সোনার মেডালিয়নের ভারী বেল্ট। তবে বুক উন্মুক্ত।

শক্তির অভাব ঘটলেই স্বামীর দিকে তাকাচ্ছে ডেনি। তারপর চিবুচ্ছে, গিলছে। চিবুচ্ছে, গিলছে। শেষের দিকে ওর মনে হলো ড্রোগোর কালো চোখে গর্ব ফুটে উঠেছে, তবে ও ঠিক নিশ্চিত নয়। খালের ভাবনার অভিব্যক্তি খুব কমই তার চেহারায় প্রকাশ পায়।

অবশেষে ভোজন পর্ব শেষ হলো। ডেনির থুতনি এবং আঙুল আঠালো হয়ে গেছে। শুধুমাত্র তখন সে ফিরে তাকাল বৃদ্ধাদের দিকে যারা *ডশ খালিনের* প্রাচীনতম বুড়ির মর্যাদায় আসীন।

খালাক্কা ডোথ্রে মারহান্না । ডোথ্রাকি ভাষায় বলল ডেনি। *আমার শরীরের ভেতরে একজন রাজকুমার ঘোড়া ছোটাচ্ছে* । তাকে এ কথাটি শিখিয়ে দিচ্ছে তার পরিচারিকা ঝিকি।

BanglaBook.org

প্রাচীন বুড়িদের মধ্যে প্রাচীনতম জন, বয়সের ভারে একেবারেই ন্যুব্জ, দেখলে মনে হয় বেঁকে যাওয়া একটি কাঠি, যার একটি মাত্র চোখ, সে হাত তুলল শূন্যে। *খালাক্কা ডোথ্রে!* তীব্র নিনাদ করল সে। *রাজকুমার ঘোড়া ছোটাচ্ছে!*

'সে ঘোড়া ছোটাচ্ছে!' অন্য মহিলারা বলল প্রত্যুত্তরে। '*রাখ! রাখ! রাখ হা!*' ঘোষণার সুরে বলল তারা। *একটি ছেলে, একটি ছেলে, একটি শক্তিমান পুত্র।*

বেজে উঠল ঘন্টা। যুদ্ধের শিঙা ফুঁকল। বৃদ্ধারা মন্ত্র পড়তে শুরু করল। খোজারা বান্ডিল বান্ডিল শুকনো ঘাস ছুড়ে দিতে লাগল ব্রোঞ্জের বিশাল এক পাত্রে। সুগন্ধী ধোঁয়ার মেঘ পাক খেয়ে উঠছে আকাশে।

ধোঁয়া ওঠার সময় সুর করে মন্ত্রোচ্চারণ থেমে গেল। একচক্ষুর প্রাচীন বৃদ্ধা তার চোখ বুজল ভবিষ্যতে উঁকি মারার জন্য। নামল নিরবতা। ডেনির কানে ভেসে এল দূরাগত পাখির ডাক, জ্বলন্ত মশালের হিসহিস, হ্রদের জলের ঢেউয়ের মৃদু ছলাৎছল।

খাল ড্রোগো ডেনির বাহুতে হাত রাখল। তার আঙুলের পরশে উত্তেজনা। উৎকণ্ঠা। ড্রোগোর মতো প্রবল শক্তিশালী খালও ভয় পায় যখন *ডশ খালিন* ধোঁয়ার মাঝ দিয়ে তাকায় ভবিষ্যতের দিকে। ডেনির পেছনে তার পরিচারিকারা অস্থিরতায় ছটফট করছে।

অবশেষে খুলে গেল প্রাচীনতম বৃদ্ধার চোখ। সে দুই হাত তুলল। 'আমি তার মুখ দেখতে পেয়েছি, শুনতে চেয়েছি তার বজ্রসম খুরের আওয়াজ।' কম্পিত, সরু গলায় বলল সে।

'বজ্রসম খুর!' অন্যরা সকলে সমস্বরে বলে উঠল। 'সে বাতাসের বেগে ছুটছে, তার পেছনে *খালাসার* ঢেকে ফেলেছে পুরো পৃথিবী, তারা সংখ্যায় অগুণতি, তাদের হাতে খুরের ঘাসের ফলার মতো ঝকঝক করছে আরাখ। রাজপুত্র হবে ঝড়ের মতো প্রচণ্ড। তার শত্রুরা তার সামনে ভয়ে কাঁপবে। তাদের স্ত্রীদের চোখ দিয়ে পড়বে রক্তের অশ্রু। তার মাথার চুলে বাঁধা ঘন্টা সঙ্গীতের সুরে ঘোষণা করবে তার আগমনী বার্তা, পাথরের তাঁবুতে থাকা গোয়ালারা তার নাম শুনলে মুর্চ্ছা যাবে ভয়ে।' কেঁপে উঠল বৃদ্ধা, ডেনির দিকে এমনভাবে তাকাল যেন সে নিজেই ভয় পেয়েছে। 'রাজকুমার ঘোড়ায় ছুটছে, সে হবে সেই স্ট্যালিয়ন যে পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াবে।'

BanglaBook.org

'স্ট্যালিয়ন যে পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াবে!' দর্শকরা সবাই এক যোগে প্রতিধ্বনি তুলল।

একচোখা বৃদ্ধা কৌতূহল নিয়ে তাকাল ডেনির দিকে। 'স্ট্যালিয়ন যে পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াবে তার নাম কী রাখবে?'

জবাব দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেল ডেনি। 'তার নাম হবে রেগো।' ঝিকির শিখিয়ে দেয়া ডোথ্রাকি ভাষায় বলল সে। বুকের নিচে ফুলে ওঠা পেট হাত দিয়ে স্পর্শ করল সকলে একযোগে ' রেগো' বলে হুঙ্কার ছেড়ে উঠতে। তারা সবাই চিৎকার করছে ' রেগো! রেগো! রেগো!' বলে।

খাল ড্রোগো যখন ওকে গুহা থেকে বের করে নিয়ে এল তখনো নামটা যেন প্রতিধ্বনি তুলছিল ডেনির কানে। খালের ব্লাডরাইডাররা ওদের পেছন পেছন আসছে। একটি মিছিল ওদেরকে অনুসরণ করে পৌঁছে গেল গডসওয়েতে। এটি ঘাস বিছানো প্রশস্ত একটি রাস্তা, চলে গেছে ভাইস ডোথ্রাকির কেন্দ্রস্থল দিয়ে। হর্সগেট থেকে মাদার অব মাউন্টেন পর্যন্ত এর বিস্তৃতি।

ডশ খালিন এর বৃদ্ধারা এল প্রথমে, তাদের সঙ্গে খোজা এবং ক্রীতদাসের দল। অশীতিপর বৃদ্ধাদের কেউ কেউ হাঁটার সময় লম্বা, বাঁকানো লাঠি ব্যবহার করল। অন্যরা হর্সলর্ডদের মতো গর্বিত ভঙ্গিতে হেঁটে চলল।

প্রতিটি বৃদ্ধা একদা ছিল *খালিসি*। যখন তাদের লর্ড স্বামীরা মারা গেল এবং নতুন *খাল* জায়গা করে নিল তার রাইডারদের সামনে, তখন নতুন একজন খালিসি এল নয়াখালের সঙ্গে। তাদেরকে এখানে পাঠানো হয়েছিল বিশাল ডোথ্রাকি জাতিকে শাসন করার জন্য। এমনকী সবচেয়ে শক্তিমান খালরাও *ডশ খালিন* এর জ্ঞান আর কর্তৃত্বের সামনে নতজানু হতে বাধ্য। ইচ্ছে থাকুক বা না থাকুক, একদিন এই বৃদ্ধাদের মাঝে তাকেও পাঠানো হবে ভাবতেই শিউরে ওঠে ডেনি।

জ্ঞানী বৃদ্ধাদের পেছনে থাকল অন্যান্যরা। খাল ওগো এবং পুত্র *খালাক্কা* ফোগো, খাল জম্মো এবং তাদের স্ত্রীগণ, তারপর ড্রোগোর *খালাসারের* সর্দাররা, ডেনির পরিচারিকারা, *খাল এর* ভৃত্য এবং ক্রীতদাসসহ আরও অনেকে।

BanglaBook.org

গডসওয়ে ধরে বিশাল দলটি যাওয়ার সময় বাজতে লাগল ঘন্টা এবং ঢাক। চুরি করে আনা হিরো এবং দেবতাদের মূর্তিগুলো রাস্তার ওপাশে, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। ক্রীতদাসরা হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ঘাসের মাঝখান দিয়ে হালকা গতিতে ছুটছে। মশালের দপদপে শিখায় বিশাল মনুমেন্টগুলোকে মনে হলো যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে।

'রেগো নামের অর্থ কী?' সাত রাজ্যের সাধারণের ভাষায় ডেনির কাছে জানতে চাইল খাল ড্রোগো। পাশাপাশি হাঁটছে দুজনে। ডেনি সুযোগ পেলেই ড্রোগোকে সর্বসাধারণের ভাষাটির দু'একটি শব্দ শেখানোর চেষ্টা করে। মনোযোগী হলে খুব দ্রুত শিখতে পারে ড্রোগো যদিও তার জড়ানো উচ্চারণ স্যর জোরাহ কিংবা ভিসেরিস কেউই বুঝতে পারে না।

'আমার ভাই রেগার ছিল এক ভয়ঙ্কর যোদ্ধা, আমার চাঁদ তারা,' বলল ডেনি। 'আমার জন্মের আগে সে মারা যায়। স্যর জোরাহ বলেছেন সে ছিল শেষ ড্রাগন।'

খাল ড্রোগো তাকাল ডেনির দিকে। তার মুখখানা যেন তামার মুখোশ তবু লম্বা, কালো গোঁফের আড়ালে, যেটি সোনার রিংয়ের ভারে ঝুলে পড়েছে, ডেনির মনে হলো সে যেন তার স্বামীর মুখে আবছায়া হাসি দেকতে পেয়েছে। 'নাম ভালো। ডান আরিস বউ, আমার জীবনের চাঁদ।'

ওরা ঘোড়ায় চড়ে চলে এলো হ্রদের ধারে। ডোথ্রাকিরা এ হ্রদের নাম দিয়েছে পৃথিবীর জরায়ু। লেক ঘিরে রেখেছে নলখাগড়ার ঝোপ, জল স্থির এবং শান্ত। হাজার হাজার বছর আগে, ঝিকি বলেছে ডেনিকে, এই হ্রদের গভীর থেকে উঠে এসেছিল পৃথিবীর প্রথম মানব, পৃথিবীর প্রথম ঘোড়ায় চেপে।

মিছিলটি হ্রদের ঘাসজমিনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ডেনির জন্য। সে কাদামাখা জামাকাপড় খুলে ফেলে নগ্ন শরীরে নেমে পড়ল হ্রদের জলে। ইরি বলেছিল এ হ্রদের নাকি কোনো তল নেই। কিন্তু ডেনি পায়ের নিচে নরম মাটির স্পর্শ পেল।

সে লম্বা লম্বা নলখাগড়া সরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কালো জলের চাঁদের আলো কাঁপছে তিরতির করে, জলের মৃদু ঢেউয়ের সঙ্গে। বেশ ঠাণ্ডা

BanglaBook.org

জল। উরু বেয়ে ওকে ওষ্ঠে চুম্বন করল। ডেনির শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল।

স্ট্যালিয়নের রক্ত শুকিয়ে গেছে ওর হাতে এবং মুখে। ডেনি আঁজলা ভরে পবিত্র জল নিয়ে ঢেলে দিল মাথায়। ঘসে ঘসে পরিস্কার করল গায়ের ময়লা।

খাল এবং অন্যরা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ডেনি শুনতে পেল *ডশ খালিন* এর বুড়িরা ওর দিকে তাকিয়ে থেকে নিজেদের মধ্যে বিড়বিড় করছে। কী বলছে কে জানে।

হ্রদ থেকে উঠে এল ডেনি শীতে কাঁপতে কাঁপতে। ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরছে গা থেকে। ওর পরিচারিকা ছুটে এল রোব নিয়ে। কিন্তু খাল ড্রোগো হাতের ইশারায় তাকে সরে যেতে বলল। সে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডেনির সুডৌল বুক আর পেটের বাঁকের দিকে।

ডেনি দেখল ড্রোগোর ঘোড়ার চামড়ার ট্রাউজার্স কোমরের নিচে ফুলে উঠেছে। সে ড্রোগোর কাছে গিয়ে ওর প্যান্ট খুলে দিল। বিশালদেহী খাল ডেনিকে কোমর ধরে তুলে ফেলল শূন্যে, যেন ও একটা শিশু। তার চুলের ঘন্টাগুলো বেজে উঠল মিষ্টি সুরে।

ডেনি ড্রোগোর কাঁধ জড়িয়ে ধরল দু'হাতে, মুখ গুঁজে দিল ঘাড়ে। আর তখন ওর শরীরে প্রবেশ করল খাল। পরপর দ্রুত তিনটা ধাক্কা মারল সে। *'স্ট্যালিয়ন যে দাপিয়ে বেড়াবে পৃথিবী'* ফিসফিসিয়ে বলল ডেনিকে। তার হাতে ঘোড়ার রক্তের গন্ধ। ডেনির গলায় জোরে কামড় দিল *খাল* চরম চরম মুহূর্তে। তারপর ওকে নামিয়ে দিল মাটিতে।

ড্রোগোর বীজ ডেনির শরীরে প্রবেশ করেছে, গড়িয়ে নামছে উরু বেয়ে। তারপর ডোরিয়া অনুমতি পেল ডেনির গায়ে সুগন্ধীর স্যান্ড সিল্কের রোব জড়িয়ে দিতে। ইরি ওর পায়ে গুঁজে দিল নরম চপ্পল।

খাল ড্রোগো প্যান্ট পরে নিল। একটা আদেশ করল। ঘোড়াগুলোকে নিয়ে আসা হলো হ্রদের তীরে। কোহলোকে তার খালিসিকে রূপার পিঠে তুলে দেয়ার সম্মান দেয়া হলো।

ড্রোগো তার ঘোড়ার পেটে স্পারের খোঁচা মারতেই স্ট্যালিয়ন ছুটল গডসওয়ে ধরে। রূপার পিছে সহজ ছন্দে তাকে অনুসরণ করল ডেনি।

BanglaBook.org

বারো

খাল ড্রোগো'র হলঘরে সিল্কের যে তাঁবুটি টাঙানো হয়েছিল সেটি আজ রাতে গুটিয়ে নেয়া হয়েছে। ফলে চাঁদের আলোর সহজ প্রবেশ ঘটছে ঘরে। প্রকাণ্ড তিনটি আগুনের চুলায় আগুন জ্বলছে দাউদাউ করে। কমপক্ষে দশ ফুট উচ্চতায় বাতাসের গা চাটছে লেলিহান শিখা।

ঝলসানো মাংস আর ঘোটকীর চোলাই করা দুধের মদের গন্ধে বাতাস ভারী। হলঘরে হাজার হাজার মানুষ। পদ ও পদবী অনুযায়ী বসার জায়গা করা হয়েছে।

ডেনি খিলান বাঁধানো প্রবেশ পথ দিয়ে প্রবেশ করলে সবার চোখ ঘুরে গেল তার দিকে। তার বুক এবং পেটের দিকে তাকিয়ে ডোথ্রাকিরা চেঁচিয়ে নানান মন্তব্য করতে লাগল। তার শরীরের ভেতরে বেড়ে ওঠা জীবনকে অভিনন্দন জানাল তারা।

তাদের সব কথা বুঝতে পারল না ডেনি তবে হাজারো কণ্ঠে গর্জে ওঠা 'স্ট্যালিয়ন দাপড়ে বেড়াবে পৃথিবী' কথাটি পরিস্কার বোঝা গেল।

ঢাকের আওয়াজ আর শিঙ্গা ফোঁকার শব্দে রাত গুলজার। অর্ধ পোশাকে সজ্জিত মেয়েরা নিচু টেবিলগুলোতে ঘুরে ঘুরে নাচছে। ওখানে ডাঁই করে রাখা খাদ্য সম্ভার– মাংস, খেজুর, খুবানি ইত্যাদি।

অনেক পুরুষই ঘোটকীর দুধের চোলাই মদ গিলছে। তবে ডেনি জানে আজ রাতে এখানে কোনো *আরাখ* ঝলসে উঠবে না, এই পবিত্র নগরীতে নয় যেখানে তরবারি প্রদর্শন এবং রক্তপাত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

খাল ড্রোগো ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল। বসল উঁচু বেঞ্চে। খাল জোম্মো এবং খাল ওগো, যারা তাদের খালাসারদের সঙ্গে ভাইস ডোথ্রাকে ছিল, তারা এসে পৌঁছালে তাদেরকে সম্মান জানিয়ে ড্রোগোর ডানে এবং বামে বসতে দেয়া হলো। তিন খাল এর ব্লাড রাইডাররা বসল তাদের নিচে, আরও অনেকটা নিচের দিকে জায়গা হলো খাল জম্মোর চার স্ত্রীর।

ডেনি তার রূপার পিঠ থেকে নেমে লাগাম তুলে দিল এক ক্রীতদাসের হাতে। ডোরিয়া এবং ইরি এগিয়ে এসে ওর বসার জন্য কুশন সাজিয়ে দিচ্ছে, ডেনির চোখ খুঁজল তার ভাইকে। কিন্তু কোথাও তার দেখা মিলল না।

স্যর জোরাহ মরমন্টকে ডেনি দেখতে পেল হলঘরের মাঝখানে, দ্বিতীয় আগুনের চুল্লির ধারে। ওটি একটি সম্মানের জায়গা। যদিও উচ্চ সম্মানের স্থান নয়।

ডেনি ঝিকিকে পাঠালে মরমন্টকে তার টেবিলে ডেকে নিয়ে আসতে। সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন মরমন্ট। এক হাঁটু গেড়ে বসলেন ডেনির সামনে।

'খালিসি,' বললেন তিনি। 'আমি আপনার হুকুম তামিলের অপেক্ষায়।'

ডেনি ওর পাশে রাখা ঘোড়ার চামড়ার কুশনে চাপড় দিল। 'এখানে এসে বসুন। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

নাইট পা মুড়ে বসলেন কুশনে। এক ক্রীতদাস এসে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসল, পাকা ডুমুর ভর্তি একটি প্লেট এগিয়ে দিল। স্যর জোরাহ একটি ডুমুর নিয়ে এক কামড়ে অর্ধেক করে ফেললেন।

'আমার ভাই কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ডেনি। 'তার তো এতক্ষণে ভোজসভায় চলে আসার কথা।'

'মহামান্যর সঙ্গে আজ সকালে দেখা হয়েছিল,' বললেন তিনি। 'তিনি বললেন ওয়েস্টার্ন মার্কেটে যাবেন মদের খোঁজে।'

'মদ?' সন্দেহ ডেনির কণ্ঠে। ভিসেরিস ঘোটকীর দুধের চোলাই মদ মোটেই পছন্দ করে না। ইদানিং সে প্রায়ই বাজারে যাচ্ছে, পুব এবং পশ্চিম থেকে বড় বড় ক্যারাভানে আসা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মদ পান করছে। বোনের চেয়ে ওদের সঙ্গে সময় কাটাতেই সে যেন বেশি মজা পাচ্ছে।

BanglaBook.org

'মদ,' নিশ্চিত করলেন স্যর জোরাহ। যে সব সেলসওয়ার্ড ক্যারাভান পাহারা দেয় তাদেরকে তিনি তাঁর সেনাবাহিনীর জন্য ভাড়া করার চিন্তাভাবনা করছেন।' এক পরিচারিকা তাঁর সামনে লাল টকটকে পাই দিয়ে গেল। দু'হাতে পাইয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন জোরাহ।

' কাজটা কি ঠিক হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল ডেনি। 'সৈন্যদের বেতন দেয়ার মতো সোনা ওর কাছে নেই। যদি ও বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়, তাহলে?' ক্যারাভান রক্ষীরা লোক ভালো নয়, ওদিকে ইউসারপার তার ভাইয়ের মস্তকের উচ্চ মূল্য নির্ধারণ করেছেন।

'আপনার ওর সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল নিরাপত্তার জন্য। আপনি তার সোর্ন সোর্ড।'

'আমরা এখন ডোট্রাকে আছি,' ডেনিকে স্মরণ করিয়ে দিলেন মরমন্ট। 'এখানে অস্ত্র বহন এবং রক্তপাত ঘটানো নিষেধ।'

'তবু তো মানুষ মারা যাচ্ছে,' বলল ডেনি। ঝোগো আমাকে বলেছে। কয়েকজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে খোজারা আছে। বিশালদেহী সব লোক। তার রেশমী রুমাল গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে মানুষ হত্যা করে। কোনো রক্তপাত হয় না।'

'তাহলে এটুকু আশা অন্তত করি আপনার ভাই কোনো কিছু চুরি করতে যাবে না। সে বুদ্ধি যেন তার থাকে।' মুখে লেগে থাকা রস হাতের চেটোয় মুছে নিলেন স্যর জোরাহ। ঝুঁকে এলেন টেবিলের ওপর। 'আপনার ভাই ড্রাগনের ডিমগুলো চুরির মতলব করেছিল। আমি তাকে সাবধান করে দিয়েছি অমন কিছু করতে গেলে তার হাত আমি কেটে নেব।'

ডেনি এমন শক পেল যেন মুখের কথাই হারিয়ে ফেলল এক মুহূর্তের জন্য। 'আমার ডিমগুলো... কিন্তু ওগুলো তো আমার। ম্যাজিস্টার ইলিরিও আমাকে বিয়ের উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। কিন্তু ওগুলো দিয়ে ভাইয়া কী করবে?... ওগুলো তো স্রেফ পাথর...

'হিরা-চুনি-পান্না নিয়েও একই কথা বলা যায়, রাজকুমারী... তবে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে দুর্লভ হলো ড্রাগনের ডিম। উনি যেসব সওদাগরের সঙ্গে মদ্যপান করেন তারা ওই পাথরগুলোর যে কোনো একটির জন্য নিজেদের পুরুষাঙ্গ বিক্রি করে দিতেও রাজি। ড্রাগনের ডিম বিক্রির টাকা দিয়ে ভিসেরিস যত ইচ্ছা সেলওয়ার্ড কিনতে পারবেন।'

BanglaBook.org

ডেনির মাথায় ঘুণাক্ষরেও কখনো এ ব্যাপারটি আসেনি। 'তাহলে ও ওগুলো পেতে পারে। চুরি করার তো কোনো প্রয়োজন নেই। আমার কাছে চাইলেই পারত। ও আমার ভাই... আমার একমাত্র প্রকৃত রাজা।'

'তিনি আপনার ভাই-ই বটে,' মাথা ঝাঁকালেন স্যর জোরাহ।

'আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না, স্যর জোরাহ,' বলল ও। 'আমার মা আমাকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান, আমার বাবা এবং আমার ভাই রেগার তার আগেই মারা গিয়েছিলেন। ভিসেরিস যদি ওদের কথা আমাকে না বলত তাহলে ওদের নাম ছাড়া আর কিছুই হয়তো জানা হতো না আমার। সে ছাড়া আমার কেউ নেই। ও-ই আমার সব।'

'এখন আপনি ডোথ্রাকিদের,' বললেন স্যর জোরাহ। 'আপনার জরায়ুতে বেড়ে উঠছে স্ট্যালিয়ন যে দাপড়ে বেড়ায় দুনিয়া।' তিনি হাতের পেয়ালা উঁচু করে ধরলেন। এক ক্রীতদাস এসে টকটক গন্ধ আর দানা বাঁধা ঘোটকীর দুধের চোলাই মদ ঢেলে দিল ওতে।

ডেনি হাত ইশারায় ক্রীতদাসকে চলে যেতে বলল। এ মদের গন্ধে তার গা গুলিয়ে আসে। 'এ কথার অর্থ কী?' জানতে চাইল ও। 'এই স্ট্যালিয়নটা কী? সবাই আমার দিকে তাকিয়ে চেঁচামেচি করছিল কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম না ওরা কী বলছে।'

'স্ট্যালিয়ন হলো প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ করা *খালদের খাল* এক শিশু। বলা হয় সে সকল ডোথ্রাকিকে একত্রিত করে একটি *খালাসারে* পরিণত করবে এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যাবে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ থাকবে তার দলে।'

'ওহ্,' ছোট্ট করে বলল ডেনি। রোবের নিচে স্ফীত পেটে হাত রাখল সে। 'আমি ওর নাম রেখেছি রেগো।'

'এ নাম শুনলে ইউসারপারের রক্ত হিম হয়ে যাবে।'

হঠাৎ ডোরিয়া ডেনির কনুই ধরে টানল, 'মাই লেডি,' জরুরি গলায় ফিসফিস করল সে, 'আপনার ভাই..'

BanglaBook.org

তেরো

ছাদহীন লম্বা হলঘরের দিকে তাকাল ডেনেরিস। দেখতে পেল ভিসেরিসকে। এ দিকেই আসছে। স্খলিত পদক্ষেপ দেখেই বোঝা যায় মদের সন্ধান পেয়েছে সে... এবং বেশ তেজও এসেছে মনে।

ভিসেরিসের গায়ে লাল টকটকে সিল্ক, কাদামাটি মাখা। আলখাল্লা কালো ভেলভেটের, সূর্য তাপে রং ঝলসে গেছে। বুটজুতোর চামড়া ফাটা, রূপোলি কেশ জটপাকানো এবং আলুথালু। কোমরের বেল্টে চামড়ার খাপে ঝুলছে লংসোর্ড।

সে হেঁটে যাওয়ার সময় ডোথ্রাকিরা তার তরবারির দিকে তাকাল। ডেনি শুনল অনেকেই গালি বর্ষণ করছেন, ক্রুদ্ধ প্রতিবাদও ভেসে এল ওর কানে। ঢাকের বাদ্যি বন্ধ হয়ে গেল।

ভয় ডেনির কলজেটা চেপে ধরল। 'ওর কাছে যান,' স্যর জোরাহকে হুকুম দিল। 'থামান ওকে। এখানে নিয়ে আসুন। বলুন ওর যদি ড্রাগনের ডিম এতই দরকার আমি ওকে তা দেব।' নাইট খাড়া হলেন।

'আমার বোন কোথায়?' চেঁচাল ভিসেরিস। মদের প্রভাবে জড়ানো গলা। 'আমি ভোজসভায় যোগ দিতে এসেছি। তোমরা আমাকে ছাড়া খাওয়া দাওয়া শুরু করলে কোন সাহসে? কেউ রাজার আগে খেতে পারে না। কোথায় সে? ড্রাগনের কাছ থেকে বেশ্যাটা পালিয়ে বাঁচতে পারবে না।'

তিনটি প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের সবচেয়ে বড়টির পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ভিসেরিস। ডোথ্রাকিদের দিকে তাকাচ্ছে। হলঘরে পাঁচ হাজার মানুষ

BanglaBook.org

থাকলেও শুধু অল্প কয়েকজন সর্বসাধারণের ভাষা বুঝতে পারে। ভিসেরিসের ভাষা তাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হলেও সে যে মাতাল হয়ে আছে তা কাউকে বুঝিয়ে দেয়ার দরকার হলো না।

দ্রুত ওর কাছে চলে গেলেন স্যর জোরাহ। কানে কানে ফিসফিস করে কী যেন বললেন, হাত ধরে টানলেন কিন্তু শরীর মুচড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ভিসেরিস। 'আমার গায়ে হাত দেবে না। খবরদার! অনুমতি ছাড়া কেউ ড্রাগনের গা স্পর্শ করতে পারে না।'

উঁচু বেদির দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাল ডেনি। খাল ড্রোগো তার পাশে বসা খালদেরকে কী যেন বলছে, মুচকি হাসল খাল জোম্মো, আর খাল ওগো অট্টহাসি দিল।

হাসির শব্দে মুখ তুলে চাইল ভিসেরিস। 'খাল ড্রোগো,' জড়ানো গলায় বলল সে, গলার স্বর প্রায় বিনম্র। 'আমি এখানে ভোজে যোগ দিতে এসেছি।' স্যর জোরাহর কাছ থেকে টলতে টলতে সরে গেল সে। পা বাড়াল উঁচু বেঞ্চিতে বসা তিন খালের দিকে।

উঠে দাঁড়াল খাল ড্রোগো, ডোথ্রাকি ভাষায় খুব দ্রুত কী যেন বলল বুঝতে পারল না ডেনি। স্যর জোরাহ তার ভাইকে তর্জমা করে দিলেন, 'খাল ড্রোগো বললেন আপনার জায়গা উচ্চ বেঞ্চিতে নয়। আপনার জায়গা ওখানে।'

খাল ডোগ্রো যেদিকে হাত উঁচিয়ে দেখাচ্ছে সেদিকে তাকাল ভিসেরিস। লম্বা হলঘরের পেছনে, দেয়ালের এক কিনারে অন্ধকার একটা জায়গা যেখানে সবচেয়ে নীচু জাতের মানুষরা বসে। তাদের মধ্যে রয়েছে ভিখিরী, বিকলাঙ্গ, অন্ধ এবং বৃদ্ধ মানুষ।

'ওটা কোনো রাজার বসার জায়গা হতে পারে না,' উঁচু গলায় বলল ভিসেরিস।

'ওটাই জায়গা,' ডেনির শিখিয়ে দেয়া সাধারণ ভাষায় প্রত্যুত্তর দিল খাল ড্রোগো। 'কালশিটে পায়ের রাজার জন্য।' সে তালি বাজাল। 'গরুর গাড়ি! খাল রাগাতের জন্য গরুর গাড়ি নিয়ে এসো।'

BanglaBook.org

পাঁচ হাজার ডোথ্রাকি হো হো করে হাসতে লাগল। স্যর জোরাহ ভিসেরিসের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, চেঁচিয়ে ওর কানে কিছু বলছেন কিন্তু হলঘরের মানুষদের হাসি চিৎকার আর হুঙ্কারে ডেনি শুনতে পেল না উনি কী বলছেন।

ভিসেরিস পাল্টা চিৎকার করল। তারপর দেখা গেল দুজনে কুস্তি করছে। মরমন্ট ভিসেরিসকে ধাক্কা মেরে মেঝেতে ফেলে দিলেন।

ভিসেরিস তরবারি বের করল।

আগুনের আলোয় নগ্ন ইস্পাতকে অশুভ লালচে দেখাল।

'আমার কাছ থেকে দূরে থাকো!' হিসিয়ে উঠল ভিসেরিস। এক কদম পিছিয়ে গেলেন স্যর জোরাহ। ডেনির ভাই হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল। মাথার ওপর এক পাক ঘোরাল তরবারি। এটি ম্যাজিস্টার ইলিরিও ওকে দিয়েছিলেন। ডোথ্রাকিরা এবার সবাই মিলে ওকে গালিগালাজ করতে লাগল।

ডেনি আঁতকে উঠল। গলা দিয়ে বেরিয়ে এল ভয়ার্ত চিৎকার। সে জানে এখানে তরবারি প্রদর্শনের মানে কী। যদিও তার ভাই তা জানে না।

ডেনেরিসের চিৎকারে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল ভিসেরিস। এই প্রথম লক্ষ করল বোনকে। 'ওই যে সে,' হাসল সে। পা বাড়াল ডেনির দিকে। তরবারি দিয়ে বাতাসে কোপ মারল যেন কেউ ওকে বাধা দিতে এলে তার কল্লা নামিয়ে দেবে। যদিও কেউ ওর যাত্রাপথে বাধার সৃষ্টি করল না।

'তরবারি... না,' অনুনয় করল ডেনি। 'প্লিজ, ভাইয়া। এখানে এটা নিষেধ। তরবারি ফেলে দিয়ে আমার কাছে এসে বসো। এখানে মদ আছে, খাবার আছে... তুমি ড্রাগনের ডিম চাইছ? পাবে। শুধু তরবারিটা ফেলে দাও।'

'ও যা বলছে তাই করো গর্দভ,' চেঁচালেন স্যর জোরাহ। 'নইলে তোমার জন্য আমরা সবাই মারা পড়ব।'

হেসে উঠল ভিসেরিস। 'ওরা আমাদেরকে মারতে পারবে না। এই পবিত্র নগরীতে ওরা রক্তপাত ঘটাতে পারবে না... তবে আমি পারব।' সে ডেনেরিসের বুকের মাঝখানে রাখল তরবারির ডগা, নামিয়ে আনল স্ফীত পেটের ওপর।

'আমি যেজন্য এসেছি তা চাই,' বলল ভিসেরিস। 'আমি চাই ওই লোকটা আমাকে যে মুকুট দেবে বলেছে সেটি। সে তোমাকে কিনে নিয়েছে তবে তোমার মূল্য পরিশোধ করেনি। ওকে বলো আমি যা চেয়েছি তা যেন আমাকে দিয়ে দেয় নইলে আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। তোমাকে এবং ডিমগুলো দুটোই। ও তার ছাতার শাবক রেখে দিতে পারে। আমি হারামজাদাকে কেটে বের করে ওর জন্য রেখে যাব।'

BanglaBook.org

তরবারির ডগা ডেনেরিসের সিল্কের ওপর দিয়ে পিছলে নাভির ওপর নেমে এল। ডেনেরিস দেখল তার ভাই কাঁদছে, একই সঙ্গে আবার হাসছেও। এই লোকটাই কি একসময় তার ভাই ছিল?

এমন সময় খাল ড্রোগো ডোথ্রাকি ভাষায় দ্রুত কয়েকটি কথা বলে নেমে এল উঁচু বেঞ্চি থেকে।

'ও কী বলল?' চোখ কুঁচকে জানতে চাইল ভিসেরিস যাকে কিনা ডেনেরিস একসময় নিজের ভাই বলে জানত।

হলঘর চুপ মেরে গেছে।

শুধু খাল ড্রোগোর বিণুনিতে বাঁধা ঘন্টার টুংটাং শব্দ ছাড়া অন্য কোনো আওয়াজ নেই।

ড্রোগোর পেছন পেছন ছায়ার মতো এল তার ব্লাডরাইডাররা। ডেনেরিসের হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সে বলেছে তুমি এমন একটি চমৎকার সোনার মুকুট পাবে যা কোনো পুরুষ মানুষ হাতে ধরতেও ভয়ে কাঁপবে।'

হাসল ভিসেরিস। নামিয়ে রাখল তরবারি। 'আমিও তো তাই চাই। ও আমাকে কথা দিয়েছে।'

ডেনেরিসের জীবনের সূর্য তারা তার কাছে চলে এল। ডেনি তার কোমর জড়িয়ে ধরল। খাল একটি শব্দ উচ্চারণ করা মাত্র তার ব্লাডরাইডাররা এক লাফে সামনে পড়ল।

কোথো চেপে ধরল ভিসেরিসের হাত যে কিনা একদা ডেনেরিসের ভাই ছিল।

হাগ্গো তার বিশাল হাতের প্রচণ্ড ঘুসিতে ভিসেরিসের কব্জি ভেঙে দিল।

আর কোহোলো তার অসাড় হাত থেকে কেড়ে নিল তরবারি। ভিসেরিস এখনো বুঝতে পারছে না কী ঘটতে যাচ্ছে।

' না!' চিৎকার দিল সে। 'আমাকে তোমরা স্পর্শ করতে পার না। আমি ড্রাগন। আমার মাথায় মুকুট পরাতে হবে।'

খাল ড্রোগো কোমরের বেল্ট খুলে ফেলল। বেল্টের মেডালিয়নগুলো খাঁটি সোনার, প্রকাণ্ড এবং অলংকৃত, প্রতিটি মানুষের হাতের সমান।

সে চিৎকার করে একটি আদেশ দিল।

BanglaBook.org

রাঁধুনীরা আগুনের গর্ত থেকে লোহার বিরাট একটি কড়াই নিয়ে এল। ওতে মাংসের ঝোল ছিল। পুরোটা ঝোল মাটিতে ঢেলে দিয়ে কড়াই আবার চুল্লিতে চড়ানো হলো।

দ্রোগো বেল্টটি ছুড়ে দিল কড়াইতে। ভাবলেশহীন মুখে দেখছে প্রচণ্ড উত্তাপে গলে যাচ্ছে সোনা। ডেনি তার কুচকুচে কালো চোখের তারায় অগ্নি নৃত্য দেখতে পাচ্ছে।

এক ক্রীতদাস ঘোড়ার লোমের তৈরি দস্তানা নিয়ে এল দ্রোগোর জন্য। দ্রোগো লোকটার দিকে ফিরেও চাইল না। হাতে পরে ফেলল দস্তানা।

ভিসেরিস মৃত্যুর গন্ধ টের পেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে।

সে লাথি মারছে, মোচড় খাচ্ছে, কুকুরের মতো কুঁইকুঁই করছে, শিশুর মতো কাঁদছে। কিন্তু ডোথ্রাকিরা তাকে শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছে।

স্যর জোরাহ ডেনেরিসের পাশে এসে দাঁড়ালেন। ওর কাঁধে হাত রাখলেন। ' পেছন ফিরুন, রাজকুমারী। আমি অনুনয় করছি।'

'না,' ডেনি তার স্ফীত পেটে হাত রাখল।

অবশেষে ওর দিকে তাকাল ভিসেরিস। বোন, প্লিজ... ডেনি, ওদেরকে বলো... ওদেরকে হুকুম দাও... মিষ্টি বোন...'

সোনা অর্ধেক গলে গিয়ে বুদ্বুদ ফুটতে শুরু করলে দ্রোগো কড়াইটা চুল্লি থেকে দু'হাতে তুলে নিল।

'মুকুট!' হুঙ্কার ছাড়ল সে। 'এই যে। গরুর গাড়ির রাজার জন্য মুকুট!' সে ভিসেরিসের মাথায় ফুটন্ত গলানো সোনার কড়াই উপুড় করে দিল।

ভিসেরিস টারগারিয়ানের মুখ যখন বীভৎস সোনালি শিরস্ত্রাণে ঢেকে গেল, সে এমন ভয়াবহ আর্তনাদ করে উঠল তা কোনো মানুষের চিৎকার হতে পারে না।

নোংরা মেঝেতে উন্মাদের মতো সে পা দাপড়াল, তারপর আস্তে আস্তে নিস্তেস হয়ে থেমে গেল।

গলানো সোনার ঘন বুদ্বুদ তার বুকে ঝরে পড়ছে, লাল সিল্কের জামাটাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে... তবে এক ফোঁটা রক্তও নি:সৃত হলো না ভিসেরিসের শরীর থেকে।

ও কোনো ড্রাগন ছিল না, ভাবছে ডেনি, আশ্চর্যরকম শান্ত। *আগুন কোনো ড্রাগনকে হত্যা করতে পারে না*।

BanglaBook.org

এডার্ড

চোদ্দ

দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল এডার্ড স্টার্কের।

তিনি ঝাঁকি খেয়ে উঠে বসলেন। ধড়ফড় করছে বুক। কম্বল গুঁটিয়ে আছে শরীরের পাশে। ঘরে পিচকালো অন্ধকার। কেউ একজন দরজা ধাক্কাচ্ছে। 'লর্ড এডার্ড,' জোরে ডাকল একটি কণ্ঠ।

'এক মিনিট,' নগ্ন নেড অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে এগোলেন। দরজা খুলে দেখেন টোমার্ড দাঁড়িয়ে আছে, সঙ্গে মোমবাতি হাতে কেইন। দু'জনের মাঝখানে রাজার ব্যক্তিগত পরিচারক বা স্টুয়ার্ড।

লোকটার মুখ বোধহয় পাথর দিয়ে খোদাই করে তাই চেহায় কোনো ভাব ফুটে নেই।

'মাই লর্ড হ্যান্ড,' একঘেয়ে সুরে বলল সে। 'মহামান্য রাজা আপনাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার হুকুম দিয়েছেন। এক্ষুনি।'

রবার্ট তাহলে শিকার থেকে ফিরেছেন। 'এক মিনিট দাঁড়াও। পোশাকটা পরে আসি।'

কেইন তাঁকে পোশাক পরতে সাহায্য করল। সাদা লিনেনের টিউনিক এবং ধূসর আলখাল্লা। ট্রাউজার্সের একটা পায়া এমনভাবে কাটা যেন প্লাস্টার আটকানো পায়ে তা পরতে সমস্যা না হয়। ভ্যালেরিয়ান ড্যাগারটি গুঁজে দিলেন কোমরের খাপে।

BanglaBook.org

রেড কীপ অন্ধকার এবং স্থির। কেইন এবং টোমার্ড তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। দেয়ালের ওপর নিচু হয়ে ঝুলে আছে থালার মতো চাঁদ।দুর্গ প্রাকারে সোনালি আলখাল্লা পরা রাজার রক্ষী পাহারা দিচ্ছে।

রাজার ঘর মেগর'স হোল্ডফাস্টে। রেডকীপের ঠিক কেন্দ্রস্থলে বিশাল এক দুর্গ।

বারো ফুট চওড়া দেয়াল সুরক্ষিত করে রেখেছে এ দুর্গ। দেয়ালের মাথায় লোহার গোঁজ বসানো। এ যেন দুর্গের ভেতরে দুর্গ।

স্যর বরোস ব্লাউন্টের দায়িত্ব সেতুর শেষ প্রান্তে পাহারা দেয়ার। সাদা ইস্পাতের বর্ম চাঁদের আলোয় ভুতুড়ে লাগল। যাওয়ার পথে কিংস গার্ডের আরও দুজন নাইটকে দেখতে পেলেন নেড।

স্যর প্রেস্টন গ্রীনফিল্ড সিড়ির নিচে দাঁড়িয়ে আছেন এবং স্যর ব্যারিস্টান সেলমি রাজার শয়নকক্ষের দরজায় অপেক্ষা করছেন। *তিনজন মানুষ সাদা আলখাল্লায়*, ভাবলেন নেড। তাঁর শরীরটা শিরশিরিয়ে উঠল। স্যর ব্যারিস্টানের মুখ তাঁর বর্মের মতোই ফ্যাকাসে। নেড তাঁর চেহারা দেখেই বুঝতে পারলেন মারাত্মক কিছু ঘটেছে।

রাজার স্টুয়ার্ড খুলে দিল দরজা। 'লর্ড এডার্ড স্টার্ক, দ্য হ্যান্ড অব দা কিং,' ঘোষণা করল সে।

'ওকে এখানে নিয়ে এসো,' সাড়া দিলেন রবার্ট। গলার স্বর আশ্চর্য মোটা এবং জড়ানো।

শোবার ঘরের দুই পাশে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। ঘরটাকে থমথমে লালচে আলোয় ভরে রেখেছে। খুব গরম ভেতরটা। রবার্ট সামিয়ানা টাঙানো বিছানায় শুয়ে আছেন।

তাঁর বিছানার ধারে ঝুঁকে আছেন গ্রান্ড মায়েস্টার পাইসেল, লর্ড রেনলিকে দেখা গেল জানালার সামনে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে। ভৃত্যরা একটু পর পর অগ্নিকুণ্ডের চুলোয় লাকড়ি ঠেলে দিচ্ছে, গরম করছে মদ। সের্সি ল্যানিস্টার তার স্বামী বিছানার কিনারে বসে আছেন। চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। টোমার্ড এবং কেইন নেডকে ধরে ধরে নিয়ে আসার দৃশ্যটি তিনি চোখ দিয়ে অনুসরণ করলেন।

খুব আস্তে হাঁটছেন নেড যেন স্বপ্নের ঘোর কাটে নি।

BanglaBook.org

রাজার পায়ে এখনো বুটজুতো। কাদা এবং ঘাস লেগে আছে। তাঁর গায়ে একখানা কম্বল। মেঝেতে পড়ে রয়েছে সবুজ রঙের ডাবলিট। ছেড়া এবং ছিন্নভিন্ন। জায়গায় জায়গায় লাল- বাদামী দাগ। ঘরে ধোঁয়া, রক্ত এবং মৃত্যুর গন্ধ।

'নেড,' ফিসফিস করে ডাকলেন রাজা। দুধের মতো সাদা মুখ। 'কাছে... এসো।'

নেডকে ধরে ধরে রাজার কাছে নিয়ে গেল তাঁর লোকেরা। খাটের বাজুতে হাত রেখে স্থির হলেন নেড। 'কী...?' তিনি শুরু করলেন, গলা শুকিয়ে গেল।

'একটা বরাহ,' লর্ড রেনলির পরনে এখনো শিকারের সবুজ পোশাক, তার আলখাল্লায় রক্তের দাগ।

'একটা শয়তান,' খসখসে গলায় বললেন রাজা। 'আমারই দোষ। খুব বেশি মদ খাওয়ার জন্যই এ দশা। শুরুতেই জায়গামতো আঘাতটা করতে পারিনি।'

'আপনারা বাকিরা কোথায় ছিলেন?' লর্ড রেনলির কাছে কৈফিয়ত চাইলেন নেড। 'স্যার ব্যারিস্টান এবং কিংসগার্ডরা কোথায় ছিল?'

রেনলির মুখ কুঁচকে গেল। 'আমার ভাই আমাদেরকে কাছে ঘেঁষতে দেননি। বলেছিলেন একাই শুয়োরটা শিকার করবেন।'

কম্বল তুললেন এডার্ড স্টার্ক।

শুয়োরটা নিশ্চয় ভয়ঙ্কর কিছু ছিল। দাঁত দিয়ে রাজার কুঁচকি থেকে স্তন পর্যন্ত ফেঁড়ে দিয়েছে।

গ্রান্ড মায়েস্টার পাইসেলের দেয়া মদে ভেজানো ব্যান্ডেজ ইতিমধ্যে রক্তে কালো হয়ে গেছে, আর ক্ষত পচে এমন দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে কহতব্য নয়। নেডের পেট মোচড় দিল। তিনি কম্বলটা ফেলে দিলেন।

'দুর্গন্ধ,' বললেন রবার্ট। 'মৃত্যুর দুর্গন্ধ। ঠিকই আমার নাকে আসছে। হারামজাদাটা আমাকে ভালোই পেঁদিয়েছে না? তবে আমি... আমিও শোধ নিতে ছাড়িনি, নেড।' রাজার হাসি তার ক্ষতের মতোই কুৎসিত দেখাল। দাঁত রক্তে লাল। ' চোখের মধ্যে ছুরি ঢুকিয়ে দিয়েছি। বিশ্বাস না হলে ওদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো। জিজ্ঞেস করো।'

'কথা সত্য,' বিড়বিড় করল লর্ড রেনলি। 'ভাইজানের আদেশে বরাহের লাশটাও আমরা নিয়ে এসেছি।'

BanglaBook.org

ভোজের জন্য,' ফিসফিসালেন রবার্ট। 'এখন তোমরা যাও। সবাই। নেডের সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'রবার্ট, মাই সুইট লর্ড...' বলতে গেলেন সের্সি।

'বললাম না যেতে,' এক লহমায় পুরানো মেজাজে ফিরে গেলেন রবার্ট। 'আমার কথার কোন্ অংশটা তোমার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে, মহিলা?'

সের্সি তাঁর স্কার্ট গুছিয়ে নিয়ে, মাথা সোজা করে পা বাড়ালেন দরজায়। লর্ড রেনলি এবং অন্যরা তাঁকে অনুসরণ করল।

গ্রান্ড মায়েস্টার পাইসেল কাঁপা হাতে ঘন সাদা তরলের একটি পেয়ালা এগিয়ে দিলেন রাজার দিকে।

'পপির দুধ, মহামান্য,' বললেন তিনি। 'পান করুন। আপনার ব্যথা উপশমের জন্য।'

রবার্ট হাতের উল্টো পিঠের থাবড়ায় ছিটকে পেলে দিলেন পেয়ালা। 'আপনিও যান। আমি শীঘ্রি ঘুমিয়ে পড়ব, বুড়ো গর্দভ। চলে যান।'

গ্রান্ড মায়েস্টার পাইসেল আহত দৃষ্টিতে তাকালেন নেডের দিকে তারপর বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

'তোমাকে নিয়ে আমি আর পারি না, রবার্ট,' দুজনে একা হয়ে গেলে বললেন নেড। তাঁর পা এমন ব্যথা করছে যে চোখ আঁধার দেখছেন। তিনি বিছানায়, বন্ধুর পাশে বসলেন। 'সবসময় কেন এত মাথা গরম তোমার?'

গোল্লায় যাও, নেড,' কর্কশ গলায় বললেন রাজা। 'আমি হারামজাদাটাকে হত্যা করেছি, করিনি?' তাঁর চোখের ওপর ঘামে ভেজা চুল পড়েছে, তার ফাঁক দিয়ে কটমট করে তাকালেন নেডের দিকে। 'ওরা একটা মানুষকে শান্তিতে শিকার করতেও দেবে না। স্যর রোবার গিয়েছিল আমার কাছে। গ্রেগরের মুণ্ডু কেটে আনবে। বাজে চিন্তা। হাউন্ডকে ওরা বলেনি। সের্সি ওকে চমকে দেবে।' তাঁর হাসি ঘোঁতঘোঁত শব্দে পরিণত হলো ব্যথার তীব্র স্রোত হামলা চালাতে। ' দেবতারা দয়া করুন।' বিড়বিড় করলেন তিনি, দমন করার চেষ্টা করছেন কষ্ট। 'ওই মেয়েটা। ডেনেরিস। স্রেফ একটা বাচ্চা। তুমি ঠিকই বলেছিলে... এ কারণেই, মেয়েটা... দেবতারা ওই

BanglaBook.org

শুয়োরটাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন... আমাকে শাস্তি দিতে...' কেশে উঠলেন রাজা, কাশির সঙ্গে বেরিয়ে এলো রক্ত। 'ভুল। আমি ভুল করেছিলাম... একটা বাচ্চা মেয়ে... ভ্যারিস, লিটলফিঙ্গার এমনকী আমার ভাইও... সব অপদার্থ... কেউ আমাকে 'না' বলেনি, শুধু তুমি ছাড়া, নেড... শুধু তুমি...' তিনি একটি দুর্বল হাত তুললেন। 'কাগজ কলম। ওখানে, টেবিলের ওপর আছে। আমি যা বলব তা লিখে নাও।'

নেড হাঁটুর ওপর কাগজ বিছিয়ে নিয়ে হাতে তুলে নিলেন পাখির পালকের কলম। 'আপনি যা বলেন, মহামান্য।'

'এটি হাউস ব্যারাথিয়নের রবার্টের ইচ্ছা এবং হুকুম যে আন্দালসহ সবকিছুর রাজা– ধুত্তোর, এসব পদবী বলার গুষ্টি মারি, তুমি তো জানোই কী লিখতে হবে। আমি এই মর্মে আদেশ করছি যে উইন্টারফেলের লর্ড, রাজার হ্যান্ড এবং হাউস স্টার্কের এডার্ড আমার মৃত্যুর পরে.. সাম্রাজ্যের রাজপ্রতিনিধি এবং রক্ষাকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন... আমার পরিবর্তে দেশ শাসন করবেন... যতদিন পর্যন্ত না আমার পুত্র জফ্রি বয়োপ্রাপ্ত না হয়...

'রবার্ট... জফ্রি তোমার ছেলে নয়,' বলতে গিয়েও বললেন না নেড। মানুষটা এমনিতেও ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছেন। তার ওপর এ সত্যটি প্রকাশ করে তাঁকে আর আঘাত দিতে মন চাইল না নেডের।

তিনি 'আমার পুত্র জফ্রি'র জায়গায় লিখলেন 'আমার উত্তরাধিকার'। কথাটি লিখতে তাঁর খারাপই লাগল। *আমরা তো মিথ্যা কথা বলি ভালবাসার জন্য*, নিজেকে বোঝালেন তিনি। *দেবতারা হয়তো এজন্য আমাকে ক্ষমা করে দেবেন*। 'আর কী লিখব?'

লেখো... তোমার যা যা দরকার লিখে নাও। এরপর আমাকে দাও। আমি সই করে দিচ্ছি। আমার মৃত্যুর পরে এ চিঠি তুমি কাউন্সিলকে দেবে।'

'রবার্ট,' শোকে ভারী শোনাল নেডের কণ্ঠ। 'তুমি এটা করতে পার না। তুমি আমাকে এভাবে ছেড়ে চলে যেতে পার না। রাজ্যের তোমাকে প্রয়োজন।'

রবার্ট নেডের হাত ধরে জোরে চাপ দিলেন। 'তুমি... মিথ্যা কথাটাও গুছিয়ে বলতে শিখলে না, নেড স্টার্ক।' দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা

BanglaBook.org

সহ্য করছেন তিনি। 'রাজ্য... রাজ্য জানে আমি কেমন হতভাগা এক রাজা ছিলাম। এরিসের মতো বাজে।'

'না,' মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুকে বললেন নেড, 'আপনি এরিসের মতো খারাপ নন, মহামান্য। এরিস খুবই বাজে ছিল।'

মুখ ভর্তি রক্তাক্ত দাঁত নিয়ে দুর্বল হাসলেন রবার্ট। 'ওরা অন্তত এটুকু বলবে শেষ সময়ে আমি ঠিক কাজটিই করে গেছি... জানি তুমি আমাকে হতাশ করবে না। এখন থেকে তুমি রাজ্য শাসন করবে। তুমি আমার চেয়েও এ কাজটা অপছন্দ করো জানি... তবে তুমি খুব ভাল করতে পারবে। তোমার লেখা কি শেষ হলো?'

'জি, মহামান্য,' নেড রবার্টকে কাগজখানা এগিয়ে দিলেন। রাজা তাতে সই করে দিলেন। কাগজে রক্তের দাগও পড়ল।

'এতে সিল মারো। আর হ্যাঁ, আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ওই শুয়োরকে রান্না করে সবাইকে খাওয়াবে।' রবার্টের বুক দিয়ে ঘরঘর আওয়াজ হচ্ছে। 'মুখে দেবে আপেল। ওটাকে অবশ্যই রান্না করবে। কথা দাও, নেড।'

'কথা দিলাম,' বললেন নেড।

'ওই মেয়েটা,' বললেন রাজা। ' ডেনেরিস। ওকে বাঁচতে দিয়ো। যদি বেশি দেরি না হয়ে গিয়ে থাকে... ওদেরকে বলবে.. ভ্যারিস, লিটলফিঙ্গার... ওরা যেন মেয়েটাকে হত্যা না করে। আর আমার ছেলেকে সাহায্য কোরো, নেড। ওকে.... আমার চেয়ে ভালভাবে গড়ে তুলবে।' তিনি ব্যথায় ছটফট করে উঠলেন, ' দেবতারা দয়া করুন।'

'নিশ্চয় তাঁরা দয়া করবেন, বন্ধু আমার,' বললেন নেড। 'নিশ্চয় দয়া করবেন।'

রাজা চোখ বুজলেন যেন একটু আরাম বোধ করছেন, 'শুয়োরের হাতে খুন।' বিড়বিড় করলেন তিনি। 'হাসতে ইচ্ছে করছে কিন্তু ব্যথার ডরে হাসতে পারছি না।'

নেড হাসছেন না। 'ওদেরকে কি এখন আসতে বলব?'

দুর্বল ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন রবার্ট। তোমার ইচ্ছা। ঈশ্বর, ঘরটা এত ঠাণ্ডা লাগছে কেন?'

BanglaBook.org

পনেরো

ভৃত্যরা ছুটে এসে দ্রুত চুলার আগুনে কাঠ গুঁজে দিল। রানি চলে গেছেন। যাক এতে তবু মানসিক স্বস্তি মিলল। ঘটে বুদ্ধি থাকলে সের্সি ভোর হওয়ার আগেই ছেলেমেয়ে নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাবেন, ভাবলেন নেড। তিনি ইতিমধ্যেই বড্ড দেরি করে ফেলেছেন।

রাজা রবার্ট তাঁর রানির অভাব অনুভব করবেন বলে বলে হয় না। তিনি তাঁর ভাই লর্ড রেনলি এবং গ্রান্ড মায়েস্টার পাইসেলকে ডাকলেন চিঠিতে সীল মোহরের ছাপ দেয়ার সময় সাক্ষি হিসেবে থাকার জন্য। নেড গরম হলুদ গলন্ত মোমে সীল মোহর ডোবালেন।

রাজা বললেন, 'এখন আমার যন্ত্রণা কমাতে কিছু এনে দাও এবং আমাকে মরতে দাও।'

পাইসেল চট জলদি রাজার জন্য আরেক পেয়ালা পপির দুধ নিয়ে এলেন। এবারে পুরোটা পান করলেন রবার্ট। খালি পেয়ালা নামিয়ে রাখলেন তিনি। দাড়িতে সাদা দুধ লেগে আছে।

'আমি কি স্বপ্ন দেখব?'

নেড জবাব দিলেন, ' দেখবেন, মাই লর্ড।'

বেশ,' বললেন রাজা, হাসছেন। 'লিয়ানাকে তোমার ভালবাসা পৌঁছে দেব, নেড। আমার হয়ে আমার সন্তানদের যত্ন নিও।'

শব্দগুলো যেন নেডের পেটে ছুরি বসিয়ে দিল। এক মুহূর্তের জন্য তিনি খেই হারিয়ে ফেললেন। এভাবে মিথ্যার আশ্রয় আর নিতে পারছিলেন

BanglaBook.org

না। তখন অন্যান্য বেজন্মাদের কথা মনে পড়ে গেল তাঁর : ছোট বারা মায়ের কোলে শুয়ে দুধ খাচ্ছে, ভেল এর মায়া, কামারশালার গেন্ড্রি এবং অন্য সবাই।

'আমি করব... আমার নিজের সন্তানদের মতো তাদের প্রতিপালন করব।' ধীরে ধীরে বললেন তিনি।

রবার্ট মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ বুজলেন। নেড দেখলেন তাঁর পুরানো বন্ধুটির মুখ থেকে আস্তে আস্তে যন্ত্রণার ছাপ মুছে যাচ্ছে ঔষধের প্রভাবে। তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

গলায় বাঁধা ভারী চেইনের মৃদু ঝংকার তুলে গ্রান্ড মাস্টার পাইসেল এসে দাঁড়ালেন নেডের পাশে। 'আমার সাধ্যাতীত চিকিৎসা আমি করব, মাই লর্ড। তবে ক্ষতে পচন ধরেছে। ওনাকে এখানে নিয়ে আসতে ওদের দুইদিন সময় লেগেছে। আমি যখন তাঁকে দেখলাম ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে অনেক। আমি মহামান্যর যন্ত্রণা খানিক কমিয়ে দিতে পারি মাত্র, তবে তাঁকে একমাত্র দেবতারাই সুস্থ করে তুলতে পারবেন।'

'আর কতক্ষণ?' জিজ্ঞেস করলেন নেড।

'এতক্ষণে তাঁর মরে যাওয়ার কথা ছিল। জীবনকে এত প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে আমি অন্য কাউকে দেখিনি।'

'আমার ভাই সবসময়ই শক্তিশালী ছিলেন,' বলল লর্ড রেনলি। 'বুদ্ধিমান নয় তবে শক্তিমান।' শয়নকক্ষের গরমে তার কপাল ভিজে গেছে ঘামে। তাকে দেখলে মনে হয় রবার্টের ভূত দাঁড়িয়ে আছে। তরুণ বয়সের সুদর্শন চেহারার ভূত। 'তিনি শুয়োরটাকে জবাই করেছেন। তাঁর পেট ফেঁড়ে গিয়ে নাড়িভুঁড়ি ঝুলে পড়েছিল তবু ওই অবস্থাতেই তিনি শুয়োরটাকে জবাব করেন।' তার কণ্ঠে প্রবল বিস্ময়।

'শত্রু বেঁচে থাকা পর্যন্ত রবার্ট কোনদিন রণক্ষেত্র ত্যাগ করেননি,' রেনলিকে জানালেন নেড।

দরজার বাইরে, টাওয়ারের সিঁড়িতে এখনো পাহারা দিচ্ছেন স্যর ব্যারিস্টান সেলমি।

'মায়েস্টার পাইসেল রবার্টকে পপির দুধ খাইয়ে দিয়েছেন,' তাঁকে বললেন নেড। দেখবেন কেউ আমার অনুমতি ছাড়া যেন তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত না ঘটায়।'

BanglaBook.org

'আপনার আদেশ শিরোধার্য, মাই লর্ড,' বললেন স্যর ব্যারিস্টান। 'আমি আমার ওপর রাজার আস্থা রাখতে ব্যর্থ হয়েছি।'

'রাজার হুকুমের বিরুদ্ধে সবচেয়ে খাঁটি নাইটের পক্ষেও যাওয়া সম্ভব নয়,' বললেন নেড। 'রবার্ট বরাহ শিকার করতে খুব ভালবাসতেন। আমি তাঁকে অসংখ্য বরাহ শিকার করতে দেখেছি। বিদ্যুৎ গতিতে এবং একটি মাত্র আঘাতে তিনি বরাহের দফারফা করে দিতেন। কেউ জানত না এটি তাঁর মৃত্যু ডেকে আনবে।'

'আপনি দয়ালু বলেই এসব কথা বললেন, মাই লর্ড।'

'রাজা নিজেও তাই বলেছেন। তিনি এ ঘটনার জন্য মদ্যপানকে দায়ী করেছেন।'

পক্ককেশ নাইট সতর্ক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন। 'আমরা যখন জন্তুটাকে তার আস্তানা থেকে বের করে আনি মহামান্য তখনো ঘোড়ার পিঠে ছিলেন। তিনি আমাদের সবাইকে সরে যেতে বলেন।'

'আচ্ছা, স্যর ব্যারিস্টান,' মৃদু গলায় প্রশ্ন করল ভ্যারিস, 'রাজাকে এ মদটা কে দিয়েছিল?'

নেড টেরই পাননি কখন খোজা এসে হাজির হয়েছে। তবে মুখ তুলে চাইতে দেখতে পেলেন সে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে কালো ভেলভেটের রোব, মেঝেয় তার কিনার লুটাচ্ছে। মুখে নতুন পাউডার মাখা।

'রাজার নিজের মদের থলে থেকে মদ দেয়া হয়।' বললেন স্যর ব্যারিস্টান।

'শুধু একটি মদের থলে? শিকারের সময় তো অনেক মদ লাগে।'

'আমি গুণে দেখিনি। তবে একাধিকই হবে। রাজার তেষ্টা লাগলেই তাঁর সহচর নতুন মদের থলে থেকে মদ দিত।'

' বেশ দায়িত্বশীল ছেলে,' বলল ভ্যারিস। 'মহামান্যের জলখাবারের যাতে কোনো অভাব না ঘটে সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর ছিল দেখছি।'

নেডের মুখের ভেতরটা হঠাৎ তিক্ত স্বাদে ভরে গেল। মনে পড়েছে ফর্সা চামড়ার দুটি ছেলেকে রবার্ট ব্রেস্টপ্লেট স্ট্রেচার আনতে পাঠিয়েছিলেন। ভোজের রাতে এ গল্পটি সবাইকে বলতে গিয়ে হেসে খুন হয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। ' কোন্ স্কোয়ার?'

'বড়টা,' বললেন স্যর ব্যারিস্টান। 'ল্যান্সেল।'

BanglaBook.org

‘ ছেলেটাকে আমি ভালো চিনি,’ বলল ভ্যারিস। ‘পরিশ্রমী ছেলে। স্যর কেভান ল্যানিস্টারের পুত্র, লর্ড টাইউইনের ভাতিজা, রানির কাজিন। আশা করি এ ঘটনার জন্য ছেলেটা নিজেকে দায়ী ভাবছে না। বাচ্চারা কৈশোরে এমন নিষ্পাপ থাকে!’

ভ্যারিসও একসময় কিশোর ছিল তবে নিষ্পাপ ছিল কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে নেডের। ‘ওহ্, আপনি বাচ্চাদের কথা বলায় একটি কথা মনে পড়ে গেল। ডেনেরিস টারগারিয়ানের ব্যাপারে রাজা তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টেছেন। আপনারা মেয়েটির বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থাই নিয়ে থাকুন না কেন এক্ষুনি তা বাতিল করুন।’

‘হায়,’ বলল ভ্যারিস। ‘ সে তো অনেক দেরি হয়ে গেল। পাখিগুলো উড়ে গেছে। তবে আমার পক্ষে যা করা সম্ভব আমি তা করব, মাই লর্ড।’ সে কুর্নিশ করে সিড়ি বেয়ে নেমে গেল।

কেইন এবং টোমার্ডের সাহায্যে নেড সেতুতে উঠেছেন, এমন সময় মেগর’স হোল্ডফাস্ট থেকে উদয় হলো লর্ড রেনলি, ‘লর্ড এডার্ড,’ পেছন থেকে ডাকল সে। ‘এক মিনিট। আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।’

দাঁড়িয়ে পড়লেন নেড।

রেনলি হেঁটে এল তাঁর পাশে। ‘আপনার লোকদের সরে যেতে বলুন।’ ওঁরা সেতুর মাঝখানে দাঁড়িয়েছেন। নিচে শুকনো পরিখা। লোহার গজালগুলো চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে।

নেড ইশারা করলেন। কুর্নিশ করে পিছিয়ে গেল টোমার্ড এবং কেইন। লর্ড রেনলি ব্রিজের মাথায় দাঁড়ানো স্যর বরোস আর তাদের পেছনের দরজায় পাহারারত স্যর প্রেস্টনের দিকে একবার উদ্বেগ নিয়ে তাকাল।

‘ওই চিঠিটি,’ সে কাছিয়ে এল। ‘ওটা কি রাজপ্রতিনিধিত্বর চিঠি? আমার ভাই কি আপনাকে প্রটেক্টর হিসেবে ঘোষণা করেছেন?’ জবাবের জন্য অপেক্ষা করল না সে। ‘মাই লর্ড, আমার নিজের ত্রিশজন ব্যক্তিগত রক্ষী আছে, পাশাপাশি বন্ধুরা ছাড়াও নাইট এবং লর্ডরাও রয়েছেন। আমাকে এক ঘন্টা সময় দিন। আমি একশো তরবারি আপনার হাতে তুলে দেব।’

BanglaBook.org

'একশো তরবারি দিয়ে আমি কী করব, মাই লর্ড?'

'হামলা! প্রাসাদের সবাই এখন ঘুমাচ্ছে।' সে আবার স্যর বরোসের দিকে তাকাল। গলার স্বর নামিয়ে এনে জরুরি ভঙ্গিতে ফিসফিস করল, 'জফ্রিকে ওর মায়ের কাছ থেকে আলাদা করে ফেলে আমরা বন্দি করব। প্রটেক্টর হোন বা না হোন, রাজাকে যে কব্জা করতে পারবে সে-ই রাজ্যকেও কব্জা করতে পারবে। আমরা মার্সেলা এবং টোমেনকেও বন্দি করব। একবার তাঁর সন্তানদের আটকে রাখতে পারলে সের্সি আর আমাদের বিরোধিতা করার সাহস পাবে না। কাউন্সিল আপনাকে লর্ড প্রটেক্টর হিসেবে ঘোষণা করবে এবং জফ্রিকে আপনার ওয়ার্ড বানাবে।'

নেড শীতল দৃষ্টিতে দেখলেন লোকটিকে। 'রবার্ট এখনো মারা যাননি। দেবতারা তাঁকে বাঁচিয়েও দিতে পারেন। যদি তা না ঘটে আমি কাউন্সিলকে আহ্বান করব তাঁর শেষ কথা শোনার জন্য এবং উত্তরাধিকারের বিষয়টি বিবেচনা করতে বরব। তবে রাত দুপুরে তাঁর ভীত সন্ত্রস্ত ছেলেমেয়েদেরকে বিছানা থেকে তুলে এনে তাঁর হলঘরে রক্তপাত ঘটিয়ে তাঁর জীবনের শেষ ঘন্টাগুলোর অবমাননা করতে পারব না।'

ঝট করে এক কদম পিছিয়ে গেল লর্ড রেনলি। 'আপনি যত দেরি করবেন ততই নিজেকে প্রস্তুত করার সুযোগ পাবে সের্সি। ভাইজান যতক্ষণে মারা যাবে ততক্ষণে দেরি হয়ে যাবে অনেক.... আমাদের দু'জনের জন্যই।'

'তাহলে প্রার্থনা করি ভাইজান যেন মারা না যান।'

' সে চান্স খুবই কম।' বলল রেনলি।

'মাঝেমাঝে দেবতারা দয়া দেখান।'

'ল্যানিস্টাররা দেখায় না,' ঘুরে দাঁড়াল লর্ড রেনলি। পরিখা পার হয়ে চলে গেল টাওয়ারে যেখানে তার ভাইজান শুয়ে আছেন মৃত্যুশয্যায়।

BanglaBook.org

ষোলো

নিজের ঘরে ফিরলেন নেড স্টার্ক মন খারাপ এবং দুশ্চিন্তা নিয়ে। সের্সি ল্যানিস্টারের কথা মনে পড়ছিল তাঁর। *আপনি যখন সিংহাসন নিয়ে খেলা করেন তখন জিতবেন অথবা মরবেন*, বলেছিলেন রানি। নেড ভাবছেন লর্ড রেনলির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ভুলই করলেন কিনা। এসব ষড়যন্ত্রে অবশ্য তাঁর কোনো সায়ও নেই। শিশুদেরকে হুমকি দেয়ার মধ্যে কোনো সম্মান নেই, তবুও... সের্সি যদি পালিয়ে যাওয়ার বদলে রুখে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন তাহলে হয়তো নেডের রেনলি'র একশো তরবারির প্রয়োজন হবে, তারচেয়ে বেশিও লাগতে পারে।

'লিটলফিঙ্গারকে দরকার আমার,' তিনি কেইনকে বললেন। সে তার ঘরে না থাকলে যেভাবে পারো, যেখান থেকে পারো ওকে খুঁজে নিয়ে আসবে। সঙ্গে যত খুশি লোক নাও। প্রতিটি মদের দোকান, বেশ্যালয় খুঁজে দেখবে। ভোর হওয়ার আগেই ওকে আমার চাই।'

কেইন কুর্নিশ করে চলে গেল। টোমার্ডের দিকে ফিরলেন নেড।

'*উইন্ড উইচ* সন্ধ্যায় পাল তুলবে। তুমি কি তোমার এসকর্ট বাছাই করেছ?'

'দশজনকে বাছাই করেছি। পোর্থার থাকবে নেতৃত্বে।'

'কুড়িজন নাও। আর তুমি নেতৃত্ব দেবে।' বললেন নেড।

পোর্থার সাহসী তবে মাথা গরম লোক। তাঁর মেয়েদের খেয়াল রাখার জন্য নিরেট এবং বুদ্ধিমান মানুষ প্রয়োজন।

BanglaBook.org

'আপনি যা বলেন মি' লর্ড,' বলল টম। 'এ জায়গা আমার আর ভালও লাগছে না। আমার স্ত্রীকে খুব মিস করছি।'

'উত্তরে বাঁক নেয়ার সময় ড্রাগনস্টোনের পাশ দিয়ে যেতে হবে তোমাদেরকে। তুমি একজনকে আমার একখানা চিঠি পৌঁছে দেবে।'

হতবুদ্ধি দেখাল টমকে। 'ড্রাগনস্টোন, মি' লর্ড?' ওটি হাউস টারগানিয়ানের দ্বীপ দুর্গ এবং এটির খুব একটা সুখ্যাতিও নেই।

'ক্যাপ্টেন কোসকে বলবে দ্বীপের কাছাকাছি আসামাত্র আমার পতাকা টাঙিয়ে দিতে। অপ্রত্যাশিত অতিথি দেখলে ওরা সতর্ক হয়ে যেতে পারে। ক্যাপ্টেন ওখানে যেতে না চাইলে সে যত টাকা চায় দেবে। আমি তোমাকে যে চিঠিটি দেব সেটি সরাসরি লর্ড স্ট্যানিস ব্যারাথিয়নের হাতে তুলে দেবে। অন্য কারও হাতে নয়। তাঁর স্টুয়ার্ড কিংবা তাঁর রক্ষীদের সর্দারের কাছেও নয় অথবা তাঁর স্ত্রীর কাছে। শুধু লর্ড স্ট্যানিসের হাতে দেবে।'

'আপনার আদেশ শিরোধার্য, মি' লর্ড।'

টোমার্ড চলে যাওয়ার পরে টেবিলে রাখা মোমবাতির শিখার দিকে একঠায় তাকিয়ে রইলেন নেড। এক মুহূর্তের জন্য শোক তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তাঁর ইচ্ছে করল গডসউডে গিয়ে হৃদয়বৃক্ষের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে রবার্ট ব্যারাথিয়নের জীবন রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন যিনি তাঁর কাছে তাঁর ভাইয়ের চেয়ে বেশি।

নেড এক টুকরো কাগজ নিলেন। কালির দোয়াতে কলমের নিব ডুবিয়ে নিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে লিখলেন *হাউস ব্যারাথিয়নের মহামান্য স্ট্যানিসকে। আপনি যখন এ চিঠি পাবেন ততদিনে আপনার ভাই রবার্ট, আমাদের রাজা ধরাধাম ত্যাগ করবেন। কিংসউডে শিকার করতে গিয়ে তিনি এক বরাহের হামলার শিকার হন...*

চিঠি লিখতে লিখতে তিনি ভাবছিলেন লর্ড টাইউইন এবং স্যার জেমি অসম্মান মেনে নেয়ার পাত্র নয়; তারা পালাবার বদলে লড়াই করবে। তাতে সন্দেহ নেই।

লর্ড স্ট্যানিস সাবধানী লোক, বিশেষ করে জন অ্যারিন নিহত হওয়ার পরে তিনি সতর্ক হয়ে গেছেন তবে ল্যানিস্টাররা সেনা সামন্ত নিয়ে রওনা হওয়ার আগেই সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে তাঁর কিংস ল্যান্ডিংয়ে চলে আসা অত্যন্ত দরকার।

BanglaBook.org

নেড সাবধানে শব্দ বাছাই করলেন। লেখা শেষ হলে দস্তখত দিলেন *এডার্ড স্টার্ক, উইন্টারফেলের লর্ড, রাজার হ্যান্ড এবং রাজ্যের রক্ষক* হিসেবে। কাগজটি দুই ভাঁজ করে তাতে সীল মোহর মারার জন্য মোম গলাতে লাগলেন।

রাজপ্রতিনিধিত্বের কাল দীর্ঘকালের নয়, সীল মোহরের মোম বাতির আগুনে নরম হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন নেড।

নতুন রাজা নতুন হ্যান্ড বেছে নেবেন। নেড তখন মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরতে পারবেন। উইন্টারফেলের কথা ভাবতে তাঁর মুখে হাসি ফুটল। তিনি আবার ব্রানের হাসি শুনতে চান, রবের সঙ্গে ঘুরতে যেতে চান, রিকনকে খেলতে দেখতে চান। তিনি নিজের বিছানায় তাঁর স্ত্রী ক্যাটলিনকে জড়িয়ে ধরে স্বপ্নহীন নিদ্রার জগতে ভেসে বেড়াতে চান।

কেইন যখন ফিরে এল তখন নেড নরম সাদা মোমের ওপর ডায়ারউলফের সীল মোহর বসাচ্ছেন। কেইনের সঙ্গে ডেসমন্ড আছে। তাদের দুজনের মাঝখানে লিটলফিঙ্গার। নেড তাঁর রক্ষীদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় করলেন।

লর্ড পিটারের পরনে নীল ভেলভেটের টিউনিক। 'আমি অনুমান করছি অভিনন্দনগুলো শীঘ্রি আসতে শুরু করবে,' বসতে বসতে বলল সে।

খেঁকিয়ে উঠলেন নেড। 'রাজা এখনো আহত হয়ে মৃত্যুশয্যায়।'

'জানি আমি,' বলল লিটলফিঙ্গার। 'এও জানি রবার্ট আপনাকে সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা হিসেবে ঘোষণা করছেন।'

নেডের চোখ চলে গেল টেবিলের ওপর রাখা রাজার চিঠির দিকে। ওটার সীলমোহর এখনো ভাঙা হয়নি।

'আপনি কী করে জানলেন, মাই লর্ড?

'যথারীতি ভ্যারিসের অনুমান,' বলল লিটলফিঙ্গার। 'তাছাড়া আপনি মাত্রই বিষয়টি নিশ্চিত করলেন।'

রাগে চেহারা বিকৃত হয়ে গেল নেডের। 'ভ্যারিস আর তার ছোট্ট পাখিরা জাহান্নামে যাক। ক্যাটলিন ঠিক কথাই বলেছিল ওই লোকটা কালা জাদু জানে। আমি ওকে বিশ্বাস করি না।'

BanglaBook.org

'চমৎকার। আপনি শিখছেন দেখছি।' সামনে এগিয়ে এল লিটলফিঙ্গার। 'তবে অনুমান করছি আপনি নিশ্চয় এত রাতে আমাকে খোজার কালা জাদু চর্চা নিয়ে আলাপ করার জন্য ডেকে পাঠাননি।'

'না,' বললেন নেড। 'জন অ্যারিন কী রহস্য রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়ে গিয়েছিলেন তা আমি জানি। রবার্ট নিজের ঔরসে জন্মানো কোনো সন্তান রেখে যাচ্ছেন না। জফ্রি এবং টোমেন জেমি ল্যানিস্টারের বেজন্মা, রানির সঙ্গে অজাচারী সম্পর্কের ফসল।'

একটি ভুরু তুলল লিটলফিঙ্গার। 'চমকে দেয়ার মতো ঘটনা,' এমন সুরে বলল সে যে বোঝা যায় মোটেই চমকে যায়নি । ' মেয়েটাও? কোনো সন্দেহ নেই। তো রাজা যখন মারা যাবেন...'

'সিংহাসনের অধিকার চলে যাবে রবার্টের মেজ ভাই লর্ড স্ট্যানিসের কাছে।'

লর্ড পিটার তার সুচাল দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করল। ' তেমনটিই মনে হচ্ছে। যদি না...

'যদি না কি, মাই লর্ড? এর মধ্যে মনে হওয়া টওয়ার মতো কিছু নেই। স্ট্যানিসই উত্তরাধিকারী। এটি কোনোকিছুতেই বদলাতে পারবে না।'

'আপনার সাহায্য ছাড়া স্ট্যানিস সিংহাসনে বসতে পারবে না। আপনি বুদ্ধিমান হলে জফ্রিকেই উত্তরাধিকারী করবেন।'

লিটলফিঙ্গারের দিকে কটমটে চোখে তাকালেন নেড। 'আপনার ভেতরে কি বিন্দুমাত্র সম্মানবোধ নেই?'

'বিন্দুমাত্র তো আছেই,' নেডের মন্তব্য হেলায় উড়িয়ে দিল লিটলফিঙ্গার। 'আমার কথা শুনুন। স্ট্যানিস আপনার কোনো বন্ধু নয়, আমারও নয়। এমনকী তাঁর ভাইয়েরাও তাঁকে সহ্য করতে পারে না। লোকটা লোহার মতো শক্ত, অনমনীয়। সে আমাদেরকে নতুন একটি হ্যান্ড এবং নতুন একটি কাউন্সিল দেবে তা সুনিশ্চিত। তাঁকে সিংহাসন পাইয়ে দেয়ার জন্য সে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এজন্য আপনার প্রতি তার প্রেম উথলে উঠবে না। আর তার সিংহাসনে আরোহন মানেই যুদ্ধ। সের্সি এবং তার জারজ সন্তানদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সে সিংহাসনে শান্তিতে বসে থাকতে পারবে না। আপনার কি মনে হয় লর্ড টাইউইন অলস বসে থেকে দেখবেন তার মেয়ের কাটা মুণ্ডু লোহার গোঁজে

BanglaBook.org

গেঁথে আছে? ক্যাস্টারলি রক বিদ্রোহ করবে, তবে একা নয়। রাজা এরিসকে যারা সাহায্য করেছিল তারা রবার্টের আনুগত্য প্রকাশ করলে রবার্ট তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু স্ট্যানিসের মনে অত দয়ামায়া নেই। স্টর্মস এন্ড অবরোধের কথা সে ভুলে যাবে না, লর্ড টাইরেল এবং রেডউইনও তাই। যারা ড্রাগনের ব্যানারের নিচে লড়াই করেছে অথবা ব্যালন গ্রেজয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল তাদের প্রত্যেকের ভীত হয়ে ওঠার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। স্ট্যানিস লৌহ সিংহাসনে বসা মাত্র রাজ্যে রক্তপাত ঘটবে, এ আমি বলে রাখলাম।

'এবার মুদ্রার অপর পিঠে তাকান। জফ্রির বয়স মাত্র বারো এবং রবার্ট আপনাকে রাজ প্রতিনিধির দায়িত্ব দিয়েছেন, মাই লর্ড। আপনি রাজার হ্যান্ড এবং রাজ্য রক্ষক। ক্ষমতা পুরোটাই আপনার হাতে, লর্ড স্টার্ক। শুধু হাত বাড়িয়ে দখল করে নিলেই হলো। ল্যানিস্টারদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করুন। ইমপকে ছেড়ে দিন। জফ্রির সঙ্গে আপনার সানসার বিয়ে দিন। আপনার ছোট মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে দিন প্রিন্স টোমেনের আর আপনার উত্তরাধিকারীর সঙ্গে বিয়ে দেবেন মার্সেলার। আর চার বছর বাদেই জফ্রির সিংহাসনে বসার উপযুক্ত বয়স হয়ে যাবে। ততদিনে সে আপনাকে তার দ্বিতীয় পিতা হিসেবে দেখবে। আর যদি না দেখে তো... চার বছর যথেষ্ট সময়, মাই লর্ড। লর্ড স্ট্যানিসের সঙ্গে মীমাংসা করার জন্য প্রচুর সময়। তখন যদি জফ্রি কোনো ঝামেলা পাকাতে চায়, ওর ছোট্ট গোপন কথাটি ফাঁস করে দেব এবং লর্ড রেনলিকে আমরা সিংহাসনে বসাব।'

'আমরা?' শব্দটি পুনরাবৃত্তি করলেন নেড।

কাঁধ ঝাঁকাল লিটলফিঙ্গার। 'আপনার বোঝা হালকা করার জন্য কাউকে না কাউকে দরকার পড়বেই। কথা দিচ্ছি, এজন্য খুব বেশি কিছু আমি চাইব না।'

'আপনি যা চাইছেন,' বরফ শীতল নেডের কণ্ঠ, 'তা হলো রাষ্ট্রদ্রোহিতা।'

'যদি আমরা হেরে যাই তবেই।'

'আপনি ভুলে গেছেন,' নেড বললেন ওকে। 'আপনি ভুলে গেছেন জন অ্যারিনকে। আপনি ভুলে গেছেন জোরি ক্যাসেলের কথা। এবং আপনি এটার কথাও বিস্মৃত হয়েছেন,' তিনি ছুরিটা দুজনের মাঝখানে, টেবিলের

BanglaBook.org

ওপর রাখলেন। ভ্যালেরিয়ান ইস্পাতের তৈরি ক্ষুরধার ছুরি। 'ওরা লোক পাঠিয়েছিল এটা দিয়ে আমার ছেলের গলা কেটে ফেলতে, লর্ড বেইলিশ।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লিটলফিঙ্গার। 'সত্যি ভুলে গিয়েছিলাম, মাই লর্ড। এক মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হয়েছিলাম একজন স্টার্কের সঙ্গে কথা বলছি।' তার চেহারায় বিদ্রুপ। 'তাহলে ওটা স্ট্যানিসই হতে যাচ্ছে এবং যুদ্ধ?'

'এটা কোনো পছন্দের ব্যাপার নয়। স্ট্যানিস উত্তরাধিকারী।'

'আপনার সঙ্গে আমি কখনো তর্কে যাব না, লর্ড প্রটেক্টর। তাহলে আমাকে ডেকেছেন কেন? আমার জ্ঞানের কথা শুনবার জন্য নিশ্চয় নয়?'

'আপনার জ্ঞানের কথা শুনবার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই,' তেতো গলায় বললেন নেড। 'আমি আপনাকে ডেকেছি ক্যাটলিনকে যে কথা দিয়েছিলেন আমাকে সাহায্য করবেন সে জন্য। সময়টা এখন আমাদের সকলের জন্যই বিপজ্জনক। রবার্ট আমাকে প্রটেক্টর হিসেবে ঘোষণা করেছেন বটে কিন্তু পৃথিবীর চোখে জফি এখনো তার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী। রানির রয়েছে ডজনখানেক নাইট এবং শতাধিক মেন-অ্যাট-আর্মস যারা তাঁর কথায় ওঠবোস করে... আমার হাউসহোল্ড গার্ডের চেয়ে তারা সংখ্যায় অনেক বেশি। তার ভাই জেমি হয়তো এতক্ষণে কিংস ল্যান্ডিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে সঙ্গে ল্যানিস্টার বাহিনী নিয়ে।'

'এবং আপনার কাছে কোনো সেনা নেই,' টেবিলে রাখা ছুরিটি নিয়ে খেলা করছে লিটলফিঙ্গার, আঙুল দিয়ে ওটা মন্থরগতিতে ঘোরাচ্ছে। 'লর্ড রেনলি এবং ল্যানিস্টারদের মধ্যে কোনো সদ্ভাব নেই। ব্রোঞ্জ ইয়ন রয়েস, স্যাল ব্যালন সোয়ান, স্যর লোরাস, লেডি টান্ডা, রেডউইন যমজ দরবারে তাদের লোকলশকর, নাইট এবং সোর্ন সোর্ডদের অভাব নেই।

' রেনলির ব্যক্তিগত রক্ষী রয়েছে ত্রিশজন, বাকিদের আরও কম। আমি যদি তাদের সঙ্গে মৈত্রী করতেও চাই সব মিলে সংখ্যাটা যথেষ্ট হবে না। সোনালি আলখাল্লাদের আমার লাগবেই। সিটি ওয়াচের রয়েছে দুই হাজার শক্তিশালী সোর্ন সোর্ড যারা প্রাসাদ এবং শহর দখল করে রাজার শান্তি বজায় রাখতে পারবে।'

'কিন্তু রানি যখন একজনকে রাজা ঘোষণা করবেন আর হ্যান্ড আরেকজনকে, সোনালি আলখাল্লারা কাদের পক্ষ নেবে?' লর্ড পিটার আঙুল দিয়ে ঘোরাতে লাগল ড্যাগার। ওটা ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে থেমে গেল। ডগার দিকটা স্থির হয়ে আছে লিটলফিঙ্গারের দিকে।

BanglaBook.org

'এই যে আপনার জবাব,' হাসছে সে। 'তারা তাদের কথা শুনবে যাদের কাছ থেকে টাকা পাবে।' হেলান দিল সে। ধূসর সবুজ চোখ মেলে পরিহাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নেডের দিকে। 'আপনি বর্মের মতো আপনার সম্মান পরিধান করে আছেন, স্টার্ক। ভাবছেন এটি আপনাকে নিরাপদে রাখবে কিন্তু এর ওজনের ভারে আপনি চলতেই পারবেন না। আপনি জানেন কেন আমাকে এখানে ডেকে এনেছেন। জানেন আমাকে কী করতে বলতে হবে। জানেন কাজটা করা দরকার... কিন্তু বিষয়টি যথেষ্ট সম্মানের নয় বলে কথাটা বলতে আপনার গলায় আটকে যাচ্ছে।'

নেডের ঘাড় আড়ষ্ট হয়ে গেল। তিনি এমন রেগে গেলেন যে এক মুহূর্তের জন্য তাঁর মুখে কথা জোগাল না।

হেসে উঠল লিটলফিঙ্গার। 'আমি আপনার মুখ থেকে কথাটা বলিয়ে দিতে পারতাম তবে সেটি বড়ই নিষ্ঠুরতা হয়ে যাবে... কাজেই ভয় পাবেন না, মাই গুড লর্ড। ক্যাটলিনের প্রতি আমার যে ভালবাসা আছে তার দাবিতেই বলছি আমি এক্ষুনি জানোস ফ্লিন্টের কাছে যাব এবং নিশ্চিত করব যে সিটিওয়াচ আপনার। ছয় হাজার মোহর দিলেই কাজটা হয়ে যাবে। দুই হাজার কমান্ডারের জন্য, দুই হাজার অফিসারদের জন্য আর বাকি দুই হাজার সৈন্যদের। এর অর্ধেক টাকাতেই ওদের হয়তো কেনা যেত তবে আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না।' হাসতে হাসতে সে নেডের দিকে এগিয়ে দিল ছুরিটা।

BanglaBook.org

জন

সতেরো

আপেল- কেক এবং ব্লাড সসেজ দিয়ে সকালে নাস্তা করছে জন এমন সময় ধপ করে বেঞ্চিতে এসে বসল স্যামওয়েল টার্লি। 'আমাকে সেপ্টে ডেকেছে,' উত্তেজিত গলায় ফিসফিস করল স্যাম। 'আমাকে ট্রেনিং ছাড়াই ওরা নিয়ে নিচ্ছে। আমি তোমাদের মতো ব্রাদার হবো। বিশ্বাস হয়?'

'না। সত্যি?'

'সত্যি। মায়েস্টার এইমনকে তাঁর লাইব্রেরির কাজে এবং পাখিদের পরিচর্যা করতে হবে। পড়ালেখা জানে এবং চিঠি লিখতে পারে এমন কাউকে তাঁর দরকার।'

'তুমি এ কাজটি ভালোই করতে পারবে,' হাসছে জন।

স্যাম চারপাশে উৎকণ্ঠা নিয়ে একবার চোখ বুলাল। 'যাওয়ার কি সময় হলো? আমি দেরি করতে চাই না। তাহলে ওঁরা আবার মত বদলে ফেলতে পারেন।' লাফাতে লাফাতে চলে গেল স্যাম।

উষ্ণ একটি দিন। রৌদ্রালোকিত দেয়ালের গা বেয়ে ঝরে পড়ছে বরফ জল। রোদে ঝলমল করছে বরফ।

সেপ্টনের ভেতরে, দক্ষিণ মুখী জানালা দিয়ে আসা রোদ বিশাল ক্রিস্টালের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে বেদিতে সৃষ্টি করেছে রংধনু। স্যামকে দেখে পিপের মুখ হাঁ হয়ে গেল, টোড গ্রেনের পাঁজরায় খোঁচা মারল তবে কেউ কোনো মন্তব্য করার সাহস পেল না।

BanglaBook.org

শীর্ষ স্থানীয় কর্মকর্তারা সকলে একযোগে এলেন, মায়েস্টার এইমন হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন ক্লাইডাসের গায়ে, স্যর আলিসারের যথারীতি শীতল চক্ষু এবং থমথমে মুখ, লর্ড কমান্ডার মরমন্ট কালো উলের ডাবলিট পরেছেন।

তাঁদের পেছনে আগমন ঘটল আরও তিন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার; লর্ড স্টুয়ার্ড বোয়েন মার্শ, ফার্স্ট বিল্ডার ওথেল ইয়ারউইক এবং স্যর জেরেমি রাইকার যিনি বেনজিন স্টার্কের অনুপস্থিতিতে রেঞ্জারদের কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করছেন।

বেদির সামনে এসে দাঁড়ালেন মরমন্ট। তাঁর মস্ত টাক মাথায় চকচক করতে লাগল রঙধনুর আলো।

' তোমরা এখানে এসেছিলে আউটল হিসেবে,' শুরু করলেন তিনি, 'চোরাশিকারী, ধর্ষক, দেনাদার, হত্যাকারী এবং চোর হিসেবে। তোমরা আমাদের কাছে এসেছিলে শিশু হিসেবে। তোমরা আমাদের কাছে এসেছিলে একা, শিকলবদ্ধ হয়ে, তোমাদের না ছিল কোনো বন্ধু না কোনো সম্মান। তোমরা আমাদের কাছে এসেছিলে ধনী হিসেবে, তোমরা এসেছিলে গরীব হিসেবে। তোমাদের কারও কারও বংশ অতি উচ্চ। কেউ বা শুধুই বেজন্মা নাম বহন করছ কিংবা কারও কারও কোনো নামই নেই। তাতে কিছু আসে যায় না। এ সবই এখন অতীত। ওয়ালে আমরা সবাই একটি বংশ, একটি হাউস।

'সাঁঝবেলায়, যখন অস্ত যাবে সূর্য এবং আমরা রাতের মুখোমুখি হবো ওই সময় তোমরা শপথ নেবে। ওই সময় থেকে তোমরা হয়ে উঠবে নাইট'স ওয়াচের সোর্ন ব্রাদার। তোমাদের অপরাধ ধুয়ে মুছে যাবে, তোমাদের দেনা মাফ করা হবে। তোমরাও আগের আনুগত্যের কথা ভুলে যাবে, দূর করে দেবে তোমাদের প্রতিহিংসা, ভুলে যাবে পুরানো ভুলভ্রান্তি এবং পুরানো প্রেম। এখান থেকে শুরু হবে তোমাদের নতুন জীবন।

'নাইট'স ওয়াচের একজন মানুষ বাঁচে তার রাজ্যের জন্য। কোনো রাজা, লর্ড কিংবা এই হাউস বা অন্য হাউসের সম্মানের জন্য নয়, নয় স্বর্ণ, গরিমা কিংবা কোনো নারীর ভালোবাসার জন্য, শুধু দেশের জন্য তারা বেঁচে থাকে এবং রাজ্যের মানুষদের জন্য। নাইট'স ওয়াচের একজন মানুষ বিয়ে করে না, সন্তানের পিতা হয় না। আমাদের কর্তব্যবোধ আমাদের স্ত্রী।

আমাদের সম্মান আমাদের রক্ষিতা। এবং তোমরাই আমাদের একমাত্র সন্তান।

' তোমরা জানো কীভাবে শপথ করতে হয়। তবে কথাগুলো বলার আগে চিন্তা ভাবনা করে নেবে, কারণ একবার ব্ল্যাক ব্রাদার্সের সদস্য হলে আর ফিরে যাওয়ার রাস্তা থাকবে না। পলায়নের একমাত্র শাস্তি মৃত্যু।'

বুড়ো ভল্লুক এক মুহূর্ত বিরতি নিলেন। তারপর যোগ করলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছ যে আমাদের সাহচর্য ছেড়ে চলে যেতে চাও? যদি যেতে চাও এখুনি চলে যেতে পার। কেউ তোমার কথা ভাববে না।'

কেউ নড়াচড়া করল না।

বেশ,' বললেন মরমন্ট। তোমরা আজ সন্ধ্যাবেলায় এখানে শপথ নিতে পারবে সেপটন কেলাডারের সামনে। ক্রম অনুসারে। তোমাদের মধ্যে কেউ কি পুরোনো দেবতায় বিশ্বাসী?'

উঠে দাঁড়াল জন। 'আমি বিশ্বাসী মাই লর্ড।'

সেক্ষেত্রে তুমি তোমার চাচার মতো হৃদয় বৃক্ষের সামনে শপথ নিতে পারো।'

'জি, মাই লর্ড,' বলল জন। সেপটনের দেবতাদের নিয়ে জনের কোনো কায় কারবার নেই। স্টার্কদের ধমনীতে বইছে ফার্স্টমেনদের রক্ত।

সে শুনতে পেল গ্রেন পেছন থেকে নিচু গলায় বলছে, 'এখানে তো কোনো গডসউড নেই। আছে কি? আমি অন্তত দেখিনি।'

'একপাল অরোক তোমাকে বরফের মধ্যে পায়ে দলে পিষ্ট না করা পর্যন্ত তুমি ওদেরকেও দেখতে পাবে না,' ফিসফিসাল পিপ।

মরমন্ট বললেন, 'ক্যাসল ব্ল্যাকে গডসউডের কোনো প্রয়োজন নেই। দেয়ালের ওপাশে ভুতুড়ে বাগান সেই আদিকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে, আন্দালরা ন্যারো সী থেকে সেভেনদের নিয়ে আসারও বহু আগে, তোমরা এখান থেকে আধ লীগ দূরে, ওয়েরউডের একটা কুঞ্জবন দেখতে পাবে। ওখানে হয়তো তোমাদের দেবতাদের দেখা মিলবে।'

'মাই লর্ড!' কণ্ঠটি শুনে বিস্মিত হয়ে ঘাড় ঘোরাতে হলো জনকে। স্যামওয়েল টার্লি দাঁড়িয়ে গেছে। মোটা ছেলেটা তার ঘর্মাক্ত তালু মুছে নিল টিউনিকে। 'আমি.... আমিও কি যেতে পারি? হৃদয়বৃক্ষের কাছে আমার প্রার্থনার কথা বলতে পারি?'

BanglaBook.org

'হাউস টার্লিরও কি পুরানো দেবতায় বিশ্বাসী?' জানতে চাইলেন মরমন্ট।'

'না, মাই লর্ড,' মিনমিনে, চিকন গলায় জবাব দিল স্যাম। শীর্ষ কর্মকর্তাদের দেখলে ভয় পায় ছেলেটা, জানে জন। বিশেষ করে বুড়ো ভল্লুককে সে যমের মতো ডরায়। ' হর্ন হিলের সেপ্টে সেভেনের আলোতে আমার নামকরণ করা হয়েছিল। আমার বাবারও তাই, তার বাবারও তাই, টার্লিদের জন্য হাজার বছর ধরে এ প্রথা চলে আসছে।'

'তুমি কেন তোমার বাবা এবং তোমার হাউসের দেবতাদের বর্জন করতে চাইছ?' অবাক হলেন জেরেমি রাইকার।

'কারণ নাইট'স ওয়াচ এখন আমার হাউস,' জবাব দিল স্যাম। সেভেন আমার প্রার্থনার জবাব কখনো দেয়নি। হয়তো পুরানো দেবতারা দেবেন।'

' তোমার যেমন ইচ্ছা, খোকা।' বললেন মরমৃট। স্যাম আবার বসে পড়ল, জনও।

'আমাদের প্রয়োজন অনুসারে এবং তোমাদের শক্তি, সামর্থ ও দক্ষতা অনুযায়ী তোমাদেরকে একেক দলে নেয়া হয়েছে।' হাতে একখণ্ড কাগজ নিয়ে সামনে এগিয়ে এলেন বোয়েন মার্শ। লর্ড কমান্ডার কাগজের ভাঁজ খুলে পড়তে লাগলেন।

'হালডার যোগ দেবে বিল্ডার্সে,' শুরু করলেন তিনি। হালডার আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। 'গ্রেন রেঞ্জার্সে, আলবেট বিল্ডার্সে। পাইপার রেঞ্জার্সে, ' জনের দিকে তাকিয়ে দুই কান ভরে হাসল পিপ। 'স্যামওয়েল স্টুয়ার্ডসে,' স্যাম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, সিল্কের টুকরো দিয়ে মুছল কপালের ঘাম। 'টডার রেঞ্জার্সে, জন স্টুয়ার্ডসে।'

স্টুয়ার্ডস? যা শুনেছে এক মুহূর্তের জন্য তা বিশ্বাস করতে পারল না জন। মরমন্ট নিশ্চয় ভুল পড়ছেন। সে বেঞ্চি ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল, বলতে যাচ্ছিল কোথাও একটা ভুল হয়েছে... তখন চোখ পড়ল স্যর আলিসারের দিকে। তিনি ওর দিকেই তাকিয়ে আছেন। আগ্নেয় কালো শিলার মতো চকচক করছে চোখ। তাতেই যা বুঝবার বুঝে নিল জন।

কাগজখানা গোটালেন বুড়ো ভল্লুক। তোমাদের জ্যেষ্ঠরা তোমাদেরকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবেন। দেবতারা তোমাদের মঙ্গল করুন, ব্রাদার্স।'

BanglaBook.org

লর্ড কমান্ডার বো করার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে ওখান থেকে চলে গেলেন। মুখে পাতলা হাসি নিয়ে তাঁর সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হলেন লর্ড আলিসার। মাস্টার অ্যাট- আর্মস কে এত খুশি এর আগে কখনো দেখেনি জন।

' রেঞ্জাররা আমার সঙ্গে এসো,' হাঁক ছাড়লেন জেরেমি রাইকার। জন মন্থর গতিতে উঠে দাঁড়াচ্ছে, পিপের চোখ ওকে অনুসরণ করল। জনের কান লাল হয়ে আছে। গ্রেন খুব হাসছে। ম্যাট এবং টোড তাকে নিয়ে স্যর জেরেমির পেছন পেছন চলল।

'বিল্ডার্স,' ডাকলেন ওথেল ইয়ারউইক। হালডার এবং আলবেট তাঁর সঙ্গে গেল।

জন চারপাশে অবিশ্বাস নিয়ে তাকাল। মাস্টার এইমনের অন্ধ চোখ আলোর দিকে যদিও তিনি তা দেখতে পাচ্ছেন না। বেঞ্চিতে শুধু বসে আছে স্যাম এবং ডেরিয়ন। একজন মোটু, অপরজন গায়ক... আর ও।

লর্ড স্টুয়ার্ড বোয়েন মার্স তাঁর থলথলে হাত দুটো ঘষলেন। 'স্যামওয়েল, তুমি মায়েস্টার এইমনকে পাখিদের পরিচর্যা আর লাইব্রেরির কাজে সাহায্য করবে। শেট যাবে খোঁয়াড়ে কুকরদের দেখভাল করতে। মায়েস্টারের প্রকোষ্ঠেই তুমি থাকবে দিনরাত। আশা করি তাঁর ঠিকমতো যত্ন আত্তি নেবে। তিনি খুবই বৃদ্ধ এবং আমাদের জন্য অতিশয় মূল্যবান।

'ডেরিয়ন, শুনলাম তুমি হাই লর্ডদের টেবিলে বসে ভোজে অংশ নিয়ে তাঁদেরকে অনেক গান শুনিয়েছ। তোমাকে আমরা ইস্টওয়াচে পাঠাচ্ছি। ওখানে সওদাগররা আসে বাণিজ্য করতে। ওখানে গিয়ে বোরকাসের সঙ্গে দেখা করবে। সে তোমাকে জাহাজের কাজে লাগিয়ে দেবে।'

মার্শ তাঁর হাসিমুখ ফেরালের জনের দিকে। 'লর্ড কমান্ডার মরমন্ট তোমাকে তাঁর ব্যক্তিগত স্টুয়ার্ড হওয়ার অনুরোধ করেছেন, জন। তুমি লর্ড কমান্ডারের টাওয়ারে, তাঁর শোবার ঘরের নিচের কামরায় থাকবে।'

'আমার কাজ কী হবে?'তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইল জন। 'আমাকে কি লর্ড কমান্ডারকে খাবার পরিবেশন করতে হবে, তাঁকে জামাকাপড় পরিয়ে দিতে হবে, গোসলের জন্য গরম পানির ব্যবস্থা করতে হবে?'

'নিশ্চয়।' জনের গলার স্বরে মার্শের ভুরু কুঞ্চিত হলো।

BanglaBook.org

'তাঁর বার্তা পৌঁছে দেবে, তাঁর ঘরে অগ্নিকুণ্ডের আগুন জ্বালিয়ে রাখবে, প্রতিদিন তাঁর বিছানার চাদর এবং কম্বল বদলে দেবে এবং লর্ড কমান্ডার আর যা যা আদেশ করবেন সব তোমাকে পালন করতে হবে।'

'আমাকে কি ভৃত্য হিসেবে নেয়া হচ্ছে?'

'না,' সেপ্টের পেছন থেকে বললেন মাস্টার এইমন। ক্লাইডাস তাঁকে খাড়া হতে সাহায্য করল। 'তোমাকে আমরা নাইট'স ওয়াচের একজন পুরুষ হিসেবে নিয়েছি... হয়তো ভুলই করেছি।'

জনের ইচ্ছে করল চলে যায়। তাকে কি বাকি জীবন মেয়েদের মতো মাখন তুলে আর ডাবলিন সেলাই করে কাটাতে হবে?

'আমি কি যেতে পারি?' আড়ষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করল জন।

'তোমার ইচ্ছে হলে চলে যাও,' বললেন বোয়েন মার্শ।

ডেরিয়ন এবং স্যামও জনের সঙ্গে ওখান থেকে চলে গেল। ওরা নিরবে উঠোনে এল। বাইরে সূর্যালোকে ঝলমল করা ওয়ালের দিকে তাকাল জন। শতশত ছোট আঙুলের মতো বরফ গলে নামছে দেয়াল বেয়ে। জনের এমন রাগ হচ্ছে ইচ্ছে করছে দেয়ালটাকে চুরমার করে দেয়।

'জন,' উত্তেজিত গলায় বলল স্যামওয়েল টার্লি। 'দাঁড়াও। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না ওঁরা কী করছেন?'

ঝট করে ঘুরল জন। 'শুধু স্যর আলিসারের রক্তাক্ত হাত দেখতে পাচ্ছি। তিনি আমাকে লজ্জা দিতে চেয়েছিলেন। দিয়েছেন।'

ডেরিয়ন বলল, ' তোমার আর আমার জন্য স্টুয়ার্ডসের কাজ ঠিক থাকলেও জনের জন্য তা মানানসই নয়, স্যাম।'

'আমি তোমাদের যে কারও চেয়ে ভাল তরবারি চালাতে পারি এবং ঘোড়া ছোটাতে পারি,' তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল জন। 'এটা মোটেই ঠিক হলো না!'

'স্টুয়ার্ড হওয়াতে কোনো লজ্জা নেই,' বলল স্যাম।

'তোমার কি মনে হয় আমি সারাটা জীবন এক বুড়োর অর্ন্তবাস ধুয়ে কাটিয়ে দিতে চাইব?'

BanglaBook.org

‘বুড়োটা হলেন নাইট’স ওয়াচের লর্ড কমান্ডার।’ ওকে স্মরণ করিয়ে দিল স্যাম। ‘তাঁর সঙ্গে তোমার দিন রাত থাকতে হবে। হ্যাঁ, তোমাকে তাঁর জন্য মদ পরিবেশন করতে হবে, বিছানার চাদর কেচে রাখতে হবে, তাঁর চিঠিপত্র নিয়ে যেতে হবে, তাঁকে নিয়ে সভায় যেতে হবে, যুদ্ধে তুমি তাঁর স্কোয়ারের দায়িত্ব পালন করবে। তুমি তাঁর সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকবে। তুমি সবকিছু জানতে পারবে, সবকিছুর অংশ হয়ে উঠবে...’ তাছাড়া লর্ড স্টুয়ার্ড তো বললেন মরমন্ট নিজে তোমাকে চেয়েছেন। তোমাকে আসলে তিনি নের্তৃত্বের জন্য গড়ে পিঠে তুলতে চাইছেন!’

জন অবাক হয়ে গেল। মনে পড়ল উইন্টারফেলে লর্ড এডার্ড প্রায়ই রবকে নিয়ে তাঁর কাউন্সিলের বৈঠকে যেতেন যাতে ও শিখতে পারে। স্যামের ধারণা কি সঠিক? এমনকী একজন বেজন্মার পক্ষেও কি নাইট’স ওয়াচের উচ্চপদে আসীন হওয়া সম্ভব?

হঠাৎ লজ্জা পেল জন। স্যামওয়েল টার্লি তার নিয়তি একজন পুরুষ মানুষের মতো মেনে নেয়ার সাহস দেখিয়েছে।

জনের সঙ্গে তার বেনজিন চাচার শেষ যে বার দেখা হয়েছিল তিনি বলেছিলেন, ‘*ওয়ালে মানুষ তাই পায় যা সে অর্জন করে। তুমি কোনো রেঞ্জার নও জন, কচি এক খোকা মাত্র যার শরীর দিয়ে এখনো দুধের গন্ধ যায়নি।*

জন শুনেছে অন্যান্য বাচ্চাকাচ্চাদের চেয়ে বেজন্মা নাকি দ্রুত বেড়ে ওঠে। আর ওয়ালে হয় তোমাকে বেড়ে উঠতে হবে নতুবা তুমি মারা যাবে।

জন ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ল। ‘তুমি ঠিকই বলেছ। আমি আসলে বাচ্চাদের মতো আচরণ করছিলাম।’

‘তাহলে তুমি থাকছ?’

‘পুরানো দেবতারা আমাদেরকে আশা করছেন।’ জোর করে হাসি ফোটাল জন। ‘চলো সেখানে যাই।’

BanglaBook.org

আঠারো

ওরা সেদিন শেষ বিকেলে জঙ্গলে এল। কী ভীষণ জঙ্গল! এ যেন ভিন্ন এক দুনিয়া। একেকটি গাছের ছায়া আরেকটির চেয়ে অন্ধকার, প্রতিটি শব্দ ভীতিকর। গাছগুলো পরস্পরের সঙ্গে এমন চেপে আছে সূর্যের আলো ঢোকে কার সাধ্য!

ওদের ঘোড়ার খুরের নিচে মুড়মুড় করে ভাঙল পাতলা বরফ, যেন হাড় ভাঙছে। বাতাসে পাতা নড়ার খসখস আওয়াজ জনের শিরদাঁড়া বরফ শীতল আঙুল বুলিয়ে দিল।

ওরা যখন গন্তব্যে পৌঁছাল সূর্য ততক্ষণে গাছের আড়ালে ডুব দিচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে ফাঁকা একটা জায়গা সেখানে নয়টি ওয়েরউড গাছ দাঁড়িয়ে আছে বৃত্তাকারে।

বোয়েন মার্শ আদেশ দিলেন বৃত্তের বাইরে ওদের ঘোড়া দাঁড়া করাতে। 'এটি একটি পবিত্র জায়গা। এর অবমাননা করা যাবে না।'

জন শ্বাস টানল। দেখল ওদিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে স্যাম টার্লি। উলফসউডেও দুটো তিনটে সাদা গাছ একসঙ্গে জন্মাতে দেখা যায় না; সেখানে নয়টি গাছের কুঞ্জবনের কথা কেউ কোনদিন শোনেনি

জঙ্গলের মেঝে ঢেকে আছে ঝরা পাতার কার্পেটে। পাতাগুলো রক্ত লাল। গাছগুলোর মসৃণ, চওড়া গুঁড়িগুলো ফ্যাকাসে সাদা, নয়টি মুখ তাকিয়ে আছে ভেতরের দিকে।

ওরা কুঞ্জবনে প্রবেশ করার পরে টার্লি প্রতিটি মুখের দিকে ঘুরে

BanglaBook.org

ঘুরে তাকাল। একটি মুখের সঙ্গে আরেকটির কোনো মিল নেই। 'ওঁরা আমাদেরকে লক্ষ করছেন,' ফিসফিস করল সে। 'পুরানো দেবতারা।'

'হ্যাঁ।' হাঁটু মুড়ে বসল জন। তার পাশে বসল স্যাম। তারপর একসঙ্গে উচ্চারণ করল শপথ বাক্য। কুঞ্জবন নিজেদের শব্দে পূর্ণ করে শপথে ওরা বলল :

'রাত নামছে আর আমার প্রহরা শুরু হচ্ছে। আমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এ প্রহরার শেষ হবে না। আমি কোনো বিয়ে করব না, কোনো জমি জমার মালিক হবো না, কোনো সন্তানের পিতা হবো না। আমি মাথায় কোনো মুকুট পরব না, কোনো গৌরব করব না। আমি আমার পদ নিয়েই বেঁচে থাকব এবং মরে যাব। আমি অন্ধকারের তরবারি। আমি ওয়ালের পাহারাদার। আমি আগুন যা শীতকে পুড়িয়ে দেয়, আলো যা ভোর আনে, শিঙ্গা যা ঘুমন্ত লোকদের জাগিয়ে তোলে, ঢাল যা রাজ্যের মানুষদের পাহারা দেয়। আমি আমার জীবন এবং সম্মান নাইট'স ওয়াচের কাছে জামানত রাখছি, এ রাতের জন্য এবং সামনের সকল রাতের জন্য।'

শপথ শেষে বোয়েন মার্শ বললেন, 'তোমরা বাচ্চা হিসেবে হাঁটু গেড়ে বসেছিলে, এখন নাইট'স ওয়াচের পুরুষ হিসেবে উঠে দাঁড়াবে।'

জন স্যামকে খাড়া হতে সাহায্য করল। রেঞ্জাররা ওদেরকে অভিনন্দন জানাল। তবে বুড়ো বনরক্ষী ওদেরকে তাড়া দিল। 'জলদি ফেরা দরকার, মি' লর্ড। রাত হয়ে আসছে। আমার এখানে ভালো ঠেকছে না।'

হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হলো জনের প্রিয় পোষ্য গোস্ট। তার চোয়ালে কী যেন ঝুলছে। কালো কিছু একটা।

'ও ওটা কী নিয়ে এল?' কপালে ভাঁজ ফেললেন বোয়েন মার্শ।

'এদিকে এসো, গোস্ট।' হাঁটু মুড়ে বসল জন। 'এখানে নিয়ে এসো ওটা।'

ডায়ারউলফ দৌড়ে গেল ওর কাছে। আঁতকে উঠল স্যাম।

'সর্বনাশ!' ডাইওয়েল বিড়বিড় করল। 'এ দেখছি মানুষের কাটা হাত!'

BanglaBook.org

এডার্ড

উনিশ

জানালা দিয়ে প্রবেশ করছে ভোরের ধূসর আলো, ঘোড়ার খুড়ের শব্দে সংক্ষিপ্ত, ক্লান্ত ঘুম থেকে জেগে গেলেন এডার্ড স্টার্ক। টেবিল থেকে মাথা তুলে তাকালেন উঠোন পানে। নিচে বর্ম আর লেদার এবং লাল টকটকে আলখাল্লা পরা লোকজন জড়ো হচ্ছে। তারা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছে। তরবারির ঠনঠন আওয়াজে বিঘ্নিত হচ্ছে ভোরের নিরবতা।

নেড দেখলেন স্যান্ডর ক্লেগেন লোহার বর্শা দিয়ে ফুটো করছে একটি ডামির মাথা। মাথা থেকে কাপড় আর খড়কুটো বেরিয়ে এলে ল্যানিস্টারের লোকজন হো হো করে হেসে উঠল।

এসব কি আমাকে দেখানোর জন্য? ভাবলেন নেড। যদি তাই হয় তাহলে বুঝতে হবে সের্সিকে তিনি যতটা বোকা ভেবেছিলেন মহিলা তার চেয়েও বেশি নির্বোধ। ও এখনো পালিয়ে যায়নি কেন? তাকে আমি একের পর এক সুযোগ দিয়েই চলেছি...

মেঘাচ্ছন্ন থমথমে একটা সকাল। নেড তার দুই কন্যা এবং সেপটা মরডেনের সঙ্গে সকালের নাশতা সারলেন। সানসা এখনো ম্রিয়মাণ, গম্ভীর মুখে তাকিয়ে আছে খাবারের দিকে। খাচ্ছে না। তবে আরিয়া চেটেপুটে সব খেয়ে নিল।

BanglaBook.org

'সিরিও বলেছে আজ সন্ধ্যায় যাত্রা করার আগে আমাকে শেষবারের মতো একটা অনুশীলনী দেবে,' বলল ও। 'আমি যাব, বাবা? আমার জিনিসপত্র তো সব বাঁধাছাঁদা হয়ে গেছে।'

যেতে পার তবে অল্প সময়ের জন্য। তোমাকে গোসল করতে হবে। কাপড়চোপড় পরতে হবে। দুপুরের আগেই কিন্তু রেডি হওয়া চাই।'

'দুপুরের আগেই রেডি হবো,' বলল আরিয়া।

সানসা তার খাবারের প্লেট থেকে মুখ তুলল। 'ও যদি ওর নাচ শিখতে যেতে পারে আমাকে কেন তুমি প্রিন্স জফ্রির কাছ থেকে বিদায় নিতে দিচ্ছ না?'

'আপনি অনুমতি দিলে ওর সঙ্গে আমি যেতে পারি, লর্ড এডার্ড,' বলল সেপটা মরডেন। 'ও জাহাজ মিস দেবে না।'

'এ মুহূর্তে জফ্রির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া ঠিক হবে না, সানসা। আমি দ:ুখিত।'

সানসার চোখ ভরে গেল জলে। 'কিন্তু কেন?'

'সানসা, তোমার বাবা যেটা ভাল মনে করছেন সেটাই বলেছেন,' বলল সেপটা মরডেন। 'তুমি তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর কোনো কথা বলতে পার না।'

'এটা মোটেই ঠিক হলো না!' সানসা ঝট করে উঠে দাঁড়াল। ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ল চেয়ার। সে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে চলে গেল।

সেপটা মরডেনও উঠে দাঁড়িয়েছিল। তাকে হাত নেড়ে বসতে বললেন নেড। 'ওকে যেতে দাও, সেপটা। আমরা উইন্টারফেলে সবাই নিরাপদে ফেরার পরে ওকে সব কথা বুঝিয়ে বলব।'

সেপটা কুর্নিশ করে আবার বসে পড়ল টেবিলে নাশতা শেষ করার জন্য।

BanglaBook.org

ঘন্টাখানেক পরে গ্রান্ড মায়েস্টার পাইসেল এলেন এডার্ড স্টার্কের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর কাঁধজোড়া কুঁজো হয়ে আছে যেন গলায় বাঁধা বিরাট চেইনের ওজন তিনি আর বহন করতে পারছেন না।

'মাই লর্ড,' বললেন তিনি, 'রাজা রবার্ট মারা গেছেন। দেবতারা তাঁকে বিশ্রাম দিন।'

'না,' বললেন নেড। 'তিনি বিশ্রাম নেয়া পছন্দ করতেন না। দেবতারা তাঁকে ভালোবাসা এবং হাসি দিন এবং প্রকৃত যুদ্ধ করার আনন্দ।'

নেডের ভেতরটা ভীষণ খালি খালি লাগছে। তিনি এ খবরটি পাবেন জানতেন তবু ওই সংবাদ তাঁকে যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। তিনি যদি এখন মন খুলে একটা কাঁদতে পারতেন বিনিময়ে নিজের সমস্ত পদবী দিয়ে দিতেন... কিন্তু তিনি যে রবার্টের হ্যান্ড আর যে মুহূর্তটির কথা ভেবে ভয় পাচ্ছিলেন সেটির আগমনও ঘটেছে।

'কাউন্সিল সদস্যদেরকে আমার বৈঠকখানায় আসতে বলুন।' তিনি বললেন পাইসেলকে। টাওয়ার অব হ্যান্ড যথেষ্ট নিরাপদ এবং টোমার্ড এর নিরাপত্তা বজায় রাখতে সবরকম ব্যবস্থা নেবে।

'মাই লর্ড?' চোখ পিটপিট করলেন পাইসেল। 'রাজ্যসংক্রান্ত কাজ কাল পর্যন্ত স্থগিত রাখা যেতে পারে। আমরা সবাই এখন শোকাহত।'

শান্ত এবং দৃঢ় গলায় নেড বললেন, 'কিন্তু এখুনি আমাদের আলোচনায় বসা দরকার।'

কুর্নিশ করলেন পাইসেল। 'হ্যান্ডের যেমন আদেশ।' তিনি তাঁর ভৃত্যদের ডেকে খবর পাঠিয়ে দিলেন। তারপর নেডের অনুরোধে চেয়ারে বসে এক পেয়ালা মিষ্টি মদ পান করলেন।

BanglaBook.org

সবার আগে এলেন স্যর ব্যারিস্টান সেলমি, ধবধবে সাদা আলখাল্লা পরে।

'মাই লর্ড,' বললেন তিনি, 'এখন আমার কিশোর রাজার পাশে থাকার কথা। আমাকে তার কাছে যাওয়ার অনুমতি দিন।'

'আপনার এখন এখানে থাকার কথা, স্যর ব্যারিস্টান,' বললেন নেড।

এরপরে এল লিটলফিঙ্গার, এখনো নীল ভেলভেটের পোশাকটিই পরে আছে। ঘোড়ায় চড়ে আসার কারণে বুটজুতো ধুলোময়।

'মাই লর্ডস,' বলল সে, কাউকে উদ্দেশ্য না করেই হাসছে। ফিরল নেডের দিকে। 'আপনি আমাকে যে ছোট্ট কাজটি দিয়েছিলেন তা সম্পন্ন করা হয়েছে, লর্ড এডার্ড।'

ভ্যারিস ঘরে ঢুকল ল্যাভেন্ডারের সুবাস ছড়িয়ে। গোসল করে পাউডার মেখেছে গায়ে। হাঁটার সময় তার নরম চটি কোনো শব্দ তুলল না।

' ছোট্ট পাখিগুলো আজ শোকের গান গাইছে,' বসতে বসতে বলল সে। ' দেশ কাঁদছে। আমরা কি শুরু করব?'

'লর্ড রেনলি এলেই শুরু করা যায়,' বললেন নেড।

ভ্যারিস তাঁর দিকে বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। 'লর্ড রেনলি শহর ছেড়ে চলে গেছেন।'

'শহর ছেড়ে চলে গেছেন?' রেনলির ওপর ভরসা করেছিলেন নেড। ' ভোর হওয়ার এক ঘন্টা আগেই তিনি খিড়কির দুয়ার খুলে বেরিয়ে পড়েন। সঙ্গে ছিলেন স্যর লোরাস টাইরেল এবং জনা পঞ্চাশ অনুচর।' জানাল ভ্যারিস। 'তাদেরকে শেষ দেখা যায় ঘোড়ায় চড়ে দক্ষিণে যাচ্ছে। সন্দেহ নেই তারা স্টর্ম'স এন্ড অথবা হাইগার্ডেনে যাচ্ছে।'

রেনলি নেডকে কিছু না বলেই চলে গেল? কিন্তু এখন তাঁর এ ব্যাপারে কিছু করারও নেই। তিনি রবার্টের শেষ চিঠিখানা বের করলেন। 'গত রাতে রাজা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং তার শেষ কথাগুলো লিখে নিতে বলেন। রবার্ট যখন চিঠিতে সীল মোহর দেন তখন সাক্ষী হিসেবে ছিলেন লর্ড রেনলি এবং গ্রান্ড মায়েস্টার পাইসেল। তিনি বলেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পরে চিঠিটি যেন কাউন্সিলের সামনে খোলা হয়। স্যর ব্যারিস্টান, আপনি কি অনুগ্রহ করে কাজটি করবেন?'

কিংসগার্ডের লর্ড কমান্ডার চিঠিটি উল্টেপাল্টে দেখলেন। 'রাজা রবার্টের সীল মোহর, এখনো ভাঙা হয়নি।' তিনি চিঠিটি খুলে পড়লেন। 'লর্ড এডার্ড স্টার্ককে সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা হিসেবে ঘোষণা করা হলো, আমার উত্তরাধিকার বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি রাজ প্রতিনিধি হিসেবে শাসন করবেন দেশ।'

নেড পাইসেল বা ভ্যারিসকে বিশ্বাস করেন না আর স্যর ব্যারিস্টার জফ্রিকে নিরাপত্তা দেবেন যাকে তিনি নতুন রাজা বলে ভাবছেন। জফ্রিকে তিনি ছেড়ে চলে যাবেন না। নেডকে এখানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাবধানে খেলতে

BanglaBook.org

হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি রাজপ্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। আরিয়া আর সানসা আগে ঠিকঠাকভাবে উইন্টারফেলে পৌছাক তারপর উত্তরাধিকারের বিষয়টি নিয়ে কথা বলার ঢের সময় পাওয়া যাবে। ততদিনে লর্ড স্ট্যানিস তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে পৌছে যাবেন কিংস ল্যান্ডিংয়ে।

'আমি এ কাউন্সিলকে অনুরোধ করছি রবার্টের ইচ্ছামাফিক আমাকে সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা হিসেবে যেন ঘোষণা করেন,' বললেন নেড, সবগুলো চেহারা পরখ করছেন। ভাবছেন পাইসেলের আধবোজা চোখের নিচে কী চিন্তা খেলা করছে। লিটলফিঙ্গারের মুখে আধখানা অলস হাসি আর ভ্যারিসের নার্ভাস ভঙ্গিতে আঙুল মোচড়ানো চলছেই।

দরজা খুলে গেল। মোটু টম প্রবেশ করল বৈঠকখানায়। 'ক্ষমা করবেন, লর্ডগণ, রাজার স্টুয়ার্ড বলছে...'

রাজকীয় স্টুয়ার্ড ঘরে ঢুকে কুর্নিশ করল। 'মাননীয় লর্ডগণ, রাজা এক্ষুনি কাউন্সিলকে সিংহাসন কক্ষে তলব করেছেন।'

নেড অনুমান করেছিলেন সের্সি খুব দ্রুতই আঘাত হানবেন, কাজেই এ তলব আসায় তিনি অবাক হননি।

'রাজা মারা গেছেন,' বললেন তিনি, 'তবু আমরা তোমার সঙ্গে যাব। টম, এসকর্টের ব্যবস্থা করো।'

BanglaBook.org

কুড়ি

নেডের হাত ধরে তাঁকে সিড়ি বেয়ে নামতে সাহায্য করল লিটলফিঙ্গার। ভ্যারিস, পাইসেল এবং স্যর ব্যারিস্টান পেছনেই রইলেন। চেইন মেইল এবং ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ পরিহিত মেন-অ্যাট-আর্মসের ডাবল একটি সারি টাওয়ারের বাইরে অপেক্ষা করছিল । রক্ষীরা বাতাসে ধূসর আলখাল্লা উড়িয়ে উঠোন দিয়ে কুচকাওয়াজের ভঙ্গিতে এগোল। ল্যানিস্টারদের লাল টকটকে আলখাল্লাধারীদের কোথাও দেখা গেল না। দুর্গ প্রাকার এবং ফটকে প্রচুর সোনালি আলখাল্লাদের দেখে মনে মনে স্বস্তি বোধ করলেন নেড।

সিংহাসন কক্ষের দোরগোড়ায় জানোস স্লিন্টের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাত হলো। জানোসের গায়ে কালো এবং সোনালি রঙের বর্ম, এক বগলের নিচে উঁচু শিরস্ত্রাণ। সে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে কুর্নিশ করল। তার লোকেরা ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল ওক কাঠের প্রকাণ্ড দরজা। কুড়ি ফুট উঁচু ব্রোঞ্জ দিয়ে মোড়ানো এ দরজা।

রাজকীয় স্টুয়ার্ড ওঁদেরকে ভেতরে নিয়ে গেল। তারপর উঁচু গলায় ঘোষণার সুরে বলল, 'হাউজ ব্যারাথিয়ন এবং ল্যানিস্টারের মহামান্য জফ্রির জন্য, যিনি তার নামের প্রথম জন এবং আন্দাল, রোনার ও আদি মানবদের অধিপতি সেইসাথে সপ্তরাজ্যের রাজা এবং এবং এই সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা।'

লৌহ সিংহাসনে, যাতে বসে আছে জফ্রি, সেটি হলঘরের একবারে শেষ মাথায়। অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হয়, লিটলফিঙ্গারের সাহায্যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোলেন নেড ছেলেটার দিকে যে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেছে।

BanglaBook.org

তাঁর পেছন পেছন এল অন্যরা। তিনি প্রথমবার যেদিন এ দরবার ঘরে প্রবেশ করেছিলেন, ঘোড়ার পিঠে চড়ে এসেছিলেন, তিনি যখন জেমি ল্যানিস্টারকে সিংহাসন থেকে নেমে আসতে বাধ্য করেছিলেন, দেয়ালে ঝোলানো টারগারিয়ান ড্রাগনগুলো তাঁকে লক্ষ করছিল। জফ্রিকে এত সহজে সিংহাসন থেকে টেনে নামানো যাবে কিনা কে জানে!

স্যর জেমি এবং স্যর ব্যারিস্টান ছাড়া কিংসগার্ডের বাকি পাঁচজন নাইট সিংহাসনের চন্দ্রাকার ভিত্তিমূল ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন। সকলেই আপাদমস্তক যুদ্ধ পোশাকে সজ্জিত, কাঁধে ঝুলছে ফ্যাকাসে রঙের আলখাল্লা, তাদের বাম বাহুতে বাঁধা সাদা ঢাল ঝকমক করছে।

সের্সি ল্যানিস্টার তাঁর দুই ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে স্যর বরোস এবং স্যর মেরিনের পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন। রানির পরনে সাগর সবুজ সিল্ক, তাতে ফোমের মতো মাইরিশ লেস লাগানো। তাঁর হাতের আঙুলের সোনার আংটিতে কবুতরের ডিমের সমান একখানা পান্না। মাথায় ম্যাচ করা টায়রা।

ওদের ওপরে, সোনালি ডাবলিট এবং লাল সাটিনের বেশ পরে লৌহ সিংহাসনে বসে আছে জফ্রি। সিংহাসনের খাড়া সরু সিড়ির পাদদেশে দাঁড়িয়ে আছে স্যান্ডর ক্লেগেন। পরনে বর্ম, মাথায় দাঁত মুখ খিঁচানো কুকুরমুখো শিরস্ত্রাণ।

সিংহাসনের পেছনে জনা কুড়ি ল্যানিস্টার রক্ষী অপেক্ষমান। তাদের কোমরের বেল্টে ঝুলছে লং সোর্ড। তাদের কাঁধে টকটকে লাল আলখাল্লা, শিরস্ত্রাণে সিংহের ছবি খোদাই করা।

তবে লিটলফিঙ্গার কথা রেখেছে। দেয়াল জুড়ে, রবার্টের অসংখ্য শিকারের ছবির নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোনালি আলখাল্লায় সজ্জিত সিটি ওয়াচের সৈন্যরা। তারা অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়ানো, প্রত্যেকের হাতে আট ফুট লম্বা বর্শা। বর্শার ডগা কালো লোহায় মোড়া।

যখন থেমে দাঁড়ালেন, ততক্ষণে ব্যথায় আগুন ধরে গেছে নেডের পায়ে। তিনি ভারসাম্য রক্ষার জন্য লিটলফিঙ্গারের কাঁধে হাত রাখলেন।

জফ্রি উঠে দাঁড়াল। তার লাল স্যাটিনের কেপে সোনালি সুতোর নকশা করা; এক পাশে পঞ্চাশটি গর্জনরত সিংহ, অপরপাশে পলায়নপর পঞ্চাশটি হরিণ।

'আমার অভিষেকের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি কাউন্সিলকে আদেশ দিচ্ছি,' বলল সে। 'এক পক্ষকালের মধ্যে আমাকে

BanglaBook.org

মুকুট পরানো হবে বলে আশা করছি। আজ আমি আমার অনুগত কাউন্সিলরদের কাছ থেকে আনুগত্যের শপথ নেব।'

নেড রবার্টের চিঠিখানা বের করলেন। 'লর্ড ভ্যারিস, এটি অনুগ্রহ করে লেডি ল্যানিস্টারকে দেখান।'

খোজা চিঠিটি নিয়ে গেল সের্সির কাছে। রানি শব্দগুলোর ওপর একবার চোখ বুলালেন।

' সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা,' পড়লেন তিনি। 'এটাই কি আপনার ঢাল, মাই লর্ড? এক টুকরো কাগজ?' তিনি কাগজটি ছিড়ে প্রথমে দু'টুকরো করলেন। তারপর কুটি কুটি করে ছুড়ে দিলেন মেঝেতে।

'ওতে রাজার আদেশের কথা লেখা ছিল,' বললেন স্যর ব্যারিস্টান। রানির আচরণে খুবই মর্মাহত হয়েছেন।

'আমাদের এখন নতুন একজন রাজা আছে,' প্রত্যুত্তরে বললেন সের্সি ল্যানিস্টার। 'লর্ড এডার্ড, শেষবার আপনার সঙ্গে যখন আমার কথা হয়, আপনি আমাকে কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমি সেই কথাগুলো ফিরিয়ে দিতে চাই। হাঁটু মুড়ে বসুন, মাই লর্ড। হাঁটু মুড়ে বসে আমার ছেলের প্রতি স্বীকার করুন আনুগত্য এবং আপনাকে হ্যান্ড হিসেবে পদত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হবে যাতে আপনি আপনার ওই ধূসর জঞ্জালের মধ্যে বসবাস করার জন্য চলে যেতে পারেন যাকে আপনি বাড়ি বলে সম্বোধন করেন।'

'পারলে তাই করতাম,' থমথমে মুখে বললেন নেড। মহিলা যদি বিষয়টি এখানেই এবং এখনই উত্থাপন করতে চায় তো তাঁরও কোনো উপায় রইল না। ' যে সিংহাসনে আপনার ছেলে বসে আছে সেটি দাবি করার তার কোনো অধিকার নেই। রবার্টের প্রকৃত উত্তরাধিকার লর্ড স্ট্যানিস।'

'মিথ্যাবাদী!' চেঁচিয়ে উঠল জফ্রি, তার মুখ লাল।

'মা, এ কথার মানে কি?' রাজকুমারী মার্সেলা করুণ গলায় জিজ্ঞেস করল তার মাকে। 'জফ্রি ভাইয়া কি এখন রাজা নয়?'

'আপনি নিজের মুখেই নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করলেন, লর্ড স্টার্ক,' বললেন সের্সি ল্যানিস্টার। 'স্যর ব্যারিস্টান, এই বিশ্বাসঘাতককে বন্দি করুন।'

কিংসগার্ডের লর্ড কমান্ডার ইতস্তত করতে লাগলেন। চোখের পলকে তাঁকে ঘিরে ফেলল স্টার্কের রক্ষীরা, সবার হাতে উন্মুক্ত তরবারি।

BanglaBook.org

'রাজদ্রোহ এখন কথা থেকে কাজে রূপান্তরিত হলো,' বললেন সের্সি। 'আপনার কি মনে হয় স্যর ব্যারিস্টান একা দাঁড়িয়ে আছেন, মাই লর্ড?'

ধাতবে ধাতবের কুৎসিত শব্দ তুলে হাউন্ড বের করল তার লং সোর্ড। কিংসগার্ডের নাইটগণ এবং লাল আলখাল্লাধারী কুড়িজন ল্যানিস্টার রক্ষী তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল।

'ওকে হত্যা করো!' লৌহ সিংহাসন থেকে চিৎকার দিল বালক রাজা। 'ওদের সবাইকে হত্যা করো, আমার হুকুম ।'

'আপনি আর কোনো উপায় রাখলেন না,' সের্সি ল্যানিস্টারকে বললেন নেড। তিনি জানোস স্লিন্টকে উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়লেন, 'কমান্ডার, এই রানি এবং তার সন্তানদের বন্দি করে নিয়ে যান।তবে তাদের কোনো ক্ষতি করবেন না। শুধু ঘরে বন্দি করে রাখবেন।'

' নগররক্ষীর দল!' শিরস্ত্রাণ মাথায় পরে চেঁচাল জোনাস। একশো সোনালি আলখাল্লা তাদের বর্শা উঁচিয়ে এগিয়ে এল।

'আমি কোনো রক্তপাত চাই না,' রানিকে বললেন নেড। 'আপনার লোকদেরকে বলুন অস্ত্র ফেলে দিতে তাহলে আর–'

সবচেয়ে কাছের সোনালি আলখাল্লা তার বর্শা ঢুকিয়ে দিল টোমার্ডের পিঠে। মোটু টমের বুকের পাঁজরা ভেদ করে বেরিয়ে গেল বর্শার ফলা। হাত থেকে তরবারি মেঝেতে পড়ে যাওয়ার আগেই সে মারা গেল।

নেডের চিৎকার এল বড় দেরিতে, ততক্ষণে জানোস স্লিন্ট দু'ফাঁক করে ফেলেছে ভার্লির গলা। চরকির মতো ঘুরল কেইন, হাতের তরবারি দিয়ে কাছে যে বর্শাধারীকে পেল তাকে হামলা করল। আর তখন হাউন্ড ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। এককোপে কেইনের কব্জি কেটে নিল সে, দ্বিতীয় কোপে কাঁধ থেকে বুক পর্যন্ত ফেঁড়ে ফেলল।

নেডের লোকজন তাঁর চারপাশে খুন হয়ে যাচ্ছে, লিটলফিঙ্গার নেডের কোমরের খাপ থেকে চট করে ড্যাগারটা খুলে নিয়ে তাঁর চিবুকের নিচে ঠেসে ধরল।

ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসল সে। 'আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম আমাকে বিশ্বাস করবেন না।'

BanglaBook.org

একুশ
আরিয়া

আজ সন্ধ্যায় আরিয়া আর সানসা *উইন্ড উইচ* জাহাজে চড়ে রওনা হবে উইন্টারফেলের উদ্দেশে। বাবার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সে শেষবারের মতো স্মল হলে এসেছিল তার প্রিয় ডান্সিং মাস্টার সিরিও ফোরেলের কাছে অস্ত্রচালনা শিখতে। তার কল্পনাতেও ছিল না কী নরক ভেঙে পড়তে যাচ্ছে তার মাথার ওপর।

অনুশীলনের এক পর্যায়ে ক্লান্ত হয়ে আরিয়া দেয়ালের ধারে এক বেঞ্চিতে বসল সিরিওর সঙ্গে। ব্রাভোসের এই অকুতোভয় এবং আরিয়ার চোখে দেখা শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ তলোয়ারবাজ মানুষটির সঙ্গে সে গল্প করছে, বলছে সিরিওকে নিয়ে সে উইন্টারফেলে যাবে, সিরিও বলছিল 'আমি ভাবছি কখন তোমাদের উইন্টারফেলে পৌঁছাব আর তোমার হাতে কাঠের তরবারির বদলে তুলে দেব তোমার নিডলকে–' ঠিক তখন স্মল হলের প্রকাণ্ড দরজা বিকট শব্দে ভেঙে পড়তেই পাঁই করে ঘুরল আরিয়া।

কিংসগার্ডের একজন নাইট দরজার খিলানে দাঁড়িয়ে আছেন পেছনে ল্যানিস্টারদের পাঁচজন রক্ষীকে নিয়ে। তাঁর পরনে পুরো যুদ্ধ পোশাক তবে শিরস্ত্রাণের ভাইজর খোলা। প্রায় বন্ধ চোখ আর মরিচা রঙের গোঁফ দেখেই নাইটকে চিনে ফেলল আরিয়া। ইনি রাজার সঙ্গে উইন্টারফেলে গিয়েছিলেন : স্যর মেরিন ট্রান্ট। মেইল শার্ট, লাল আলখাল্লা আর বয়েলড লেদার পরা নাইটের মাথার ইস্পাতের টুপিতে সিংহের কেশরের ঝুঁটি লাগানো।

BanglaBook.org

'আরিয়া স্টার্ক,' বললেন নাইট, 'আমাদের সঙ্গে চলো, বাচ্চা।'

ঠোঁট চিবাল আরিয়া। 'আপনি কী চান?'

' তোমার বাবা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

আরিয়া এক কদম সামনে বাড়ল। সিরিও ফোরেল তার হাত ধরে ফেলল। 'লর্ড এডার্ড কেন নিজের লোক বাদ দিয়ে ল্যানিস্টারদের পাঠালেন মাথায় ঢুকছে না।'

' তোমার নিজের চরকায় তেল দাও, ডান্সিং মাস্টার,' বললেন স্যর মেরিন। 'এসব নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই।'

'আমার বাবা আপনাদেরকে পাঠাবেন না,' বলল আরিয়া। সে কাঠের তরবারি তুলে নিল এক হাতে। ল্যানিস্টাররা হেসে উঠল।

'লাঠিটা রাখো, মেয়ে,' বললেন স্যর মেরিন। 'আমি কিংসগার্ডের একজন সোর্ন ব্রাদার, হোয়াইট সোর্ডস।'

'বুড়ো রাজাকে হত্যা করার সময় কিং স্লেয়ারও তাই ছিল,' বলল আরিয়া। 'আমি আপনাদের সঙ্গে কোথাও যাব না।'

ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন স্যর মেরিন। 'ওকে ধরো,' তিনি তাঁর লোকদেরকে বললেন। শিরস্ত্রাণের ভাইজর নামিয়ে নিলেন মুখের ওপর।

ওরা তিনজন এগিয়ে আসতে শুরু করল, প্রতি পদক্ষেপে চেইন মেইল মৃদু ঝংকার তুলল। হঠাৎ ভয় পেল আরিয়া। *ভয় তরবারির চেয়েও গভীরভাবে কাটে* বুকের ধুকপুকানি কমাতে মনে মনে বলল ও।

ওদের মাঝখানে এসে দাঁড়াল সিরিও ফোরেল, বুট জুতোয় কাঠের তরবারি দিয়ে বাড়ি মারছে। 'ওখানেই থামো। তোমরা কি মানুষ নাকি কুকুর যে একটা বাচ্চা মেয়েকে ভয় দেখাচ্ছ?'

সামনে থেকে সরে যাও, বুড়ো, বলল একজন লাল আলখাল্লাধারী।

সিরিওর লাঠি বাতাসে শিস কেটে তার শিরস্ত্রাণে বাড়ি লাগিয়ে দিল। 'আমি সিরিও ফোরেল। আমার সঙ্গে সম্মান দিয়ে কথা বলবে।'

টেকো হারামজাদা,' লোকটা ঝড়াং করে বের করল তার লং সোর্ড। সিরিওর কাঠের তরবারির ঝিলিক শুধু দেখল সে। পরমুহূর্তে লং সোর্ড তার হাত থেকে পাথুরে মেঝেতে ছিটকে পড়ে ঠনঠন আওয়াজ তুলল।

BanglaBook.org

'আমার হাত,' আর্তনাদ করে উঠল রক্ষী। ভাঙা আঙুল চেপে ধরল সে।

'ডান্সিং মাস্টার হিসেবে তোমার নড়াচড়া খুব দ্রুত দেখছি,' বললেন স্যর মেরিন।

'আর নাইট হিসেবে আপনার গতি মন্থর,' প্রত্যুত্তর দিল ফোরেল।

'ব্রাভোসিকে হত্যা করে মেয়েটাকে আমার কাছে নিয়ে এসো,' হুকুম দিলেন সাদা বর্ম।

চার ল্যানিস্টার গার্ড খাপ খুলে তাদের তরবারি বের করল। পঞ্চমজন , যার হাত ভেঙে গেছে, থুতু ছিটিয়ে বাম হাতে একটি ছুরি বের করল।

দাঁতে দাঁত ঘষে ওয়াটার ডান্সারের পোজ নিল সিরিও ফোরেল। 'আরিয়া, বাচ্চা,' হাঁক ছাড়ল সে, দৃষ্টি নিবদ্ধ ল্যানিস্টারদের ওপর। 'আজকের মতো নৃত্যকলা শেষ। তোমার এখন ছুটি। তোমার বাবার কাছে চলে যাও।'

মানুষটাকে একা রেখে চলে যেতে ইচ্ছে করছে না আরিয়ার। কিন্তু ফোরেল তাকে শিখিয়েছে কী করতে হবে। *হরিণের মতো ক্ষিপ্র*, ফিসফিস করল ও।

'ঠিক তাই,' বলল সিরিও ফোরেল ল্যানিস্টারদেরকে কাছিয়ে আসতে দেখে।

পিছু হঠল আরিয়া, হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা তার নিজের কাঠের তরবারি। সিরিওকে দেখে মনে হলো এতদিন সে ডুয়েলের নামে আসলে আরিয়ার সঙ্গে খেলা করেছে।

হাতে খোলা তরবারি নিয়ে তিনদিক থেকে ল্যানিস্টাররা এগিয়ে এল। তাদের বুকে এবং প্যান্টে চেইন মেইল এবং ইস্পাতের কডপিস সেলাই করা থাকলেও পায়ে শুধু লেদার। তাদের হাত খালি এবং মাথার ক্যাপ নোজগার্ড ছাড়া কিছু নেই, চোখের ওপর ভাইজরও নেই।

ওরা কাছে আসার অপেক্ষা করল না সিরিও, বাম দিকে বিদ্যুৎগতিতে ঘুরল। কোনো মানুষকে এত দ্রুত নড়াচড়া করতে কখনো দেখেনি আরিয়া। ফোরেল তার কাঠের তরবারি দিয়ে একজনকে ঠেকিয়ে দিয়েই সাঁৎ করে সরে গেল দ্বিতীয়জনের নাগাল থেকে।

BanglaBook.org

ভারসাম্য হারিয়ে দ্বিতীয়জন সামনের দিকে ঝুঁকতেই সিরিও সজোর লাথি কষাল লোকটার পিঠে। দুই লাল আলখাল্লা একসঙ্গে পপাত ধরনীতল হলো। তিন নম্বর রক্ষী লাফ মেরে এগিয়ে এল ওদের মাঝখানে, ওয়াটার ডান্সারের মাথা লক্ষ্য করে তরবারি চালাল।

সিরিও ঝট করে নিচু হয়ে এড়িয়ে গেল মারটা এবং কাঠের তরবারি দিয়ে গার্ডের চোখে গুঁতো মেরে বসল। রক্ষী গগন বিদারী চিৎকার দিল। তার বাম চোখটা উপড়ে গেছে, ফাঁক গর্ত দিয়ে গলগলিয়ে ঝরছে তাজা রক্ত।

যে দুই গার্ড মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল এবার তারা উঠে দাঁড়াল। সিরিও একজনকে মুখে লাথি মারল এবং অপরজনের মাথা থেকে টান মেরে ছুটিয়ে নিল ইস্পাতের টুপি।

ছুরি হাতের লোকটা সিরিওকে কোপ মারল। হাতের শিরস্ত্রাণের গায়ে কোপটা নিল ডান্স মাস্টার এবং লাঠের প্রচণ্ড বাড়িতে লোকটার হাঁটুর মালাইচাকি ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

শেষ লাল আলখাল্লা একটা গালি দিয়েই হামলা চালাল। দুই হাতে তরবারি ধরে আঘাত হানল সে। সাঁৎ করে ডান দিকে সরে গেল সিরিও। তরবারির কোপটা গিয়ে পড়ল শিরস্ত্রাণহীন লোকটার ওপর। সে তখন মেঝে থেকে হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল।

লং সোর্ড তার মেইল এবং লেদার ভেদ করে কাঁধের মাংসে ঢুকে গেঁথে গেল। লোকটা আর্তনাদ করে উঠল। হামলাকারী কাঁধের হাড়ে আটকে থাকা তরবারি ছোটানোর জন্য টানাটানি করছে, সিরিও তার কণ্ঠনালী বরাবর ভয়ঙ্কর এক ঘুসি মেরে দিল। রক্ষী 'আঁক' করে উঠে পেছন দিকে উল্টে গেল। গলায় হাত দিয়ে রেখেছে। মুখটা কালো হয়ে যাচ্ছে।

পাঁচজন মানুষ শেষ। কেউ মারা গেছে, কেউ মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে। আরিয়া পেছনের দরজায় চলে এসেছে। দরজার ওপাশে রান্নাঘর। শুনতে পেল স্যর মেরিন ট্রান্ট রাগে গরগর করছেন। 'গণ্ডমূর্খের দল' খাপ থেকে লং সোর্ড বের করে নিলেন তিনি।

সিরিও ফোরেল আবার আগের পজিশনে চলে গিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে সেই অদ্ভুত শব্দটা করল।

BanglaBook.org

'আরিয়া, বাচ্চা,' ডাকল সে তবে মেয়েটির দিকে তাকাল না। 'এখন তুমি যাও।'

ফিরে তাকাল আরিয়া। আপাদমস্তক বর্মে মোড়া নাইট। তাঁর চোখ আড়াল হয়ে আছে উঁচু সাদা শিরস্ত্রাণের নিচে, হাতে নিষ্ঠুর ইস্পাতের তরবারি। বিপরীতে সিরিও পরে আছে লেদার ভেস্ট, হাতে কাঠের তরবারি। 'সিরিও, পালাও!' চিৎকার দিল আরিয়া।

'ফার্স্ট সোর্ড অব ব্রাভোস কখনো পালায় না,' সুর করে বলল সে। খানিক আগেই সিরিও আরিয়াকে গল্প করছিল সে সিলর্ড অব ব্রাভোস এর ফার্স্ট সোর্ড হিসেবে বিখ্যাত ছিল। সবাই তাকে অত্যন্ত দক্ষ অসিচালক হিসেবে জানে। তবে আরিয়া জানে না এ ভয়ঙ্কর লড়াইতে তার শিক্ষক জিততে পারবে কিনা।

স্যর মেরিন তরবারির আঘাত হানলেন। বিদ্যুৎচমকের মতো এক পাশে সরে গেল সিরিও। পরক্ষণে তার হাতের লাঠি আছড়ে পড়ল নাইটের চাঁদিতে, কনুইতে এবং গলায়। লাঠি ঝনঝন শব্দ তুলল ধাতব শিরস্ত্রাণ, লোহার দস্তানা এবং গরগেটে বাড়ি খেয়ে।

বরফের মতো জমে গেল আরিয়া। এগিয়ে গেলেন স্যর মেরিন, পিছিয়ে গেল সিরিও। পরের আঘাতটি সে ঠেকাল, দ্বিতীয়টি ফাঁকি দিল, তৃতীয়টি ফিরিয়ে দিল।

তবে চতুর্থ আঘাতে তার হাতের লাঠি ভেঙে দু'টুকরো হলো। ভাঙা কাঠের টুকরো ছিটকে পড়ল মেঝেতে।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে ঘুরে দাঁড়াল আরিয়া এবং ছুটল।

ভয়ে আতঙ্কে অন্ধ হয়ে রান্নাঘর, রুটি মাখন রাখার ঘরের মাঝখান দিয়ে ছুটছে ও। এক রুটিঅলার সাহায্যকারী কাঠের ট্রে নিয়ে আসছিল, সামনে পড়ে গেল আরিয়ার। তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল ও। মেঝেতে ছিটকে পড়ল সদ্য তৈরি রুটি।

আরিয়া শুনতে পেল পেছনে ওকে গালাগাল করছে লোকটা। ও পাঁই করে ঘুরতেই দেখে এক মোটকা কসাই হাতে কাটারি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। লোকটার কনুই পর্যন্ত রক্তে মাখামাখি।

সিরিও ওকে যা যা শিখিয়েছে সব মনে পড়ে যাচ্ছে আরিয়ার।

BanglaBook.org

হরিণের মতো ক্ষিপ্র। ছায়ার মতো চুপচাপ। ভয় তরবারির চেয়েও বেশি কাটে। সাপের মতো দ্রুত। স্থির পানির মতো শান্ত। ভয় তরবারির চেয়েও বেশি কাটে। ভল্লুকের মতো শক্তিশালী। নেকড়ের মতো ভয়ঙ্কর। ভয় তরবারির চেয়েও বেশি কাটে। যে লোক ভয় পায় সে হেরে যায়। ভয় তরবারির চেয়েও বেশি কাটে। ভয় তরবারির চেয়েও বেশি কাটে। ভয় তরবারির চেয়েও বেশি কাটে।

আরিয়ার হাতে ধরা কাঠের তরবারিটি ঘামে ভিজে গেছে। গম্বুজের সিঁড়ির ধারে যখন এল ততক্ষণে হাঁপিয়ে গেছে বেদম। ও এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল। ওপরে যাবে নাকি নিচে? ওপরে গেলে ও পৌঁছে যাবে ছাউনি দেয়া সেতুতে যেটি টাওয়ার অব দা হ্যান্ডের ছোট কাছারিঘর পর্যন্ত বিস্তৃত। ওরা নিশ্চয় ওকে ওখানে আশা করবে।

ওরা যা আশা করবে তা কক্ষনো করবে না, সিরিও বলেছিল আরিয়াকে। আরিয়া নিচে নামতে লাগল। সরু পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে একেকবারে দুই তিনটা ধাপ নামছে ও। হাজির হলো গুহাসদৃশ পাতাল কুঠরির সেলারে।

এ সেলার ভর্তি মদের বাক্স, একটার ওপর আরেকটা সাজানো। কুড়ি ফুট উঁচু। ঘরে আলোর উৎস বলতে শুধু দেয়ালের মাথায় সরু, চেটাল জানালা।

সেলারটি একটি চোরাগলি। বেরুবার পথ নেই, সে যেদিক থেকে এসেছে কেবল ওদিকটাতেই যেতে পারবে। কিন্তু ওখানে ফিরে যেতে ডর লাগছে আরিয়ার। কিন্তু এখানেও থাকা চলবে না। বাবাকে খুঁজে পেতে হবে ওর, জানাতে হবে ঘটনা। ওর বাবা ওকে রক্ষা করবেন।

কাঠের তরবারি কোমরের বেল্টে গুঁজে নিয়ে কাঠের বাক্স বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল আরিয়া। অবশেষে জানালার ধারে পৌঁছে গেল। দু'হাতে পাথর আঁকড়ে ধরে টেনে তুলল শরীর।

দেয়াল তিন ফুট পুরু, জানালা ওপাশে একটা টানেল দেখা যাচ্ছে। দিনের আলো ওখানে। জানালা গলে বেরিয়ে এল আরিয়া। যখন গ্রাউন্ড লেভেলে পৌঁছাল, দেখল ও টাওয়ার অব দা হ্যান্ডের বহিঃপ্রাচীরে চলে এসেছে।

BanglaBook.org

মোটা কাঠের দরজা ভাঙা। তাতে কোপের দাগ। কুঠার দিয়ে কুপিয়ে ভেঙেছে নিশ্চয়। সিড়িতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে এক লোকের লাশ। মেইলড শার্ট রক্তে রাঙা। লাশের গায়ে ধূসর উলের আলখাল্লা। লোকটাকে চিনতে পারল না ও।

'না,' ফিসফিস করল আরিয়া। এসব কী ঘটছে? ওর বাবা কোথায়? লাল আলখাল্লারা ওকে ধরতে এসেছিল কেন? দানব দেখার দিনটির কথা মনে পড়ে গেল ওর। হলুদ দেড়ে লোকটা সেদিন তার সঙ্গীকে বলছিল *একজন হ্যান্ড মরতে পারলে আরেকজন কেন পারবে না?*

চোখে জল এসে গেল আরিয়ার। নিশ্বাস চেপে নিয়ে কান পাতল। মারামারি করছে লোকে। চিৎকার চেঁচামেচি। আর্তনাদ। তরবারির সঙ্গে তরবারির ঠোকাঠুকি। টাওয়ার অব দা হ্যান্ডের জানালা দিয়ে আসছে শব্দগুলো।

ও ফিরে যেতে পারবে না। ওর বাবা...

BanglaBook.org

বাইশ

চোখ বুজল আরিয়া। এক মুহূর্তের জন্য এমন ভয় পেল নড়তেই পারল না। ওরা জোরি, উইল এবং হিউয়ার্ডকে হত্যা করেছে আর ওই রক্ষী লোকটাকে যাকে সিড়ির ওপর পড়ে থাকতে দেখেছে ও। ওরা ওর বাবাকেও খুন করবে এবং ধরতে পারলে আরিয়াও রেহাই পাবে না।

'ভয় তরবারির চেয়ে বেশি কাটে,' জোরে জোরে বলল আরিয়া, তবে ওয়াটার ডান্সার হওয়ার ভান করে লাভ নেই। সিরিও ছিল ওয়াটার ডান্সার এবং সেই সাদা নাইট সম্ভব ওকে মেরে ফেলেছেন। আর আরিয়া ছোট্ট একটি বালিকামাত্র, হাতে লাঠি, একা এবং ভীত।

ভয় এবং অস্বস্তি নিয়ে উঠোনে নেমে এল ও। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। প্রাসাদ মনে হচ্ছে জনশূন্য। রেড কীপকে কোনদিন ও জনশূন্য দেখেনি। সবাই নিশ্চয় লুকিয়ে পড়েছে দরজা জানালা বন্ধ করে। আরিয়া মুখ তুলে তাকাল তার শয়নকক্ষের দিকে। তারপর টাওয়ার অব দা হ্যান্ড থেকে সরে এল, দেয়াল ঘেঁষে ছায়ার আড়ালে চলতে লাগল। ভান করছে ও যেন বিড়াল তাড়া করছে... তবে পার্থক্য এটাই যে আজ ও বিড়াল এবং ওরা যদি ওকে ধরতে পারে, মেরে ফেলবে।

ভবন এবং দেয়ালের মাঝখান দিয়ে চলেছে আরিয়া। চলে এল আস্তাবলে। দুর্গ প্রাকারের কিনার ধরে হাঁটছে, ডজনখানেক সোনালি আলখাল্লাধারী ওর পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল। লোকগুলো কাদের পক্ষে জানে না বলে আরিয়া ছায়ায় কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল যেন ওরা ওকে দেখতে না পায়।

BanglaBook.org

উইন্টারফেলের ঘোড়ারক্ষক হালেনকে ও দেখতে পেল আস্তাবলের দরজায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। অসংখ্যবার ছুরিকাঘাত করা হয়েছে তাকে। টিউনিকে যেন ফুটে আছে রক্তাক্ত ফুল। আরিয়া ভেবেছিল হালেন মারা গেছে ও পা টিপে টিপে এগোতেই লোকটার চোখ খুলে গেল।

'আরিয়া আন্ডারফুট,' ফিসফিস করল সে। ' তোমার বাবাকে... সাবধান করে দিও.... মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল তার। ঘোড়াদের প্রধান সহিস আবার চোখ বুজল এবং আর কথা বলল না।

ভেতরে আরও লাশ পড়ে আছে এক সহিস যার সঙ্গে আরিয়া খেলা করত, ওর বাবার তিনজন হাউস হোল্ড গার্ড। একটি ওয়াগন চোখে পড়ল। বাক্স পেটরা এবং সিন্দুক বোঝাই। পড়ে আছে আস্তাবলের দরজার কাছে। মৃত লোকগুলো নিশ্চয় জাহাজঘাটায় যাওয়ার জন্য গাড়িতে মালসামাল তুলছিল। এমন সময় তারা আক্রান্ত হয়।

লাশগুলোর মধ্যে একজন ডেসমন্ড যে আরিয়াকে তার লং সোর্ড দেখিয়ে বলেছিল সে তার বাবাকে রক্ষা করবে। চিৎ হয়ে পড়ে আছে লোকটা। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ছাতের দিকে। মাছি ভনভন করছে তার চোখের ওপর। তার পাশে লাল আলখাল্লা পরা এক লোকের মৃতদেহ। ল্যানিস্টারদের লোক। মাত্র একজন। অথচ ডেসমন্ড আরিয়াকে বড়াই করে বলেছিল *উত্তরের একজন তলোয়ারবাজ দশজন দক্ষিণী তলোয়ারবাজের সমান।*

'মিথ্যুক!' বলল আরিয়া। হঠাৎ রাগে লাথি মারল ডেসমন্ডের গায়ে।

রক্তের গন্ধে অস্থির হয়ে উঠেছে আস্তাবলের জন্তুগুলো। চিহিহি রব করছে। আরিয়ার ইচ্ছা ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে ছুটে পালাবে। ওকে শুধু কিংসরোডে পৌঁছাতে হবে তাহলেই সে উইন্টারফেলে যেতে পারবে। ও দেয়াল থেকে একটা জিন আর ফার্নেস নিল।

ওয়াগনের পাশ দিয়ে যাচ্ছে আরিয়া, একটা সিন্দুক চোখে পড়ল। পড়ে আছে মাটিতে। সিন্দুকের কাঠ ভেঙে গেছে, ঢাকনা খুলে বেরিয়ে পরেছে জিনিসপত্র। এসবের মধ্যে সিল্ক এবং স্যাটিনের নতুন অনেক জামাকাপড় আছে। কিংসরোডে যেতে হলে আরিয়ার গরম জামাকাপড় লাগবে।

BanglaBook.org

আরিয়া হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসল। ছড়ানো জামাকাপড়ের মধ্যে উলের তৈরি ওজনদার একটি আলখাল্লা পেয়ে গেল। সঙ্গে ভেলভেট স্কার্ট, সিল্কের টিউনিক এবং কিছু আন্ডারপ্যান্ট। এই পোশাকটি ওর মা ওর জন্য বানিয়ে দিয়েছিলেন।

ঢাকনা খোলা সিন্দুকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল আরিয়া তার নিডলের আশায়। সে এ সিন্দুকের তলায় ছোরাটি লুকিয়ে রেখেছিল। জামা কাপড়ের স্তূপের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে না। আরিয়ার ভয় হলো কেউ হয়তো ওটা পেয়ে চুরি করেছে। এমন সময়, স্যাটিনের একটি গাউনের নিচে শক্ত একটি জিনিসের স্পর্শ পেল আঙুল।

'এই যে পেয়েছি তোমাকে!' একটা কণ্ঠ হিসিয়ে উঠল পেছন থেকে।

চমকে উঠে ঘুরল আরিয়া। আস্তাবলের কাজে ফাঁইফরমাশ খাটা একটা ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে ওর পেছনে। মুখে বোকা বোকা হাসি, পরনের ময়লা সাদা আন্ডারটিউনিক উঁকি দিচ্ছে তেল চিটচিটে ফতুয়ার আড়াল থেকে। তার জুতো সারে মাখামাখি। এক হাতে একটা পিচ ফর্ক।

' কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'ও আমাকে চেনো ন,' বলল ছেলেটা, 'কিন্তু আমি ওকে চিনি। নেকড়ে কন্যা।'

'আমি ঘোড়ায় জিন চাপাব,' বলল আরিয়া। সিন্দুকের ভেতরে আবার হাত ঢুকিয়ে নিডলকে খুঁজছে। 'আমাকে একটু সাহায্য করো।' অনুনয় করল ও। 'আমার বাবা রাজার হ্যান্ড। তিনি তোমাকে পুরস্কার দেবেন।'

তোমার বাবা মারা গেছে,' আরিয়ার দিকে এগোল ছেলেটা। 'রানি আমাকে পুরস্কার দেবেন। এসো, মেয়ে।'

'দূরে হঠো!' নিডলের বাঁটে চেপে বসল আরিয়ার আঙুল।

'আমি বলেছি আসতে।' ছেলেটা আরিয়ার হাত চেপে ধরল জোরে।

সিরিও ফোরেল আরিয়াকে যা শিখিয়েছিল নিমিষে তা ভুলে গেল ও। আকস্মিক আতঙ্কে আরিয়ার শুধু জন স্নো'র শেখানো অনুশীলনটাই মনে পড়ল।

BanglaBook.org

নিডলের সুচালো ডগা ও প্রচন্ড শক্তিতে ঢুকিয়ে দিল ছেলেটার বুকে।

তরবারির ধারাল ফলা চামড়ার ফতুয়া ছিড়ে ঢুকে গেল মাংসে। ছেলেটার হাত থেকে খসে পড়ল পিচ ফর্ক, গলা দিয়ে মুদৃ একটা শব্দ বেরিয়ে এল, দীর্ঘশ্বাস আর আঁতকে ওঠার মাঝামাঝি আওয়াজ। তারপর সে মারা গেল।

ঘোড়াগুলো হ্রেস্বারব করছে। আরিয়া ছেলেটার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটার মুখ দিয়ে স্রোতের মতো রক্ত বেরুচ্ছে। ওর বুক থেকে নিডলকে বের করে নিয়ে মন্থর পায়ে পিছু হঠল আরিয়া। এখান থেকে চলে যেতে হবে ওকে, দূরে কোথাও।

ও ঘোড়ার লাগাম আর হার্নেস নিয়ে আবার দৌড় দিল। তবে ঘোড়ার পিঠে জিন পরাতে গিয়ে হতাশ হয়ে আবিস্কার করল কোনো লাভ হবে না। প্রাসাদের ফটক বন্ধ থাকবে। এমনকী খিড়কির দুয়ারেও পাহারা থাকার কথা। হয়তো প্রহরীরা ওকে চিনতে পারবে না... না, ওদের ওপর হুকুম থাকবে কেউ যেন ফটকের বাইরে যেতে না পারে। তাতে ওরা ওকে চিনুক বা না চিনুক তাতে কিছু আসে যায় না।

তবে প্রাসাদ থেকে বেরুবার আরেকটা রাস্তা আছে....

BanglaBook.org

তেইশ

আরিয়ার হাত দিয়ে পিছলে মাটিতে পড়ল জিন ধপ করে, ধুলোর ছোট্ট একটা মেঘ ওড়াল। আবার সেই দানবদের ঘরে ওকে যেতে হবে!

জামাকাপড়গুলো গুছিয়ে নিয়ে একটা পোঁটলা বেঁধে তার মধ্যে নিডলকে লুকাল আরিয়া। পোঁটলাটা বগলে চেপে পা টিপে টিপে এগোল আস্তাবলের দূরপ্রান্তে। খিড়কির দুয়ারের খিল খুলে উঁকি দিল ভয়ে ভয়ে।

দূর থেকে তরবারির সঙ্গে তরবারির ঠোকাঠুকির ঝনঝন, এক লোকের যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ ভেসে এল দুর্গ ভবনের বহি:প্রাচীর থেকে। ওকে এখন সর্পিল সিড়ি পার হয়ে, ছোট রান্নাঘরের পাশ দিয়ে শুয়োরের খোঁয়াড় ঘেঁষে যেতে হবে। শেষবার ওভাবেই গিয়েছিল আরিয়া সেই কালো হুলো বেড়ালটাকে ধাওয়া করার সময়... তাহলে ওকে সোনালি আলখাল্লাদের ছাউনি পার হতে হবে।

কিন্তু ওদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না। প্রাসাদের আরেকটা পাশ দিয়ে যদি ও এগোয়, নদীর দেয়াল এবং ছোট গডস্ উড ধরে এগোতে পারলে... কিন্তু আগে তো ওকে উঠোন পার হতে হবে। আর দেয়ালের ওপরেই রয়েছে রক্ষীর দল।

দেয়ালে কোনদিন এত লোক এক সঙ্গে দেখেনি আরিয়া। বেশিরভাগই সোনালি আলখাল্লাধারী। কেউ কেউ ওকে দেখলেই চিনে ফেলবে। ওরা যদি ওকে উঠোন দিয়ে ছুটতে দেখে তখন কী করবে? অবশ্য অত উপর থেকে আরিয়াকে খুব ক্ষুদ্রই লাগবে, ওরা কি ওকে চিনতে পারবে? ওরা কি একটা ছোট মেয়ের পালানোকে গ্রাহ্য করবে?

BanglaBook.org

নাহ্, আরিয়াকে এখন যেতেই হচ্ছে। তবে যখন উপস্থিত হলো সময়, ভয়ের চোটে নড়তেই পারল না আরিয়া।

স্থির জলের মতো শান্ত কে যেন ফিসফিস করল ওর কানে। এমন চমকে গেল আরিয়া আরেকটু হলেই পুঁটুলিটা পড়ে যাচ্ছিল হাত থেকে। উদ্ভ্রান্তের মতো চারপাশে তাকাল ও। আস্তাবলে ও আর ঘোড়াগুলো ছাড়া আর কেউ নেই। আর ওই লাশগুলো।

ছায়ার মতো চুপচাপ, শুনতে পেল আরিয়া। ওটা কি তার নিজের কণ্ঠ ছিল নাকি সিরিওর? বলতে পারবে না আরিয়া তবে ওর ভয়টা কমে গেল।

আস্তাবলের বাইরে পা রাখল সে।

এরকম ভীতিকর কাজ জীবনে করেনি আরিয়া। ইচ্ছে করল ছুটে পালায়। লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু ও হাঁটতে লাগল উঠোন ধরে। ধীর পায়ে। যেন পৃথিবীর সমস্ত সময় ওর কাছে আছে এবং কাউকে ভয় পাবার কিছু নেই। ও যেন লোকগুলোর চাউনি অনুভব করতে পারছে। শিরশির করে উঠল আরিয়ার গা। একবারের জন্যও মুখ তুলে চাইল না। একবার যদি দেখে ওরা ওকে লক্ষ করছে, সমস্ত সাহস উবে যাবে আরিয়ার, হাত থেকে কাপড়ের বান্ডিলটা ফেলে দিয়ে বাচ্চাদের মতো কাঁদতে কাঁদতে ছুটবে সে। আর তখন ওরা ওকে ধরে ফেলবে।

মাটির দিকে চোখ রেখে হাঁটছে আরিয়া। যখন উঠোনের দূর প্রান্তে রয়াল সেপ্টের ছায়ায় পৌঁছাল, ঘামে জবজবে হয়ে গেছে ও। তবে কেউ কোনো শোরগোল তুলল না।

সেপ্ট খোলা এবং খালি। ভেতরে অর্ধ শতাধিক প্রার্থনার মোমবাতি জ্বলছে সুগন্ধি ছড়িয়ে। আরিয়া দুটো মোমবাতি তার জামার পকেটে রাখল তারপর পেছনের জানালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এক কানঅলা হুলোটাকে যেখানে ও আটকে ফেলেছিল সেই সরু গলিতে সহজেই পৌঁছে গেল। তবে তারপর হারিয়ে ফেলল পথ। জানালাগুলো দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ও ঢুকল এবং বেরুল।

অন্ধকার সেলার ধরে এগিয়ে যাচ্ছে, ছায়ার মতো নি:শব্দে। একবার শুনতে পেল কাঁদছে এক মহিলা। সরু নিচু জানালাটা খুঁজে পেতে ওর এক ঘন্টা সময় লাগল। জানালাটা চেটালো হয়ে নেমে গেছে সেই গুহার মধ্যে যেখানে দানবদের বাস।

BanglaBook.org

পোঁটলাটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিল আরিয়া। পিছিয়ে এল মোমবাতি জ্বালাবার জন্য। মোমের আলো যেন কেউ দেখতে না পায় সেজন্য শিখার ওপর আঙুল মেলে আড়াল করল। দরজা দিয়ে লোকজন আসার সাড়া পেয়ে জানালা গলে গুহায় ঢুকে পড়ল আরিয়া। দেখতে পেল না কারা ছিল ওরা।

এবারে দানবগুলো ওকে ভয় দেখাতে পারল না। ওদেরকে মনে হলো পুরানো বন্ধু। আরিয়া মাথার ওপর মোম ধরল। প্রতি পদক্ষেপে ছায়াগুলো নাচল দেয়ালের গায়ে, যেন মুখ ঘুরিয়ে দেখছে ওকে।

'ড্রাগন,' ফিসফিস করল আরিয়া। আলখাল্লার ভেতর থেকে বের করে আনল প্রিয় তরবারি নিডলকে। ওর তরবারিটা ছোট আর ড্রাগনরা বিশাল। তবু তরবারি হাতে স্বস্তি বোধ করল আরিয়া।

দরজার ওপাশে জানালাবিহীন লম্বা হলওয়ে অন্ধকার বলেই মনে আছে আরিয়ার। সে বাম হাতে নিডলকে ধরে ডান হাতে রাখল মোমবাতি। আঙুলের গাঁট বেয়ে গড়িয়ে নামছে গলানো উষ্ণ মোম।

কুয়োর প্রবেশপথ ছিল বামে তাই আরিয়া চলল ডানে। তার মনের একটা অংশ চাইছে দৌড় দিতে। কিন্তু মোমবাতি নিভে যাওয়ার ভয়ে ছুটতে পারল না ও। ইঁদুরের আবছা কিচকিচ শুনতে পেল আরিয়া, ছোট ছোট এক জোড়া জ্বলজ্বলে চোখও নজর এড়াল না। তবে ইঁদুর টিদুরে ভয় নেই আরিয়ার। অন্য কিছুতে তার বিষম ভয়। এখানে লুকিয়ে থাকা খুব সহজ। যেভাবে ও সেদিন সুচালো দাড়িঅলা আর জাদুকর ওকে দেখে ফেলবে সেই ভয়ে লুকিয়ে ছিল। ও যেন প্রায় দেখতে পেল আস্তাবলের সেই ছেলেটা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে, হাত জোড়া বাগিয়ে রেখেছে থাবার ভঙ্গিতে। হাত দিয়ে রক্ত ঝরছে। আরিয়া ওদিক দিয়েই গেলেই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ওকে মোমবাতি হাতে এগিয়ে আসতে দেখেছে ছেলেটা। যদি বাতিটা নিভিয়ে দেয়া যায়...

ভয় তরবারির চেয়েও বেশি কাটে, আরিয়ার ভেতরে ফিসফিসাল সেই শান্ত কণ্ঠ। উইন্টারফেলের ভূগর্ভস্থ কক্ষের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। এ জায়গার চেয়েও সেটি ভীতিকর ছিল। তখন ও খুবই ছোট। ওর বড়ভাই রব ওকে, সানসা, ব্রান আর রিকনকে নিয়ে পাতাল কুঠুরিতে ঢুকেছিল। শুধু একটি মাত্র মোম জ্বলছিল রব ভাইয়ার হাতে। পিরিচের মতো বড় বড় হয়ে

BanglaBook.org

গিয়েছিল ব্রানের চোখ উইন্টারের পাথরের রাজা, তাদের পায়ের ধারে বসা নেকড়ে এবং কোলে রাখা তরবারি দেখে।

রব ভাইয়া ওদেরকে ওদের দাদু, ব্রানডন এবং লিয়ানার কবর ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল। সানসা বারবার মোমবাতিটির দিকে তাকাচ্ছিল পাছে ওটা নিভে যায়। বুড়ি ন্যান বলেছিল ওখানে নাকি প্রকাণ্ড সব মাকড়সা আছে আর রয়েছে কুকুরের সমান বিরাট বিরাট ইঁদুর।

রব ভাইয়া ফিসফিস করে বলছিল, 'এখানে মৃতেরা হেঁটে বেড়ায়।' আর তখুনি ওরা শব্দটি শোনে। নিচু লয়ের কাঁপা কাঁপা শব্দ। খুদে ব্রান ভয়ের চোটে খামচে ধরেছিল আরিয়ার হাত।

সানসা ভেবেছিল আত্মারা কবর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে, রক্ত খাওয়ার জন্য গোঙাচ্ছে। সে চিৎকার দিয়ে সিড়ির দিকে ছুটে যায় আর ব্রান রবের হাঁটু জড়িয়ে ধরে ফোঁপাতে শুরু করে। আরিয়া ভূতটাকে একটা ঘুসি মেরেছিল।

ভূত না ছাই। ওটা ছিল জন ভাইয়া। গায়ে ময়দা মেখে ভূত সেজে এসেছিল। 'তুমি বাচ্চাটাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ,' রেগে গিয়ে বলেছিল আরিয়া। 'তুমি শয়তান!' জন আর রব ভাইয়ার তখন হো হো করে সে কি হাসি! ব্রান এবং আরিয়াও হাসছিল।

স্মৃতিটি আরিয়ার মুখে হাসি এনে দিল। অন্ধকার তার কাছে আর আতঙ্কের মনে হলো না। আস্তাবলের ছেলেটা মারা গেছে। আরিয়া তাকে হত্যা করেছে। সে যদি ওর গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আরিয়া আবার তাকে হত্যা করবে। ও বাড়ি যাচ্ছে। ওখানে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

পদশব্দের প্রতিধ্বনি তুলে আরও গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করল আরিয়া।

BanglaBook.org

সানসা

চব্বিশ

ওরা তিন দিনের দিন এল সানসাকে নিয়ে যেতে।

গাঢ় ধূসর রঙের সাধারণ একটা উলের পোশাক বাছাই করল সানসা, তবে কলার এবং আস্তিনে চমৎকার এমব্রয়ডারি। ভৃত্যদের সাহায্য ছাড়া পোশাকটি পরতে ওর অসুবিধাই হচ্ছিল। জেনি পুলকে ওর সঙ্গে একই ঘরে আটকে রাখা হয়েছে। তবে জেনি কোনো কাজে আসবে না। তার বাবার কথা ভেবে কাঁদতে কাঁদতে সে চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেলেছে।

‘ তোমার বাবা নিশ্চয় ঠিক আছেন,’ সানসা তার ড্রেসের বোতাম ঠিকঠাক লাগানোর পরে বলল। ‘আমি রানিকে বলব তিনি যেন তোমাকে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে দেন।’

সানসা ভেবেছিল এ কথা শুনে জেনি হয়তো একটু উজ্জীবিত হয়ে উঠবে। কিন্তু মেয়েটা ওর দিকে ফোলা, লালচে চোখ মেলে তাকিয়ে আরও জোরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। বাচ্চা একটা।

সানসাও কেঁদেছিল, প্রথম দিন। মেগর'স হোল্ডফাস্টের কঠিন দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে, জানালা দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও যখন হত্যাকাণ্ড শুরু হয়, আতঙ্কিত না হওয়ার কোনো কারণ নেই। ও বড় হয়েছে উঠোনে অস্ত্রের ঝণাৎকার শুনে, তবে এ যুদ্ধ সবগুলো থেকে আলাদা।

BanglaBook.org

সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মানুষের আর্তনাদ, চিৎকার, সাহায্যের জন্য আর্তি, মৃত্যুপথযাত্রীর গোঙানি। গানে নাইটরা কখনো জীবন বাঁচানোর জন্য ফরিয়াদ জানান না।

তাই সানসা কেঁদেছিল, দরজার কাছে গিয়ে বারবার আর্তি জানিয়েছে বাইরে কী ঘটছে তা যেন ওকে জানানো হয়, ওর বাবাকে ডেকেছে, সেপটা মরডেনকে ডেকেছে, রাজাকে ডেকেছে, ডেকেছে তার সাহসী রাজকুমারকে।

দরজার বাইরের লোকগুলো সানসার কাতর আহ্বান শুনলেও কোনো সাড়া দেয়নি। সেই রাতে শুধু একবারই দরজা খোলা হয়েছিল জেনি পুলকে ধাক্কা মেরে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়ার জন্য। মেয়েটির গায়ে মারের কালশিটে চিহ্ন, ভয়ে কাঁপছিল।

'ওরা সবাইকে হত্যা করছে,' স্টুয়ার্ডের মেয়েটি সানসার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল। হাউন্ড যুদ্ধ হাতুড়ি দিয়ে ওদের ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে, জানিয়েছে জেনি। টাওয়ার অব দা হ্যান্ডের সিঁড়িতে লাশ আর লাশ, ধাপগুলো রক্তে থকথকে এবং পিচ্ছিল। সানসা নিজের কান্না সামলে নিয়ে বান্ধবীকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছিল। ওরা একই বিছানায় দুই বোনের মতো জড়াজড়ি করে শুয়েছে।

দ্বিতীয় দিনটি ছিল আরও বিশ্রী। যে কামরায় সানসাকে আটকে রাখা হয়েছে সেটি মেগর'স হোল্ডফাস্টের সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার। এ ঘরের জানালা দিয়ে শুধু নিচের গেট হাউসের লোহার গরাদ দেখা যায়। শুকনো পরিখার ওপর থেকে ড্র ব্রিজ তুলে ফেলা হয়েছে। ল্যানিস্টারের রক্ষীরা বর্শা এবং ক্রসবো হাতে দেয়ালে পাহারা দিচ্ছে।

যুদ্ধ শেষ, কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল রেড কীপের ওপর। শব্দ বলতে শুধু জেনি পুলের অবিশ্রান্ত কুঁইকুঁই আর ফোঁপানির আওয়াজ।

ওদেরকে খাবার দেয়া হয়েছিল। সকালের নাশতায় তাজা রুটি এবং দুধ, দুপুরে রোস্ট করা মুরগি আর সব্জি, রাতে গরুর মাংস এবং বার্লির ঝোল– তবে যে ভৃত্যরা খাবার নিয়ে এসেছিল তারা সানসার কোনো প্রশ্নেরই জবাব দেয়নি।

BanglaBook.org

সেদিন সন্ধ্যায় কয়েকজন মহিলা টাওয়ার অব দা হ্যান্ড থেকে সানসা এবং জেনির কিছু জামাকাপড় নিয়ে আসে। তবে দেখে মনে হচ্ছিল তারা জেনির মতোই ভীত-সন্ত্রস্ত। সানসা তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলে মহিলারা পালিয়ে যায় যেন সানসার প্লেগ হয়েছে। দরজার বাইরের প্রহরীরা ওদেরকে বাইরে যেতে দেয়ার অনুরোধ যথারীতি প্রত্যাখ্যান করেছে।

'প্লিজ, রানির সঙ্গে আমার আবার একটু কথা বলা দরকার,' সানসা বলেছিল ওদেরকে, সেদিন সে যাকে দেখেছে তাকেই এ অনুরোধ করেছে।' উনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। ওনাকে বলো আমি ওনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। রানির সঙ্গে দেখা করা সম্ভব না হলে প্রিন্স জফ্রিকে দয়া করে খবর দাও। আমরা বড় হওয়ার পরে বিয়ে করব।'

দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্তের সময় বিশাল এক ঘন্টা বাজতে শুরু করে। গভীর এবং সুললিত। ঢং ঢং ঢং শব্দটা সানসার আত্মা কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। ঘন্টা বেজেই চলছিল। একটু পরে ওরা শুনতে পায় ভিসেনা'স হিলের বেইলরের গ্রেট সেপ্ট থেকেও অন্য ঘন্টাগুলো বাজতে শুরু করেছে সাড়া দিয়ে।

বজ্রের মতো ঘন্টার আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছিল নগর জুড়ে, যেন ঝড়ের পূর্বাভাস দিচ্ছে।

'কী হয়েছে?' কান চেপে ধরে জিজ্ঞেস করেছিল জেনি। 'ওরা এত ঘন্টা বাজাচ্ছে কেন?'

'রাজা মারা গেছেন,' জবাবে বলেছিল সানসা। ও অনুমান করেই কথাটা বলেছিল। কোনো শত্রু এসে কি প্রাসাদে হামলা চালিয়ে রাজাকে মেরে ফেলেছেন? এ কারণেই কি যুদ্ধ?

সেদিন ভয়-উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে ঘুমাতে গিয়েছিল সানসা। ওর সুর্দশন জফ্রি কি এখন রাজা? নাকি ওরা তাকেও হত্যা করেছে? জফ্রি এবং ওর বাবার জন্য ভয় পাচ্ছিল সানসা। যদি কেউ শুধু ওকে বলত কী ঘটছে....

BanglaBook.org

পঁচিশ

পরদিন অর্থাৎ তৃতীয় দিন সকালে কিংসগার্ডের স্যর বরোস ব্লাউন্ট এলেন সানসাকে রানির কাছে নিয়ে যেতে।

চওড়া বুক, খাঁটো বাঁকা পা নিয়ে কুৎসিত দর্শন একজন মানুষ স্যর বরোস। নাকটা থ্যাবড়া, ফোলা গাল, ধূসর রঙের চুল উস্ক খুস্ক। তিনি পরে আছেন সাদা ভেলভেট, বরফ সাদা আলখাল্লার গায়ে সিংহের ব্রুচ আটকানো। জন্তুটা সোনার তৈরি, চোখ দুটো পান্নার।

'আপনাকে আজ বেশ সুদর্শন লাগছে, স্যর বরোস,' বলল সানসা। একজন লেডিকে সবসময় তার সৌজন্য প্রকাশ করতে হয়।

'আপনাকেও, মাই লেডি,' নিরস গলায় বললেন স্যর বরোস। 'মহামান্যা অপেক্ষা করছেন। আমার সঙ্গে আসুন।'

দরজার বাইরে রক্ষীরা রয়েছে। লাল আলখাল্লা এবং মাথায় সিংহের শিরস্ত্রাণ পরা ল্যানিস্টারদের মেন-অ্যাট-আর্মস। সানসা জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তাদেরকে সুপ্রভাত জানাল। দুই দিন আগে স্যর এরিস ওকহার্ট ওকে ঘরে বন্দি করে রাখার পরে এই প্রথম বাইরে যাওয়ার সুযোগ পেল সানসা।

' তোমার নিরাপত্তার জন্যই তোমাকে ঘরে আটকে রাখতে হচ্ছে, সোনা,' রানি সের্সি বলেছিলেন ওকে। ' তোমার কিছু হলে জফ্রি কোনদিন আমাকে ক্ষমা করবে না।'

BanglaBook.org

সানসা ভেবেছিল স্যর বরোস ওকে রাজকীয় কামরায় নিয়ে যাবেন, বদলে তিনি ওকে নিয়ে মেগর'স হোল্ড ফাস্ট থেকে বেরিয়ে এলেন। ঝুলন্ত সেতু আবার নামিয়ে দেয়া হয়েছে। কয়েকজন শ্রমিক রশি দিয়ে বাঁধা এক লোককে শুকনো পরিখার গভীর খাদে নামিয়ে নিচ্ছে।

নিচে একটা লাশ চোখে পড়ল, গেঁথে আছে লোহার গোঁজে। দ্রুত দৃষ্টি সরিয়ে নিল সানসা। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকার সাহস নেই। মানুষটা যদি পরিচিত কেউ হয়?

রানি সের্সি কাউন্সিল চেম্বারে, লম্বা টেবিলের মাথায় বসে আছেন কাগজপত্র নিয়ে। চমৎকার সাজানো গোছানো একটি কক্ষ।

'মহামান্যা,' ভেতরে ঢুকে বললেন স্যর বরোস। ওঁদেরকে ভেতরে নিয়ে এসেছে ভাবলেশশূন্য চেহারার স্যর ম্যানডন। মেয়েটিকে নিয়ে এসেছি।'

সানসা আশা করেছিল রানির সঙ্গে জফ্রিকেও দেখতে পাবে। কিন্তু ওর রাজকুমার ওখানে নেই। রাজার তিন জন উপদেষ্টা আছেন শুধু। লর্ড পিটার বেইলিশ বসেছেন রানির বামে, গ্রান্ড মায়েস্টার পাইসেল টেবিলের শেষ মাথায় আর লর্ড ভ্যারিস ওদের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। সকলের পরনে কালো পোশাক। শোকের পোশাক।

রানি পরেছেন উঁচু কলারের কালো সিল্কের গাউন, তাঁর বডিসের সঙ্গে শ'খানেক গাঢ় লাল রঙের পান্না বসানো, ঘাড় থেকে বুক পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে। অশ্রুর ফোঁটার আকারে কাটা হয়েছে পান্নাগুলো, যেন রানি রক্তাশ্রু বিসর্জন দিচ্ছেন। তিনি সানসার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। এমন মিষ্টি ও করুণ হাসি কোনদিন দেখেনি সানসা।

'সানসা, আমার মিষ্টি বাচ্চা,' বললেন তিনি। 'জানি তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছ। তোমাকে আরও আগে ডেকে পাঠাতে পারিনি বলে দু:খিত। সবকিছু একটা ওলোটপালোট অবস্থার মধ্যে ছিল। আমার হাতে একদমই সময় ছিল না। আমার লোকজন তোমার ঠিক মতো যত্ন আত্তি করেছে তো?'

'সবাই খুব ভালো ব্যবহার করেছে, মহামান্যা, ধন্যবাদ,' বিনীত গলায় বলল সানসা। 'তবে কী ঘটছে সে কথা শুধু কেউ আমাদেরকে বলেনি...'

BanglaBook.org

'আমাদেরকে?' বিস্মিত দেখাল রানিকে।

'স্টুয়ার্ডের মেয়েটাকেও ওর সঙ্গে রাখতে হয়েছে আমাদের,' বললেন স্যর বরোস। 'ওকে নিয়ে কী করব বুঝতে পারছিলাম না।'

রানির ভুরু কুঞ্চিত হলো। 'পরের বার আমাকে জিজ্ঞেস করে কোনো কাজ করবে,' তীক্ষ্ণ শোনাল তাঁর কণ্ঠ। 'ঈশ্বর জানেন সানসার মাথায় কোন্ আজগুবি গল্প ঢুকিয়ে দিয়েছে সে?'

' জেনি খুব ভয় পাচ্ছিল,' বলল সানসা। 'ওর কান্না থামছেই না। আমি ওকে কথা দিয়েছি জানাবার চেষ্টা করব ওর বাবার সঙ্গে ওর দেখা করা যাবে কিনা।'

বুড়ো গ্রান্ড মায়েস্টার পাইসেল চোখ নামালেন।

'ওর বাবা বোধহয় ভালো নেই, তাই না?' উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল সানসা। 'ও জানত মারামারি হচ্ছে। কিন্তু একজন স্টুয়ার্ডের নিশ্চয় কেউ ক্ষতি করতে চাইবে না। ভেয়ন পুল এমনকি তরবারিও বহন করে না।'

রানি সের্সি তাঁর উপদেষ্টাদের দিকে এক এক করে তাকালেন। 'আমি চাই না সানসা অহেতুক অস্থিরতায় ভুগুক। ওর ছোট্ট বান্ধবীটিকে নিয়ে কী করা যায় বলুন তো আপনারা?'

সামনে ঝুঁকল লর্ড পিটার। 'আমি ওর একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারব।'

'শহরে অবশ্যই নয়,' বললেন রানি।

'আমি বোকা নাকি?'

রানি লিটলফিঙ্গারের মন্তব্য অগ্রাহ্য করলেন। 'লর্ড বরোস, এই মেয়েটিকে নিয়ে লর্ড পিটরের ডেরায় নিয়ে যাবেন এবং তার লোকদেরকে বলবেন পিটার না আসা পর্যন্ত মেয়েটি ওখানেই থাকবে। বলবেন লিটলফিঙ্গার ওকে নিয়ে যাবে ওর বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্য। তাহলে মেয়েটার কান্নাকাটি হয়তো বন্ধ হবে। সানসা তার ঘরে যাওয়ার আগেই মেয়েটিকে সরিয়ে ফেলুন।

'আপনার হুকুম শিরোধার্য, মহামান্যা,' বললেন স্যর বরোস। মস্ত কুর্নিশ করে গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে ঘুরলেন তিনি, লম্বা সাদা আলখাল্লায় ঘূর্ণন তুলে চলে গেলেন।

Banglabook.org

হতবুদ্ধি দেখাল সানসাকে। 'আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। জেনির বাবা কোথায়? স্যর বরোস কেন ওকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়ার বদলে লর্ড পিটারকে কাজটা করতে হচ্ছে?' ও মনে মনে শপথ নিয়েছিল একজন লেডির মতো আচরণ করবে, শক্ত থাকবে ওর মা লেডি ক্যাটলিনের মতো। কিন্তু হঠাৎ ভয় ওকে আবার গ্রাস করল। এক সেকেন্ডের জন্য মনে হলো কেঁদে ফেলবে। 'আপনি ওকে কোথায় পাঠাচ্ছেন? ও কোনো ঝামেলা পাকায়নি। ও ভালো মেয়ে।'

'ও তোমাকে বিচলিত করে তুলেছে,' বললেন রানি নরম গলায়। 'আর সেটি আমরা হতে দিতে পারি না। লর্ড বেইলিশ ওর দেখভাল করবেন এ নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না।' তাঁর পাশের চেয়ারে চাপড় দিলেন। 'বসো সানসা। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

রানির পাশে বসল সানসা। সের্সি আবার হাসলেন তবে তাতে মেয়েটির উৎকণ্ঠা দূর হলো না। গ্রান্ড মায়েস্টার পাইসেল ঢুলুঢুলু চোখ রাখলেন সামনে কাগজপত্রের ওপর। লিটলফিঙ্গার এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সানসার দিকে। লোকটার চাউনিতে সানসার মনে হলো ওর গায়ে যেন কোনো জামাকাপড় নেই। শিরশিরিয়ে উঠল শরীর।

'মিষ্টি সানসা,' ওর কব্জিতে হাত রাখলেন সের্সি। 'কী সুন্দর একটা মেয়ে। তুমি নিশ্চয় জানো জফ্রি এবং আমি তোমাকে কতটা ভালবাসি?'

'আপনি আমাকে ভালবাসেন?' রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে জানতে চাইল সানসা। লিটলফিঙ্গারের কথা বিস্মৃত হলো সে। তার রাজকুমার তাকে ভালবাসে। আর কিছু দরকার নেই তার।

হাসলেন রানি। তোমাকে আমি প্রায় নিজের মেয়ে মনে করি, সানসা। আর তুমি জফ্রিকে কতটা ভালবাস তাও আমি জানি।' তিনি মাথা নাড়লেন। 'কিন্তু দু:খের বিষয় তোমাকে তোমার লর্ড পিতার ব্যাপারে খুব খারাপ একটা খবর দিতে হবে। সাহসে বুক বাঁধো, বাচ্চা।'

রানির শান্ত ভঙ্গিতে বলা কথাগুলো সানসার শরীরের রক্ত জমিয়ে দিল। 'কী খবর?'

' তোমার বাবা একজন বিশ্বাসঘাতক।' বলল লর্ড ভ্যারিস।

প্রাচীন মস্তক উত্তোলন করলেন গ্রান্ড মায়েস্টার পাইসেল। 'আমি নিজের কানে শুনেছি লর্ড এডার্ড আমাদের প্রিয় রাজা রবার্টকে প্রতিশ্রুতি

BanglaBook.org

দিয়েছেন তিনি কিশোর জফ্রিকে তাঁর নিজের ছেলেমেয়েদের মতো সুরক্ষা দেবেন। অথচ রাজা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাউন্সিল ডেকেছিলেন যাতে রাজকুমার জফ্রির সিংহাসনের অধিকার কেড়ে নেয়া যায়।'

'না,' অস্ফূটে বলল সানসা। 'তিনি এরকম করবেন না। করবেন না!'

রানি একখানা চিঠি তুলে নিলেন টেবিল থেকে। কাগজটি ছেড়া, রক্ত শুকিয়ে আছে গায়ে, তবে ভাঙা সীল মোহরটি ওর বাবারই, মোমের ওপর ডায়ারউলফের ছবি চেনা যায়। তোমাদের বাড়ির পাহারাদারদের সর্দারের কাছে এই চিঠিটি আমরা পেয়েছি, সানসা। আমার মৃত স্বামীর ভাই স্ট্যানিসের কাছে লেখা হয়েছে চিঠিটি। তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে রাজমুকুট পরার জন্য।'

'প্লিজ, মহামান্যা, নিশ্চয় কোনো ভুল হয়েছে,' আকস্মিক আতঙ্কে দিশেহারা সানসা। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। 'আমার বাবাকে নিয়ে আসুন। তিনি আপনাকে বলবেন এমন চিঠি তিনি লেখেননি, লিখতে পারেন না। রাজা তাঁর বন্ধু ছিলেন।'

'রবার্ট তেমনটিই ভাবত,' বললেন রানি, 'এই বেঈমানি তাঁর হৃদয় ভেঙে দিত। তবে দেবতারা দয়ালু তাই বেঁচে থেকে তাঁকে দৃশ্যটি দেখতে হলো না।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি। 'সানসা, তুমি দেখতেই পাচ্ছ কী ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আছি। জানি তুমি খুব নিষ্পাপ একটি মেয়ে তবু তো এক বিশ্বাসঘাতকেরই কন্যা তুমি। আমি কী করে আমার ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব বলো তো?'

'কিন্তু আমি তাকে ভালোবাসি,' বিলাপ করে উঠল সানসা। তার মাথায় গোলমাল পাকিয়ে গেছে, একই সঙ্গে ভীত। এ কথার মানে কী? ওরা ওর বাবার কী করেছে? এমনটি তো হওয়ার কথা ছিল না। জফ্রির সঙ্গে ওর বিয়ে হওয়ার কথা। ওদের বাগদান হয়ে গেছে। জফ্রি ওকে কথা দিয়েছে, ও এ নিয়ে কত না স্বপ্ন দেখেছে। ওর বাবা যা-ই করুন না কেন সেজন্য জফ্রিকে ওর কাছ থেকে কেড়ে নেয়া মোটেই ঠিক কাজ হচ্ছে না।

' সে তো আমি জানি, বাচ্চা,' মিষ্টি এবং দয়ালু কণ্ঠ রানির। 'তুমি যদি জফ্রিকে ভাল নাই বাসতে আমাকে এসে সেদিন বলতে না যে তোমাদের বাবা তোমাদেরকে দেশে পাঠিয়ে দেয়ার মতলব করেছেন।'

BanglaBook.org

'শুধু ভালোবাসার কারণেই আমি কাজটা করেছিলাম,' দ্রুত বলল সানসা। 'বাবা আমাকে জফ্রির সঙ্গে দেখা করতে দিতে পর্যন্ত চাননি।'

সানসা ভাল মেয়ে, বাধ্যগত মেয়ে। তবে সেদিন সকালে আরিয়ার মতোই তার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি চেপেছিল। সে সেপটা মরডেনকে ফাঁকি দিয়ে, ওর বাবার আদেশ অমান্য করে রানির কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলেছিল। এমন শয়তানি সে কোনদিন করেনি, করতও না যদি না জফ্রিকে এত ভালবাসত।

'বাবা আমাকে উইন্টারফেলে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে কোন্ এক নাইটের সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। যদিও আমি শুধু জফকেই চাই। এ কথা বলেও ছিলাম তাঁকে। কিন্তু তিনি কর্ণপাত করেননি।'

রাজা রবার্ট ছিলেন সানসার শেষ ভরসা। রাজা তার বাবাকে আদেশ দিতে পারতেন তাদেরকে কিংস ল্যান্ডিংয়ে থাকতে হবে এবং জফ্রির সঙ্গে সানসার বিয়ে দিতে হবে। সানসা জানত তিনি তা করতে পারতেন। কিন্তু রাজাকে ওর ভীষণ ভয়। তিনি প্রায় সারাক্ষণই মদ গিলছেন আর লোকজনকে ধমকে বেড়াচ্ছেন। যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করাও যেত হয়তো তিনি সানসাকে পাত্তা না দিয়ে লর্ড এডার্ডের কাছেই ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। তাই সানসা রানির কাছে গিয়েছিল। মনের সমস্ত কথা হড়বড় করে বলে দেয়। সের্সি ওর কথা শুনে ওকে মিষ্টি করে ধন্যবাদ দেন... তারপর স্যর এরিস ওকে মেগর'স হোল্ডফাস্টের সবচেয়ে উঁচু কক্ষে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখেন। তার খানিক বাদেই বাইরে শুরু হয়ে যায় মারপিট।

'প্লিজ,' কথা শেষ করল সানসা। 'জফ্রির সঙ্গে আমার বিয়ে দিন। আমি সারা জীবন ওর ভালো স্ত্রী হয়ে থাকব, দেখবেন। আপনার মতো একজন রানি হবো।'

রানি অন্যদের দিকে তাকালেন। 'উপদেষ্টাগণ, ওর আবেদনের ব্যাপারে আপনাদের কিছু বলার আছে?'

বেচারী,' বিড়বিড় করল ভ্যারিস। 'কী নিষ্পাপ আর খাঁটি ভালবাসা, মহামান্যা, এ কথা অস্বীকার করলে নিষ্ঠুরতা হয়ে যাবে.... তবু, আমরা কী করতে পারি? ওর বাবা অপরাধ করেছেন।' সে অসহায় ভঙ্গিতে নরম হাত জোড়া ঘষল।

BanglaBook.org

'একজন বিশ্বাসঘাতকের বীজ থেকে জন্ম নেয়া শিশুর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বেঈমানিটা চলে আসবে,' বললেন গ্রান্ড মায়েস্টার পাইসেল। 'ওর এখন বয়স কম তবে দশ বছর পরে কে বলতে পারে ও আবার কোন্ বিশ্বাসঘাতকতার বীজ রোপন করবে?'

'না,' আতঙ্কিত গলায় বলল সানসা। 'আমি কক্ষনো তেমন কিছু করব না... জফ্রির সঙ্গে আমি কোনরকম বিশ্বাসঘাতকতা করব না। আমি ওকে ভালবাসি। শপথ করে বলছি।'

'আহা, কথাগুলো একদম বুকে বিঁধে যায়!' বলল ভ্যারিস। 'তবু অস্বীকার করার জো নেই শপথের চেয়ে রক্তের টান অনেক বেশি শক্তিশালী।'

'ওর কথা শুনে ওর মাকে মনে পড়ে যাচ্ছে আমার, বাবাকে নয়,' মৃদু গলায় বলল লর্ড পিটার বেইলিশ। 'ওকে দেখুন। ওর চুল, চোখ। ক্যাট ওর বয়সে ঠিক এরকমই দেখতে ছিল।'

রানি সানসার দিকে তাকালেন। 'বাচ্চা,' বললেন তিনি সদয় কণ্ঠে, 'আমি যদি সত্যি বিশ্বাস করতে পারতাম তুমি তোমার বাবার মতো নও আমার চেয়ে খুশি আর কেউ হতো না আমার জফির সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে দেখে। আমি জানি সে তোমাকে তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসে।' দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। 'তবু ভয় পাচ্ছি লর্ড ভ্যারিস এবং গ্রান্ড মায়েস্টারের কথা সত্যি হতে পারে ভেবে। রক্তই ভবিষ্যতে কথা বলবে। আমার শুধু মনে পড়ছে তোমার বোন কীভাবে আমার ছেলের ওপর তার নেকড়েটাকে লেলিয়ে দিয়েছিল।'

'আমি আরিয়ার মতো নই,' বলল সানসা। 'ওর শরীরে বেঈমানের রক্ত আছে, আমার ভেতরে নেই। আমি ভালো। সেপটা মরডেনকে জিজ্ঞেস করুন, সে বলবে। আমি শুধু জফ্রির বিশ্বাসভাজন এবং প্রীতিময় স্ত্রী হতে চাই।'

সের্সি ওকে যেন দৃষ্টি দিয়ে মাপলেন। 'বিশ্বাস করছি তুমি যা বলছ মন থেকেই বলছ।' তিনি অন্যদের দিকে ফিরলেন। 'মাই লর্ডস, আমার মনে হচ্ছে এই ভয়ঙ্কর সময়ে ওর অন্যান্য ভাইবোনও যদি আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে তাহলে আর চিন্তার কিছু নেই।'

লম্বা দাড়িতে হাত বুলাচ্ছেন গ্রান্ড মাস্টার পাইসেল, কপালে চিন্তার রেখা। 'লর্ড এডার্ডের তিন ছেলে।'

BanglaBook.org

'বাচ্চা ছেলে,' কাঁধ ঝাঁকালেন রানি। 'আমি চিন্তিত লেডি ক্যাটলিন এবং টালিদের নিয়ে।'

রানি সানসার হাত তাঁর দুই মুঠোয় বন্দি করলেন। ' মেয়ে, তুমি চিঠি লিখতে পার?'

নার্ভাস ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সানসা। সে তার ভাইদের চেয়ে ভাল লিখতে এবং পড়তে পারে। যদিও অংকে ও গোল্লা পায়।

'শুনে খুশি হলাম। হয়তো এখনো তোমার আর জফ্রির ব্যাপারে খানিক আশা আছে...'

'আমাকে কী করতে হবে?'

তেম্যার লেডি মাতা এবং বড় ভাইকে চিঠি লিখতে হবে... কী যেন নাম?'

'রব,' বলল সানসা।

তোমার লর্ড পিতার বিশ্বাসঘাতকতার খবর শিগ্রি তাদের কাছে পৌঁছে যাবে সন্দেহ নেই। তবে তোমার কাছ থেকে সংবাদ গেলেই ভাল হয়। তুমি তাদেরকে জানাবে লর্ড এডার্ড কীভাবে তাঁর রাজার সঙ্গে বেঈমানি করেছেন।'

সানসা জফ্রিকে সাংঘাতিক চাইছে কিন্তু রানি ওকে যা করতে বলছেন তা পারবে কিনা সন্দেহ আছে। 'কিন্তু তিনি... আমি জানি না... মহামান্যা, কী বলব বুঝতে পারছি না...'

রানি ওর হাত চাপড়ে দিলেন। 'কী লিখতে হবে আমরা তোমাকে বলে দেব। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তুমি লেডি ক্যাটলিন এবং তোমার ভাইকে আবেদন জানাবে রাজার শান্তি বজায় রাখতে।'

'শান্তি বজায় না রাখলে ওদের খবর আছে,' বললেন গ্রান্ড মাস্টার পাইসেল।

' তোমার মা নিশ্চয় তোমাকে নিয়ে খুব চিন্তায় আছেন।' বললেন রানি। 'তুমি তাঁকে লিখবে তুমি ভাল আছ এবং এখানে তোমার কোনো যত্নআত্তির অভাব হচ্ছে না। তাদেরকে কিংস ল্যান্ডিংয়ে এসে জফ্রি যখন সিংহাসনে বসবে তখন যেন তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে সে জন্য আহ্বান জানাবে। ওরা যদি তা করে... তাহলে আমরা বুঝব তোমার রক্তে কোনো দোষ নেই এবং তুমি যখন রজঃস্বলা হবে বেলরের গ্রেট সেপ্টে দেবতা

BanglaBook.org

এবং জনতার সামনে রাজার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।'

'*রাজার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে...*'এ কথা শুনে সানসার নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠল তবু সে ইতস্তত করতে লাগল।

'আমি যদি একবার আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে পারতাম... একটু কথা বলা যেত...

'রাজদ্রোহিতা নিয়ে?' ফোঁড়ন কাটল লর্ড ভ্যারিস।

'তুমি আমাকে হতাশ করলে সানসা,' পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেল রানির চোখ। ' তোমাকে তো বললামই তোমার বাবা কী অপরাধ করেছেন। তুমি যেমনটি বলছ সত্যি যদি সেরকম অনুগত হয়ে থাক তাহলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছ কেন?'

'মানে... মানে...' সানসার চোখ জল এসে যায় যায় অবস্থা।

'তিনি.. তাঁর কোনো ক্ষতি হয়নি তো...'

'লর্ড এডার্ডের কোনো ক্ষতি হয়নি,' বললেন রানি।

'কিন্তু... ওনার বিষয়ে কী করা হবে?'

' সেটি রাজা সিদ্ধান্ত নেবেন,' কঠিন গলায় বললেন গ্রান্ড মায়েস্টার পাইসেল।

রাজা! সানসা চোখ মিটমিট করে ঠেকিয়ে রাখল অশ্রু। জফ্রি এখন রাজা, ভাবছে ও। তার উদার রাজকুমার কখনো তার বাবাকে আঘাত করবে না সে তিনি যা-ই করে থাকুন। সানসা যদি জফ্রির কাছে গিয়ে হাতে পায়ে ধরা দয়া চায় ও নিশ্চয় সানসার কথা ফেলতে পারবে না। জফ্রি সানসার কথা শুনবে, সে ওকে ভালবাসে। রানিও তো তাই বললেন।

জফকে হয়তো ওর বাবাকে শাস্তি দিতে হবে, লর্ডরা তাই চাইবেন। তবে হয়তো সে ওর বাবাকে উইন্টারফেলে পাঠিয়ে দেবেন কিংবা ন্যারো সী'র ধারের কোনো ফ্রি সিটিতেও নির্বাসনে পাঠাতে পারে। সে তো কয়েক বছরের ব্যাপার মাত্র। ততদিনে জফ্রির সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যাবে। আর রানি হওয়ার পরে সে জফ্রিকে কাকুতি মিনতি করবে যাতে ওর বাবাকে ক্ষমা করে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

তবে... ওর মা অথবা রব যদি উল্টোপাল্টা কিছু করে বসে, ব্যানারমেনদের ডেকে পাঠায় অথবা আনুগত্য স্বীকারে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে সব ভজকট হয়ে যাবে।

BanglaBook.org

সানসা মন থেকে জানে তার জফ্রি ভাল এবং হৃদয়বান তবে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে রাজাকে কঠোর অবস্থান নিতে হয়। সানসার ওদেরকে বোঝাতে হবে। বোঝাতেই হবে!

'আমি... আমি চিঠিগুলো লিখব,' বলল সানসা।

সূর্যোদয়ের মতো উষ্ণ হেসে সের্সি ল্যানিস্টার ঝুঁকে এসে ওর গালে চুমু খেলেন। 'জানতাম তুমি তা করবে। জফ্রির বুকটা গর্বে ফুলে উঠবে যখন সে জানবে আজ তুমি কতটা সাহস এবং বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ।'

শেষতক ওকে চারখানা চিঠি লিখতে হলো। মা লেডি ক্যাটলিন স্টার্ককে, উইন্টারফেলে তার ভাইদেরকে, ইরির খালা লেডি লাইসা এবং রিভাররানে ওর দাদু লর্ড হোস্টার টালিকে।

চিঠি লেখা শেষ করার পরে ওর আঙুল ব্যথায় টনটন করছিল। কালিঝুলি লেগে গেছে হাতে। ভ্যারিসের কাছে ওর বাবার সীল মোহর ছিল। সে হাউস স্টার্কের ডায়ারউলফের সিল ছাপ্পর মেরে দিল চিঠিগুলোতে।

স্যর ম্যান্ডন মুর সানসাকে মেগর'স হোল্ডফাস্টের কামরায় পৌঁছে দিলেন। ঘরে জেনি পুল নেই, তার জিনিসপত্রও উধাও। সানসাকে আর মেয়েটার কান্নাকাটি সইতে হবে না। তবে ঘরে আগুন জ্বালাবার পরেও ওর শীত শীত ভাবটা গেল না।

সানসা চুল্লির ধারে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে তার প্রিয় একখানা বই নিয়ে বসল। হারিয়ে গেল নাইটদের প্রেমের গল্পে।

রাতে ঘুমানোর সময় সানসার মনে পড়ল সে তার বোনের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে একদম ভুলে গিয়েছিল।

BanglaBook.org

জন

ছাব্বিশ

'ওথর,' বললেন স্যর জেরেমি রাইকার। ' তাতে সন্দেহ নেই। আর এ হলো জাফের ফ্লাওয়ারস।' পা দিয়ে লাশ উলটে দিলেন তিনি। ফ্যাকাসে সাদা মুখ। উপরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে নীল চোখ । 'দুইজনই বেন স্টার্কের দলে ছিল।'

আমার চাচার দলে, ভাবছে জন। দলটার সাথে যাবার জন্য কত অনুরোধ করেছিল সে চাচার কাছে। আমি বাচ্চাদের মতো আচরণ করেছিলাম তখন! যদি ওদের সঙ্গে যেতাম, তাহলে এখন এখানে শুয়ে থাকতে হত এদের সাথে। ভাবল জন।

জাফের এর ডান হাতের কবজি গোস্টের কামড়ে ছিন্নভিন্ন । বিচ্ছিন্ন হাতটা এখন মায়েস্টার এইমনের ঘরে, একটা পাত্রে রাখা সিরকার ভেতর ভাসছে। অন্য হাতটা তার বাহুর শেষ প্রান্তে শোভা পেলেও রঙ বদলে জনের পরনের আলখাল্লার মতো কালো হয়ে আছে।

দেবতারা সহায় হোন,' বুড়ো ভল্লুক বিড়বিড় করলেন। ঘোড়া থেকে নেমে এসে লাগামটা জনের হাতে দিলেন । আজকের সকালটা অস্বাভাবিক রকমের গরম, তরমুজের গায়ে জমা শিশিরের মতো ঘামের বিন্দু লর্ড কমান্ডারের চওড়া কপালে আশ্রয় নিয়েছে।

BanglaBook.org

ঘোড়াটা বিচলিত, তাকিয়ে আছে চোখ বড়বড় করে । যতদূর সম্ভব লাশগুলো থেকে দূরে সরে থাকতে চাইছে। মাদি ঘোড়াটাকে আরও দূরে সরে যাবার সুযোগ দিল জন,তবে যাতে ছুটে পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্য বেশ সতর্ক হয়ে আছে ও। এই জায়গাটার পরিবেশ ঘোড়াটার যে মোটেও ভালো লাগছে না বোঝাই যায়। জনের নিজেরও ভালো লাগছে না ।

সবচেয়ে অশান্ত হয়ে আছে কুকুরগুলো। নতুন দলটাকে এখানে নিয়ে এসেছে গোস্ট, হাউন্ডের পাল কোনো সাহায্যই করছে না। কুকুরশালার প্রধান বাস চেষ্টা করেছিল কাটা হাতের গন্ধ শুঁকিয়ে অনুসরণ করার জন্য। কিন্তু জন্তুগুলো ঘেউ ঘেউ চিৎকার করে ছুটে পালাবার জন্য জোড়াজুড়ি করছিল। এখনো ভয়ার্ত স্বরে ডাকাডাকি করছে।

এটা একটা বন ছাড়া কিছু নয়, নিজেকে বলতে লাগল জন, আর এগুলো শুধুমাত্র মানুষের লাশ। আগেও সে মরা মানুষ দেখেছে...

গত রাতে জন আবার উইন্টারফেলের স্বপ্নটা দেখেছে।

জনশূন্য প্রাসাদ। তার ভেতর খুঁজে বেড়াচ্ছে তার বাবাকে। এরপর ভূগর্ভস্থ সমাধিকক্ষে নেমে আসে সে। কিন্তু এবার স্বপ্নটা আর ওখানেই থেমে থাকেনি, আরও কিছু দেখেছে ও।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে কানে ভেসে আসছিল পাথরের ওপর কিছু ঘষটানোর শব্দ। এরপর যখন সে ঘুরে তাকাল, তখন দেখতে পেল একের পর এক সমাধির ঢাকনা খুলে যাচ্ছে।

মৃত রাজারা তাদের ঠাণ্ডা, কালো সমাধির ভেতর থেকে হুমড়ি খেয়ে বেরিয়ে আসতেই জনের ঘুম ভেঙে যায় ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরে। ওর হৃদপিণ্ড বুকের খাঁচায় হাতুড়ির বাড়ি মারছে। গোস্ট বিছানায় উঠে এসে ওর মুখে নাক ঘষছিল তবু ভয় পিছু ছাড়ছিল না। আবার ঘুমানোর সাহস পায়নি ও। দেয়ালের উপরে উঠে অশান্ত মনে হেঁটেছে ভোরতক। এটা শুধু একটা স্বপ্নই, বারবার নিজেকে বুঝ দেয়ার চেষ্টা করছিল জন। ও আর সেই ভয়কাতুরে বালক নেই, ও এখন নাইটস ওয়াচের একজন সদস্য।

স্যামওয়েল টার্লি গাছের নিচে জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঘোড়াগুলোর আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা। তার গোলগাল মুখটা ভয়ে দুধের মতো সাদা । 'আমি দেখতে চাই না,' ফিসফিসিয়ে ভয়ার্ত মুখে বলল সে।

'কিন্তু তোমাকে তো দেখতে হবেই,' অনুচ্চ কণ্ঠে ওকে বলল জন, যাতে অন্যরা শুনতে না পায়। 'মায়েস্টার এইমন তোমাকে নিজের চোখ হিসেবে এখানে পাঠিয়েছেন। এখন চোখই যদি বন্ধ রাখো তাহলে দেখবে কীভাবে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু.... আমি খুব ডরপুক, জন।'

জন হাত স্যামের কাঁধে হাত রাখল। 'আমাদের সাথে বারোজন রেঞ্জার, কুকুর, এমনকি গোস্টও আছে। তোমাকে কেউ আঘাত করতে পারবে না, স্যাম। সামনে গিয়ে লাশগুলো দেখো। প্রথম দর্শনের সময়টাই যা একটু কঠিন।'

কম্পিতভাবে মাথা ঝাঁকাল স্যাম, দেখেই বোঝা যায় সাহস সঞ্চয়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে । ধীরে ধীরে মাথা তুলল সে, তারপর চোখ মেলে তাকাল। জন ওর হাত ধরে রাখল যাতে চলে যেতে না পারে।

'স্যর জেরেমি,' বুড়ো ভল্লুক কর্কশ গলায় ডাকলেন। ' ওয়াল থেকে রওনা দেয়ার সময় বেন স্টার্কের দলে আরো ছয়জন লোক ছিল। বাকিরা কোথায়?'

স্যর জেরেমি মাথা দোলালেন। 'আমি কীভাবে বলব?'

জেরেমির উত্তরে মরমন্ট যে খুশি হননি তা স্পষ্ট। 'আমাদের দুই ভাইকে বলতে গেলে দেয়ালের দৃষ্টিসীমার ভেতরেই হত্যা করা হলো, এরপরও তোমার রেঞ্জাররা কিছু শুনতেও পায়নি, দেখতেও পায়নি। নাইট'স ওয়াচের বর্তমান হাল তাহলে এ-ই ? এখন কি আমরা বনের ভেতর ওদের খুঁজে দেখতেও পারব না?'

'পারব, মাই লর্ড, কিন্তু....'

'আমরা কি এখনো প্রহরীর দায়িত্ব পালন করছি না?'

'করছি, কিন্তু...'

'এই লোকটার কাছে একটা শিঙ্গা দেখতে পাচ্ছি,' মরমন্ট ওথরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন। 'আমি কি তাহলে ধরে নেব যে বাজানোর সুযোগ পাবার আগেই ওকে মেরে ফেলা হয়েছে? নাকি তোমার সব রেঞ্জার যেমন অন্ধ হয়ে গেছে, তেমনি বধিরও হয়ে গেছে?'

স্যর জেরেমির মুখ রাগে শক্ত হয়ে গেল। ' কোনো শিঙ্গাই বাজানো হয়নি, মাই লর্ড। বাজলে আমার রেঞ্জাররা তা শুনতে পেত। আমার হাতে

BanglaBook.org

যথেষ্ট পরিমাণ লোক নেই টহল দেবার জন্য.... আর বেনজিন নিরুদ্দেশ হবার পরে আমরা দেয়াল থেকে বেশি দূরে যাইনি।'

বুড়ো ভল্লুক আবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলেন। 'হ্যাঁ। ভালো করেছ,' কথাটা বললেও ওনার শরীরী ভঙ্গিতেই বোঝা যায় ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে তাঁর। ' কীভাবে মারা গেছে ওরা?'

জাফের ফ্লাওয়ারস নামের মৃত লোকটার পাশে উবু হয়ে বসে স্যর জেরেমি মাথাটা নিজের হাতে তুলে নিলেন। খড়ের মতো খসখসে চুলগুলো তাঁর আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে। কাউকে উদ্দেশ্য করে একটা গাল পাড়লেন নাইট, তারপর লাশের মুখে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন সামনের দিকে।

লোকটার গলায় শুকনো রক্তে মোড়া গভীর একটা ক্ষত মুখের মতো হাঁ হয়ে গেল সাথে সাথে। ধড়ের সাথে মাথাটা কয়েক ফালি মাংস দিয়ে সংযুক্ত । 'কুঠার দিয়ে একে হত্যা করা হয়েছে, মাই লর্ড।'

'হুম,' বিড়বিড় করল ডাইওয়েন। 'ওথরের হাতে যে কুঠারটা আছে, সেরকম কোনো কুঠার দিয়ে।'

জনের মনে হলো সকালের খাবার তার পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠছে, তবে সে শক্তভাবে ঠোঁট চেপে রইল। দ্বিতীয় লাশটার দিকে ফিরে তাকাল আবার।

প্রকান্ডদেহী এক কুৎসিত লোক ছিল ওথর। মৃত্যু তাকে রূপান্তর ঘটিয়েছে বিশালদেহী এক কুৎসিত লাশে। রেঞ্জারদের যাত্রা শুরুর সময় হেঁড়ে গলায় অশ্লীল গান গাইছিল সে, মনে পড়ল জনের। আর কখনো গাইবে না সে। শুধুমাত্র হাত বাদে ওথরের বাকি শরীরের মাংস দুধসাদা হাতটা কালো হয়ে আছে জাফেরের হাতের মতোই।

বুক, কুঁচকি আর গলার মারাত্মক আঘাতের ক্ষত থেকে বেরোনো রক্ত শুকিয়ে গেছে, শক্ত হয়ে ফুসকুড়ির চেহারা ধারণ করেছে। নীল চোখ দুটো খোলা, আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ওথর।

সিধে হলেন স্যর জেরেমি । 'ওয়াইল্ডলিংদের কাছেও কুঠার আছে।'

তাঁর দিকে তাকালেন মরমন্ট। 'তাহলে তোমার ধারণা এটা ম্যান্স রেইডারের কাজ? দেয়ালের এত কাছে?'

BanglaBook.org

'আর কে-ই বা এমন কাজ করবে, মাই লর্ড?'

জবাবটা জন দিতে পারত। সে ভালো করেই জানে এখানকার লোকগুলো কী ভাবছে। কিন্তু কেউ মুখ ফুটে কথাটা বলবে না। আদার্সদের কথা শুধুমাত্র গল্পেই আছে, আর এই গল্প বলা হয় বাচ্চাদের ভয় পাওয়াতে। ওদের অস্তিত্ব যদি সত্যিও হয়, প্রায় আট হাজার বছর ধরে তাদের কোনো পাত্তা নেই। ওদের কথা ভাবলেও নিজেকে বোকা মনে হয়। ও আর সেই ছোট্ট বালক নেই, নাইট'স ওয়াচের সে এখন একজন সদস্য । বুড়ি ন্যানের পায়ের কাছে ব্রান, রব আর আরিয়ার সাথে বসে গল্প শোনা এখন কেবলই স্মৃতি।

লর্ড কমান্ডার মরমন্ট গজগজ করলেন, 'ক্যাসল ব্ল্যাক থেকে মাত্র অর্ধদিবস দূরত্বে বেন স্টার্ক ওয়াইল্ডলিংদের আক্রমণের শিকার হলে ও ঠিকই ফিরে এসে আরো লোক নিয়ে যেত, এরপর খুনিদের ধাওয়া করে মেরে আমার কাছে ওদের কাটা মাথা নিয়ে আসত ।'

'যদি না সে নিজেই মারা গিয়ে থাকে,' স্যর জেরেমি বললেন।' বেনজিন নিরুদ্দেশ হয়েছে প্রায় ছয় মাস আগে, মাই লর্ড। বনটা বিশাল। ওয়াইল্ডলিংরা যে কোনো জায়গাতেই তাকে আক্রমণ করতে পারে। বাজি ধরে বলতে পারি ওর দলের ভেতর এই দুজনই শেষ জীবিত ছিল, আমাদের কাছে ফিরে আসার চেষ্টা করছিল ওরা, কিন্তু দেয়ালের কাছাকাছি পৌঁছানোর আগেই ওদের নাগাল পেয়ে যায় শত্রুরা। লাশগুলো এখনো টাটকা, দেখে মনে হচ্ছে না এক দিনের বেশি আগে মারা গেছে...'

'না,' স্যামওয়েল টার্লি বেশ জোরেই বলল।

চমকে উঠল জন স্নো। আর যা-ই হোক, স্যামের কাছ থেকে এমন, উচ্চ স্বরের আওয়াজ প্রত্যাশা করেনি সে। মোটু কর্মকর্তাদের বেশ ভয় পায়, আর স্যর জেরেমি ধৈর্যহীন একটা মানুষ কে না জানে!

'আমি তোমার মতামত শুনতে চাইনি, ছোকরা।' রাইকার শীতল গলায় বললেন।

'ওকে বলতে দিন, স্যর,' জন বলে বসল।

মরমন্টের দৃষ্টি একবার স্যাম, তারপর জনের ওপর থেকে ঘুরে আবার স্যামের ওপর এসে স্থির হলো। 'এই ছেলের যদি কোন বক্তব্য থাকে আমি শুনতে চাই। এই ছেলে, কাছে এসো। তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না ঘোড়াগুলোর জন্য।'

BanglaBoi.org

দরদর করে ঘামতে ঘামতে জন আর ঘোড়াটার পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে এল স্যাম। 'মাই লর্ড, এরা... এরা এক দিন আগে মারা যায়নি... দেখুন... রক্ত..'

'আচ্ছা?' মরমন্ট অধৈর্য ভঙ্গিতে বললেন। 'হ্যাঁ, রক্ত। কী দেখার আছে এতে?'

'রক্ত দেখেই ও কাপড় ভিজিয়ে ফেলেছে আর কি!' মন্তব্য করল শেট। বাকি রেঞ্জাররা হাসিতে ফেটে পড়ল ওর কথা শুনে।

স্যাম ভ্রুর ঘাম মুছল। 'আপনি... আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে গোস্ট... জনের ডায়ারউলফ... লোকটার হাত যেখান থেকে কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে সে জায়গায় কোনো রক্তপাত হয়নি, দেখুন...' হাত নাচাল সে। 'আমার বাবা... ল-লর্ড রেন্ডিল, আমাকে... আমাকে মাঝে মাঝে পশুর ছাল ছাড়ানোর দৃশ্য দেখতে বাধ্য করতেন, যখন... পরে...' স্যাম ওর মাথা নাড়ছে দুই পাশে, কাঁপছে থুতনি । লাশগুলো দেখার পর আর চোখ সরাতে পারছে না ওগুলো থেকে। 'সদ্য খুন করা হলে... এখনো রক্তপাত হতো, মাই লর্ডস। পরে.. পরে জমে যেত, থকথকে হয়ে... আর... আর...' ওকে দেখে মনে হচ্ছে এখনই অসুস্থ হয়ে পড়বে। 'এই লোকটার হাতের দিকে তাকান... পুরোটাই শক্ত... শুকনো... যেন...'

জন এবার বুঝতে পারল স্যাম কী বলতে চাইছে। লাশটার কবজির কাছে ছিন্নভিন্ন শিরা দেখতে পেল সে। রক্ত কালো ধুলোর মতো দেখাচ্ছে। স্যার জেরেমি রাইকার স্যামের কথায় তেমন প্রভাবিত হলেন না। 'যদি এক দিনের বেশি আগে এরা মারা গিয়ে থাকে, এতক্ষণে পচন শুরু হবার কথা। এদের গা থেকে তো কোনো গন্ধই আসছে না।'

ডাইওয়েন, যে কিনা গর্ব করে বলে বেড়ায় সে তুষারের গন্ধও পায়, লাশগুলোর কাছে গিয়ে নাক টানল। 'এরা যদিও ফুল-টুল নয়, তবে মি লর্ড, সত্যটা হচ্ছে, এদের গায়ে লাশের কোনো গন্ধ নেই।'

'এরা... এরা পচছে না।' লাশগুলোর দিকে নির্দেশ করল স্যাম। ওর মোটা আঙুলগুলো কাঁপছে অল্প অল্প। ' দেখুন, এদের এদের গায়ে কোনো পোকা বা কিছুই নেই... লাশগুলো জঙ্গলে পড়েছিল, কিন্তু কোনো প্রাণীই ওদেরকে স্পর্শ করেনি বা কামড়ায় নি.. শুধুমাত্র গোস্ট বাদে... নতুবা ওরা.. ওরা...'

BanglaBook.org

'কেউ ওদেরকে ছোঁয়নি,' জন আস্তে করে বলল। 'আর গোস্টের কথা আলাদা। কোনো কুকুর বা ঘোড়া লাশের ধারে কাছেও ঘেঁষতে চাইছে না।'

রেঞ্জাররা দৃষ্টি বিনিময় করল, সকলেই বুঝতে পারছে কথা সত্য। ভ্রু কুঁচকে লাশের দিক থেকে চোখ সরিয়ে কুকুরগুলোর দিকে তাকালেন মরমন্ট। ' শেট, হাউন্ডগুলোকে এদিকে নিয়ে এসো তো!'

শেট চেষ্টা করল ওগুলোকে কাছে আনার, না পেরে গালাগাল দিল, গলার দড়ি ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। কিন্তু কুকুরগুলো ভয়ার্ত শব্দ করতে করতে যে যার জায়গায় স্থির থাকার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে গেল। শেষে ও মাত্র একটা কুকুরকে সামনে আনার চেষ্টা করল।

কিন্তু প্রবলভাবে বাধা দিচ্ছে মাদী কুকুরটা, গরগর শব্দ করে গলার বাঁধন ছোটানোর জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। অবশেষে জন্তুটা আকস্মিক ঝাঁপ দিল সামনের দিকে। কুকুরটার গলার দড়ি ছেড়ে দিতেই তাল সামলাতে না পেরে পেছনের দিকে পড়ে গেল শেট। এ সুযোগে ওর উপর দিয়ে লাফিয়ে বনের ভেতর হারিয়ে গেল কুকুরটা।

'পুরো.. পুরো ব্যাপারটাই কেমন রহস্যময়,' বলল স্যামওয়েল টার্লি। 'রক্ত.. কাপড়ে রক্তের দাগ, আর... আর ওদের শুকিয়ে শক্ত হয়ে যাওয়া মাংস, কিন্তু মাটিতে কোনো দাগ নেই কিছুর, আশেপাশের কোনো জায়গাতেই নেই। আর ওই... ওই...' ঢোক গিলল স্যাম, তারপর লম্বা একটা লম্বা শ্বাস নিল, 'ওই ক্ষত... গভীর ক্ষতের কারণে পুরো জায়গাতেই রক্তের বন্যা বয়ে যাওয়ার কথা। ঠিক না?'

ডাইওয়েন নিজের কাঠের দাঁতে জিভ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'হয়তো ওরা এখানে মারা যায়নি। হয়তো কেউ ওদের এখানে এনে আমাদের জন্য ফেলে গেছে। সতর্ক করে দিয়েছে আমাদেরকে।' বুড়ো বনরক্ষক হঠাৎ সন্দেহের দৃষ্টিতে নিচের দিকে তাকাল, কুঁচকে গেছে ভ্রু । 'আমার ভুলও হতে পারে, কিন্তু মনে হয় না ওথরের চোখের রঙ নীল ছিল।'

স্যার জেরেমিও চমকে গেছেন। 'ফ্লাওয়ারেরও ছিল না,' লাশগুলোর দিকে ফিরে তাকবার চেষ্টা করলেন ।

বনের ভেতরে দলটার মাঝে নিরবতা নেমে এলো এবার। খানিকক্ষণ স্যামের ভারি নিঃশ্বাস আর ডাইওয়েনের কাঠের দাঁত চোষার

BanglaBook.org

ভেজা ভেজা শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ শোনা গেল না। গোস্টের পাশে চুপচাপ উবু হয়ে রয়েছে জন।

'পুড়িয়ে ফেলো,' একজন ফিসফিসিয়ে বলল।

'হ্যাঁ, পুড়িয়ে ফেলা হোক,' দ্বিতীয় একটা স্বর সায় জোগাল।

বুড়ো ভল্লুক জেদি ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। 'এখনই না। আমি চাই মায়েস্টার এইমন আগে ওদেরকে পরীক্ষা করে দেখবেন। আমরা এদেরকে ওয়ালে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।'

কিছু হুকুম পালন করার চেয়ে আদেশ দেয়া চেয়ে অনেক সহজ। ওরা লাশগুলোকে আলখাল্লা দিয়ে পেঁচিয়ে নিল ভালো করে, কিন্তু এরপর শেট আর ডাইওয়েন যখন ওগুলোকে ঘোড়ার পিঠের সাথে বাঁধার চেষ্টা করল, তখন প্রাণীটা ভয়ে পাগল হয়ে গেল যেন।

চিৎকার করে ছুটোছুটি করতে লাগল, দাপাতে লাগল খুরের ওপর। এমনকি কেটার যখন ওদেরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলো তখন ওর হাত কামড়ে দিল ঘোড়াটা।

অন্য ঘোড়াটাকে নিয়েও গলদঘর্ম হলো রেঞ্জাররা। শেষে ওরা গাছের ডাল দিয়ে কোনরকমে একটা আকৃতি দাঁড় করিয়ে তার ওপর লাশগুলো তুলে পায়ে হেঁটে ফিরতে বাধ্য হলো। ওরা যখন ফিরতি পথে যাত্রা শুরু করল, তখন দুপুর পেরিয়ে আরও অনেক বেলা হয়ে গেছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সাতাশ

'পুরো বনটা খুঁজে দেখবে ভালো করে,' রওনা দেয়ার আগে মরমন্ট স্যর জেরেমিকে হুকুম দিলেন। 'দশ লীগের ভেতর প্রতিটি গাছ, পাথর, ঝোপ,প্রতি হাত মাটি খুঁজে দেখবে। তোমার অধীনে যত লোক আছে সবাইকে কাজে লাগাবে, আর যথেষ্ট লোক না থাকলে শিকারী এবং বনকর্মীদের ধার নেবে স্টুয়ার্ডদের কাছ থেকে। যদি বেন এবং অন্যরা এখনো ওখানে থেকে থাকে, জীবিত অথবা মৃত আমি ওদের খুঁজে পেতে চাই। কেউ বনে থাকলে তাদের সম্পর্কেও জানতে চাই। ওদেরকে অনুসরণ করে খুঁজে বের করবে, আর আমার কাছে জীবিত ধরে নিয়ে আসবে। ঠিক আছে?'

'জি, মাই লর্ড,' বললেন স্যর জেরেমি।

মরমন্ট নিজের ঘোড়ায় উঠে বসলেন। লর্ড কমান্ডারের স্টুয়ার্ড জন তাঁকে অনুসরণ করল।

দিনটা স্যাঁতসেঁতে, মেঘাচ্ছন্ন এবং ধূসর, এমন একটা দিন যখন সকলে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করে। বনের ভেতর একটুও বাতাস নেই, পরিবেশ গুমোট আর ভারী। শরীরের সাথে লেপ্টে আছে জনের পোশাক। খুব গরম লাগছে।

কিছুক্ষণ ওদের সাথে থাকল গোস্ট, এরপর গাছপালার মাঝে উধাও হয়ে গেল আবারও। ডায়ারউলফকে ছাড়া নিজেকে অনিরাপদ লাগে জনের। প্রতিটি ছায়ার দিকে অস্বস্তি নিয়ে তাকাচ্ছে সে।

BanglaBook.org

প্রাচীন একটি ওক গাছের উপর দিয়ে দেয়ালের কিছু অংশ দৃশ্যমান হলে স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলল জন। মরমন্ট হঠাৎ ঘোড়ার লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে পড়লেন, ঘুরে তাকিয়ে হাঁক দিলেন, 'টার্লি, এদিকে এসো।'

স্যাম তার মাদী ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে এল। চেহারায় ভয়ের ছাপ । নি:সন্দেহে স্যাম ভাবছে কোনো ঝামেলায় পড়ে গেছে সে। 'তুমি মোটু হলেও একেবারে বোকা নও, ছেলে,' কর্কশ কণ্ঠে বললেন বুড়ো ভল্লুক। ' ভালোই কাজ দেখিয়েছ তুমি। আর স্নো, তুমিও।'

স্যামের মুখ লজ্জায় লাল হলো। কিছু বলতে গিয়ে জড়িয়ে গেল কথা। জন প্রশংসার জবাবে হাসল শুধু।

গাছের নিচ দিয়ে ওরা বেরিয়ে আসার পরে মরমন্ট তাঁর ঘোড়াটাকে জোরে ছোটার জন্য হাঁক ছাড়লেন। ওদের দলের সাথে মিলিত হতে বন থেকে ঝট করে আবির্ভূত হলো গোস্ট । চোয়াল চাটছে ডায়ারউলফ, কোনো শিকারের রক্তে রঞ্জিত মুখ।

অনেক উপর থেকে দেয়ালের নিরাপত্তারক্ষীরা ওদের দলটাকে এবার খেয়াল করল। বহুদূর থেকে ভেসে আসা দেয়ালের পাহারাদারদের বিশাল শিঙ্গার ভারী আওয়াজ শুনতে পেল জন। উচ্চকিত ভারি আওয়াজটা গাছপালা প্রকম্পিত করে বরফের উপর দিয়ে প্রতিধ্বনি তৈরি করল।

উউউউ্উউউ্উউউউউউউ্ওওওওওওওওওওওওওওওওওওওও

ধীরে ধীরে শব্দটা ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গেল। একবার বাজানো মানে রেঞ্জাররা ফিরে এসেছে। জন ভাবছে *যাক অন্তত একটা দিনের জন্য হলেও তো রেঞ্জার হতে পারলাম*!

ওরা বরফের সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে এল। বোয়েন মার্শ অপেক্ষা করছিলেন দরজায়। লালচে হয়ে আছে লর্ড স্টুয়ার্ডের মুখ, বিচলিত চেহারা।

'মাই লর্ড,' দরজার লোহার খিল খুলতে খুলতে লর্ড কমান্ডার মরমন্টকে বললেন তিনি, 'একটা দাঁড়কাক এসেছিল, আপনি একবার আমার সাথে আসুন।'

'কী হয়েছে?' খেঁকিয়ে উঠলেন মরমন্ট ।

উত্তর দেবার আগে জনের দিকে তাকালেন মার্শ। 'চিঠিটা মায়েস্টার এইমনের কাছে আছে। উনি আপনার কামরায় অপেক্ষা করছেন।'

BanglaBook.org

'আচ্ছা, ঠিক আছে। জন, আমার ঘোড়াটাকে দেখে রাখো, আর স্যার জেরেমিকে বলো লাশগুলোকে ভাঁড়ার ঘরে পাঠাতে। মায়েস্টার এইমন ওগুলোকে পরীক্ষা করবেন।' ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে চলে গেলেন মরমন্ট।

আস্তাবলে ঘোড়া রেখে ফিরে আসার সময় অস্বস্তি নিয়ে জন খেয়াল করল লোকজন ওর দিকে তাকিয়ে আছে। উঠোনে স্যার আলিসার থর্ন ছেলেদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন।

জনকে দেখতে পেয়ে প্রশিক্ষণ থামিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। ঠোঁটে এক চিলতে বাঁকা হাসি। অস্ত্রাগারের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে একহাতওয়ালা ডোনাল নোয়ি। ' দেবতারা তোমার সহায় হোন, স্নো,' বলল সে।

কোনো সমস্যা আছে, ভাবল জন। *বড় কোনো সমস্যা*।

লাশগুলোকে দেয়ালের গোড়ার দিকে একটা ভাঁড়ার ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো, শক্ত বরফ খোদাই করে তৈরি করা অন্ধকার, শীতল কক্ষ যেখানে মাংস আর খাদ্যশস্য জমা রাখা হয়। মাঝে মাঝে মদও রাখা হয়। জন মরমন্টের ঘোড়াকে পানি আর খাবার খাওয়ানোর পরে বন্ধুদের খুঁজতে লাগল। পাহারার দায়িত্বে রয়েছে গ্রেন আর টোপ। পিপকে পাওয়া গেল বড় কামরাটায়।

'রাজা মারা গেছেন,' পিপ বলল ফিসফিসিয়ে।

খবরটা শুনে আড়ষ্ট হয়ে গেল জন। উইন্টারফেলে রবার্ট ব্যারাথিয়নকে বেশ বুড়ো আর মোটা দেখালেও চলাফেরা বা চেহারায় অসুস্থতার কোনো চিহ্নও ছিল না। 'তুমি কীভাবে জানলে?' পিপকে জিজ্ঞেস করল ও।

'ক্লাইডাস মায়েস্টার এইমনকে চিঠিটা পড়ে শোনাবার সময় একজন নিরাপত্তারক্ষী শুনে ফেলে।' পিপ জনের আরো কাছে ঘেঁষল। 'জন, আমি দু:খিত। উনি তোমার বাবার বন্ধু ছিলেন, তাই না?'

'শুধু বন্ধুই না, একসময় ভাইয়ের মতো ছিলেন দু'জন।' জন ভাবছিল জফ্রি তার বাবাকে রাজার হ্যান্ড হিসেবে রাখবে কিনা। মনে হয় না রাখবে। তার মানে লর্ড এডার্ড আবার ওর বোনদের সাথে নিয়ে উইন্টারফেলে ফিরে আসবেন। লর্ড মরমন্টের অনুমতি নিয়ে সে হয়তো

BanglaBook.org

ওদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পাবে। আরিয়াকে আবার দেখতে পেলে আর বাবার সাথে কথা বলতে পারলে ওর খুব ভালো লাগবে। *এবার দেখা হলে আমার মায়ের পরিচয় জিজ্ঞেস করব তাঁকে*, জন ভাবল। *আমি এখন আর ছোট বাচ্চা নই। মা যদি বেশ্যাও হয়, তাতেও আমার কিছু যায় আসে না, আমি শুধু জানতে চাই।*

'শুনলাম হেক বলছিল লাশগুলো নাকি তোমার চাচার দলের,' পিপ বলল।

'হ্যাঁ,' উত্তর দিল জন। ' যে ছয়জনকে উনি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তার মধ্যে এই দুইজন ছিল। ওরা মারা গিয়েছে অনেক আগে, কিন্তু লাশ পাওয়া গেল এখন। লাশগুলো বেশ অদ্ভুত!'

'অদ্ভুত?' আগ্রহ পিপের কণ্ঠে। ' কেমন অদ্ভুত?'

'স্যামের কাছ থেকে শুনে নিও,' জন ব্যাপারটা নিয়ে আর কথা বাড়াতে চাইছে না। ' দেখি গিয়ে বুড়ো ভল্লুক আমার খোঁজ করছেন কিনা।'

BanglaBook.org

আটাশ

লর্ড কমান্ডারের টাওয়ারের দিকে হেঁটে চলল জন। উৎকণ্ঠিত। ওকে দেখে সেখানে পাহারারত দুই নাইটস ওয়াচ সদস্য ওর দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইল। 'বুড়ো ভল্লুক নিজের ঘরেই আছেন,' একজন বলল। 'তোমাকে খুঁজছিলেন।'

জন মাথা ঝাঁকাল। আস্তাবল থেকে সরাসরি এখানে চলে আসা উচিত ছিল তার। লর্ড কমান্ডারের টাওয়ারের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। কমান্ডার হয়তো ওয়াইন চাইবেন, বা কক্ষে আগুন জ্বালিয়ে দিতে বলবেন।

ঘরে ঢুকল জন। মরমন্টের দাঁড়কাক চিৎকার দিল, 'ভুট্টা! ভুট্টা! ভুট্টা!'

'মাত্রই ওকে খাবার খাইয়েছি আমি,' বুড়ো ভল্লুক গজগজ করে বললেন। জানালার পাশে বসে একখানা চিঠি পড়ছিলেন তিনি। 'আমার জন্য এক পাত্তর ওয়াইন আনো। তোমার জন্যও এনো এক পেয়ালা।'

'আমার জন্য, মাই লর্ড?'

মরমন্ট চিঠি থেকে মুখ তুলে জনের দিকে তাকালেন। 'বললাম না?'

জন সাবধানে মদ ঢালতে লাগল। খুব দ্রুত পূর্ণ হয়ে গেল পেয়ালা দুটো।

'বসো,' মরমন্ট আদেশ দিলেন ওকে। 'পান করো।'

BanglaBook.org

দাঁড়িয়েই থাকল জন। 'আমার বাবার কিছু হয়েছে, তাই না?'

বুড়ো ভল্লুক হাতের আঙুল দিয়ে চিঠিতে টোকা দিলেন। ' তোমার বাবা আর রাজা,' বললেন তিনি। তোমাকে মিথ্যা বলব না, খবর খুব খারাপ। আমি কখনো কল্পনাও করিনি অর্ধেক বয়সী এবং ষাঁড়ের মতো শক্তিশালী রবার্ট সিংহাসনে থাকতে জীবদ্দশায় অন্য কোনো রাজাকে দেখতে হবে।' এক ঢোক ওয়াইন পেটে চালান দিলেন লর্ড কমান্ডার। 'ওরা বলত রাজা শিকার করতে খুব ভালবাসেন। আমরা যা ভালবাসি, তা-ই আমাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, ছেলে। মনে রাখবে কথাটা। আমার ছেলেটা নিজের অল্পবয়সী রূপসী স্ত্রীকে ভালবাসত অনেক। বাজে মেয়েলোক। ও না থাকলে কখনই আমার ছেলে চোরাকারবারিদের সাথে জড়াবার কথা চিন্তা করত না।'

জন তাঁর কথায় খুব একটা মনোযোগ দিতে পারছে না। 'মাই লর্ড, আমি বুঝতে পারছি না। বাবার কী হয়েছে?'

'আমি তোমাকে বসতে বলেছি,' মরমন্ট বললেন। 'বসো, ওয়াইন নাও।'

জন বসে পেয়ালায় চুমুক দিল।

'লর্ড এডার্ড কারাগারে বন্দি। রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ওরা বলছে রবার্টের ভাইদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তিনি রাজকুমার জফ্রির কাছ থেকে সিংহাসন কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন।'

'না,' জন বলল। 'এ হতে পারে না! আমার বাবা কখনই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন না!'

' তোমার কথাই হয়তো ঠিক,' মরমন্ট বললেন। 'কিন্তু আমি তা বলার অধিকার রাখি না। তুমিও না।'

'কিন্তু অভিযোগটা তো মিথ্যা,' জন আবার বলল। কীভাবে ওরা ভাবতে পারল যে তার বাবা রাজদ্রোহের সাথে যুক্ত, সবাই কি পাগল হয়ে গেল? লর্ড এডার্ড স্টার্ক কখনই নিজের সম্মানকে বিসর্জন দেবেন না... দেবেন কি?'

উনি একজন জারজ সন্তানের পিতা, একটা কণ্ঠস্বর তার কানের গোড়ায় ফিসফিসাল। *এর ভেতর সম্মানের কিছু আছে? আর তোমার মা, তার ব্যাপারে কী বলবে? উনি তো কোনোদিন তার নামটাও বলতে চান নি তোমার কাছে।*

BanglaBook.org

'মাই লর্ড, ওঁর ব্যাপারে কী করবে ওরা? মেরে ফেলবে?'

'তা আমি কী করে বলব। আমি একটা চিঠি পাঠাবো ভাবছি। রাজার কাউন্সিলের কয়েকজনের সাথে যৌবনে পরিচয় ছিল আমার। পাইসেল, লর্ড স্ট্যানিস, স্যর ব্যারিস্টান... তোমার বাবা যা-ই করে থাকুন না কেন উনি একজন সম্মানিত লর্ড। তাকে অবশ্যই নাইট'স ওয়াচে যোগ দেবার অনুমতি দেয়া হবে। লর্ড এডার্ডের মতো লোকের খুব দরকার আমাদের এখানে।'

জন অনেককেই চেনে যারা রাজদ্রোহের মতো অপরাধ করেও সম্মানের সাথেই নাইট'স ওয়াচে যোগ দিয়েছে। লর্ড এডার্ড কেন নয়? *বাবা এখানে আসবে!* ভাবনাটা খুবই অদ্ভুত, এমনকি অস্বস্তিকরও বটে। ওনাকে উইন্টারফেল থেকে উৎখাত করে দেয়ালে পাঠানোটা খুবই অবিচার হবে, কিন্তু এতে যদি তাঁর প্রাণটা রক্ষা পায়...

আচ্ছা, জফ্রি কি এই প্রস্তাব মেনে নেবে? সে যেভাবে উইন্টারফেলের উঠোনে রব আর স্যর রডরিককে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করেছিল তা জনের এখনো মনে আছে। জনের দিকে সে ফিরেও দেখেনি, এমনকি হেনস্তা করার জন্যও জারজদের সে গোনার মধ্যে ধরে না। 'মাই লর্ড, রাজা কি আপনার কথা শুনবেন?'

বুড়ো ভল্লুক কাঁধ ঝাঁকালেন। 'একজন বালক রাজা... আমার মনে হয় ও ওর মায়ের কথার ওপর সিদ্ধান্ত নেবে। দু:খের বিষয় এই মুহূর্তে টিরিয়ন ল্যানিস্টারও কিংস ল্যান্ডিং এ নেই। ছেলেটার মামা হয় সে, ওকে তোমার মায়ের আটক করাটা ঠিক হয়নি। এখানে এসে নিজের চোখেই তো দেখে গেল আমাদের কী দরকার।

'লেডি স্টার্ক আমার মা নয়,' চড়া সুরে তাকে মনে করিয়ে দিল জন। টিরিয়ন ল্যানিস্টার তার বন্ধুর মতো হয়ে গেছে। যদি লর্ড এডার্ড মারা যান তাহলে রানির সাথে লেডি স্টার্কও সমান ভাবে দায়ী থাকবেন। 'মাই লর্ড, আমার বোনদের কী খবর? আরিয়া আর সানসা, ওরা দু'জনেই বাবার সাথে ছিল, আপনি কী জানেন–'

'পাইসেল ওদের কারো কথাই চিঠিতে উল্লেখ করেননি, তবে ওদের সঙ্গে নিশ্চয় ভাল ব্যবহার করা হবে। আমি চিঠিতে ওদের কথা জানতে চাইব,' মরমন্ট মাথা দোলালেন। 'ঘটনাটা ঘটল খুব খারাপ সময়ে।

BanglaBook.org

এই মুহূর্তে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে একজন শক্তিশালী রাজা এই সাম্রাজ্যের অনেক বেশিই দরকার..' জনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন লর্ড কমান্ডার। 'আশা করি নির্বোধের মতো কিছু করার চিন্তা তোমার মাথায় নেই, ছেলে।'

'উনি আমার বাবা।' কথাটা বলতে চাইল জন, তবে জানে এই মুহূর্তে এসব কথা ওর কাছ থেকে শুনতে আগ্রহী নন মরমন্ট। মদের পেয়ালার আরেকটা চুমুক দিল ও।

' তোমার দায়িত্ব এখন এখানে,' লর্ড কমান্ডার ওকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। ' তোমার আগের জীবনের ইতি তখনই ঘটেছে, যখন থেকে ব্ল্যাকে যোগ দিয়েছ।' পাখিটা কর্কশ কণ্ঠে ডেকে উঠল 'ব্ল্যাক ব্ল্যাক'।

'কিংস ল্যান্ডিং-এ ওরা যা খুশি করুক সেটি তোমার মাথা ব্যথা নয়।' জন চুপ হয়ে আছে দেখে বৃদ্ধ তাঁর ওয়াইন শেষ করে বললেন, 'এখন তুমি যাও। আজ আর তোমাকে আমার প্রয়োজন হবে না। আগামীকাল চিঠিটা লিখতে আমাকে তুমি সাহায্য করবে।'

জন বাইরে এলে পাহারাদারদের একজন ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'শক্ত হও, ছেলে। দেবতারা খুবই নিষ্ঠুর।'

জন বুঝতে পারল ওরা পুরো ঘটনাটা জানে।

'আমার বাবা রাজদ্রোহী নন,' কর্কশ গলায় বলল ও। কথাগুলো তার গলায় যেন বেঁধে গেল। বাতাসের বেগ বাড়ছে। লর্ড কমান্ডারের কক্ষের চেয়ে এখন আরো বেশি ঠাণ্ডা লাগছে। প্রাণবন্ত গ্রীষ্ম তাহলে অবশেষে নিজের তেজ হারিয়ে ফেলেছে!

BanglaBook.org

উনত্রিশ

পুরো বিকালটা ঘোরের মধ্যে কাটল জনের। বলতে পারবে না কোথায় কোথায় সে গিয়েছে, কী করেছে বা কার কার সঙ্গে কথা বলেছে। গোস্ট পুরোটা সময় ওর পাশেই ছিল। ডায়ারউলফের নিরব উপস্থিতি ওকে প্রশান্তি দেয়। *আমার বোনরা এটুকু শান্তিও পাচ্ছে না*, ভাবল সে। নেকড়েগুলো হয়তো ওদের খানিকটা নিরাপত্তা দিতে পারত, কিন্তু লেডিকে হত্যা করা হয়েছে, আর পালিয়ে গেছে নাইমেরিয়া। ওরা এখন সম্পূর্ণ একা।

সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে উত্তর থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করল। সাধারণ বড় কক্ষটায় রাতের খাবার খেতে খেতে দেয়াল আর দুর্গের গায়ে বাতাস আছড়ে পড়ার বিক্ষুব্ধ ধ্বনি শুনতে পেল সবাই।
যব, পেঁয়াজ আর গাজর দিয়ে হরিণের মাংস ঘন করে রান্না করেছে হব। যখন বাড়তি এক চামচ মাংস আর রুটির টুকরো ওর থালায় তুলে দিল সে, জন কারণটা বুঝতে পারল। লোকটা পুরো ব্যাপারটা জানে। ঘরের যেদিকেই তাকাল দেখল লোকজন ওর দিকে তাকিয়ে আছে নিরবে। চোখাচুখি হওয়া মাত্র মাথা ঘুরিয়ে নিচ্ছে সবাই। সকলেই জানে ব্যাপারটা।

বন্ধুরা সবাই ওর কাছে চলে এলো। 'আমরা সেপ্টনকে বলেছি তোমার বাবার জন্য মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করতে,' ম্যাথার ওকে বলল। 'এসব মিথ্যে কথা, আমরা সবাই জানি এসব মিথ্যা, এমনকি গ্রেনও জানে,'

BanglaBook.org

বলল পিপ। সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল গ্রেন, স্যাম জনের একটা হাত ধরল। 'তুমি এখন আমার ভাই, তার মানে লর্ড এডার্ডও আমার বাবা,' মোটা ছেলেকে জনকে বলল। 'যদি উইয়ারউড বনে গিয়ে পুরানো দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করতে চাও, আমি তোমার সাথে যাব।'

উইয়ারউড বন দেয়ালের অপর পাশে, আর জন জানে স্যাম কথার কথা বলেনি। *ওরা আমার ভাই*, জন ভাবল। *রব, ব্রান কিংবা রিকনের মতো এখন এরাও আমার ভাই।*

এমন সময় নিষ্ঠুর হো হো হাসির শব্দ শুনতে পেল সে। স্যর আলিসার থর্নের গলা। 'ও শুধু বেজন্মাই না, রাজদ্রোহীর বেজন্মা,' আশেপাশে জড়ো হওয়ার লোকদের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বললেন তিনি।

ঝট করে টেবিল থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল জন, হাতে ছোরা বেরিয়ে এসেছে। পিপ ওকে আটকানোর চেষ্টা করল। ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল সে, এক দৌড়ে স্যর আলিসার থর্নের টেবিলের কাছে গিয়ে লাথি মারল তার হাতের বাটিতে।

রান্না করা মাংস চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অন্যদের গায়ে গিয়ে লাগল। কুঁকড়ে গেলেন স্যর আলিসার থর্ন। চিৎকার করছে লোকজন, কিন্তু জন স্নো কারো কথাই শুনল না। হাতে ছোরা নিয়ে স্যর আলিসারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। তার ঠাণ্ডা, নির্লিপ্ত চোখের ভেতর সেঁধিয়ে দেবার চেষ্টা করল ধারাল অস্ত্রটা। কিন্তু ও কিছু করার আগেই উপস্থিত হলো স্যাম, পিপ তার পেছনে বানরের মতো ঝুলে রইল, আর গ্রেন স্নোর হাত চেপে ধরে আছে। টোড হাত মুচড়ে ছোরাটা কেড়ে নিল।

স্নোকে শোবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। মরমন্ট কাঁধে দাঁড়কাক নিয়ে দেখতে এলেন ওকে। 'আমি তোমাকে নির্বোধের মতো কোনো কাজ করতে মানা করেছিলাম, ছেলে' বুড়ো ভল্লুক বললেন।

'ছেলে,' পাখিটা সুর মেলাল মালিকের সাথে। মরমন্ট আক্ষেপে মাথা নাড়তে লাগলেন। 'অথচ তোমাকে নিয়ে কত উচ্চাশা ছিল আমার।'

ওরা তার ছোরা আর তরবারি কেড়ে নিয়েছে আগেই, বলেছে ওর ব্যাপারে কর্মকর্তারা কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে নিজের ঘর থেকে যেন বের

BanglaBook.org

না হয় সে। এরপর ওর কামরার সামনে একজন পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়েছে। ওর বন্ধুদেরও দেখা করতে দেয়া হচ্ছে না, তবে বুড়ো ভল্লুক গোস্টকে জনের কাছে রাখার অনুমতি দিয়েছেন বলে সম্পূর্ণ একা নয় ও।

'আমার বাবা কোনো রাজদ্রোহী নন,' সবাই চলে যাওয়ার পর নিজের ডায়ারউলফকে বলল জন। গোস্ট চুপচাপ তাকিয়ে রইল ওর দিকে। জন দেয়ালের দিকে পেছন ফিরে হাঁটুতে দুই হাতে ভর দিয়ে দাঁড়াল, বিছানার পাশে রাখা টেবিলের ওপরে জ্বলতে থাকা মোমবাতির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। অগ্নিশিখা মিটমিট করে জ্বলতে জ্বলতে দুলে উঠছে মাঝে মাঝে, ছায়ারা নেচে বেড়াচ্ছে দেয়ালে। কক্ষটাকে ক্রমশ অন্ধকারাচ্ছন্ন আর শীতল মনে হতে থাকে জনের। আজ রাতে আর ঘুম হবে না ভাবছে ও।

জনের ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। যখন জেগে গেল দেখে ঠাণ্ডায় পা জমে শক্ত হয়ে আছে। মোমবাতি পুড়ে নি:শেষ অনেক আগেই। গোস্ট তার পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আঁচড় কাটছে দরজায়।

' গোস্ট, কী হয়েছে?' নরম সুরে বলল জন। মাথা ঘুরিয়ে ওর দিকে ফিরে তাকাল ডায়ারউলফ, নি:শব্দে দাঁত খিঁচিয়ে শ্বদন্ত দেখাল। পাগল হয়ে গেল নাকি নেকড়েটা?

'আমাকে চিনতে পারছিস না, গোস্ট?' জন বিড়বিড় করল, কণ্ঠে ভয়ের সুর ফুটতে দিল না। সারা শরীরে কাঁপুনি উঠে গেছে। এত ঠাণ্ডা পড়ল কখন?

দরজার কাছ থেকে ফিরে এলো গোস্ট। দরজাটার যেখানে আঁচড় কাটছিল, ওখানে গভীর দাগ পড়েছে।

'বাইরে কেউ আছে, তাই না?' ফিসফিস করল জন। পায়ে ভর দিয়ে একটু নিচু হয়ে পিছিয়ে গেল ডায়ারউলফ, ঘাড়ের কাছে সাদা পশমগুলো শজারুর কাঁটার মতো দাঁড়িয়ে গেছে। *পাহারাদার*, ভাবল জন। *ওরা আমার ঘরের সামনে একজন পাহারাদার দিয়েছিল। দরজার ভেতর দিয়ে তার শরীরের গন্ধ পাচ্ছে গোস্ট। এছাড়া আর কী হবে!*

BanglaBook.org

ধীরে ধীরে সিধে হলো জন। কাঁপছে সে। হাতে নিজের তলোয়ারের অনুপস্থিতি গভীরভাবে অনুভব করতে পারছে। দ্রুত তিন কদম ফেলে দরজার কাছে পৌঁছে হাতল ধরে টান মারল। দরজার কব্জার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল।

ওর কক্ষের বাইরের পাহারাদারটা সরু সিঁড়ির ওপর শুয়ে দু'চোখ মেলে তাকিয়ে আছে তার দিকে। দেহটা উপুড় হয়ে আছে, তবে মাথাটা ওর দিকেই ঘোরানো। কেউ ওর ঘাড় ভেঙে উলটো দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে।

এ হতে পারে না, আপন মনে বলল জন। লর্ড কমান্ডারের নিজের টাওয়ার এটা, রাত দিন এখানে পাহারা দেয়া হয়, এটা মোটেই হতে পারে না। নির্ঘাত কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছি আমি!

ওর পাশ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল গোস্ট। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে বারবার থেমে জনের দিকে তাকাচ্ছে নেকড়েটা।

এমন সময় পাথরের ওপর ভারী জুতোর শব্দ আর দরজার হুড়কো খোলার শব্দ শুনতে পেল জন। উপর থেকে আসছে শব্দটা। লর্ড কমান্ডারের শোবার ঘর থেকে।

দুঃস্বপ্নই বটে, কিন্তু কোনো স্বপ্ন নয়, ভয়াবহ রকমের বাস্তব।

BanglaBook.org

ত্রিশ

পাহারাদারের তরবারি এখনো খাপে পোরা। জন হাঁটু গেড়ে বসে অস্ত্রটাকে খাপমুক্ত করল। হাতের মুঠোর ভেতরে ইস্পাতের উপস্থিতি ওর ভেতর সাহস সঞ্চার করল দ্রুত। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল সে।

গোস্ট সামনে নিরবে উপরের দিকে উঠছে। সিঁড়ির প্রতিটি বাঁকে ওত পেতে আছে ছায়ারা। কোনো রহস্যময় ছায়া দেখলেই আঁতকে উঠে তরবারির ডগা দিয়ে খোঁচা লাগাল জন।

আচমকা লর্ড মরমন্টের দাঁড়কাকের চিৎকার শুনতে পেল সে। 'ভুট্টা,' পাখিটা কর্কশভাবে চেঁচাচ্ছে। 'ভুট্টা, ভুট্টা, ভুট্টা, ভুট্টা, ভুট্টা, ভুট্টা।' দ্রুত সামনে বাড়ল গোস্ট, তার পেছন পেছন ছুটল জন।

মরমন্টের কক্ষের দরজা হাট করে খোলা। ডায়ারউলফ দ্রুত ঢুকে পড়ল ভেতরে। হাতে তরবারি নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ল জন, অন্ধকারে চোখ সইয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। জানালায় ভারী পর্দার কারণে ঘরের ভেতরে কালিগোলা অন্ধকার। ' কে ওখানে?' চেঁচাল ও।

এবার জন কিছু একটা দেখতে পেল। আঁধারের ভেতর আরেকটা অন্ধকার ছায়া, ভেতরের একটা দরজা দিয়ে লর্ড মরমন্টের শোবার ঘরের দিকে যাচ্ছে।

মাথায় হুড তোলা, আলখাল্লা পরা একটা মনুষ্যাকৃতি... তবে হুডের নিচে তার চোখদুটো ঠাণ্ডা নীলচে আভা ছড়াচ্ছে।

BanglaBook.org

ছায়াটাকে আক্রমণ করে বসল গোস্ট। মানুষ আর নেকড়ে দুজনেই চিৎকার না করেই মেঝেতে গিয়ে পড়ল। দুইজনেই গড়াচ্ছে প্রাণপণে। একটা চেয়ার ভেঙে খানখান হয়ে গেল, টেবিল উল্টে গিয়ে তার ওপর থাকা কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল চতুর্দিকে। মরমন্টের দাঁড়কাকটা মাথার উপর দিয়ে উড়তে উড়তে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, 'ভুট্টা, ভুট্টা, ভুট্টা, ভুট্টা।' নিজেকে মায়েস্টার এইমনের মতো অন্ধ মনে হচ্ছে জনের।

কক্ষের দেয়াল পেছনে রেখে ও জানালার দিকে এগুতে লাগল আস্তে আস্তে, তারপর পর্দাটাকে একটানে ছিঁড়ে ফেলল। চাঁদের আলোয় ভাসল ঘর। জন দেখল গোস্টের সাদা পশমের ভেতর ডেবে আছে একটা কুচকুচে কালো হাত, মোটা কালো আঙুল চেপে বসেছে নেকড়েটার গলায়। শরীর মোচড়াচ্ছে গোস্ট, চেষ্টা করছে কামড়াতে, পা ছুঁড়ছে বাতাসে, কিন্তু ছুটতে পারছে না।

ভয় পাবার সময় নেই জনের। লাফিয়ে সামনে বাড়ল সে, চিৎকার করে নিজের সর্বশক্তি আর গায়ের ওজন দিয়ে হাতের দীর্ঘ অসি নিচের দিকে নামিয়ে আনল।

জামার হাতা, চামড়া আর হাড় ভেদ করে ঢুকে গেল শীতল ইস্পাত, কিন্তু শব্দটা বেশ অদ্ভুত শোনাল। আর যে উৎকট গন্ধ বের হলো তাতে দম বন্ধ হবার দশা জনের।

একটা বিচ্ছিন্ন হাত দেখতে পেল মেঝের ওপর, কালো হাতের আঙুলগুলো চাঁদের আলোয় দ্রুত মুঠো বন্ধ করছে আর খুলছে। গোস্ট অপর হাতটা থেকে নিজেকে মুচড়ে বের করে এনে পিছিয়ে গেল। ওর লাল জিভ থেকে লালা ঝরছে।

মাথায় হুডঅলা লোকটা তার ফ্যাকাসে মুখ তুলে উপরে তাকাতেই সাঁই করে তরবারি চালাল জন। হামলাকারীর মুখের হাড় পর্যন্ত ঢুকে গেল তরবারি, নাকের ভেতরে সেঁধিয়ে গেল আঘাতের তীব্রতায়। নীলচে আভা ছড়ানো চোখের নিচে মুখের একপাশ থেকে অন্যপাশ পর্যন্ত কেটে ফাঁক হয়ে গেল। জন চিনতে পারল মুখের মালিককে। ওথর। ঘুরে পেছন দিকে সরে এলো সে। *সর্বনাশ! ও তো মারা গেছে! আমি ওকে মৃত অবস্থায় দেখেছি!*

গোড়ালির কাছে কিছু একটা আঁচড় কাটছে, হঠাৎ টের পেল জন। তাকিয়ে দেখে কালো আঙুলগুলো ওর পা আঁচড়াচ্ছে।

BanglaBook.org

হাতটা পা বেয়ে উঠে আসছে, চেষ্টা করছে মাংস আর জামা চিরে ফেলার। অবিশ্বাসে চিৎকার করে উঠে হাতের তরবারির ডগা দিয়ে খুঁচিয়ে আঙুলগুলো ছোটানোর চেষ্টা করল জন পা থেকে, ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। ছিটকে গিয়ে আঙুলগুলো দ্রুত মুঠো পাকাচ্ছে আর খুলছে।

লাশটা সামনে বাড়ল এবার। রক্তের কোনো চিহ্নই নেই শরীরে। এক হাত বিচ্ছিন্ন, মুখ কেটে প্রায় দুইভাগ, তারপরেও এমনভাবে এগিয়ে আসছে যেন কিছুই হয়নি।

'কাছে আসবে না,' চিৎকার করে আদেশ দিল জন, ওর কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ শোনাল ভয়ে।

'ভুট্টা,' দাঁড়কাকটা চিৎকার করেই যাচ্ছে, 'ভুট্টা, ভুট্টা।'

বিচ্ছিন্ন হাতটা এবার জামার হাতা থেকে বেরিয়ে এল, পাঁচটা কালো আঙুল নিয়ে ফ্যাকাসে সাপের মতো। জিনিসটাকে দুই চোয়ালের ফাঁকে কামড়ে ধরল গোস্ট। আঙুলের হাড় ভাঙার মটমট শব্দ ভেসে এলো। লাশটার ঘাড়ে আঘাত করল জন, তরবারি ঢুকে গেল অনেক গভীরে।

মৃত ওথর জনের দিকে ছুটে এসে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল তাকে।

ওল্টানো টেবিলের গায়ে বাড়ি খেয়ে বুক থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল জনের। তরবারি... তরবারিটা গেল কোথায়? তরবারিটা হাতছাড়া করে ফেলেছে ও! জন চিৎকার করার জন্য মুখ খুলতে গেলে বিকট প্রাণীটা তার হাতের কালো আঙুলগুলো ওর মুখের ভেতর পুরে দিল।

নিঃশ্বাস আটকে যাচ্ছে জনের। লাশটার মুখ ওর মুখের এত কাছে যে আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না জন। নখ দিয়ে লাশটার ঠাণ্ডা মাংসে আঁচড় কাটার চেষ্টা করল সে, লাথি মারতে লাগল জিনিসটার পায়ে। চেষ্টা করল প্রাণপণে কামড়ে দেবার, ঘুসি দেবার, নিঃশ্বাস নেবার...

অকস্মাৎ তার ওপর থেকে লাশের ওজন সরে গেল, গলা থেকে বিচ্যুত হলো আঙুলগুলোও। ওখান থেকে কোনোমতে গড়িয়ে সরে গেল জন, ভয়ানক কাঁপছে।

গোস্ট আবারও রক্ষা করেছে তাকে। ডায়ারউলফটা মানবসদৃশ প্রাণীটার পেটের ভেতর দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। মাংস ছিঁড়ে ফেলল। অর্ধচেতন অবস্থায় জন দেখছে দৃশ্যটা। অবশেষে বেশ খানিকক্ষণ পরে তরবারিটা খুঁজে দেখার কথা মনে পড়ল ওর...

BanglaBook.org

তবে সামনে তাকিয়ে লর্ড মরমন্টকে দেখতে পেল সে। নগ্ন আর টালমাটাল অবস্থায় রয়েছেন সদ্য ঘুম থেকে উঠে আসার কারণে। তেলের একটা বাতি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। মেঝেতে ঘষটে ঘষটে আঙুলবিহীন হাতটা তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

চিৎকার করে তাকে সাবধান করার চেষ্টা করল জন, কিন্তু মুখ দিয়ে রা বেরুচ্ছে না। টলতে টলতে খাড়া হলো সে। হাতটাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিল। এরপর বুড়ো ভল্লুকের হাত থেকে ছোঁ মেরে তেলের বাতিটা নিল। প্রায় নিভু নিভু অবস্থায় মিটমিট করে জ্বলছে ওটা। 'পোড়াও,' দাঁড়কাকটা চেঁচাল। 'পোড়াও, পোড়াও, পোড়াও।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে জনের চোখ পড়ল ছিঁড়ে ফেলা জানালার পর্দার দিকে। মেঝেতে পড়ে থাকা পর্দার ওপর দুই হাত দিয়ে ছুঁড়ে মারল বাতিটা। ধাতব শব্দে ভাঙল কাচ চারিপাশে তেল ছড়িয়ে দিয়ে। দপ করে জ্বলে উঠল কাপড়টা।

ছুটে আসা তাপ জনের মুখ স্পর্শ করামাত্রই মনে হলো, এর চেয়ে সেরা চুম্বনের অনুভূতি এর আগে কখনো পায়নি সে। 'গোস্ট,' চিৎকার দিল জন।

লাশটাকে ফেলে জনের কাছে ফিরে এলো ডায়ারউলফটা। ওটা তখন উঠে বসার চেষ্টা করছে। পেটের কাছে কামড়ের গভীর ক্ষত দেখা যাচ্ছে।

জন এবার দেরি না করে জ্বলতে থাকা পর্দার কাপড় ছুঁড়ে মারল লাশটার দিকে। *পুড়িয়ে দাও*, জ্বলন্ত কাপড় লাশটাকে ঢেকে ফেলামাত্র মনে মনে প্রার্থনা করল জন। *দেবতারা, দয়া করে পুড়িয়ে দাও ওটাকে*।

BanglaBook.org

ব্রান

একত্রিশ

এক শীতল ঝড়ো বাতাসের সকালে কারহোল্ডের দুর্গ থেকে এল কারস্টার্করা। সঙ্গে তাদের তিনশো ঘোড়সওয়ার আর প্রায় দুই হাজার পদাতিক বাহিনী। সারিটা এগিয়ে আসছে, তাদের বর্শার ইস্পাতের ডগাগুলো যেন ম্লান সূর্যালোকে চোখ পিটপিট করছিল। ওদের সামনে সামনে এগোচ্ছে এক লোক, গভীর বুম বুম বুম ছন্দ তুলছে ঢাকের আওয়াজ।

বাইরের দেয়ালের গার্ড টারেটের ওপর, হডরের কাঁধে বসে মায়েস্টার লুইনের ব্রোঞ্জের দূরবীন দিয়ে দৃশ্যটা দেখছিল ব্রান। লর্ড নিজে ওদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁর পাশে আছে তাঁর তিন ছেলে হ্যারিয়ন, এডার্ড এবং টরেন। ওদের হাউসের পতাকার রঙ কালো। বুড়ি ন্যান বলেছে ওদের শরীরে স্টার্কদের রক্ত বইছে। তবে দেখে তো স্টার্কদের মতো লাগছে না। একেকটা বিশালদেহী, ভয়ঙ্কর, মুখ ঢাকা ঘন গোঁফ দাড়িতে, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল। ওদের আলখাল্লা ভল্লুক, সীল এবং নেকড়ের চামড়া দিয়ে তৈরি।

ওরাই শেষ দল, জানে ব্রান। অন্যান্য লর্ডরা ইতিমধ্যে এখানে এসে পড়েছেন তাঁদের সৈন্য সামন্ত নিয়ে। ব্রানের খুব ইচ্ছে ছিল ওদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়বে, দেখবে উইন্টার হাউসগুলো ওদের ভিড়ে উপচে পড়ছে, বাজারের প্রতিটি ইঞ্চি থিকথিক করছে লোকগুলোর ভিড়ে।

কিন্তু রব ভাইয়া ওকে প্রাসাদ ছেড়ে কোথাও যেতে মানা করেছে। 'তোমাকে পাহারা দেয়ার মতো অতিরিক্ত লোক আমাদের নেই।' ব্যাখ্যা করেছে সে।

BanglaBook.org

'আমি সামারকে সঙ্গে নিয়ে যাব,' তর্ক করেছে ব্রান।

'বাচ্চাদের মতো কথা বোলো না, ব্রান,' বলেছে রব। 'মাত্র দুইদিন আগে রর্ড বোল্টনের লোকেরা স্মোকিং লগে লর্ড কারউইনের একজনকে ছুরিকাঘাত করেছে। তোমাকে একা ছাড়লে মা আমার ছাল ছাড়াবে।' রব লর্ডের ভঙ্গিমায় কথা বলছিল। ব্রান বুঝতে পেরেছিল অনুরোধ করেও কোনো লাভ হবে না।

এসবের জন্য দায়ী উলফসউডের সেই ঘটনাটা, জানে ও। এখনো স্মৃতিটা দুঃস্বপ্ন হয়ে হানা দেয়। ও তখন শিশুর মতোই অসহায় ছিল, নিজেকে রক্ষার কোনো ক্ষমতাই ছিল না... রিকনও যদি ওকে লাথি মারত কিছু করার থাকত না ব্রানের। এটা ওর জন্য খুবই লজ্জার বিষয়। রব ভাইয়া ওর চেয়ে অল্প কয়েক বছরের বড়; ওর ভাই যদি প্রায় প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠতে পারে তাহলে ব্রানও তাই। ওর উচিত নিজেকে রক্ষা করা।

এক বছর আগেও সে নিজে নিজে শহর দেখতে যেতে পারত, সেটা দেয়াল বেয়েই হোক বা অন্য যে কোনো উপায়ে। তখন ও দৌড়ে সিড়ি বাইতে পারত, টাট্টু ঘোড়াটা নিজেই চালাত, কাঠের তরবারি দিয়ে প্রিন্স টোমেনকে বাড়ি মেরে মাটিতে ফেলে দেয়া তো ছিল দুধভাত ব্যাপার। আর এখন সে শুধু মায়েস্টার লুইনের দূরবীণ দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে পারে।

মায়েস্টার ওকে চিনিয়েছিলেন কার ব্যানার কোনটা গ্লোভারদের লালের ওপর রুপোলি রঙের বর্ম পরা মুষ্টিবদ্ধ হাত, লেডি মরমন্টদের কালো ভল্লুক, ড্রেডফোর্টের রুজ বোল্টনদের চামড়া ছেলা মানুষের ভয়ানক প্রতীক, হর্নউডদের হরিণ, কারউইনদের রণ কুঠার; টলহার্টদের তিনটে গাছ আর হাউস আম্বারদের ভয়ধরানো প্রতীক– ছেঁড়া শিকল হাতে গর্জনরত দানব।

মুখগুলোও বেশ দ্রুত চিনে ফেলেছে ব্রান যখন লর্ডগণ তাদের পুত্র এবং নাইটদের নিয়ে উইন্টারফেলে ভোজে অংশ নিয়েছিলেন। এদের সবাইকে একসঙ্গে বসতে দেয়ার মতো জায়গা হয়নি গ্রেট হল এও। তাই রব প্রতিটি প্রধান ব্যানারম্যানকে এক এক করে ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কোনো কোনো লর্ডের ব্যানারম্যান ব্রানের দিকে কঠোরভাবে তাকিয়েছেন। তাঁরা হয়তো ভাবছিলেন এ বাচ্চা ছেলেটা এখানে কী করছে? তাও আবার খোঁড়া!

'এখন মোট কতজন হলো?' বাইরের দেয়ালের ফটক দিয়ে লর্ড কারস্টার্কের পুত্র এবং লোকজনকে ঢুকতে দেখে মায়েস্টার লুইনকে জিজ্ঞেস করল ব্রান।

BanglaBook.org

'বারো হাজার বা তার কাছাকাছি।'

'এদের মধ্যে নাইট আছেন কতজন?'

'অল্প কিছু,' অধৈর্য ভঙ্গিতে জবাব দিলেন মায়েস্টার। 'নাইট হতে হলে তোমাকে সেপ্টে এক রাত জেগে থেকে গায়ে সপ্ত তেল মাখতে হবে। তারপর শপথ নেবে। উত্তরে খুব কম হাউসই সপ্ত দেবতার পুজো করে। বাকিরা পুরানো দেবতাদেরকে মেনে চলে আর তারা কেউই নাইট উপাধি পায় না... যদিও ওই লর্ড এবং তাদের সন্তানরা কম ভয়ঙ্কর, অনুগত এবং সম্মানিত নয়। কারও নামের সঙ্গে স্যর যোগ করলেই সে বিরাট কিছু হয়ে যায় না। এসব কথা তোমাকে আগেও হাজারবার বলেছি।

'তবু বলুন না কতজন নাইট?' গোঁ ধরে থাকল ব্রান।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মায়েস্টার লুইন। 'তিনশো, সম্ভবত চারশো...'

'লর্ড কারস্টার্ক সবার শেষে এলেন,' বলল ব্রান। 'ভাইয়া আজ তাঁকে ভোজসভায় দাওয়াত দেবে।'

'তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'ওরা কবে যাত্রা শুরু করবে?'

'হয় খুব দ্রুত ওরা যাত্রা শুরু করবে নতুবা যাবেই না,' বললেন মায়েস্টার লুইন। 'উইন্টার টাউন লোকজনের ভিড়ে উপচে পড়ছে। এখানে বেশিদিন আস্তানা গেড়ে থাকলে এই সেনাবাহিনী আশপাশে যা কিছু পাবে সব খেয়ে সাবাড় করে ফেলবে। অন্যরা অপেক্ষা করছে কিংসরোডের আশপাশে রবের সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্য। তাদের মধ্যে আছে নাইট, ক্রানগমেন এবং লর্ড ম্যান্ডারলি ও ফ্লিন্ট। রিভারল্যান্ডে ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে যুদ্ধ আর তোমার ভাইকে এখনো অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে।'

'জানি আমি,' করুণ কণ্ঠে বলল ব্রান। মায়েস্টারকে সে ফিরিয়ে দিল ব্রোঞ্জের দূরবীণ। 'আমি আর দেখব না। হডর, আমাকে দুর্গে নিয়ে চলো।'

'হডর,' বলল হডর।

মায়েস্টার লুইন পকেটে পুরলেন দূরবীণ। 'ব্রান, তোমার ভাইয়া কিন্তু এখন তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। সে লর্ড কারস্টার্ক এবং তার ছেলেদেরকে স্বাগত জানাতে যাবে।'

'আমি ভাইয়াকে বিরক্ত করব না। আমি এখন গডসউডে যাব,' সে হডরের কাঁধে হাত রাখল। 'হডর।'

BanglaBook.org

বত্রিশ

টাওয়ারের ভেতরের দিকে দেয়ালে ছেনি দিয়ে কেটে পাথরের ওপর মইয়ের মতো আকৃতি তৈরি করা হয়েছে। হডর বেসুরো গুনগুন করতে করতে নামতে লাগল নিচে, আর তার পিঠে মায়েস্টার লুইনের তৈরি করা চটের ঝুড়ির মতো আসনের ওপর দুলতে লাগল ব্রান। এতে ভালো হয়েছে অনেক। আগে হডর যখন তাকে ছোট বাচ্চার মতো কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াত তখন যেমন লজ্জা লাগত, এখন আর তেমন লাগে না।

গত দুই সপ্তাহ ধরে এত বেশি লোক আসা যাওয়া করছে দুর্গে যে রব আদেশ দিয়েছে যেন দুটো লোহার দরজাই খোলা থাকে সবসময় আর তাদের ড্র ব্রিজও যেন সর্বক্ষণ নামানো থাকে, এমনকি রাতের বেলাতেও।

ব্রান যখন টাওয়ার থেকে বেরিয়ে এলো তখন বর্ম পরা বর্শাধারী কারস্টার্ক সৈন্যদের একটা দীর্ঘ সারি দুই দেয়ালের মাঝের জায়গা পার হয়ে তাদের লর্ডদের পিছু পিছু দুর্গে ঢুকছিল।

অর্ধেক মুখ ঢাকা লোহার তৈরি কালো শিরস্ত্রাণ আর সাদা রঙের সূর্যখচিত কালো আলখাল্লা পরনে তাদের। হডর তাদের পাশ দিয়ে আপন মনে হাসতে হাসতে এগিয়ে যাচ্ছে। টানা সেতুর কাঠের ওপরে ওর পায়ের জুতোর ঠকঠক শব্দ হচ্ছে।

আরোহীরা ওদের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টি তাকিয়ে রইল। কে যেন অট্টহাসি দিল। তবে হডরকে বিরক্ত করার সুযোগ দিল না ব্রান মানুষগুলোকে।

BanglaBook.org

হডরের বুকের সাথে ঝুড়ির মতো আসনটার দড়ি বাঁধতে বাঁধতে মায়েস্টার লুইন বলেছিলেন, 'মানুষ তোমাকে তাকিয়ে দেখবে। তোমাকে নিয়ে পিছে কথা বলবে, কেউ কেউ হয়তো ঠাট্টা মশকরাও করবে।'

করুক তারা মশকরা, ব্রান ভাবল।তবে কেউ তো আর ওর শোবার ঘরে গিয়ে ঠাট্টা করছে না । যদিও বিছানায় শুয়ে শুয়ে জীবন কাটানোর কোনো ইচ্ছা নেই ব্রানের।

লোহার সিংহ দরজার নিচ দিয়ে ভেতরে ঢুকে মুখে দুই আঙুল পুরে শিস বাজাল ব্রান। সাথে সাথে উঠোনের ওপর দিয়ে দৌড়ে এলো সামার। কারস্টার্কদের ঘোড়াগুলো ভয়ে লাফিয়ে উঠে হ্রেস্বারব শুরু করে দিল। ওগুলোকে বাগে আনতে বেশ বেগ পেতে হলো।

একটা প্রকাণ্ড ঘোড়া পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে এমন চিৎকার করছিল যে তার আরোহী কোনমতে ঝুলে রইল পিঠের ওপর, গালাগাল বেরিয়ে আসছে তার মুখ দিয়ে।

ডায়ারউলফদের গায়ের গন্ধ ঘোড়াদের কাছে অপরিচিত বলে খুব ভড়কে গেছে তারা, তবে সামার চলে গেলেই ওরা আবার শান্ত হয়ে যাবে দ্রুত। 'গডসউড,' হডরকে আবার মনে করিয়ে দিল ব্রান।

এমনকি উইন্টারফেল দুর্গও লোকে লোকারণ্য । উঠোনভর্তি তরবারি আর কুঠারের ঝনঝনানি, শালটানা গাড়ির গুড়গুড় শব্দ আর কুকুরের ডাকে নরক গুলজার অবস্থা।

অস্ত্রাগারের খোলা দরজা দিয়ে কামারশালার ভেতরে মিকেনকে একঝলক দেখল ব্রান। হাতুড়ি পেটার সাথে সাথে তার নগ্ন বুক থেকে ঘাম ঝরছে। সারাজীবনে এত মানুষ একসাথে কখনো দেখেনি ব্রান। এমনকি রাজা রবার্ট বাবার সাথে দেখা করার জন্য যখন ওদের এখানে ঘুরতে এসেছিলেন তখনো না।

উইন্টারফেলের বর্তমান বিশৃঙ্খলাপূর্ণ সমুদ্রের ভেতর গডসউডকে বলা যায় একটা শান্তির দ্বীপ। হডর ওক, আয়রনউড আর সেন্টিনেল গাছের ঘন বনের ভেতর দিয়ে পথ করে হৃদয়বৃক্ষের পাশের শান্ত ঝরনার দিকে এগিয়ে চলল। উইয়ারউড গাছের নিচে এসে গিটবহুল গুঁড়ির পাশে থামল সে, গুনগুনিয়ে গাইছে।

ওর মাথা ধরে ঝুড়ি থেকে বের হয়ে এল ব্রান, অচল পা দুটো ঝুড়ির ফুটো দিয়ে বেরিয়ে এসে ঝুলতে লাগল মরা সাপের মত। খানিকক্ষণ

BanglaBook.org

ওই অবস্থায় রইল সে। মুখে গাছের গাঢ় লাল রঙের পাতার ঝাপটা লাগছে। ওকে কোলে নিয়ে পানির ধারে একটা পাথরের ওপর নামিয়ে রাখল হডর। 'আমি কিছুক্ষণ একা থাকতে চাই,' ব্রান বলল। 'তুমি গোসল করে এসো। পুকুর যাও।'

'হডর,' হডর পেছনে ঘুরে গাছপালার ভেতর হারিয়ে গেল। গডসউডের ভেতর অতিথিশালার জানালার নিচে একটা ভূগর্ভস্থ গরম পানির ঝরনা আছে, যার পানি দিয়ে তিনটা পুকুর ভরে থাকে। সেই পানিতে দিন রাত বাষ্প উঠতে থাকে।

পুকুরের উপরে দেয়ালের গা ঢেকে গেছে পুরু শৈবালের আস্তরণে। ঠান্ডা পানি হডরের খুবই অপছন্দ আর গায়ে সাবান মাখার কথা বললে বুনো বিড়ালের মতো মারামারি শুরু করে দেয় সে। তবে গরম পানির ঝরনার ভেতর গা ডুবিয়ে দিব্যি ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতে পারে।

সামার জলাধারের কিনারায় ব্রানের পাশে এসে বসল। চোয়ালের নিচে চুলকে আদর করে দিল ওকে। গডসউড পছন্দ ব্রানের তবে এখন আগের চেয়ে আরো বেশি ভাল লাগছে জায়গাটাকে। এমনকি হৃদয়বৃক্ষটাও আগের মতো ওকে ভয় দেখাতে পারে না।

গাছের ফ্যাকাসে কাণ্ডের ওপর গভীরভাবে খোদাই করা লাল চোখটা এখনো ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তবে সেই দৃষ্টি এখন প্রশান্তি এনে দেয় ওর মনে। *দেবতারা আমাকে দেখছেন*, নিজেকে বলে সে; স্টার্ক, আদি মানব আর অরণ্যের সন্তানদের সেই সব আদি দেবতারা। ওর বাবার দেবতারা। ওদের দৃষ্টির সামনে নিজেকে অনেক নিরাপদ মনে হয়, আর এই বনের গাছপালার নিচে জমে থাকা নিরবতা ওকে চিন্তা করতে সাহায্য করে।

'দয়া করে এমন কিছু করুন যাতে রব ভাইয়া এখান থেকে চলে না যায়,' ও প্রার্থনা শুরু করল শান্তভাবে। ঠান্ডা পানিতে হাত দিয়ে মৃদু আলোড়ন তৈরি করল ব্রান, ঢেউগুলো ছড়িয়ে পড়ল জলাধার জুড়ে। 'দয়া করে ওকে এখানেই রেখে দিন। অথবা ওকে যদি যেতেই হয় তবে যেন আমার মা, বাবা আর বোনদের নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসতে পারে সেই ব্যবস্থা করুন। আর যা কিছু ঘটছে তার সবকিছু বোঝার ক্ষমতা দিন রিকনকে।'

BanglaBook.org

ভাইয়া যুদ্ধে যাবে শোনার পর থেকে তার ছোট ভাইটা বুনোদের মতো আচরণ শুরু করে দিয়েছে। রেগেমেগে, কেঁদেকেটে একাকার অবস্থা! খাবার মুখে তোলেনি, কেঁদে আর চিৎকার করে সারা রাত পার করেছে। বুড়ি ন্যান তাকে গান গেয়ে ঘুম পাড়াতে গেলে তাকেও মেরে বসেছে রিকন। পরের দিন সে হুট করে গায়েব হয়ে যায়।

রব দুর্গের প্রায় অর্ধেক লোককে পাঠায় ওকে খুঁজতে। অবশেষে ভূগর্ভস্থ সমাধিকক্ষে ওকে পাওয়া যায়। এক মৃত রাজার মরিচাপড়া তলোয়ার নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল লোকজনের ওপর। একই সাথে সবুজ চোখো দানবের মতো অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে লোকজনকে আক্রমণ করে বসে শ্যাগিডগ। ডায়ারউলফটাও রিকনের মতোই বুনো প্রকৃতির হয়ে উঠছে। গেজের হাত কামড়ে রক্তাক্ত করে দেয় সে। মিকেনের উরু থেকে এক খাবলা মাংস তুলে নিয়েছে নেকড়েটা। শ্যাগিডগকে শান্ত করতে রবকে যেতে হয়েছে। ওটাকে খাঁচায় আটকে রেখেছে ফালেন। ওদিকে নেকড়েটাকে না পেয়ে রিকনের কান্নাকাটি আগের চেয়ে আরো বেড়েছে।

মায়েস্টার লুইন রবকে উইন্টারফেল না ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ব্রানও নিজের কথা, এবং রিকনের কথা চিন্তা করে একই অনুরোধ করেছিল। কিন্তু তার জিদ্দি ভাইটা প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলেছিল, 'আমি যেতে চাই না। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে।'

মিথ্যা কথা। পুরো না হলেও অর্ধেক তো বটেই। ব্রানও বুঝতে পারছিল ল্যানিস্টারদের বিরুদ্ধে টালিদের সাহায্য করার জন্য আর নেকের ওপর আধিপত্য বজায় রাখতে কাউকে না কাউকে যেতেই হবে, কিন্তু সেটা যে রবকেই হতে হবে এমনও নয়।

ওর ভাই ইচ্ছা করলেই হাল মোলেন বা থিয়েন গ্রেজয় কিংবা তার অনুগত যেকোনো লর্ডকেই পাঠাতে পারে এ কাজের দায়িত্ব দিয়ে। মায়েস্টার লুইনও তাকে একই পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু রব কানে তোলেনি কথাটা। 'আমার বাবা তার অনুগতদের যুদ্ধের ময়দানে মরতে পাঠিয়ে নিজে কাপুরুষের মতো উইন্টারফেলের দেয়ালের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার মতো লোক ছিলেন না,' একজন লর্ডের মতো দৃঢ় গলায় কথাটা বলেছিল রব।

রবকে এখন কেমন অপরিচিত লাগে ব্রানের কাছে, অনেক বদলে গেছে তার ভাইটা, বলতে গেলে একজন লর্ড হয়ে গেছে সে; অথচ এখনো

BanglaBook.org

ষোল বছর পূর্ণ হয়নি তার। এমনকি বাবার অনুগত ব্যানারবাহীরাও খেয়াল করেছে ব্যাপারটা। ওদের অনেকেই যে যার মতো পরীক্ষা করে দেখেছে রবকে।

রুজ বোল্টন আর রবেট গ্রোভার দুইজনেই দাবি করেছিলেন ওদেরকে যুদ্ধে আদেশ আর ক্ষমতা দেবার জন্য; প্রথমজন বেশ রুঢ়ভাবে আর দ্বিতীয়জন বেশ হাসিমুখে, সাথে হালকা পরিহাস।

পুরুষদের মতো বর্ম পরিহিত শক্তপোক্ত, ধূসর চুলের মেগ মরমন্ট স্পষ্টভাবেই রবকে বলে দেন যে তার নাতি হবার মতো বয়সও এখনো রবের হয়নি, সুতরাং তার আদেশ শোনার প্রশ্নই আসে না... কিন্তু যেহেতু এখন আদেশ দেবে ও, তাই নিজের নাতনিকে রবের সাথে বিয়ে দিতে ইচ্ছুক তিনি।

চুপচাপ স্বভাবের লর্ড কারউইন নিজের সাথে করে তাঁর মেয়েকেই নিয়ে এসেছেন। ত্রিশ বছর বয়সী মেয়েটা তার বাবার বাম পাশেই বসেছিল, নিজের থালা থেকে চোখই তুলছিল না সে।

আমুদে স্বভাবের লর্ড হর্নউডের কোনো মেয়ে নেই বটে, তবে উপহার নিয়ে এসেছিলেন তিনি। প্রথম একটা ঘোড়া, তার এক সপ্তাহ পর হরিণের মাংসের বিশাল এক টুকরো, তার পরের দিন রূপা দিয়ে মোড়ানো একটা শিকার শিঙ্গা। এর বিনিময়ে তেমন কিছুই চাননি... চেয়েছিলেন তার দাদার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া দুর্গকে আবার তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেবার এবং একটা নির্দিষ্ট শৈলশিরার উত্তরে শিকারের আর হোয়াইট নাইফ নদীতে বাঁধ দেবার অনুমতি; যদি লর্ড রব রাজি থাকে।

প্রত্যেকের সঙ্গে বাবার মতো যথাযথ সম্মানের সাথে আচরণ করছে রব, আর কীভাবে কীভাবে যেন সবাইকেই নিজের ইচ্ছাধীন করে ফেলেছে।

হডরের মতো লম্বা এবং তার দ্বিগুণ চওড়া লর্ড আম্বার, যাকে সবাই গ্রেটজন বলে ডাকে, হুমকি দিয়েছিলেন তাঁকে যদি হর্নউডস বা কারউইনের পেছনে মার্চ করতে হয় তবে তিনি তাঁর পুরো বাহিনী নিয়ে চলে যাবেন।

রব খুব শান্ত স্বরে জবাব দিয়েছিল তা করার অধিকার লর্ড আম্বারের কাছে। এরপর গ্রে উইন্ডের কানের পিছে হাত বোলাতে বোলাতে শপথবাক্য উচ্চারণ করেছিল, 'আর যখন ল্যানিস্টারদের সাথে আমাদের ঝামেলা শেষ

হবে, তখন আবার উত্তরে ফিরে আসব আমরা। তারপর আপনার দুর্গে গিয়ে আপনাকে উৎখাত করব, শপথভঙ্গকারীর শাস্তি হিসেবে ফাঁসিতে লটকে দেব আপনাকে।'

রবকে গালাগাল দিতে দিতে গ্রেটজন হাতের বিশাল মদভর্তি পাত্রটা আগুনে ছুঁড়ে ফেলেন। হ্যালিস মোলেন তাঁকে বাধা দিতে গেলে তিনি তাকে লাথি মেরে ফেলে দেন মেঝেয় এবং বিশাল এক কুৎসিত তরবারি টেনে বের করে আনেন খাপ থেকে। এত বড় তরবারি আগে কোনদিন দেখেনি ব্রান। বেঞ্চে বসে থাকা তার প্রত্যেক ছেলে, ভাই আর সৈন্যরা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়; যার যার তরবারি বের করে ফেলেছে সাথে সাথে।

রব আস্তে কিছু একটা বলার সাথে সাথে একটা গর্জন শোনা যায় এবং দেখা যায় চোখের পলকে মাটিতে গড়গড়ি খাচ্ছেন লর্ড আম্বার, হাতের অস্ত্র তার থেকে তিন হাত দূরে ছিটকে পড়েছে, গ্রে উইন্ডের কামড়ে দুটো আঙুল বিচ্ছিন্ন। অঝোর ধারায় রক্ত বেরিয়ে আসছে তাঁর হাত থেকে।

'বাবা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন কোনো শাসকের সামনে তরবারি বের করার অর্থ নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় সই করা,' শীতল কণ্ঠে বলল রব। 'কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আপনি আমার জন্য সামান্য মাংস কেটে দিতে চেয়েছিলেন শুধু।' গ্রেটজনকে নিজের রক্তে রঞ্জিত আঙুল চুষতে চুষতে উঠে দাঁড়াতে দেখে ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল ব্রান.. আর তখনই, সবাইকে তাক লাগিয়ে হেসে ওঠেন তিনি। ' তোমার মাংস,' গর্জন করে বলেছেন গ্রেট জন। ' তোমার মাংস দেখছি খুবই শক্ত!'

আর এরপর কীভাবে যেন রবের ডানহাত হয়ে যান গ্রেটজন। সবাইকে উচ্চ স্বরে বলতে থাকেন যে রব আসলেই একজন যোগ্য স্টার্ক আর সবার উচিত ওর সামনে হাঁটু মুড়ে বসা যদি তারা ডায়ারউলফের কাছে পা হারাতে না চায়।

সেই রাতে বিশাল খাবার রুমের আগুন নিভু নিভু হয়ে এলে ব্রানের শোবার ঘরে আসে তার ভাই, মুখ ফ্যাকাসে, মৃদু কাঁপছে।

'আমি ভেবেছিলাম উনি আমাকে মেরে ফেলবেন।' বলল রব। দেখেছ কীভাবে হালকে অনায়াসে ছুঁড়ে ফেললেন লর্ড আম্বার। এমনভাবে যেন সে রিকনের মতো কোনো বাচ্চা! ঈশ্বর! আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম।

BanglaBook.org

সকলের ভেতরে গ্রেটজন শুধু সবচেয়ে ভয়ানকই না, সবচেয়ে অমার্জিত বলা যায়। লর্ড রুজ কখনই তেমন কথা বলেন না, শুধু তাকিয়ে থাকেন আমার দিকে। ওঁর দিকে তাকালে আমার শুধু ড্রেডফোর্ট দুর্গের একটা কক্ষের কথাই মনে পড়ে যেখানে বোল্টনরা তাদের শত্রুদের ছিলে নেয়া চামড়া ঝুলিয়ে রাখে।'

'এটা বুড়ি ন্যানের বলা স্রেফ আরেকটা গল্প!' বলল ব্রান তারপর অনিশ্চয়তা ফুটে ওঠে তার কণ্ঠে। 'তাই না?'

'আমি জানি না,' চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ে রব। 'লর্ড কারউইন তার মেয়েকে আমাদের সাথে দক্ষিণ নিয়ে যাচ্ছে। তার রান্নাবান্না করার জন্য মেয়েটাকে সাথে নিচ্ছে, আমাকে তা-ই বলেছে। থিয়ন নিশ্চিত যে এক রাতে মেয়েটিকে আমি নিজের কক্ষে দেখতে পাব। ইস! বাবা যদি এখন এখানে থাকতেন...'

মাত্র এই একটা ব্যাপারেই ব্রান, রিকন আর লর্ড রব একমত; ওরা সবাই আফসোস করে যে বাবা যদি এখন উইন্টারফেলে থাকতেন! কিন্তু লর্ড এডার্ড তাদের কাছ থেকে হাজার লীগ দূরে । বন্দি হয়ে আছেন অন্ধকার এক কারাপ্রকোষ্ঠে, মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা মাথায় নিয়ে হয়তো দিন কাটছে তাঁর। কিংবা ইতিমধ্যেই হয়তো তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে। কেউই আসলে জানে না ওখানে কী ঘটেছে।

প্রত্যেক ভ্রমণকারীই ভিন্ন ভিন্ন গল্প বলে, আর প্রতিটা গল্প আরেকটার চেয়ে ভয়ঙ্কর।

কেউ বলে বাবার নিরাপত্তারক্ষীদের মাথা রেডকীপের দেয়ালের উপরে বর্শার ডগায় পচছে। রাজা রবার্ট বাবার হাতে মারা গেছেন।

কেউ বলে ব্যারাথিয়নরা কিংস ল্যান্ডিং অবরোধ করে রেখেছে। রাজার অদ্ভুত স্বভাবের ভাই রেনলির সাথে নাকি দক্ষিণে পালিয়ে গেছেন লর্ড এডার্ড। আরিয়া আর সানসাকে হাউন্ড মেরে ফেলেছে। ওদের মা টিরিয়নকে হত্যা করে রিভাররানের দেয়ালের সাথে ঝুলিয়ে রেখেছেন দেহটা।

লর্ড টাইউইন ল্যানিস্টার ইরির দিকে কুচকাওয়াজ করে যেতে যেতে পথে যা পাচ্ছেন তা-ই জ্বালিয়ে দিচ্ছেন, হত্যা করছেন যাকে পাচ্ছেন তাকেই।

BanglaBook.org

এমনকি এক মাতাল লোক এই বলে দাবি করেছে রেগার টারগারিয়ান নাকি তার বাবার সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে আবার জীবিত হয়ে ড্রাগনস্টোনে ফিরে এসেছে, সাথে প্রাচীন যোদ্ধাদের বিশাল এক দল।

এরপর যখন বাবার নিজের সীলমোহরের ছাপসহ সানসার হাতে লেখা চিঠিটা নিয়ে এলো দাঁড়কাকটা তখনও আসল সত্য বিশ্বাস হতে চায়নি ওদের। সানসার চিঠি পড়ার সময় রবের চেহারা কেমন হয়েছিল ব্রান কোনোদিনও ভুলতে পারবে না।

'ও লিখেছে বাবা নাকি রাজার ভাইদের সাথে মিলে সিংহাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন,' রব ওকে বলল। 'রাজা রবার্ট মারা গেছেন। মা আর আমাকে রেডকীপে তলব করা হয়েছে জফ্রির কাছে আনুগত্যের শপথ নেয়ার জন্য। ও বলেছে আমরা যেন পূর্ণ আনুগত্য দেখাই, আর সে যখন জফ্রিকে বিয়ে করবে তখন তাকে বাবার জীবন ভিক্ষা দেয়ার জন্য অনুরোধ করবে।'

রাগে মুঠো পাকিয়ে সানসার চিঠিটা দুমড়ে মুচড়ে ফেলল রব। 'আরিয়ার ব্যাপারে একটা কথাও লেখেনি ও, কিছুই না। একটা শব্দও না! আমাদের এই বোনটার সমস্যা কী?'

'ভাইয়ার যদি যেতেই হয়, তবে ওর ওপর নজর রাখবেন,' আদি দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করল ব্রান। হৃদয়বৃক্ষের লাল চোখ দিয়ে ওরা তাকে দেখছে এখন। 'হাল এবং কোয়েন্টসহ তার অন্যান্য সৈন্যদের ওপরেও নজর রাখবেন। লর্ড আম্বার, লেডি মরমন্ট আর অন্যান্য লর্ডদের ওপরেও। থিয়নের ওপরেও খেয়াল রাখা উচিত। খেয়াল রাখবেন। নিরাপদ রাখবেন ওদেরকে। ওরা যেন ল্যানিস্টারদের পরাজিত করে বাবাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে পারে।'

BanglaBook.org

তেত্রিশ

গডসউডের ভেতর দিয়ে মৃদুমন্দ হাওয়া বয়ে গিয়ে গাছের লাল পাতাগুলোকে নাড়িয়ে দিয়ে গেল, হাওয়ার স্পর্শে যেন ফিসফিসিয়ে উঠল তারা। সামারের দাঁত বের হয়ে এল।

' দেবতাদের কথা কি শুনতে পেয়েছ, ছেলে?'

ব্রান মাথা তুলে তাকিয়ে দেখে জলাধারের অপর পাড়ে এক প্রাচীন ওক গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে ওশা, গাছের পাতার ছায়ার আড়ালে ঢাকা পড়েছে। এমনকি শেকলবদ্ধ অবস্থায়ও বিড়ালেরও মতো নি:শব্দে চলাফেরা করতে পারে ওয়াইল্ডলিংটা। সামার জলাধারের পাড় ধরে ঘুরে গিয়ে শুঁকতে লাগল তাকে। শিউরে উঠল লম্বা মেয়েটা।

'সামার, আমার কাছে আয়,' ব্রান ডাকল তাকে। ডায়ারউলফটা শেষবারের মতো ওশাকে শুঁকে আবার ঘুরে ব্রানের কাছে ফিরে এল। সামারকে জড়িয়ে ধরল সে হাত দিয়ে।

'তুমি এখানে কী করছ?' উলফউড থেকে ওকে ধরে আনার পর আর কখনো দেখেছি ব্রান, শুনেছে রান্নাঘরের কাজে ওকে লাগানো হয়েছে।

'ওরা তো আমারও দেবতা,' ওশা বলল। ' দেয়ালের ওপাশে তারাই একমাত্র প্রভু।' মহিলার ধূসর রঙের চুলগুলো এলোমেলো। বর্ম আর চামড়ার পোশাক খুলে নিয়ে বাদামি রঙের সাধারণ পোশাক পরতে দেয়ায় এখন তাকে দেখতে আরো বেশি মহিলাদের মতো লাগছে।

'আমার যখন প্রয়োজন হয় তখন আমাকে মাঝে মাঝে প্রার্থনা করতে দেয় গেজ, আর তার যখন প্রয়োজন হয় তখন আমার জামার নিচে

BanglaBook.org

সে যা করতে চায় তা-ই করতে দিই। আমার জন্য এটা কোনো ব্যাপার না। ওর হাতের ময়দার গন্ধ আমার ভালো লাগে, স্টিভের চেয়ে গেজ বেশি ভদ্র।' ওশা মাথা নামাল। 'তুমি থাকো এখানে। আমার কাজ আছে।'

'না, তুমি এখানে থাকবে,' ব্রান আদেশ দিল তাকে। 'আমাকে বলো দেবতাদের কথা আমি শুনতে পেয়েছি কি না এ কথার মানে কী।'

'তুমি তাদের কাছে কিছু প্রার্থনা করেছ, তারা উত্তরও দিয়েছেন। কান খুলে শোনার চেষ্টা করো, ঠিকই শুনতে পাবে।'

কান পাতল ব্রান। 'শুধু বাতাসের শব্দ পাচ্ছি,' কিছুক্ষণ পর অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলল সে। 'পাতার মর্মর শব্দ।'

'বাতাস যদি দেবতারা না পাঠিয়ে থাকেন তবে কে পাঠায়?' ব্রানের বিপরীত দিকে জলাধারের পাড়ে বসে পড়ল সে। নড়াচড়ায় শেকল থেকে মৃদু ঠুনঠুন ভেসে এল। মিকেন ওর পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে। দুই পায়ের মাঝে রয়েছে ভারি শিকল। ছোট ছোট পদক্ষেপে হাঁটতে পারবে ও। তবে দৌড়ানো বা দেয়াল বেয়ে ওঠা কিংবা ঘোড়ায় চড়া সম্ভব হবে না। 'তারা তোমাকে দেখছেন, ছেলে। তোমার প্রার্থনা শুনছেন। পাতার মর্মর ধ্বনির কথা বললে না? ওটাই তাঁদের জবাব।'

'কী বললেন তাঁরা?'

'তাঁরা খুবই কষ্টে আছেন। যেখানে তোমার ভাই যাচ্ছে সেখানে কোনো সাহায্য করতে পারবেন না দেবতারা। দক্ষিণে পুরানো দেবতাদের কোনো ক্ষমতা নেই। হাজার বছর আগেই দক্ষিণের সব উইয়ারউড গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। দেবতাদের যদি কোনো চোখই না থাকে, তবে তোমার ভাইকে কীভাবে দেখবেন তাঁরা?'

ব্রানের মাথায় এ ব্যাপারটা আগে আসেনি। চিন্তাটা ওকে আরো ভীত করে তুলল। যদি দেবতারাই ওর ভাইকে সাহায্য করতে না পারেন তাহলে কে করবে? হয়তো ওশা তাঁদের কথা ঠিকমত বুঝতে পারেনি। মাথা উঁচু করে আবার শোনার চেষ্টা করল সে।

মর্মর ধ্বনি আরও বেড়ে গেল। একটা ক্ষীণ পদশব্দ আর অস্পষ্ট গুনগুন শুনতে পাচ্ছে ব্রান। গাছপালার আড়াল থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে এলো নগ্ন হডর। 'হডর!'

'আমাদের গলার স্বর শুনেছে ও।' ব্রান বলল। 'হডর, তুমি তোমার জামাকাপড় পরতে ভুলে গেছ।'

BanglaBook.org

'হডর,' মাথা ঝাঁকাল হডর। গলা থেকে শরীরের বাকি অংশ ভেজা তার। সারা শরীর বাদামি রঙের পশমে ভর্তি। দুই পায়ের ফাঁকে লম্বা, ভারী পুরুষাঙ্গটা দুলছে।

হেসে ওর দিকে তাকাল ওশা। 'আহ! সেই বিশালদেহী লোকটা,' বলল সে। 'ওর শরীরে নির্ঘাত দানবদের রক্ত আছে, আর যদি কথাটা মিথ্যে হয় তাহলে আমার শরীরে আছে রানির রক্ত!'

'মায়েস্টার লুইন বলেছেন কোনো দানব বেঁচে নেই। উনি বলেছেন অরণ্যের সন্তানদের মতো ওরাও সবাই মারা গেছে। ওদের শরীরের হাড়গুলোই শুধু অবশিষ্ট আছে মাটির নিচে, যা মাঝে মাঝে জমিতে লাঙ্গলের ফলায় বেঁধে উঠে আসে।'

'মায়েস্টার লুইনকে বোলো দেয়ালের অপর পাশে গিয়ে ঘুরে আসতে,' ওশা বলল। 'উনি নিজেই দানবদের দেখা পাবেন, আর দানবরাও ওনাকে দেখতে পাবে। আমার ভাই একটাকে হত্যা করেছিল। দশ ফুট লম্বা ছিল মেয়েটা। ওরা বারো থেকে তেরো ফুট লম্বা হয় শুনেছি। চুল আর দাঁত আছে, স্বভাবে বেশ হিংস্র। মেয়ে দানবদেরও পুরুষদের মতো দাড়ি থাকে, তাই ওদের আলাদা করে চেনা মুশকিল। মেয়ে দানবরা সাধারণ মানুষদের প্রেমিক হিসেবে বেছে নেয় মাঝে মাঝে, ফলে অর্ধদানবদের জন্ম হয়। ওরা যে মেয়েকে একবার ধরে তার অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে যায়। ওরা এতই বড় যে স্ত্রীর সাথে কোনো বাচ্চা নেয়ার আগেই ওদের মেরে ফেলতে পারে।' ওশা ব্রানের দিকে তাকিয়ে কাষ্ঠহাসি হাসল। 'আমি যা বললাম তা ঠিক বুঝতে পারোনি, তাই না, ছেলে?'

'বুঝেছি,' ব্রান বলল। যৌনমিলন কী সে তা বোঝে। আঙিনায় কুকুরদের মিলিত হতে দেখেছে ও। মাদি ঘোড়ার উপর পুরুষ ঘোড়াকে উঠেও মিলিত হতে দেখেছে। কিন্তু এটা নিয়ে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করছে। হডরের দিকে তাকাল সে। 'হডর, ফিরে গিয়ে জামাকাপড় নিয়ে এসো । কাপড় পরে এসো, যাও।'

'হডর,' যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে গেল।

'সত্যিই কি দেয়ালের ওইপাশে দানবরা আছে?' ওশাকে জিজ্ঞেস করল ব্রান।

'দানবরা আছে, আর দানবদের চেয়ে খারাপ কিছুও আছে, লর্ড লিং। আমি তোমার ভাইকে বলার চেষ্টা করেছিলাম। শীতল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। যারাই ঘরের আশ্রয় ছেড়ে বেরোচ্ছে, তারা কেউ আর ফিরে আসছে না। আসলেও মানুষ হয়ে ফিরে আসছে না, বরং ফিরে আসছে

BanglaBook.org

গভীর নীল চোখ আর কুচকুচে কালো, বরফশীতল হাত নিয়ে পিশাচ। তোমার কী মনে হয়, আমি কেন স্টিভ আর হালির সাথে দক্ষিণে পালিয়ে এসেছি? ম্যান্সের ধারণা ওদের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে। সাহসী, জেদি লোকটা ভাবছে হোয়াইট ওয়াকাররা নাইট'স ওয়াচের রেঞ্জারদের চেয়ে কী আর এমন শক্তিশালী হবে। কিন্তু ও নিজে তাদের সম্পর্কে কতটুকু জানে? ও নিজেকে যত খুশি দেয়ালের ওপাশের রাজা বলে ভাবতে পারে, কিন্তু সে আসলে শ্যাডো টাওয়ার থেকে পালিয়ে যাওয়া নাইট'স ওয়াচের একজন সদস্য ছাড়া আর কিছুই না। শীত কী জিনিস জানেই না ম্যান্স।

'আমার জন্মই ওখানে হয়েছে, আমার মায়ের জন্মও তাই, তার মায়ের, তারও মায়ের। স্বাধীন মানুষ হিসেবেই জন্ম নিয়েছিলাম। আমরা জানি শীত কাকে বলে।' ওশা উঠে দাঁড়াল। শেকল থেকে আবার ভেসে এলো আওয়াজ। 'আমি তোমার ভাইকে বলার চেষ্টা করেছিলাম। গতকাল তাকে আঙিনায় দেখেছিলাম। তখন বলতে গিয়েছিলাম। 'মি লর্ড স্টার্ক বলে সম্মানের সাথে তাকে সম্বোধন করেছিলাম, কিন্তু সে আমাকে পাত্তাই দিল না। গ্রেটজন আম্বার এরপর আমাকে ঠেলে সরিয়ে দেয় তার সামনে থেকে। ঠিক আছে। আমি শেকল পরেই থাকব, বন্ধ রাখব নিজের মুখ। যে মানুষ শুনতে চায় না, সে শোনার অধিকারই রাখে না।'

'আমাকে বলো। ভাইয়া আমার কথা শুনবে, আমি জানি শুনবে।'

'এখন কি আর তোমার কথা শুনবে? দেখা যাক। তুমি তাকে এই কথাগুলো বলবে, মি লর্ড। বলবে যে সে আসলে সৈন্য নিয়ে উল্টো দিকে যাচ্ছে। তরবারি নিয়ে তার বরং উত্তর দিকে যাওয়া উচিত। উত্তর, দক্ষিণে নয়। আমার কথা শুনেছ?'

ব্রান মাথা দোলাল। 'আমি রব ভাইয়াকে বলব।'

কিন্তু সেই রাতে যখন তারা বড় কক্ষটার ভোজসভায় মিলিত হলো, রব ওদের সাথে ছিল না। নিজের কক্ষে লর্ড রিকার্ড, গ্রেটজন আর অন্যান্য অনুগত ব্যানারবাহী লর্ডদের সাথে রাতের খাবার খেয়েছে সে। সামনে যে দীর্ঘ যাত্রা তারা শুরু করতে যাচ্ছে সেটা নিয়ে শেষ মুহূর্তের পরিকল্পনা চলছে সেখানে। এজন্য খাবার ঘরে রবের ভূমিকা পালনের দায়িত্ব ব্রানের ওপর এসে পড়েছে। লর্ড কারস্টার্কের ছেলেরা আর সম্মানিত বন্ধুদের নিমন্ত্রণকর্তার দায়িত্ব পড়েছে তার ঘাড়ে।

BanglaBook.org

হডরের পিঠে চড়ে ব্রান বিশাল কক্ষটায় উপস্থিত হলো। ততক্ষণে সবাই বসে পড়েছে যার যার আসনে। টেবিলের বড় আসনটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল হডর। দুইজন সৈন্য এসে ঝুড়ি থেকে বের করল ব্রানকে। ওর দিকে ঘরের প্রতিটি মানুষ তাকিয়ে আছে। পুরো নিরব হয়ে আছে ঘরটা।

'মাই লর্ডস,' হালিস মোলেন উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করল, 'উইন্টারফেলের ব্রানডন স্টার্ক!'

'আমি আমাদের দুর্গে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল ব্রান। 'আর আমাদের মধ্যকার বন্ধুত্বের সম্মানস্বরূপ মাংস ও মদ আপ্যায়নের ব্যবস্থা করছি।'

লর্ড রিকার্ড কারস্টার্কের বড় ছেলে হ্যারিয়ন কারস্টার্ক উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নত করে সম্মান প্রদর্শন করল। একে একে অনুসরণ করল তার অন্যান্য ভাইয়েরা। তারপর শুরু হয়ে গেল ভোজ।

ভোরবেলা।

দুই দিন পর। ভাইকে বিদায় দেয়ার জন্য হডরের পিঠে চড়ে সিংহদ্বারের নিচে দাঁড়িয়ে আছে ব্রান।

'তুমিই এখন উইন্টারফেলের লর্ড,' রব তাকে বলল। ধূসর রঙের এক স্ট্যালিয়নের পিঠে বসে আছে রব। ঘোড়ার একপাশে ঝুলছে লোহার বেড় দেয়া সাদা, ধূসর কাঠের ঢাল, তার ওপরে খচিত স্টার্কদের গর্জনরত ডায়ারউলফ প্রতীক। চামড়ার তৈরি জামার ওপর লোহার শেকলের বর্ম পরেছে সে, কোমরে ঝোলানো তরবারি আর ছোরা, কাঁধের ওপর পশমি আলখাল্লা। 'আমি যেভাবে বাবার জায়গায় বসেছিলাম, তুমিও তেমনি আমার জায়গায় বসবে, যতদিন পর্যন্ত আমরা ফিরে না আসি।'

'আমি জানি,' ম্লান গলায় জবাব দিল ব্রান। আগে কখনো আজকের মতো নিজেকে এত ছোট, একাকী আর ভীত লাগেনি । ব্রান জানে না ঠিক কীভাবে একজন লর্ড হয়ে উঠতে হয়।

'মায়েস্টার লুইনের পরামর্শ মেনে চলবে আর রিকনকে দেখে রাখবে। ওকে বোলো যুদ্ধ শেষ হওয়ামাত্রই ফিরে আসব আমি।'

বড় ভাইকে বিদায় জানাতে আসেনি রিকন। ব্রান তাকে এখানে আসতে বললে সে বারবার চিৎকার করছিল 'না, না' বলে।

BanglaBook.org

'আমি ওকে বলেছিলাম,' ব্রান বলল। 'ও বলল সবাই শুধু যায়, কিন্তু ফিরে আসে না কেউই।'

'সারাজীবন নাবালক থাকতে পারবে না ও। রিকন একজন স্টার্ক আর বয়স প্রায় চার বছর।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রব। 'মা তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরে আসবে। আর আমি বাবাকে সাথে নিয়েই ফিরব কথা দিলাম।'

ঘোড়া ছোটাল সে। তেজি স্ট্যালিয়নের পাশে দ্রুত দৌড়াচ্ছে গ্রে উইন্ড। হালিস মোলেন ওদের আগে আগে চলেছে পতপত করে উড়তে থাকা স্টার্কদের প্রতীক রচিত সাদা নিশান নিয়ে। থিয়ন গ্রেজয় আর গ্রেটজন রবের দুই পাশে, আর ওদের যোদ্ধারা সূর্যের আলোয় ঝলসাতে থাকা ইস্পাতের ফলাওয়ালা বর্শা নিয়ে দুই সারি ধরে ওদের পেছন পেছন যাচ্ছে।

ওশার কথাগুলো মনে পড়ল ব্রানের। *যোদ্ধাদের নিয়ে ভুল পথে যাচ্ছে রব ভাইয়া*, ভাবল সে। ক্ষণিকের জন্য ভাবল সে তার ভাইয়ের পেছনে ছুটে গিয়ে চিৎকার করে ওকে সতর্ক করে দেবে। কিন্তু যখন লোহার শিকের দরজা পার হয়ে চলে গেল রব, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

দুর্গের দেয়ালের বাইরে হঠাৎ করে উচ্চ কণ্ঠের চিৎকার ভেসে এল। পদাতিক সৈন্য আর শহরবাসীরা রবকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। তেজস্বী ঘোড়ায় উপবিষ্ট উইন্টারফেলের লর্ড স্টার্ককে অভিনন্দন জানাচ্ছে তারা, যার পাশেই তাল রেখে এগিয়ে যাচ্ছে গ্রে উইন্ড।

চাপা আক্ষেপ নিয়ে ব্রান ভাবল, ওকে কেউ কোনোদিন এমন করে অভিনন্দন জানাবে না। বাবা আর ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে এই মুহূর্তে সে উইন্টারফেলের লর্ড হতে পারে বটে, কিন্তু সে এখনো ভগ্নমানুষ ব্রানই রয়ে গেছে। কোনোদিন সে আর ঘোড়ায় উঠতে পারবে না।

চিৎকার মিলিয়ে গিয়ে যখন নেমে এল নীরবতা, শূন্য হয়ে গেল আঙিনা, তখন উইন্টারফেলকে জনশূন্য আর মৃত লাগল। যারা রয়ে গেছে তাদের দিকে তাকাল ব্রান। মহিলা, বাচ্চা আর বৃদ্ধ... আর হডর। আস্তাবলে কাজ করা বিরাট শরীরের ছেলেটা কেমন ফাঁকা, ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'হডর,' দুঃখী গলায় বলল সে।

'হডর!' মাথা ঝাঁকাল ব্রান। ভাবছে আসলে কী বোঝাতে চাইল হডর।

BanglaBook.org

ডেনেরিস

চৌত্রিশ

মিলন শেষে খাল দ্রোগো উঠে গেল ডেনেরিসের শরীরের ওপর থেকে। চুল্লির আগুনের আভায় দ্রোগোর ত্বক ব্রোঞ্জের মতো চকচক করছে। বিশাল চওড়া বুকে পুরানো ক্ষতচিহ্নগুলোর রেখা হালকা দৃশ্যমান। দ্রোগোর কুচকুচে কালো লম্বা চুল আলগা হয়ে কাঁধ ছুয়ে স্পর্শ করেছে কোমর। লম্বা গোঁফের আড়ালে খালের মুখখানা কুঞ্চিত হলো। 'যে স্ট্যালিয়ন দাপড়ে বেড়াবে পৃথিবী তার কোনো লোহার আসনের দরকার নেই।'

ডেনেরিস কনুইতে ভর করে উঁচু হলো, তাকাল দ্রোগোর দিকে। লম্বা এবং সুদর্শন। স্বামীর কেশরাজি তার সবচেয়ে পছন্দ। খাল কোনো দিন চুল কাটে নি; পরাজয় কাকে বলে জানে না। 'ভবিষ্যৎদ্বাণী বলছে যে ওই স্ট্যালিয়ন পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যাবে।'

'পৃথিবীর শেষ কিনারা কালো লবণ সাগরে গিয়ে মিশেছে,' বলল দ্রোগো। গরম জলে কাপড় ভিজিয়ে শরীর থেকে ঘাম এবং তেল মুছল। কোনো ঘোড়ার পক্ষে ওই বিষাক্ত পানি পার হওয়া সম্ভব নয়।'

'ফ্রি সিটিতে হাজার হাজার জাহাজ আছে,' বলল ডেনি। এ কথাটি আগেও বলেছে সে দ্রোগোকে। 'শত পায়ের কাঠের ঘোড়া যেটি ডানা মেলে পাড়ি দিতে পারে সাগর।'

খাল দ্রোগো এসব কথা শুনতেই চায় না। 'আমরা আর কাঠের ঘোড়া এবং লোহার আসন নিয়ে কথা বলব না।' সে বস্ত্রখণ্ডটি রেখে কাপড়

BanglaBook.org

পরতে লাগল। 'আজ আমি জঙ্গলে গিয়ে শিকার করব।' চিত্রিত ভেস্ট পরতে পরতে বলল সে। কোমরে জড়ালো সোনা, রুপা এবং ব্রোঞ্জের তৈরি ভারী মেডালিয়নের বেল্ট।

'হ্যাঁ, আমার চন্দ্র-তারা,' বলল ডেনি। দ্রোগো তার সঙ্গে ব্লাডরাইডারদেরকে নিয়ে *রাক্কার শিকারে* যাবে। রাক্কার হলো সমতল ভূমির প্রকাণ্ড এক সাদা সিংহ। যদি ওরা বিজয়ী হয়ে ফিরে আসতে পারে, তার স্বামীর আনন্দ আকাশ ছোঁবে তখন সে হয়তো ডেনির কথা শুনতেও পারে।

খাল দ্রোগো বুনো জীবজন্তু কিংবা মানুষকে ভয় পায় না, সাগর তার কাছে একটি ভীতির বস্তু। ডোথ্রাকিদের কাছে যে পানি ঘোড়া পান করতে পারে না তা অতিশয় বাজে, ধূসর-সবুজ-সাগর ভর্তি বিশ্রী সব কুসংস্কারে। দ্রোগো যে কোনো হর্সলর্ডের চেয়ে সাহসী তবে সাগর পার হতে তার সাহস নেই... ডেনি যদি একটা জাহাজের ব্যবস্থা করতে পারত...

খাল এবং তার ব্লাডরাইডাররা তীর-ধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ার পরে ডেনেরিস তার পরিচারিকাদের ডাকল। ওরা এসে ওকে গোসল করিয়ে দিল। ডোরিয়া ওর চুল আঁচড়ে দিচ্ছে, ডেনি ঝিকিকে পাঠাল স্যর জোরাহ মরমন্টকে ডেকে আনতে।

সঙ্গে সঙ্গে হাজির নাইট। পরনে ঘোড়ার লোমের লেগিং এবং ভেস্ট। ঘন রোমে ঢাকা তার বুক এবং পেশীবহুল বাহু। 'রাজকুমারী, কীভাবে আপনার সেবায় আসতে পারি?'

'আমার লর্ড স্বামীর সঙ্গে আপনাকে কথা বলতে হবে,' বলল ডেনি। ' দ্রোগো বলছে যে স্ট্যালিয়ন গোটা দুনিয়া দাপড়ে বেড়াবে সে সারা পৃথিবী পাবে শাসন করার জন্য এবং বিষাক্ত পানি পাড়ি দেয়ার তার প্রয়োজন নেই। সে বলছে রেগোর জন্মের পরে তার *খালাসার* নিয়ে পুবে যাবে জেড সী'র আশপাশের রাজ্য দখল করার জন্য।'

চিন্তিত দেখাল নাইটকে। 'খাল কোনোদিন সপ্ত রাজ্য দেখেন নি।' বললেন তিনি। 'ওগুলো তার কাছে কোনোই অর্থ বহন করে না। তিনি হয়তো ভেবেছেন সাত রাজ্য মানে কয়েকটা দ্বীপ, কয়েকটা ছোট শহর লোরাথ বা লিসের মতো। তাই পুব তার কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয়।'

'কিন্তু তার পশ্চিমে যাওয়া উচিত,' হতাশ হয়ে বলল ডেনি। 'প্লিজ, ওকে বোঝান।'

BanglaBook.org

ডেনেরিস নিজেও সপ্ত রাজ্য দেখেনি। তবে তার ভিসেরিসের কাছে অনেক গল্প শুনেছে। ভিসেরিস বহুবার তাকে কথা দিয়েছিল একদিন তাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু সে মারা গেছে, সেই সঙ্গে তার প্রতিশ্রুতিরও মৃত্যু ঘটেছে।

' ডোট্রাকিরা যা করে নিজেদের কারণে, নিজেদের সুযোগ সুবিধে মতো সময় করে। ধৈর্য ধরুন, রাজকুমারী। আপনার ভাইয়ের মতো ভুল করবেন না। আমরা বাড়ি যাব, আপনাকে কথা দিলাম।'

বাড়ি? শব্দটি বিষণ্ন করে তুলল ডেনেরিসের। স্যর জোরাহ'র দেশের বাড়ি বিয়ার আইল্যান্ড, কিন্তু ডেনেরিসের কি নিজের বাড়িঘর বলতে কিছু আছে? ভাইস ডোটার্ক কি চিরদিনের জন্য তার বাড়ি হতে যাচ্ছে? *ডশ খালিন* এর বুড়িদের দিকে সে যখন তাকায়, সে কি ভবিষ্যতের দিকে উঁকি দেয়?

স্যর জোরাহ ওর মন খারাপ আঁচ করতে পারলেন। 'রাতের বেলা বিরাট এক ক্যারাভান আসছে, *খালিসি*। চারশো ঘোড়ার বিরাট এক বহর আসছে পেন্টোস থেকে নরভোস এবং কোহোর হয়ে সওদাগর ক্যাপ্টেন বায়ান ভটিরিসের তত্ত্বাবধানে। ইলিরিও হয়তো কোনো চিঠি পাঠিয়েছেন। আপনি কি একবার ওয়েস্টার্ন মার্কেটে যাবেন?'

'যাব,' উত্তেজিত হয়ে উঠল ডেনি। 'ইরি, ডুলি প্রস্তুত করো।'

'আমি আপনার *খা*দেরকে বলছি,' বললেন স্যর জোরাহ এবং চলে গেলেন।

খাল ড্রোগো সঙ্গে থাকলে রূপার পিঠে সওয়ার হতো ডেনেরিস। ডোট্রাকিদের মধ্যে মায়েরা তাদের সন্তান হওয়ার প্রায় আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে বেড়ায়। ডেনেরিস তার স্বামীর চোখে নিজেকে দুর্বল হিসেবে প্রমাণ করতে চায় না। তবে খাল গেছে শিকারে কাজেই ডুলির নরম কুশনে আরাম করে বসে ভাইস ডোট্রাকে ঘুরে বেড়ানোর মজাই আলাদা। ডুলিতে মখমলের লাল পর্দা টাঙানো থাকে যাতে সূর্যের তাপ গায়ে না লাগে। স্যর জোরাহ ঘোড়ায় চেপে ডেনেরিসের পাশে পাশে চললেন, সঙ্গে চার তরুণ *খা* এবং পরিচারিকাগণ।

দিনটি উষ্ণ, আকাশ মেঘশূন্য, গভীর নীল। বাতাস বয়ে আনল ঘাস আর মাটির তাজা গন্ধ। চুরি করে আনা মনুমেন্টগুলোর পাশ দিয়ে

BanglaBook.org

যাওয়ার সময় ছায়া পড়ল ডুলির গায়ে। ডেনি মৃত হিরো এবং বিস্মৃত রাজাদের পাথরের মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবল পোড়া শহরের দেবতারা ওর প্রার্থনার জবাব এখনো দেবেন কিনা।

আমি যদি ড্রাগনের রক্ত না হতাম, ভাবছে ডেনেরিস, *তাহলে এটি আমার বাড়ি হতে পারত*। সে একজন খালিসি, তার রয়েছে একজন বলশালী মানুষ এবং দ্রুতগামী ঘোড়া, সেবা করার জন্য চাকরানির দল, যোদ্ধারা তার নিরাপত্তার ওপর নজর রাখে। সে যখন বুড়ি হবে, *ডশ খালিন* এ তার জন্য রয়েছে একটি সম্মানজনক স্থান আর তার গর্ভে বেড়ে উঠছে এক পুত্র যে একদিন দাপিয়ে বেড়াবে দুনিয়া। যে কোনো নারীর জন্য এর বেশি আর কী চাই... তবে ড্রাগনের জন্য এসব যথেষ্ট নয়।

ভিসেরিস মারা যাওয়ার পরে ডেনেরিসই রয়েছে শেষ ড্রাগন হিসেবে। সে বিজয়ী এবং রাজাদের বীজ, তার ভেতরে বড় হয়ে ওঠা সন্তানটিও তাই। এ কথা ভুললে চলবে না।

ওয়েস্টার্ন মার্কেট সুবিশাল এক বাজার। শত শত সওদাগর এবং ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্য নামিয়ে দোকান সাজাচ্ছে। তবে পেন্টোস এবং অন্যান্য ফ্রি সিটির বাজারগুলোর তুলনায় এখানে ভিড় এবং হৈচৈ কমই মনে হলো ডেনেরিসের।

পুব এবং পশ্চিম থেকে ক্যারাভানগুলো এসেছে ভাইস ডোথ্রাকিতে। তবে ডোথ্রাকিদের কাছে বিক্রি করার মতো তেমন জিনিসপত্র তাদের নেই।

স্যর জোরাহ বলেছেন রাইডাররা ওয়েস্টার্ন মার্কেটে ব্যবসায়ীদের আসতে দেয় যদি তারা মাদার অব মাউন্টেন কিংবা পৃথিবীর জরায়ুকে কোনোরকম অপবিত্র না করে, সম্মান করে *ডশ খালিন* এর থুত্থুরে বুড়িদেরকে এবং তাদেরকে ঐতিহ্যগত উপহার হিসেবে লবণ, রূপো ও বীজ প্রদান করে। কেনা বেচার এ বাণিজ্য ডোথ্রাকিরা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

BanglaBook.org

পঁয়ত্রিশ

ডেনেরিসকে ডুলি থেকে নামতে সাহায্য করল ইরি এবং ঝিকি। নাক টানল ডেনি। রসুন এবং মরিচের ঝাঁঝাল গন্ধ ধাক্কা মারল নাসারন্ধ্রে। টাইরশ এবং মির শহরের স্মৃতি ফিরিয়ে আনল এ গন্ধ।

ডেনেরিস দেখল ক্রীতদাসরা নানা রঙের মাইরিশ লেস এবং উলের গাটরি বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। তামার শিরস্ত্রাণ আর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা হলুদ সুতার টিউনিক পরে ক্যারাভানের গার্ডরা বাজারের গলিতে হেঁটে বেড়াচ্ছে, তাদের বেল্টের সঙ্গে বাঁধা চামড়ার খাপ অসিশূন্য।

এক দোকানের পেছনে একজন বর্মধারী সোনা এবং রূপোর কাজ করা ইস্পাতের ব্রেস্টপ্লেট দেখাচ্ছে ক্রেতাদেরকে। তার পাশে এক সুন্দরী তরুণী বিক্রি করছে ল্যানিসপোর্টের গহনা। ঘামে ভেজা ভেলভেট পরা, বোবা, চুলশূন্য এক বিশালদেহী খোজা তার দোকান পাহারা দিচ্ছে, কেউ কাছে এলেই খ্যাঁকখ্যাক করে উঠছে।

গলির ওপাশে ই তি থেকে আসা এক মোটকু বস্ত্র ব্যবসায়ী সবুজ রঙ নিয়ে এক পেন্টোশির সঙ্গে দর কষাকষি করছে। দরদামে বনছে না বলে মাথার হ্যাটটা ডানে-বামে নাড়াচ্ছে সে, সঙ্গে টুপির সঙ্গে বাঁধা বানরের লেজটাও নড়ছে।

'যখন ছোট ছিলাম, বাজারে গিয়ে খেলতে খুব পছন্দ করতাম,' দোকানগুলোর মাঝখানে ছায়াময় গলিপথে হাঁটতে হাঁটতে স্যর জোরাহকে বলল ডেনেরিস। 'সবকিছু দারুণ জীবন্ত ছিল ওখানে, মানুষ চিৎকার-

BanglaBook.org

চেঁচামেচি করছে, হাসছে। দেখার মতো কত দারুণ দারুণ জিনিস ছিল... যদিও কেনার মতো পয়সা খুব কমই থাকত আমাদের কাছে... মাঝেমধ্যে দু'একটা সসেজ কিনতাম কিংবা হানিফিঙ্গার... সপ্তরাজ্যে হানিফিঙ্গার কি পাওয়া যায় টাইরশের মতো?'

'ওগুলো এক ধরনের কেক, তাই না? ঠিক বলতে পারব না, রাজকুমারী', কুর্নিশ করলেন নাইট। 'যদি একটুক্ষণের জন্য ক্ষমা করেন তো ক্যাপ্টেনের কাছে যাব দেখতে কোনো চিঠিপত্র এল কিনা।'

'চলুন, আমিও সঙ্গে যাই।'

'আপনাকে কষ্ট করতে হবে না,' অধৈর্যভঙ্গিতে অন্যদিকে তাকালেন স্যর জোরাহ। 'আপনি বাজার ঘুরে দেখুন। কাজ শেষ হলেই আমি চলে আসছি।'

স্যর জোরাহ মরমন্ট কেন ওকে সঙ্গে নিতে চাইলেন না বুঝতে পারল না ডেনি। হয়তো সওদাগর ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে কোনো মহিলাকে পেয়ে গেছেন তিনি। ডেনি জানে ক্যারাভানের সঙ্গে অনেক পতিতা ঘুরে বেড়ায়। কেউ কেউ পতিতাগমন স্বীকারে লজ্জা পায়। কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'এসো।' অন্যদেরকে বলল সে।

ওরা সকালের অর্ধেকটা পার করে দিল বাজার ঘুরে। দারুণ লাগছে ডেনেরিসের। যেন ফিরে গেছে ছোটবেলায়। ওর চোখে পড়ল সামার আইলের পালক বসানো খুব সুন্দর একটি আলখাল্লা। ওকে সওদাগর ওটা উপহার হিসেবে দিল। বিনিময়ে তাকে কোমর থেকে রূপোর একটি মেডালিয়ন দিল ডেনি। ডোথ্রাকিদের মধ্যে এরকম বিনিময় হয়ে থাকে।

এক পক্ষী বিক্রেতা তার সবুজ- লাল রঙের কাকাতুয়াকে শেখাল ডেনির নাম ধরে ডাকতে। ডেনি খিলখিল করে হাসল। তাকে কাকাতুয়াটি দিতে চাইলেও ও নিল না। খালাসারে সবুজ -লাল রঙের কাকাতুয়া দিয়ে কী করবে সে?

সুগন্ধী তেলের খানাকয়েক শিশি কিনল ডেনি। ছেলেবেলায় এ সুগন্ধী গায়ে মাখত ও। চোখ বুজে গন্ধ নিতেই মনছবিতে ফুটে উঠল লাল দরজাঅলা সেই বিরাট বাড়িটা। ডোরিয়াকে সে উপহার কিনে দিল। ইরি এবং ঝিকির জন্যও কিছু কেনা দরকার, ভাবল ও।

BanglaBook.org

মোড় ঘুরতে এক মদ বিক্রেতাকে দেখতে পেল ওরা। সে ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে হাঁকডাক ছেড়ে। বলছে লিস, ভোলানটিস এবং আরবারের ভালো ভালো সব মদ আছে তার কাছে। লোকটা ছোটখাট, ছিপছিপে গড়ন। সুদর্শন। চুল কোঁকড়ানো। তাতে সুগন্ধী মাখিয়েছে লিসের ফ্যাশন অনুকরণ করে।

ডেনি তার দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালে লোকটা ' বো' করল। 'একটু চেখে দেখবেন, *খালিসি?* ডোর্নের মিষ্টি লাল মদ আছে আমার কাছে, মাই লেডি। এক পেয়ালা খেলেই আপনি আপনার সন্তানের নাম রাখবেন আমার নামে।'

হাসল ডেনি। 'আমার সন্তানের নাম ঠিক করা আছে। তবে তোমার সামার ওয়াইন আমি একটু চেখে দেখতে পারি।' ভ্যালেরিয়ান ভাষায় বলল সে। ফ্রি সিটিতে ওরা ভ্যালেরিয়ান ভাষা ব্যবহার করে। অনেক দিন পরে ভাষাটা জিভে কেমন অদ্ভুত ঠেকল।

সওদাগর ডেনির পরনের পোশাক, তেল মাখা চুল এবং রোদে পোড়া ত্বকের জন্য ওকে ডোথ্রাকি ভেবেছিল। তবে ওর কথা শুনে যেন খাবি খেল। 'মাই লেডি... আপনি কি টাইরোশি?'

'আমার উচ্চারণ টাইরোশিদের মতো হতে পারে এবং পোশাক ডোথ্রাকির মতো হলেও আমি সানসেট কিংডমের ওয়েস্টরসের মেয়ে।' বলল ডেনি।

ডোরিয়া ওর পাশে এসে দাঁড়াল। 'ইনি হাউস টারগারিয়ানের ডেনেরিস, ডেনেরিস স্টর্মবর্ন, অশ্বারোহীদের খালিসি এবং সপ্তরাজ্যের রাজকুমারী।'

মদ ব্যবসায়ী ঝট করে হাঁটু মুড়ে বসল। 'রাজকুমারী।' মাথা নত করল সে।

'ওঠো,' ডেনি হুকুম দিল তাকে। 'তোমার সামারওয়াইন চেখে দেখার সুযোগ কিন্তু আমি হারাচ্ছি না।'

লোকটা সিধে হলো। 'ওটা? ও জিনিস স্রেফ ডোরনিশ পানি। একজন রাজকুমারীর উপযুক্ত পানীয় ওটা নয়। আমি আরব থেকে লাল মদ এনেছি। দারুণ স্বাদ। আপনাকে এক জালা দিই?'

ফ্রি সিটিতে ভ্রমণ করে ভালো ভালো মদের স্বাদ নিয়েছে খাল দ্রোগো। ডেনি জানে এরকম চমৎকার মদ পেলে খুশিই হবে তার স্বামী।

BanglaBook.org

'আপনি আমাকে সম্মানিত করলেন, স্যর,' মিষ্টি গলায় বিড়বিড় করল ও।

'আমি বরং সম্মানিত বোধ করছি,' এক লাফে দোকানের পেছন থেকে ওক কাঠের একটি মদের পিপা নিয়ে এল লোকটা। 'এর চেয়ে ভালো মদ আর হয় না।'

'খাল ড্রোগো এবং আমি মিলে পান করব। আগ্গো, এটা আমার ডুলিতে নিয়ে যাও।' ডোট্রাকি পিপাটি তুলে নিলে মদবিক্রেতার হাসি দু'কানে ঠেকল।

এমন সময় পেছন থেকে স্যর জোরাহ'র গলা ভেসে এল। 'না' তার কণ্ঠস্বর অদ্ভুত শোনাল, রূঢ়। 'আগ্গো, পিপাটা নামিয়ে রাখো।'

আগ্গো তাকাল ডেনির দিকে। ইতস্তত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ডেনি। 'স্যর জোরাহ, কোনো সমস্যা?'

'আমার পিপাসা পেয়েছে। খোলো ওটা, মদ বিক্রেতা।'

কপাল কোঁচকাল সওদাগর। 'মদটি খালিসির জন্য, আপনাদের মতো লোকদের জন্য নয়।'

দোকানের কাছে চলে এলেন স্যর জোরাহ। 'পিপা না খুললে ওটা তোমার মাথায় ভাঙব আমি।'

তিনি এই পবিত্র নগরীতে কোনো অস্ত্র বহন করছেন না তবে তাঁর প্রকাণ্ড, শক্ত হাত জোড়াই যথেষ্ট। আঙুলের গাঁটে ঘন লোম। বিপজ্জনক চেহারার দুটি হাত। মদ বিক্রেতা এক মুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর হাতুড়ি নিয়ে পিপার ঢাকনি ছুটিয়ে ফেলল এক বাড়িতে।

'ঢালো,' আদেশ দিলেন স্যর জোরাহ। ডেনির খা'র চার তরুণ যোদ্ধা স্যর জোরাহ'র পেছনে ভিড় করেছে, ভুরু কুঁচকে দেখছে।

'এই চমৎকার মদ খানিকক্ষণ খোলা বাতাসে না রাখলে অন্যায় হয়ে যাবে,' মদ বিক্রেতা এখনো হাতের হাতুড়ি নামিয়ে রাখেনি।

কোমরের বেল্টে পেঁচানো চাবুকের দিকে এগিয়ে গেল ঝোগোর হাত। ডেনি তার বাহুকে হাত রেখে মানা করল। 'স্যর জোরাহ যা বলছেন তা-ই করো।' বলল সে। লোকজন থেমে দাঁড়াচ্ছে ঘটনা কী দেখতে।

লোকটা মুখ কালো করে একবার দেখল ডেনিকে। 'রাজকুমারীর যেমন আদেশ।'

BanglaBook.org

পিপা তোলার জন্য হাতুড়ি নামিয়ে রাখতে হলো তাকে। দুটো অঙ্গুষ্ঠি আকারের পেয়ালায় সে দক্ষতার সঙ্গে মদ ঢালল এক ফোঁটাও মাটিতে না ফেলে।

স্যর জোরাহ একটি কাপ তুলে গন্ধ শুঁকলেন। কুঁচকে গেছে ভুরু। 'মিষ্টি, না?' বলল মদ বিক্রেতা, হাসছে। 'ফলের গন্ধটা পাচ্ছেন, স্যর? আরবরের সুগন্ধ। চেখে দেখুন, মাই লর্ড, তারপর বলুন এরকম সুস্বাদু, চমৎকার মদ কোনদিন খেয়েছেন কিনা।'

স্যর জোরাহ লোকটার দিকে এগিয়ে দিলেন পেয়ালা। 'তুমি আগে খাও।'

'আমি?' হেসে উঠল লোকটা। 'এ মদ পান করার উপযুক্ত মানুষ আমি নই, মাই লর্ড। আমি কম দামী মদ খেয়ে অভ্যস্ত।' সে অমায়িক হেসে কথাটা বললেও ভুরুতে তার ঘাম জমে যাওয়ার দৃশ্যটি ডেনির চোখ এড়াল না।

'খাও,' বরফ শীতল কণ্ঠে বলল ও। ' পেয়ালা খালি করো নতুবা ওদেরকে বলব তোমাকে মাটিতে চেপে ধরতে এবং স্যর জোরা পুরো পিপে তোমার গলায় ঢালবেন।'

কাঁধ ঝাঁকাল মদ বিক্রেতা, হাত বাড়াল পেয়ালার দিকে... বদলে দুই হাতে পিপা ধরে ছুড়ে মারল ডেনেরিসকে লক্ষ্য করে। স্যর জোরাহ লাফ মেরে এগিয়ে এলেন সামনে, ডেনিকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলেন। পিপা আঘাত করল তাঁর কাঁধে। মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল।

ডেনি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। 'না!' চিৎকার করে উঠল সে, হাত বাড়িয়ে দিল সামনে পতন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে। ডোরিয়া চট করে ধরে ফেলল ওর বাহু এবং টান মেরে ঘুরিয়ে দিল উল্টো দিকে, ফলে মাটিতে পেট দিয়ে পড়া থেকে বেঁচে গেল ডেনি। পায়ের ওপর ভর দিয়ে বসে পড়ল সে।

দোকানের ওপর দিয়ে লাফাল দোকানি, আগ্গো আর রাখারোর মাঝ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। সোনালি চুলের লোকটা তাকে ধাক্কা মারা মাত্র অভ্যাসবশত *আরাখের* দিকে হাত চলে গিয়েছিল কোয়ারোর। তবে ওটা সেখানে নেই। সে গলি ধরে ছুটল। ঝোগোর চাবুক ঝলসে ওঠার শব্দ শুনতে পেল ডেনি, দেখল চামড়াটা জিভ বের করেছে এবং সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরেছে মদ বিক্রেতার ঠ্যাং। লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

BanglaBook.org

ডজনখানেক ক্যারাভান রক্ষী এল ছুটতে ছুটতে। তাদের সঙ্গে ওদের প্রভু মার্চেন্ট ক্যাপ্টেন ভটিরিস স্বয়ং রয়েছে। সে এক নরভোশি, পুরানো চামড়ার মতো সংকুচিত ত্বক, নীলচে গোঁফ কান পর্যন্ত বিস্তৃত। কোনো কথা বলা না হলেও সে নিমিষে বুঝে নিল কী ঘটেছে।

'একে নিয়ে যাও। *খাল* এসে এর বিচার করবেন।' হুকুম করল সে মাটিতে শুয়ে থাকা লোকটার দিকে ইঙ্গিত করে। মদবিক্রেতাকে দুই রক্ষী টেনে তুলল। 'ওর মালামাল সব আপনাকে আমি দিলাম, রাজকুমারী,' বলল মার্চেন্ট ক্যাপ্টেন।

ডেনিকে সিধে হতে সাহায্য করল ডোরিয়া এবং ঝিকি। ভাঙা পিপা থেকে বিষাক্ত মদ পড়ছে মাটিতে।

'কী করে বুঝলেন আপনি?' ডেনি জিজ্ঞেস করল স্যর জোরাহকে, কাঁপছে। 'কীভাবে?'

'লোকটা পান করতে না চাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি, *খালিসি*। তবে ম্যাজিস্টার ইলিরিওর চিঠি পড়ার পরে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।' বাজারের অচেনা লোকগুলোর ওপর তাঁর চোখ ঘুরে এল। 'আসুন। এখানে দাঁড়িয়ে এসব কথা না বলাই ভালো।'

BanglaBook.org

জানিয়েছিলেন। তিনি জানেন এঁরা কেমন মানুষ, প্রত্যেককেই ভালো করে চেনেন তিনি। রব ওদেরকে কতটা চেনে, সন্দেহ আছে তাঁর।

তবু, ওর কথায় যুক্তি আছে। রব যে বিশাল সেনাবাহিনীকে একত্র করেছে সেটা ফ্রি সিটির নগররক্ষীর দল না যে দিন রাত দাঁড়িয়ে থাকবে। এদেরকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য কেউ পয়সা দেয় না। এদের বেশিরভাগই সাধারণ মানুষ : কেউ গোলাবাড়ির মালিক, কেউ জমিতে কাজ করে, কেউবা মৎসজীবী, মেষপালক, সরাইখানার লোক, ব্যবসায়ী, চর্মকার। আর এই পুরো বাহিনীকে দূষিত করার জন্য আছে সেলসোর্ড আর ফ্রি রাইডাররা যারা সুযোগ পেলেই লুটপাট শুরু করবে। ওরা তাদের লর্ডদের আহ্বানে এসেছে... তার মানে এই নয় যে সারাজীবন থাকবে ।

'রওনা হবার বুদ্ধিটা ভালো,' ছেলেকে বললেন ক্যাটলিন। 'কিন্তু কোথায় যাবে? আর কী উদ্দেশ্যে যাবে? তুমি কী করতে চাইছ?'

ইতস্তত করছে রব। ' গ্রেটজনের মতে, যুদ্ধটা টাইউইনের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে ওঁকে আমাদের চমকে দেয়া উচিত,' জবাব দিল সে। 'কিন্তু গ্লোভার আর কারস্টার্করদের মতে, ওঁর দিকে না গিয়ে আমাদের উচিত এডমুর মামার কাছে গিয়ে জেমির বিরুদ্ধে লড়াই করা।' তামাটে চুলে আঙুল চালিয়ে দিল সে, অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে ওকে। 'যদিও রিভাররানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে... আমি ঠিক নিশ্চিত না...'

'নিশ্চিত হও আগে,' ছেলেকে বললেন ক্যাটলিন । 'নতুবা ঘরে ফিরে গিয়ে কাঠের তলোয়ার হাতে তুলে নাও আবার। রুজ বোল্টন আর রিকার্ড কারস্টার্কের মতো লোকের সামনে নিজের সিদ্ধান্তহীনতা প্রকাশ করা উচিত নয় তোমার। মনে রেখো, রব, এরা স্রেফ তোমার ব্যানারম্যান, তোমার বন্ধু নন। তুমি নিজেকে যুদ্ধের নেতা হিসেবে ঘোষণা করেছ। এবার আদেশ দাও।'

রব চমকে উঠে তাঁর দিকে তাকাল। 'তুমি যা বলবে, মা।'

'আমি আবারো জানতে চাইছি তুমি কী করবে?'

টেবিলের ওপরে একটা ম্যাপ মেলে দিল রব, পুরানো ছেঁড়া কাগজটা ক্ষয়ে গেছে, রঙ উঠে গেছে কয়েক জায়গায়। সবসময় পাকিয়ে রাখার কারণে একটা পাশ গোল হয়ে আছে। ড্যাগার দিয়ে ওই জায়গাটা চাপ দিয়ে রাখল রব। 'দুটো পরিকল্পনার স্বপক্ষেই ভালো যুক্তি আছে। কিন্তু দেখো.... আমরা যদি লর্ড টাইউইনের সেনাবাহিনীর পাশ দিয়ে ঘুরে যাই, তাহলে তাঁর আর কিংস্লেয়ারের মাঝখানে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকবে। আর

BanglaBook.org

আমরা যদি ওকে আক্রমণ করি... যা শুনেছি ওর কাছে আমাদের চেয়েও বেশি লোক আছে, বর্ম পরা ঘোড়ার সংখ্যার দিক দিয়েও ওরা এগিয়ে। গ্রেটজন বলছেন আমরা শুরুতেই ওদের আত্মবিশ্বাস ভেঙে দিতে পারলে আর সমস্যাই থাকবে না। কিন্তু আমার মনে হয় না যে টাইউইনের মতো অসংখ্য যুদ্ধে অংশ নেয়া একজন লোককে এত সহজে চমকে দেয়া যাবে।'

'ঠিক বলেছ,' বললেন ক্যাটলিন। সামনের চেয়ারে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ম্যাপ দেখছে রব। ওকে দেখতে দেখতে একটা কথাই ভাবছেন তিনি, নিজের ছেলের কণ্ঠে নেডের স্বর শুনতে পাচ্ছিল যেন। মনে হচ্ছে নেড নিজে ওখানে বসে যুদ্ধ পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন। 'বলতে থাকো।'

মোট কেইলিন দখলে রাখার জন্য ছোট একটা দলকে এখানেই রেখে যাবো আমি, বেশিরভাগই তীরন্দাজ। বাকিদেরকে জলার রাস্তাটা ধরে নিয়ে যাব আমার সাথে,' বলল রব। 'তবে নেকে পৌঁছাবার পরে আমি আবার সৈন্যদলকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলব। পদাতিক সৈন্যরা কিংসরোড ধরবে, আর বাকিরা টুইনসে গ্রিন ফর্ক অতিক্রম করবে আমার সাথে।' ম্যাপের উপর একটা জায়গা দেখাল সে। 'লর্ড টাইউইন যখন জানতে পারবেন আমরা দক্ষিণে এসেছি, তিনি আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য উত্তরে রওনা হবেন। ঠিক তখন তাঁর অলক্ষ্যে আমাদের অশ্বারোহীরা পশ্চিম তীর ধরে রিভাররানের দিকে চলে যাবে।' বসে পড়ল রব, যদিও হাসছে না, তবে ওকে দেখে মনে হচ্ছে নিজের কৌশলে বেশ সন্তুষ্ট, আর মায়ের কাছ থেকে প্রশংসা শোনার অপেক্ষায় আছে।

ম্যাপ দেখলেন ক্যাটলিন। তোমার নিজের দুই ভাগে বিভক্ত সৈন্যদের মাঝখানে এক নদীর দূরত্ব থাকছে, তাই তো?'

' সেই সাথে জেমি আর টাইউইনের মাঝেও,' বলল রব। অবশেষে হাসি ফুটে উঠেছে মুখে। 'রুবি ফোর্ড বাদে গ্রিন ফর্কে আর কোনো ব্রিজ নেই। ওখানেই রবার্ট তাঁর মুকুট জয় করেছিলেন। টুইনসে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ব্রিজ ওই একটাই, আর ওই ব্রিজটা লর্ড ফ্রেইয়ের নিয়ন্ত্রণে। উনি তোমার বাবার ব্যানারম্যান, তাই না?'

মৃত *লর্ড ফ্রেই*, ভাবলেন ক্যাটলিন। 'হ্যাঁ, কিন্তু বাবা ওকে কখনোই বিশ্বাস করতেন না। তোমারও করা উচিত হবে না।'

'আমি করব না,' বলল রব।

' কোন বাহিনীর কমান্ড দেবে তুমি?'

BanglaBook.org

'অশ্বরোহী দলের,' জবাব দিল রব। ক্যাটলিন ভাবলেন আবারো বাবার মতোই; নেড সবসময় নিজেই সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজের দায়িত্ব নিতেন।

'আর অন্যটা?'

গ্রেটজন সবসময়ই বলে আসছেন লর্ড টাইউইনকে ধ্বংস করে দেয়া উচিত আমাদের। ভাবছি তাঁকে আমি সুযোগটা দেব।'

আর এটাই ওর প্রথম ভুল, কিন্তু ছেলের আত্মবিশ্বাসে আঘাত না করে কীভাবে ভুলটা ধরিয়ে দেবেন, তাই ভাবছেন ক্যাটলিন। তোমার বাবা আমাকে একবার বলেছিলেন গ্রেটজন তার দেখা সবচেয়ে অকুতোভয় মানুষ।'

হাসল রব। ' গ্রে উইন্ড ওর দুটো আঙুল খেয়ে ফেলেছে, আর তিনি কী করেছেন জানো? ব্যাপারটা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন। তাহলে তুমি একমত?'

' তোমার বাবা অকুতোভয় নন।' বললেন ক্যাটলিন। 'তিনি সাহসী, তবে দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রব। 'পূর্বের ওই সৈন্যরাই লর্ড টাইউইন আর উইন্টারফেলের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। ওরা, আর এখানে যেসব তীরন্দাজ রেখে যাব তারা। আমার আসলে ভয়ডরহীন কাউকে সেখানে প্রয়োজন নেই, আছে?'

'না। ওখানে তোমার যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, ঠাণ্ডা মাথা আর বুদ্ধি, সাহস নয়।'

'রুজ বোল্টন,' রব সাথে সাথে বলল। 'ওই লোকটাকে আমার ভয় লাগে।'

'আশা করছি টাইউইন ল্যানিস্টারের ভেতরেও সেই একই ভয় ঢুকিয়ে দিতে পারবে সে।'

মাথা দোলাল রব, গুটিয়ে নিচ্ছে ম্যাপ। 'আমি তোমাকে উইন্টারফেলে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছি তাহলে।'

'আমি উইন্টারফেলে যাচ্ছি না,' বললেন ক্যাটলিন। আকস্মিক চোখে জল আসায় নিজেই বিস্মিত। 'আমার বাবা হয়তো রিভাররানের চার দেয়ালের ভেতর মরতে বসেছেন। শত্রুরা চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে আমার ভাইকে। আমি ওদের কাছে যাব।'

BanglaBook.org

টিরিয়ন

উনচল্লিশ

ব্ল্যাক ইয়ারস চেকের মেয়ে চেলা খোঁজখবর নিতে সামনে গিয়েছিল। সেই প্রথম ওদেরকে রাস্তার মোড়ে সেনাবাহিনীর উপস্থিতির কথা জানায়। ' হাজার কুড়ি তো হবেই,' বলল চেলা। 'লাল ব্যানারের গায়ে সোনালি সিংহের ছবি।'

' তোমার বাবা?' জিজ্ঞেস করল ব্রন।

'আমার ভাই জেমিও হতে পারে,' জবাব দিল টিরিয়ন। 'জানা যাবে খুব শিগগির।'

ক্লান্ত ডাকাত দলের দিকে তাকাল সে; প্রায় তিনশ স্টোন ক্রো, মুন ব্রাদার্স, ব্ল্যাক ইয়ারস আর বার্নড মেন। ও যে সেনাবাহিনী তৈরি করতে চেয়েছে, এরা স্রেফ তার বীজ। গার্নের ছেলে গুন্থর এখনো অন্য গোত্রের লোকদের দলে ভেড়াচ্ছে।

টিরিয়ন ভাবছে, বাবা যখন এদেরকে চামড়ার পোশাক আর চুরি করা অস্ত্র হাতে দেখবে, তখন কী করবে। সত্যি বলতে, ও নিজেও জানে না এদের সম্পর্কে ঠিক কী ভাবা যায়। ও কি তাদের কমান্ডার নাকি বন্দি? বেশিরভাগ সময় মনে হয়, দুটোই সত্য।

'আমি একা গেলেই ভালো হবে,' বলল টিরিয়ন।

'টাইউইনের ছেলে টিরিয়ন একা গেলেই ভালো হবে,' মুন ব্রাদার্সদের তরফ থেকে সায় দিল আলফ।

BanglaBook.org

কটমট করে তাকাল শাগা। 'ব্যাপারটা ডলফের ছেলে শাগার একদমই পছন্দ হচ্ছে না। শাগা এই খুদে মানবের সাথে যাবে। যদি দেখে এ আমাদের সাথে মিথ্যা বলেছে, তাহলে শাগা ওর পুরুষাঙ্গ কেটে নিয়ে–'

'–ছাগল দিয়ে খাইয়ে দেবে। হ্যাঁ, মনে আছে আমার,' বিরক্ত টিরিয়ন। 'শাগা, একজন ল্যানিস্টার হিসেবে কথা দিচ্ছি, আমি ফিরে আসবই।'

' তোমার কথা কেন বিশ্বাস করব?' চেলা বলল। গড়নে ছোটখাটো শরীর প্রায় সমতলই বলা যায়, তবে বোকা নয় সে। 'নিম্নভূমির লর্ডরা আমাদের সাথে আগেও প্রতারণা করেছে।'

তোমার কথায় কষ্ট পেলাম চেলা,' টিরিয়ন বলল। 'অথচ ভাবছিলাম আমরা ভালো বন্ধু হয়ে গেছি! যা-ই হোক, তুমি যা চাইছ তা-ই হবে। তুমি আমার সাথেই যাবে, সেই সাথে স্টোন ক্রোজদের পক্ষ থেকে শাগা আর কনও যাবে। মুন ব্রাদার্সদের পক্ষ থেকে যাবে উলফ, আর বার্নমেনদের তরফ থেকে যাবে টিমেট।' উপজাতিরা পরস্পরের দিকে সতর্ক দৃষ্টি বিনিময় করল। 'বাকিদেরকে ডাকার আগ পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করবে। আমার অনুপস্থিতির সময় দয়া করে কেউ কাউকে মেরে ফেলো না।'

ঘোড়ার পেটে পা দিয়ে আঘাত করার সাথে সাথে হাঁটা দিল ওটা। বাকিদের ওকে অনুসরণ কিংবা অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো উপায় থাকল না। ওদের সঙ্গে একসাথে বসে রাত-দিন বকবক করার চেয়ে অন্য যেকোনো কাজ করতে রাজি টিরিয়ন। উপজাতিদের সমস্যা এটাই; ওরা খুবই অদ্ভুত এক ধারণা নিয়ে বাস করে– কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সবার কথাই শুনতে হবে। আর এ কারণেই ওরা সবসময়ই সব বিষয় নিয়ে অবিরাম তর্ক করে। গত একশ বছরে ভেইলে মাঝেমধ্যে হানা দেয়া ছাড়া ওরা আর তেমন কিছু যে করতে পারেনি, এর কারণও এটাই।

ব্রন ওর সাথেই যাচ্ছে। পেছনে খানিকক্ষণ নিজেদের ভেতর গজর গজর করেক্ষয়াটে এবং হাড় জিরজিরে টাট্টু ঘোড়াগুলো নিয়ে রওনা দিল পাঁচ উপজাতি।

স্টোন ক্রোজরা একত্রে চলেছে। মুন ব্রাদার্স এবং ব্লাক ইয়ারদের মধ্যে ভালো বন্ধুত্ব আছে বলে চেলা আর উলফ চেষ্টা করছে যথাসম্ভব একত্রে থাকার। অন্যদিকে টিমেট একাই এগিয়ে যাচ্ছে। মাউন্টেন অব দা মুনস এর

সমস্ত মানুষ বার্নমেনদের ভয়ে তটস্থ। এরা নিজেদের শরীর আগুনে পুড়িয়ে সাহসের পরিচয় দেয়, ভোজ উৎসবে বাচ্চাদের পুড়িয়ে মারে। তবে শুধু তারাই নয়, অন্য বার্নমেনরাও টিমেটকে ভয় পায়। সে প্রাপ্তবয়স্ক হবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত ছুরি ঢুকিয়ে নিজের বাম চোখ গলিয়ে ফেলেছে।

টিরিয়ন যত দূর বুঝতে পেরেছে, বার্নমেনদের জন্য বয়সকালে পৌছানোর পর নিজেদের স্তনবৃন্ত, আঙুল অথবা কান পুড়িয়ে ফেলাটা রেওয়াজ। টিমেটের গোত্রের সবাই ওর এই বীভৎস সিদ্ধান্তে এতটাইঅভিভূত যে সাথে সাথে তাকে নিজেদের লাল হাত বা সমর প্রধান হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে।

তিন রাস্তার মোড় থেকে আধা লীগ দূরে সুচালো কাঠ দিয়ে তৈরি ব্যারিকেড দেখা গেল। পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে একদল বর্শাধারী আর তীরন্দাজ। ওদের পেছনে শিবির অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কয়েকশ চুলা থেকে ধোঁয়া উড়ছে, বর্ম পরিহিত সৈন্যরা গাছের নিচে বসে নিজেদের অস্ত্রে ধার দিচ্ছে, মাটিতে গাঁথা খুঁটি থেকে উড়ছে পরিচিত ব্যানার।

ব্যারিকেডের দিকে এগোতেই একদল অশ্বারোহী ছুটে এলো ওদের দিকে। এদের নেতৃত্বধারী নাইটের পরনে নীলচে বেগুনি রূপালি বর্ম আর রূপালি বেগুনি আলখাল্লা। তার ঢালের গায়ে খোদাই করা ইউনিকর্ন। হেলমেট দেখতে ঘোড়ার মাথার মতো, কপাল থেকে দুই ফুট লম্বা দুটো বাঁকানো শিং বেরিয়ে আছে। টিরিয়ন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে নিজের ঘোড়ার লাগামে টান দিল। 'স্যর ক্লেমেন্ট।'

স্যর ক্লেমেন্ট ব্রাক্স তাঁর শিরস্ত্রাণের ভাইজর বা ঢাকনি তুললেন। 'টিরিয়ন!' বিস্ময়ের সাথে বললেন তিনি। 'মাই লর্ড, আমরা সবাই ভেবেছি আপনি মরে গেছেন, অথবা...' উপজাতিদের দিকে অনিশ্চিত দৃষ্টিতে তাকালেন। 'এরা... আপনার সঙ্গী?'

'ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সেই সাথে বিশ্বস্ত অনুচর,' বলল টিরিয়ন। 'আমার লর্ড পিতা কোথায়?'

'রাস্তার মোড়ের সরাইখানাকে আপাতত নিজের ঠিকানা বানিয়েছেন তিনি।'

হাসল টিরিয়ন। রাস্তার মোড়ের সরাইখানা! 'আমি এখুনি তাঁর সাথে দেখা করতে চাই।'

BanglaBook.org

'আপনি যা বলবেন।' স্যর ক্লেমেন্ট ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে চিৎকার করে আদেশ দিলেন। তিন সারি ব্যারিকেড সরিয়ে যাওয়ার রাস্তা করে দেয়া হলো। তার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল টিরিয়ন আর তার সঙ্গীরা।

লর্ড টাইউইনের ক্যাম্প অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। চেলা যে বিশ হাজারের কথা বলেছে, তা খুব একটা ভুল মনে হচ্ছে না। সাধারণ মানুষেরা খোলা আকাশের নিচে ক্যাম্প করেছে, আর নাইটরা আছেন তাঁবুর ভেতর। কিছু হাই লর্ড বাড়ির আকারে প্যাভিলিয়ন তৈরি করেছেন।

শাগা হাঁ করে তাকিয়ে আছে। জীবনেও এত মানুষ, ঘোড়া আর অস্ত্র একসাথে দেখেনি । বাকি পাহাড়ি ডাকাতরা ভাবলেশহীন চেহারা বজায় রাখলেও টিরিয়ন জানে ভেতরে ভেতরে ওরাও অভিভূত। ভালো, খুব ভালো। ওরা ল্যানিস্টারদের ক্ষমতায় যত বেশি মুগ্ধ হবে, ততই ওদেরকে আদেশ দেয়া সহজ হবে।

সরাইখানা আর আস্তাবলগুলো আগের মতোই আছে, তবে ফাঁকফোকর দিয়ে এখানকার পুরানো অধিবাসীদের বাসস্থানের স্মৃতিচিহ্নও উঁকি দিচ্ছে। উঠোনে একটা ফাঁসিকাষ্ঠ, ওখানে পড়ে থাকা শরীর ঘিরে আছে দাঁড়কাকের দল। টিরিয়নের পদশব্দে চিৎকার করতে করতে আকাশে উড়ে গেল ওগুলো।

ঘোড়া থেকে নামল সে, দেহটার অবশিষ্ট অংশের দিকে এক নজর তাকাল। পাখিরা মেয়েটার ঠোঁট, চোখ আর চিবুকের বেশিরভাগ অংশই খেয়ে ফেলেছে, ময়লা দাঁতগুলো বেরিয়ে এসে বীভৎস হাসির ভঙ্গি নিয়েছে।

আস্তাবলের রক্ষকরা ঘোড়াগুলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ছুটে এলো। শাগা লাগাম ছাড়তে চাইছে না। ' ছেলেটা তোমার ঘোড়া চুরি করবে না।' ওকে নিশ্চিত করল টিরিযন। 'ও ঘোড়াটাকে স্রেফ যব আর পানি খাওয়াবে। ওকে গোসল করিয়ে পরিস্কার করে দেবে।' টিরিয়ন ভাবল, শাগার গায়ের কোটও খুব ভালো করে ধোয়া দরকার, কিন্তু এটা মনে করিয়ে দেয়াটা ঠিক হবে না চিন্তা করে চুপ করে রইল। 'আমি কথা দিচ্ছি, তোমার ঘোড়ার কোনো ক্ষতি হবে না।'

ওর দিকে চোখ পাকিয়ে লাগাম ছেড়ে দিল শাগা। 'ডলফের ছেলে শাগার ঘোড়া এটা, বুঝলে?' আস্তাবল রক্ষক ছেলেটার উদ্দেশ্যে হুঙ্কার ছাড়ল সে।

BanglaBook.org

'ও তোমার ঘোড়া ফিরিয়ে না দিলে ওর পুরুষাঙ্গ কেটে ছাগল দিয়ে খাইয়ে দিও,' টিরিয়ন বলল। 'যদি আশপাশে কোনো ছাগল পাও আরকি।'

সিংহ চিহ্নিত শিরস্ত্রাণ আর টকটকে লাল আলখাল্লা পরিহিত দুইজন হাউজ গার্ড সরাইখানার সাইনবোর্ডের নিচে, দরজার দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের ক্যাপ্টেনকে চিনতে পারল টিরিয়ন। 'বাবা কোথায়?'

'কমন রুমে, মাই লর্ড।'

'আমার লোকদের মাংস আর মদ পছন্দ,' টিরিয়ন ওদেরকে বলল, 'ওরা যেন সেটা পায়।' ভেতরে ঢুকতেই বাবার দেখা পেল সে।

কাস্টারলি রকের লর্ড, পশ্চিমের রক্ষক, টাইউইন ল্যানিস্টার মধ্য পঞ্চাশের হলেও উদ্যমের দিক থেকে বিশের কাছাকাছি। বসা অবস্থাতেও তাকে বেশ লম্বা লাগছে। লম্বা পা, প্রশস্ত কাঁধ আর সমতল পেট। পাতলা বাহু পেশীবহুল। তাঁর মাথায় কোনো চুল নেই। যদিও একসময় ঘন সোনালি চুল ছিল মাথায় কিন্তু সেই চুল উঠে যেতে শুরু করলে তিনি নাপিত ডেকে মাথা কামিয়ে নেন। তিনি নিজের গোঁফ আর দাড়িও ছাঁটেন নিয়মিত। তবে চিবুকের দুই পাশের খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলো রেখে দিয়েছেন। মুখের দুই পাশেই কান থেকে চোয়াল পর্যন্ত সোনালি রঙা চুল দিয়ে ঢাকা। ফ্যাকাসে সবুজ চোখে সোনালি ফুটকি। একবার এক ভাঁড় সবার সামনে মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল, টাইউইনের মলেও নাকি সোনালি ফুটকি আছে। কেউ কেউ বলে, লোকটা নাকি এখনো বেঁচে আছে, কাস্টারলি রকের গভীরে অন্ধকার কোনো গর্তে।

টিরিয়নের জীবিত একমাত্র চাচা স্যর কেভিন ল্যানিস্টার বাবার সঙ্গে বসে মদ পান করছেন। চাচা গোলগাল চেহারার মোটকো, চোয়ালের দুই পাশে সোনালি রঙের খোঁচা খোঁচা দাড়ি। স্যর কেভিনই ওকে প্রথম দেখলেন।

'টিরিয়ন!' বিস্ময়ের সাথে বললেন তিনি।

'চাচা।' মাথা নামালো টিরিয়ন। 'আর.. বাবা। তোমাকে দেখে খুবই ভালো লাগছে।'

লর্ড টাইউইন চেয়ার থেকে একচুলও নড়েননি। একদৃষ্টিতে টিরিয়নকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন। 'তুমি মারা গেছ বলে যে গুজব ছড়িয়েছিল তা দেখছি একদমই সত্যি নয়।'

BanglaBook.org

' তোমাকে হতাশ করার জন্য দু:খিত, বাবা,' বলল টিরিয়ন। 'উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরার কোনো দরকার নেই, অত ধকল তোমাকে দিতে চাই না।' বাঁকা পা জোড়া নিয়ে হাঁসের মতো হেলেদুলে ঘরের অপর প্রান্তের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল সে। যতবারই বাবার চোখ ওর ওপর পড়ে, অস্বস্তি দলা পাকিয়ে ওঠে ভে রে, নিজের শারীরিক অক্ষমতা মাথার ভেতর ভিড় জমায়। 'আমার জন্য এত কষ্ট করে যুদ্ধে গেছ, তার জন্য অনেক ধন্যবাদ।' একটা চেয়ারে বসে বাবার মদের জগ থেকে এক কাপ ঢেলে নিল সে।

'যুদ্ধটা তুমিই শুরু করেছ,' লর্ড টাইউইন জবাব দিলেন। ' তোমার ভাই কখনোই বিনা লড়াইতে ওই মহিলার হতে ধরা দিত না।'

'এই একটা জায়গায় আমার আর জেমির পার্থক্য আছে। তবে সে আমার চেয়ে খানিকটা লম্বাও, খেয়াল করেছ হয়তো।'

ওর কৌতুক পাত্তা দিলেন না টাইউইন। 'আমার পরিবারের সম্মান এর সঙ্গে জড়িত। যুদ্ধে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায়ই ছিল না আমার। কেউ ল্যানিস্টারদের রক্ত ঝরাবে আর শাস্তি পাবে না, তা মানা যায় না।'

' *আমার হুংকার শোনো,'* বলল টিরিয়ন, দাঁত বের করে হাসছে। ল্যানিস্টারদের উক্তি। 'সত্যি বলতে, আমার একফোঁটা রক্তও ঝরেনি, যদিও দুয়েকবার রক্তারক্তি অবস্থার খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম। মোরেক আর জিক মরে গেছে।'

'এখন নিশ্চয়ই নতুন কাউকে দরকার হবে তোমার?'

'কষ্ট করতে হবে না, বাবা। আমি নিজেই একদল লোক জোগাড় করেছি এনেছি।' এক চুমুক মদ পান করল সে। খুবই সুস্বাদু। ' তোমার যুদ্ধের কী অবস্থা?'

'আপাতত ভালো,' জবাব দিলেন চাচা। 'স্যার এডমুর তার সীমান্তের আশেপাশে ছোট ছোট সৈন্যদল রেখেছে যাতে আমরা হামলা করতে না পারি। ওরা একত্র হওয়ার আগেই তোমার বাবা আর আমি ওদের বেশিরভাগই টুকরো টুকরো করে দিয়েছি।'

' তোমার ভাইও বেশ বীরত্বের সাথে লড়েছে,' ওর বাবা বললেন। ' গোল্ডেন টুথে লর্ড ভ্যান্স আর পাইপারকে ধ্বংস করে দিয়েছে সে। এরপর রিভাররানে ঢুকে যুদ্ধ করেছে টালিদের সাথে। ট্রাইডেন্টের লর্ডদেরকে ছত্রভঙ্গ করা হয়েছে। লর্ড এডমুরকে বন্দি করেছি আমরা, তার প্রচুর নাইট

BanglaBook.org

আর ব্যানারমেন সহ। লর্ড ব্ল্যাকউড জীবিত কয়েকজনকে রিভাররানে নিয়ে ফিরে গেলেও তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে জেমি। বাকিরা ফিরে গেছে যার যার প্রাসাদে।'

'তোমার বাবা আর আমি পালাক্রমে অগ্রসর হচ্ছি,' বললেন স্যর কেভিন। 'লর্ড ব্ল্যাকউড যেহেতু নেই, র‍্যাভেন্ট্রির খুব সহজেই পতন ঘটে। সেই সাথে লেডি ওয়েন্ট লোকবলের অভাবে হ্যারেনহল ছেড়ে দিয়েছেন। পাইপার আর ব্রাকেনদের পুড়িয়ে মেরেছে স্যর গ্রেগর...'

'তাহলে তোমরা প্রায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যুদ্ধ জিতেছ,' টিরিয়ন বলল।

'ঠিক তা নয়,' স্যর কেভিন বললেন। 'ম্যালিস্টাররা এখনো সীগার্ড আর ওয়াল্ডার ফ্রে টুইনসে তাদের মানুষ জড়ো করছে।'

'কিছু আসে যায় না,' লর্ড টাইউইন বললেন। 'জয়ের গন্ধ পেলেই কেবল ফ্রে মাঠে নামে। আর এই মুহূর্তে সে শুধু ধ্বংসের গন্ধ পাচ্ছে। অন্যদিকে জেসন ম্যালিস্টারের একা যুদ্ধ করার মতো শক্তি নেই। জেমি রিভাররানে দখলে নেয়ামাত্রই ওরা আত্মসমর্পণ করবে। স্টার্ক আর অ্যারিনরা যদি আক্রমণ না করে, তাহলে এই যুদ্ধ আমরা ইতিমধ্যেই জিতে গেছি।'

'আমি তোমার জায়গায় হলে অ্যারিনদের নিয়ে অত চিন্তা করতাম না,' টিরিয়ন বলল। 'স্টার্কদের ব্যাপার আলাদা। লর্ড এডার্ড–'

'–আমাদের বন্দি,' ওর বাবা বললেন। রেড কীপের পাতাল কুঠুরিতে আছে সে, অতএব, কোনো সেনা বাহিনীর নের্তৃত্ব দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।'

' তা বটে,' একমত হলেন স্যর কেভিন। 'তবে ওর ছেলে তাদের সমস্ত ব্যানারবাহীদের ডেকেছে। মোট কেইলিনে বসে আছে সে, সঙ্গে শক্তিশালী এক বাহিনী।'

'মাঠে নেমে যুদ্ধ করার আগ পর্যন্ত কোনো তরবারিই যথেষ্ট শক্তিশালী হয় না,' প্রত্যুত্তরে বললেন লর্ড টাইউইন। 'স্টার্ক ছেলেটা এখনো বাচ্চা। ওর কাছে হয়তো সমর শিঙ্গা শুনতে আর নিজের ব্যানার বাতাসে উড়তে দেখে খুব ভালো লাগছে, কিন্তু দিনশেষে এটা কসাইদের কাজ। আমার মনে হয় না তার সেই সাহস আছে।'

ওর অনুপস্থিতিতে কত কিছুই না ঘটেছে, ভাবল টিরিয়ন। 'আর এই কসাইদের মাঝখানে আমাদের নির্ভীক রাজা কী করছেন জানতে পারি?

BanglaBook.org

আমার সুন্দরী, প্ররোচনাকারী বোন কীভাবে রবার্টকে তার সবচেয়ে ভালো বন্ধুকে বন্দি করতে রাজি করিয়েছে, জানতে বেশ আগ্রহ বোধ করছি।'

'রবার্ট ব্যারাথিয়ন মারা গেছেন,' ওর বাবা বললেন। ' তোমার বোনের ছেলেই এখন কিংস ল্যান্ডিং এ রাজত্ব করছে।'

হতবাক টিরিয়ন। 'মানে আমার বোনের কথা বলছ তুমি।' আরেক চুমুক মদ পান করল সে। রবার্টের স্থানে সের্সি রাজত্ব করার অর্থ, পুরো পরিস্থিতি পাল্টে যাওয়া।

'নিজেকে তোমার যোগ্য প্রমাণ করার ইচ্ছা থাকলে আমি তোমাকে একটা আদেশ দেব?' ওর বাবা বললেন। 'মার্ক পাইপার আর কেরিল ভ্যান্স আমাদের পেছনে লেগে আছে, রেড ফর্কে আমাদের জায়গাগুলোতে ক্রমাগত হামলা করছে ।'

জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল টিরিয়ন। 'ওদের ধৃষ্টতা দেখো, এত মার খাওয়ার পরেও পালটা মারতে আসছে। অন্য সময় হলে আমি এই অসভ্যদের শাস্তি দিতে চাইতাম, বাবা, কিন্তু সত্যটা হচ্ছে, আমার এই মুহূর্তে অন্য কাজ আছে।'

'তাই?' লর্ড টাইউইন অবাক হয়েছেন বলে মনে হলো না। 'আমি যাদেরকে লুণ্ঠন করতে পাঠিয়েছিলাম, নেড স্টার্কের নির্দেশে ওদের ওপর হানা দিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে কিছু লোক। এই উপদ্রবকারী হচ্ছে বেরিক ডন্ডারিয়ন, বীরত্বের স্বপ্ন দেখা এক তরুণ লর্ড লিং। ওর সঙ্গী মোটাসোটা এক যাজক। সে আবার নিজের তরবারিতে আগুন ধরিয়ে দিতে খুব পছন্দ করে। তুমি নিজের গুরুত্বপূর্ণ কাজের ফাঁকে কি ওদের কোনো ব্যবস্থা করতে পারবে? কোনো রকম তালগোল না পাকিয়ে?'

হাতের তেলো দিয়ে মুখ মুছল টিরিয়ন। 'বাবা, ভাবতেই হৃদয় উষ্ণতায় ভরে যাচ্ছে যে তুমি আমাকে বিশ্বাস করে– কয়জন, বিশজন? পঞ্চাশজন?– মানুষ সাথে দিচ্ছো। তুমি নিশ্চিত যে এতগুলো লোক দিতে পারবে? থাক চিন্তা কোরো না। থরোস আর লর্ড বেরিকের সাথে দেখা হলে আমি কষে ওদের বেতাবো।' চেয়ার থেকে নেমে একটু দূরে রাখা লম্বা পনিরের টুকরো তুলে মুখে পুরল সে। 'তবে আগে আমার নিজের কিছু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে। তিন হাজার শিরস্ত্রাণ আর সমপরিমাণ বর্ম, তরবারি, বর্শা, গদা, রণ কুঠার, দস্তানা, গরগেট, ব্রেস্টপ্লেট এবং এসব বহন করার জন্য জন্য ওয়াগন লাগবে আমার–'

BanglaBook.org

চল্লিশ

টিরিয়ন কথা শেষ করতে পারল না ওদের পেছনের দরজা বিকট শব্দে খুলে যাওয়াতে।

এমনই ভয়াবহ আওয়াজ তার হাত থেকে পনির প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। রক্ষীদের ক্যাপ্টেনকে উড়ে এসে চুল্লির পাশে পড়তে দেখে স্যর কেভিন গাল দিয়ে উঠলেন। শীতল ছাইয়ের ওপর গড়াচ্ছে সে, বেঁকে গেছে মাথার সিংহ শিরস্ত্রাণ । শাগা তার গাছের গুঁড়ির মতো হাঁটুর উপরে তরবারিটা রেখে এক চাপে ভেঙে ফেলল। শাগার গা দিয়ে ভয়ানক দুর্গন্ধ আসছে।

'খুদে লাল কেপ!' হুঙ্কার দিল শাগা। 'পরেরবার যদি আমার দিকে তরবারি তুলেছ তো তোমার পুরুষাঙ্গ কেটে আগুনে পোড়াব।'

' কেন, ছাগল কী দোষ করল?' এক টুকরো পনির মুখে পুরে বলল টিরিয়ন।

শাগাকে অনুসরণ করে অন্য উপজাতিরাও কক্ষে ঢুকে গেছে। পেছনে পেছনে এলো ব্রন।

'তুমি কে?' শীতল স্বরে জানতে চাইলেন লর্ড টাইউইন।

'এরা আমার সঙ্গে এসেছে, বাবা,' ব্যাখ্যা দিল টিরিয়ন। 'আমি ওদেরকে রেখে দিই? ওরা বেশি খায় না।'

ওর রসিকতায় কেউই হাসল না। কোন অধিকারে তোমাদের মতো বুনোরা আমাদের কাউন্সিলে প্রবেশ করলে?' প্রশ্ন করলেন স্যর কেভিন।

BanglaBook.org

'বুনো, নিম্নভূমির লোক?' বলল কন। গোসল টোসল করলে তাকে সুদর্শন দেখাত। 'আমরা স্বাধীন মানুষ, আর স্বাধীন মানুষরা যেকোনো কাউন্সিলে প্রবেশের অধিকার রাখে।'

'এখানে কে লায়ন লর্ড?' জিজ্ঞেস করল চেলা ।

'এই দুইজনেই বুড়ো,' এখনো বিশে পা না দেয়া টিমেট বলল ঘোষণার সুরে।

স্যর কেভিনের হাত তাঁর তরবারির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তাঁর ভাই ওর কবজি ধরে ফেললেন। লর্ড টাইউইনকে একদমই চিন্তিত দেখাচ্ছে না। 'টিরিয়ন, তোমার কি ভদ্রতাজ্ঞান লোপ পেয়েছে? দয়া করে আমাদেরকে... সম্মানিত অতিথিদের সাথে পরিচয় করিয়ে দাও।'

আঙুল চাটল টিরিয়ন। 'অবশ্যই। এই সুন্দরী কুমারী হচ্ছে চেকের মেয়ে চেলা, ও এসেছে ব্ল্যাক ইয়ারস গোত্র থেকে।

'আমি মোটেও কুমারী নই,' আপত্তি জানাল চেলা। 'আমার অনেকগুলো ছেলে আছে।'

চেলার কাছ থেকে সরে গেল টিরিয়ন। 'এ হচ্ছে কোরাটের ছেলে কন। এই দলের মাঝে একমাত্র যার চুল দেখে কাস্টারলি রকের লোক বলে মনে হয়, সে হচ্ছে ডলফের ছেলে শাগা। ও স্টোন ক্রোজের লোক। ও হলো উমারের ছেলে উলফ, একজন মুন ব্রাদার। আর এ টিমেটের ছেলে টিমেট। বার্নডমেনদের নেতা। আর এ হচ্ছে ব্রন, সেলসোর্ড। ওর কোনো প্রভু নেই। ইতিমধ্যে সে দুই দুইবার পক্ষ পরিবর্তন করেছে। তোমার সঙ্গে ওর ভালোই জমবে, বাবা।'

এরপর ব্রন আর উপজাতিদের উদ্দেশ্যে বলল সে, 'আমি কি তোমাদেরকে আমার লর্ড বাবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি? হাউজ ল্যানিস্টারের টাইটসের ছেলে টাইউইন, কাস্টারলি রকের লর্ড, পশ্চিমের রক্ষক, ল্যানিসপোর্টের ঢাল, আর সাবেক এবং ভবিষ্যৎ মুখ্য উপদেষ্টা।'

লর্ড টাইউইন উঠে দাঁড়ালেন। 'এই পশ্চিমের আমরাও মাউন্টেস অব মুন গোত্রগুলোর শৌর্য সম্পর্কে জানি। আপনাদের বাড়ি ছেড়ে এখানে আসার কারণ কী, মাই লর্ডস?'

'ঘোড়া,' শাগা জবাব দিল।

'রেশম আর ইস্পাতের ওয়াদা,' টিমেট বলল।

BanglaBook.org

টিরিয়ন মাত্রই ওর বাবাকে বলতে যাচ্ছিল কীভাবে সে ভেল অব অ্যারিন ধুলোয় মিশিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু সুযোগ পেল না। দরজাটা এক ধাক্কায় খুলে গেল। উপজাতিদের দিকে একবার সন্দেহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লর্ড টাইউইনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল বার্তাবাহক। 'মাই লর্ড,' বলল সে। 'স্যর অ্যাডাম আপনাকে জানাতে বলেছেন যে স্টার্ক বাহিনী বাঁধ ধরে এগোচ্ছে।'

লর্ড টাইউইন হাসলেন না। তিনি কখনোই হাসেন না, তবে টিরিয়ন তার বাবার চেহারা দেখেই বুঝে নিতে পারে তাঁর সন্তোষ–অসন্তোষ। আর সেই সন্তুষ্টি এই মুহূর্তে তাঁর মুখেই আঁকা আছে। 'তাহলে নেকড়ে শাবক নিজের গুহা ছেড়ে সিংহদের সাথে খেলতে বেরিয়েছে,' তিনি বললেন। 'চমৎকার! স্যর অ্যাডামের কাছে গিয়ে বলো পিছিয়ে আসতে। আমরা পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত যেন উত্তরের ওদের সাথে যুদ্ধে না যায়। তবে এটা বোলো সে যেন ওদের দুই পাশের সৈন্যদলকে আরো দক্ষিণের দিকে নিয়ে যায়।'

'আপনার আদেশ শিরোধার্য।' রাইডার চলে গেল।

'আমরা এখানে খুব ভালো অবস্থানে আছি,' বললেন স্যর কেভিন। 'ফোর্ডের খুব কাছেই আছি, আমাদের চারপাশ গর্ত আর বর্শা দিয়ে ঘেরা। ওরা যদি দক্ষিণে আসে... ওদেরকে আসতে দাও। আমাদের কাছে এসে নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনবে।'

'ছেলেটা আমাদের সৈন্য সংখ্যা দেখেই হয়তো সাহস হারিয়ে ফেলবে,' বললেন লর্ড টাইউইন। 'স্টার্কদের শেষ করে আমি স্ট্যানিসের দিকে নজর দেব। ঢাকীদের বলো সমাবেশের আহ্বান করতে। জেমির কাছে খবর পাঠাও আমি রব স্টার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাচ্ছি।'

' তোমার আদেশ শিরোধার্য' স্যর কেভিন বললেন।

টিরিয়ন তার বাপের মুখভঙ্গি দেখছে। তিনি এখন উপজাতিদের দিকে ফিরেছেন। 'সবাই বলে পাহাড়ি যোদ্ধারা নাকি ভয়ডরহীন।'

'ঠিকই বলে,' স্টোন ক্রোজের কন বলল।

'মহিলারাও,' যোগ করল চেলা।

'আমার সাথে যোগ দাও, অংশ নাও আমার যুদ্ধে, তাহলে আমার ছেলে যা যা ওয়াদা করেছে সেসব তো পাবেই, সাথে পাবে আরো অনেক কিছুই,' ওদেরকে বললেন লর্ড টাইউইন।

BanglaBook.org

'আপনি কি আমাদের পয়সা দিয়ে আমাদেরকেই বুঝ দিতে চাইছেন?' উমারের ছেলে উলফ বলল। 'বাবার ওয়াদার কী প্রয়োজন আমাদের, যেখানে ছেলের ওয়াদা রয়েছে আমাদের কাছে।'

'আমি অবশ্য প্রয়োজনের কিছু বলিনি,' বললেন লর্ড টাইউইন। 'ওটা ছিল স্রেফ সৌজন্য। তোমাদের আমার সাথে যোগ দেয়ার কোনো দরকার নেই। উইন্টারল্যান্ডের লোকেরা বরফ আর লোহা দিয়ে তৈরি। আমার সবচেয়ে সাহসী নাইটরাও ওদের মুখোমুখি হতে ভয় পায়।'

'বার্নডমেনরা কিছুই ভয় পায় না। টিমেটের পুত্র টিমেট সিংহদের সাথে যাবে।'

'বার্নডমেনরা যেখানেই যায়, স্টোন ক্রোজরাও তাদের সাথে যায়,' উত্তপ্ত কণ্ঠে বলল কন। 'আমরাও যাব।'

'ডলফের পুত্র শাগা ওদের পুরুষাঙ্গ কেটে নিয়ে কাকদের খাওয়াবে।'

'আমরাও আপনাদের সাথে যাব, লায়ন লর্ড,' চেলাও রাজি। 'তবে এক শর্তে। আপনার এই অর্ধ মানবকেও আমাদের সাথে যেতে হবে। ওয়াদার বিনিময়ে নিজের জীবন কিনে নিয়েছে সে। আমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ইস্পাত হাতে না পাওয়া পর্যন্ত তার জীবন আমাদের।'

লর্ড টাইউইন সোনালি ফুটকি চোখ ঘুরিয়ে ছেলের দিকে তাকালেন।

'আনন্দ করো,' আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাসল টিরিয়ন।

BanglaBook.org

সানসা

একচল্লিশ

সিংহাসন কক্ষের দেয়ালের সব কিছু খুলে ফেলা হয়েছে, রাজা রবার্টের শিকারের ছবিগুলো সরিয়ে স্তূপ করে রাখা আছে এক কোনায়।

স্যর ম্যান্ডন মুর সিংহাসনের নিচে তাঁর দুই সতীর্থ কিংসগার্ডের পাশে বসার জন্য চলে গেলেন। তিনি চলে যেতেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সানসা। সুভদ্র আচরণের কারণে রানি ওকে প্রাসাদে ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা দিয়েছেন। তবু ও যেখানেই যাক পাশে রক্ষী থাকে।

'আমার ছেলের হবু স্ত্রীর জন্য অনার গার্ড,' রানি এ কথাই বলেন সবসময়, যদিও ওদেরকে দেখে সানসা নিজেকে মোটেও সম্মানিত বোধ করে না।

প্রাসাদে ঘোরার স্বাধীনতার মানে রেড কীপের যেকোনো জায়গায় যেতে পারবে সানসা। তবে দুর্গের বাইরে যাওয়া চলবে না। এই দেয়ালের বাইরে যাওয়ার কোনো উপায়ও নেই ওর। ফটকে সবসময় জ্যানোস স্লিন্ট এবং সোনালি আলখাল্লারা পাহারা দিচ্ছে। দেয়ালের উপর চব্বিশ ঘন্টা ঘুরে বেড়াচ্ছে ল্যানিস্টার রক্ষীরা। তাছাড়া প্রাসাদের বাইরে যাবার সুযোগ পেলেও ও যাবেটা কোথায়? ও যে প্রাঙ্গনে ঘুরতে পারে, তাই যথেষ্ট। মাঝেমধ্যে গডসউডে গিয়েও প্রার্থনা করে সানসা যেহেতু পুরানো দেবতাদের ওপর স্টার্কদের ভক্তি ও বিশ্বাস রয়েছে।

BanglaBook.org

জফ্রির রাজ কর্মের প্রথম রাজসভা এটাই, তাই সানসা চারপাশে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে। পশ্চিমের জানালার নিচে একসারি ল্যানিস্টার রক্ষী দাঁড়িয়ে আছে, পূর্ব জানালার নিচে আছে একদল নগররক্ষী, গোল্ড ক্লোক বা সোনালি আলখাল্লা। সাধারণ মানুষের কোনো চিহ্নও নেই, শুধু গ্যালারিতে কয়েকজন লর্ড বসে আছেন। তাঁদের কেউ পদমর্যাদায় উঁচু, কেউবা নিচু। বিশজনের বেশি হবেন না তাঁরা, যেখানে রাজা রবার্টের জন্য একশ'র উপরে অপেক্ষায় থাকতেন।

ওদের ভিড়ে মিশে গেল সানসা। সামনের সারিতে যাওয়ার সময় বিভিন্ন জনের সাথে কুশল বিনিময় করল। ওখানে দেখতে পেল তামাটে চামড়ার জালাবার শ, বিষণ্ন চেহারার স্যর অ্যারন স্যান্টাগার, রেডওয়াইন যমজ হরর আর স্লোবার কে যদিও ওদেরকে দেখে মনে হচ্ছে না তাকে চিনতে পারছে। কিংবা চিনতে পারলেও না চেনার ভান করে দূরে থাকছে, যেন ও প্লেগ রোগী।

লর্ড গাইলস ওকে দেখেই বিশ্রীভাবে মুখ ঢেকে কাশির ভান করলেন। মদ্যপ স্যর ডন্টোস ওকে সম্ভাষণ জানাতে যাচ্ছেন, স্যর ব্যালন সোয়ান তাঁর কানে কানে কী যেন বললেন। সাথে সাথে ঘুরে গেলেন স্যর ডন্টোস।

আরো অনেকেই নেই এখানে। বাকিরা কোথায় গেছে? ভাবল সানসা। ক্ষীণ আশা নিয়ে আশেপাশে তাকাচ্ছে, খুঁজছে পরিচিত মুখ। কেউই ওর চোখের দিকে তাকাচ্ছে না। যেন সে ভূত , মরে গেছে সময়ের আগেই।

কাউন্সিল টেবিলে গ্রান্ড মায়েস্টার পাইসেল একাই বসে আছেন, দেখে মনে হচ্ছে ঘুমাচ্ছেন। দাড়ির উপর দুই হাত রাখা। লর্ড ভ্যারিস দ্রুত এবং নিশব্দে হলে প্রবেশ করল। কয়েক মুহূর্ত পরেই লর্ড বেইলিশ হাসিমুখে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। স্যর ব্যালন আর স্যর ডন্টোসের সাথে খানিকক্ষণ কথা বলে সামনের সারিতে চলে গেলেন।

সানসার পেটে প্রজাপতি উড়ছে ফরফর করে। *আমার ভয় পাওয়া উচিত না*, নিজেকে বলল সে। *আমার ভয় পাবার কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে, জফ আমাকে ভালবাসে, রানি বাসেন, নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন তিনি।*

BanglaBook.org

ঘোষণাকারীর গলা ভেসে এলো। 'সবাই স্বাগতম জানান হাউজ ব্যারাথিয়ন আর হাউস ল্যানিস্টারের মহামান্য জফ্রিকে, যিনি তাঁর নামের প্রথম জন এবং অ্যান্ডাল, রয়নার ও আদি মানবদের অধিপতি, একই সাথে সপ্তরাজ্যের রক্ষাকর্তা। সবাই স্বাগত জানান তাঁর মা হাউস ল্যানিস্টারের সের্সিকে, যিনি একাধারে রাজপ্রতিনিধি, পশ্চিমের দীপ্তি এবং এই সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা।'

স্যর ব্যারিস্টান সেলমিকে সাদা বর্মে বেশ ঝকঝকে দেখাচ্ছে। ওদের দুজনকেই অভ্যর্থনা জানালেন তিনি। স্যর এরিস ওকহার্ট রানিকে নিয়ে আসছেন, আর স্যর বরোস ব্লাউন্ট হাঁটছেন জফ্রির পাশে। কিংসগার্ডের ছয়জনই বর্তমানে এখানে উপস্থিত ছয় হোয়াইট সোর্ড, শুধু জেমি ল্যানিস্টার বাদে। ওর রাজকুমার, না, সে এখন ওর রাজা, লৌহ সিংহাসনের ধাপগুলো বেয়ে উঠছে, তার মা বসে আছেন কাউন্সিলের সদস্যদের সাথে। জফের পরনে কালো মখমলের তৈরি জামা, হাইকলারের উজ্জ্বল সোনালি পোশাক, মাথার সোনালি মুকুট কালো হিরা আর পান্না খচিত।

হলের চারদিকে তাকাচ্ছে জফ্রি, সানসার সাথে ওর চোখাচুখি হলো। হেসে সিংহাসনে বসল সে। তারপর বলল, 'অবিশ্বস্তদেরকে শাস্তি দেয়া আর অনুগতদেরকে পুরস্কার প্রদান করা একজন রাজার দায়িত্ব। গ্রান্ড মায়েস্টার পাইসেল, আপনি আমার আদেশগুলো পড়ে শোনান।'

উঠে দাঁড়ালেন পাইসেল। মোটা লাল মখমলের কাপড় দিয়ে তৈরি চমৎকার আলখাল্লা তাঁর গয়িয়ে। ঝোলানো আস্তিনের ভেতর একগাদা স্বর্ণখচিত পাকানো কাগজ আছে, সেখান থেকে একটা পার্চমেন্ট বের করে লম্বা নামের তালিকা পড়তে লাগলেন। প্রত্যেককেই রাজা আর তার কাউন্সিলের নামে আদেশ দিচ্ছেন সামনে এসে রাজা জফ্রির প্রতি নিজেদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণে। তা না করলে ওদেরকে বেঈমান হিসেবে সাব্যস্ত করে কেড়ে নেয়া হবে তাদের সমস্ত জমি আর উপাধি।

নামগুলো শুনে দম আটকে আসার জোগাড় সানসার।

লর্ড স্ট্যানিস ব্যারাথিয়ন আর তাঁর লেডি স্ত্রী, ওর মেয়ে। লর্ড রেনলি ব্যারাথিয়ন। দুই লর্ড রয়েস এবং তাঁদের ছেলেমেয়ে। স্যর লরেস

BanglaBook.org

টাইরেল। লর্ড মেইস টাইরেল, তাঁর সমস্ত ভাই, চাচা এবং ছেলে। রেড প্রিস্ট, মিয়েরের থোরোস। লর্ড বেরিক ডন্ডারিয়ন। লেডি লাইসা অ্যারিন এবং তাঁর ছেলে, ছোট্ট লর্ড রবার্ট। লর্ড হোস্টার টালি, তাঁর ভাই ব্রেনডেন এবং ছেলে স্যর এডমুর। লর্ড জেসন ম্যালিস্টার। লর্ড ব্রাইস ক্যারন। লর্ড টাইটস ব্ল্যাকউড। লর্ড ওয়াল্ডার ফ্রে ও তাঁর উত্তরাধিকারী স্যর স্টেভরন। লর্ড কেরিল ভ্যান্স। লর্ড জনোস ব্র্যাকেন। লেডি শেলা ওয়েন্ট। ডর্নের রাজকুমার ডোরান মার্টেল এং তাঁর সন্তানগণ। *অনেক বেশি*, ভাবল সানসা, পাইসেল এখনো পড়ে যাচ্ছেন, *পুরো এক ঝাঁক কাক লাগবে এই খবরগুলো সবার কাছে পাঠাতে*।

সবার শেষে সেই নামগুলো এলো, যেগুলো শুনতে পাবার ভয় করছিল সানসা।

লেডি ক্যাটলিন স্টার্ক। রব স্টার্ক। ব্রান্ডন স্টার্ক, রিকন স্টার্ক, আরিয়া স্টার্ক। অনেক কষ্টে চিৎকার করা থেকে নিজেকে বিরত রাখল সানসা। *আরিয়া*। ওরা চায় আরিয়া ওদের সামনে এসে আনুগত্যের শপথ নিক... আরিয়া হয়তো জাহাজে চেপে পালিয়ে গেছে, এতক্ষণে নিরাপদে উইন্টারফেলেও পৌঁছে গেছে।

তালিকা গুটিয়ে নিয়ে গ্রান্ড মেইস্টার পাইসেল বাম আস্তিনের নিচে রাখলেন। ডান পাশ থেকে তুলে নিলেন আরেকটি পার্চমেন্ট। গলা খাঁকারি দিয়ে আবারও পড়তে লাগলেন। 'আমাদের মহামান্য রাজার নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিশ্বাসঘাতক এডার্ড স্টার্কের জায়গায় ক্যাস্টারলি রকের লর্ড এবং পশ্চিমের রক্ষক টাইউইন ল্যানিস্টারকে রাজার মুখ্য উপদেষ্টা হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হলো। এখন থেকে তিনিই রাজার হয়ে কথা বলবেন, তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবেন এবং তাঁর রাজকীয় সিদ্ধান্তকে কাজে পরিণত করবেন। এটাই রাজার আদেশ। কাউন্সিলও এর সাথে একমত।

'বিশ্বাসঘাতক স্ট্যানিস ব্যারাথিয়নের স্থলে রাজার ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর লেডি মাতা, আমাদের রক্ষাকর্তা সের্সি ল্যানিস্টার, যিনি আমাদের রাজার সার্বক্ষণিক সহযোগী এবং সমর্থক, কাউন্সিলে বসবেন, রাজাকে

BanglaBook.org

বুদ্ধিমত্তা এবং ন্যায়বিচারের সাথে শাসন করতে সর্বাত্মক সাহায্য করবেন। এটাই রাজার আদেশ। কাউন্সিলও এর সাথে একমত।'

আশেপাশের লর্ডের ফিসফাস ধ্বনি সানসার কানে ভেসে এল। তবে খুব দ্রুতই থেমে গেল আওয়াজ। আবার শুরু করলেন পাইসেল।

'মহামান্যের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য জানোস স্লিন্ট, কিংস ল্যান্ডিং এর নগররক্ষীদের প্রধান, এই মুহূর্ত থেকে লর্ড পদে উন্নীত হলেন এবং তাঁর হাতে হ্যারেনহল ও তার অন্তর্গত সমস্ত জমি এবং আয় তুলে দেয়া হলো। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে এবং ছেলের ছেলেরা হ্যারেনহলের দায়িত্ব পাবে। এটাও রাজার আদেশ যে লর্ড স্লিন্টকে এই মুহূর্ত থেকেই কাউন্সিলে বসতে দেয়া হবে, যাতে তিনি রাজ্য পরিচালনায় সাহায্য করতে পারেন। এটাই রাজার আদেশ। কাউন্সিলও এর সাথে একমত।'

চোখের কোণা দিয়ে জানোস স্লিন্টকে ঢুকতে দেখল সানসা। এবার ফিসফিসানি আরো বেড়ে গেছে, সবাইকে ক্ষিপ্ত মনে হচ্ছে । হাজার বছরের ইতিহাসসমৃদ্ধ সম্মানিত লর্ডগণ নিতান্তই অনিচ্ছায় ব্যাঙের মতো চেহারার টাক মাথার লোকটাকে বসার জায়গা করে দিলেন।

এবার উঠে দাঁড়ালেন রানি। 'স্যর ব্যারিস্টান সেলমি, সামনে আসুন।'

স্যর ব্যারিস্টান লৌহ সিংহাসনের পাদদেশে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন পাথর কুঁদে বানানো মূর্তি। তিনি ঘুরে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসে মাথা নত করলেন। 'মহামান্যা, আমি আপনার আদেশের দাস।'

'উঠুন, স্যর ব্যারিস্টান,' রানি বললেন। 'আপনি আপনার শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলতে পারেন।'

'মাই লেডি?' দাঁড়িয়ে পড়লেন বৃদ্ধ নাইট,নিজের সাদা শিরস্ত্রাণ খুলে ফেললেন, যদিও দেখে মনে হচ্ছে কারণটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না তাঁর।

' অনেকদিন ধরে এ সাম্রাজ্যকে বিশ্বস্ততার সাথে সেবা করেছেন আপনি,প্রিয় স্যর, সপ্তরাজ্যের প্রতিটি পুরুষ এবং মহিলা আপনার কাছে সেজন্য কৃতজ্ঞ। তবু, আমার মনে হয় আপনার দায়িত্ব শেষ হয়েছে। রাজার

BanglaBook.org

ইচ্ছা এবং কাউন্সিলের সদস্যদেরও অভিপ্রায় যেন আপনি আপনার বোঝা থেকে মুক্তি পান।'

'আমার... বোঝা? আমার মনে হয় না... আমি কখনোই বলিনি...'

স্যর লর্ড পদবী পাওয়া জানোস স্লিন্ট উঠে দাঁড়াল,ভারী গলায় বলল, 'আমাদের মহামান্যা বলতে চাইছেন যে আপনাকে কিংসগার্ডের লর্ড কমান্ডার পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো।

লম্বা, শ্বেত চুলের নাইট যেন কুঁকড়ে গেলেন। শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। 'মহামান্যা,' অবশেষে মুখে রা ফুটল তাঁর। 'কিংসগার্ড একটি সোর্ন ব্রাদারহুড। আমরা শপথ নিই গোটা জীবনের জন্য। শুধুমাত্র মৃত্যুই একজন লর্ড কমান্ডারকে তাঁর পবিত্র শপথ থেকে মুক্তি দিতে পারে।'

'কার মৃত্যু, স্যর ব্যারিস্টান?' রানির গলা রেশমের মতো কোমল, তবে তাঁর কথা পুরো হলজুড়েই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। 'আপনার, নাকি আপনার রাজার?'

'আপনি বাবাকে মরতে দিয়েছেন,' সিংহাসনে বসা জফ্রি অভিযোগের সুরে বলল। 'কাউকে রক্ষা করার বয়স আপনি হারিয়েছেন।'

বৃদ্ধ নাইট তাঁর নতুন রাজার দিকে তাকালেন। তাঁর বয়স যেন হঠাৎ করেই দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ভীষণ বুড়ো লাগছে। 'মহামান্য,' তিনি বললেন। 'আমার বয়স যখন তেইশ, তখন আমাকে হোয়াইট সোর্ড হিসেবে নির্বাচন করা হয়। তরবারি হাতে তুলে নেয়ার পর থেকেই আমি এই স্বপ্ন দেখে এসেছি। শুধু এর জন্য আমি আমার পূর্বপুরুষদের ওপর থেকে সমস্ত দাবি ত্যাগ করেছি। এমনকি যে মেয়েটিকে আমার বিয়ে করার কথা ছিল তাকে বিয়ে করেছে আমার এক ভাই। আমার কোনো জমি, কোনো সন্তানের দরকার ছিল না। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এই সাম্রাজ্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দেব। স্যর জেরল্ড হাইটাওয়ার নিজে আমার শপথ শুনেছেন... আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে রাজাকে রক্ষা করার ওয়াদা... তাঁর প্রয়োজনে আমার রক্ত বিলিয়ে দেয়ার অঙ্গীকার.... আমি হোয়াইট বুল আর ডর্নের রাজকুমার লুইনের সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করেছি... লড়েছি সোর্ড অব দা মর্নিং খ্যাত স্যর আর্থার ডেইনের পাশে। আপনার বাবার আগে আমি রাজা এরিসকে রক্ষা করেছি, তার আগে তার বাবা জেহ্যারিসকে... তিনজন রাজাকে রক্ষা করেছি আমি...'

BanglaBook.org

'আর তাঁরা সবাই আজ মৃত,' মন্তব্য করল লিটলফিঙ্গার।

'আপনার সময় শেষ,' বললেন সের্সি ল্যানিস্টার। 'জফ্রির পাশে তরুণ আর শক্তিশালী লোক দরকার। কাউন্সিল ঠিক করেছে স্যর জেমি ল্যানিস্টার আপনার জায়গাটা নেবে। আপনার বদলে সে-ই হবে হোয়াইট সোর্ডের সোর্ন ব্রাদার্সের লর্ড কমান্ডার।'

'কিং স্লেয়ার,' স্যর ব্যারিস্টান বললেন, তাঁর গলায় ঘৃণা। ' সেই ফালতু নাইট যে তার নিজের রাজার রক্তে তরবারি রঞ্জিত করেছে, অথচ ওই রাজাকেই নাকি রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা ছিল তার।'

'বুঝে শুনে কথা বলুন, স্যর,' রানি সতর্ক করলেন। 'আপনি আমার ভাইকে নিয়ে কথা বলছেন। আপনার নিজের রাজার রক্তের সম্পর্কে বাজে কথা বলছেন।'

লর্ড ভ্যারিস নরম গলায় বলে উঠল, 'আমরা আপনার সেবার কথা ভুলে যাইনি, প্রিয় স্যর। লর্ড টাইউইন ল্যানিস্টার উদার হস্তে আপনাকে ল্যানিসপোর্টের উত্তরে কিছু জমি দিতে রাজি হয়েছেন। জায়গাগুলো সমুদ্রের পাশেই। আপনাকে সাথে দেয়া হবে যথেষ্ট স্বর্ণ আর লোকবল, যাতে আপনি নিজের জন্য বিশাল একটি দুর্গ বানিয়ে নিতে পারেন, আপনার জন্য চাকরবাকরেরও ব্যবস্থা করেছেন তিনি।'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন স্যর ব্যারিস্টান। 'আপনাদেরকে ধন্যবাদ, লর্ডগণ। কিন্তু আপনাদের দয়ার উপর থুথু দিই আমি।' নিজের আলখাল্লার বাঁধন খুলে ফেললেন তিনি, ভারী সাদা কাপড়টা তাঁর কাঁধ বেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। ধাতব শব্দে পড়ল শিরস্ত্রাণ। 'আমি একজন নাইট,' তিনি ওদেরকে বললেন। ব্রেস্টপ্লেটের রুপালি বাঁধন খুলে ফেলেছেন, সাথে সাথে ওটার অন্যগুলোর পাশে জায়গা হলো। 'আমি নাইট হিসেবেই মরব।'

'একজন ন্যাংটো নাইট,'কথার চাবুক চালাল লিটলফিঙ্গার।

ওরা সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল, জফ্রি আর তার লর্ডরা, জানোস স্লিন্ট, রানি সের্সি এবং স্যান্ডর ক্লেগেন, এমনকি কিংসগার্ডের অন্য সদস্যরা পর্যন্ত, যে পাঁচজন এই মুহূর্ত আগেও তাঁর ভাই ছিল। *এটাই সম্ভবত*

তাঁর জন্য সবচেয়ে কষ্টের, সানসা ভাবল। সাহসী এই বৃদ্ধের জন্য বুকটা কেঁদে উঠল। মানুষটার চেহারা রক্তবর্ণ হয়ে গেছে, প্রচণ্ড রাগে কথাও বলতে পারছেন না। তিনি নিজের তরবারি বের করলেন।

কেউ একজন জোরে শ্বাস টানল। স্যর বরোস এবং স্যর মেরিন তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু তিনি এমন ঘৃণাভরে তাকালেন, থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন দুজনেই। 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই, তোমাদের রাজা নিরাপদেই আছে.. যদিও তাতে তোমাদের কোনো অবদান নেই। আমি চাইলে তোমাদের পাঁচজনকে এখুনি খুব সহজে কেটে ফেলতে পারি, যেভাবে ছুরি পনির কাটে সেভাবে। তোমরা যদি কিং প্লেয়ারের অধীনে কাজ করতে চাও তাহলে তোমরা শ্বেতবস্ত্র পরার যোগ্যতা হারিয়েছ।' সিংহাসনের নিচে তরবারি ছুঁড়ে দিলেন তিনি। 'এই নাও, ছোকরা। চাইলে এটাকে গলিয়ে অন্যকিছু বানিয়ে নিও। তোমার পাশে যে পাঁচজন আছে তাদের তরবারির চেয়ে এটা তোমাকে আরো বেশি সাহায্য করতে পারবে। কিংবা কে জানে, তোমার সিংহাসন দখল করার পর হয়তোবা লর্ড স্ট্যানিস এই তরবারি ব্যবহার করবেন।'

ঘুরে দীর্ঘ হলের ভেতর দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন তিনি, তাঁর পদধ্বনি নগ্ন পাথুরে দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলল। লর্ড আর লেডিরা সরে তাঁকে জায়গা করে দিলেন। তিনি বেরিয়ে যেতেই বিশাল ওক আর ব্রোঞ্জের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। সানসা নরম সুরের ফিসফিস শুনতে পেল, সেই সাথে দেখছে অস্বস্তিকর নড়াচড়া, কাউন্সিল টেবিল থেকে কাগজ সরিয়ে ফেলার শব্দ।

'উনি আমাকে ছোকরা বললেন।' রেগে কাঁই জফ্রি। 'আমার স্ট্যানিস চাচাকে নিয়েও কথা বললেন।'

'বাজে কথা,' খোজা ভ্যারিস বলল। 'একেবারেই অর্থহীন এসব কথাবার্তা...'

'আমার চাচার সাথে মিলে তিনি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারেন। আমি চাই তাঁকে গ্রেফতার করে জেরা করা হোক।' কেউই নড়ল না। জফ্রি এবার আরও চড়াল গলা। 'আমি বললাম, *আমি ওকে গ্রেফতার করতে চাই!'*

BanglaBook.org

জানোস স্লিন্ট কাউন্সিল টেবিল থেকে উঠে দাঁড়াল। 'আমার গোল্ড ক্লোকরা ব্যাপারটা দেখবে, মহামান্য।'

'ভালো,' বলল রাজা জফ্রি। লর্ড জানোস হল ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তার কুৎসিত দর্শন ছেলে দুটো বিশাল ঢাল নিয়ে বাবার সাথে পাল্লা দিয়ে কোনোমতে এগোচ্ছে।

'মহামান্য,' বলল লিটলফিঙ্গার। 'শুরু করার আগে বলি, সাতজন এখন ছয়জনে পরিণত হয়েছে। আমাদের আপনার কিংসগার্ডের জন্য নতুন কাউকে প্রয়োজন।'

মৃদু হাসল জফ্রি। 'ওদেরকে বলে দাও, মা।'

'রাজা আর তার কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিয়েছে সপ্তরাজ্যে আমাদের মহামান্যকে রক্ষা করার জন্য একজন ব্যক্তিই এই মুহূর্তে সবার উপরে আছেন, স্যান্ডর ক্লেগেন।'

'কী, কুকুর? পছন্দ হলো?' জিজ্ঞেস করল রাজা জফ্রি।

হাউন্ড অনেক সময় নিল কথা বলার জন্য। ' কেন নয়? আমার তো কোনো জমি নেই, নেই স্ত্রী, তাই কাউকে ছেড়ে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। আর গেলেও তাতে কার কী যায় আসবে? ' তার মুখের পোড়া অংশটা বেঁকে গেল। 'তবে আগেই বলছি আমি কোনো নাইটের শপথ নেব না।'

'কিংসগার্ডের সোর্ন ব্রাদাররা সবসময়ই নাইট ছিল,' স্যর বরোস দৃঢ় গলায় বললেন।

'আজকের আগ পর্যন্ত,' গভীর, কর্কশ স্বরে প্রত্যুত্তর দিল হাউন্ড। সাথে সাথে চুপ স্যর বরোস।

রাজার ঘোষক সামনে এগিয়ে এলো, সানসা বুঝতে পারল সময় হয়ে এসেছে। ও স্কার্টের কাপড়ে নার্ভাসভাবে হাত বোলাল। শোকের পোশাক পরেছে সে, মৃত রাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য, তবে নিজেকে যাতে সুন্দর দেখায় সেদিকেও খেয়াল রেখেছে।

আইভরি সিল্ক দিয়ে তৈরি গাউনটা রানি ওকে উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু আরিয়া সেটা নষ্ট করে ফেলে। ও লোক দিয়ে এটা কালো রঙ করিয়ে নিয়েছে, এখন আর কোনো দাগ দেখা যাচ্ছে না।

BanglaBook.org

ঘোষকের গলা ভেসে এলো। 'যদি কারো মহামান্যের সাথে কোনো কাজ থাকে, সে যেন এখুনি সামনে এসে কথা বলে, নতুবা বজায় রাখতে হবে নিরবতা।'

ভীত বোধ করছে সানসা। '*এখুনি*,' নিজেকে মনে করিয়ে দিল সে, *আমার বলতেই হবে। দেবতারা আমাকে শক্তি দিন।* এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল সে। লর্ড আর নাইটরা সরে ওকে জায়গা করে দিলেন, সবাই ওকে লক্ষ করছেন। *আমাকে আমার লেডি মাতার মতোই শক্ত হতে হবে।* 'মহামান্য,' নরম স্বরে বলল সে, ওর গলা কাঁপছে।

'আমার লেডি, এদিকে এসো', জফ্রি হাসিমুখে ডাকল।

ওর হাসি তাকে সাহস দিল। *ও আসলেই আমাকে ভালবাসে, সত্যিই*। সানসা মাথা তুলে হাঁটতে শুরু করল। খুব জোরেও না আবার খুব ধীরেও না। সে যে নার্ভাস তা ওদেরকে বুঝতে দিতে চায় না।

'হাউজ স্টার্কের লেডি সানসা,' ঘোষকের গলা ভেসে এলো।

সিংহাসনের নিচে এসে থামল সানসা। ' তোমার কি রাজা আর তার কাউন্সিলকে কিছু বলার আছে, সানসা?' কাউন্সিল টেবিল থেকে বললেন রানি।

'জি, আছে।' হালকা ঝুঁকে মাথা নত করল সানসা। খেয়াল থাকল যেন পোশাক নষ্ট না হয়, এরপর মাথা তুলে দেখল সিংহাসনে উপবিষ্ট নিজের রাজকুমারকে।

'মহামান্য, আমি আমার বাবা, রাজার মুখ্য উপদেষ্টা লর্ড এডার্ডের জন্য ক্ষমা চাইতে এসেছি।' কথাগুলো বলার আগে একশবারের মতো অনুশীলন করেছে সে।

রানি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'সানসা, আমি হতাশ বোধ করছি। আমি তোমাকে বেঈমানির ব্যাপারে কী বলেছিলাম, মনে আছে?'

' তোমার পিতা অনেক খারাপ আর জঘন্য অপরাধ করেছেন, মাই লেডি,' বললেন গ্রান্ড মায়েস্টার পাইসেল।

'আহ, বেচারি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভ্যারিস। 'ও একদমই বাচ্চা, মাই লর্ডস। ও জানে না সে কী চেয়ে বসেছে।'

BanglaBook.org

সানসা জফ্রির দিকে তাকিয়ে আছে। *ওকে আমার কথা শুনতেই হবে, ওকে শুনতেই হবে*, ভাবল সে।

নিজের আসনে নড়েচড়ে উঠল রাজা। 'ওকে বলতে দিন,' সে আদেশ দিল। 'ও কী বলতে চায় আমি শুনব।'

'ধন্যবাদ, মহামান্য।' হাসল সানসা, সলজ্জ হাসি। আশা করল জফ্রি ওর কথা শুনবে।

'বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষতিকর পরগাছা,' গম্ভীর পাইসেল। 'আগাছাকে একদম গোঁড়া থেকে ছিঁড়ে ফেলতে হয়, বীজসহ, যাতে করে রাস্তার ধারে নতুন আগাছা জন্মাতে না পারে।'

'তুমি কি তোমার বাবার অপরাধ অস্বীকার করছ?' জিজ্ঞেস করল লর্ড বেইলিশ।

'না, মাই লর্ড।' সানসা জানে অস্বীকার করলে হিতে বিপরীত হবে। 'আমি জানি তাঁর অবশ্যই শাস্তি হওয়া উচিত। আমি শুধু অনুরোধ করছি তাঁকে যেন ক্ষমা করে দেয়া হয়। আমি জানি আমার লর্ড পিতা তাঁর কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করছেন। তিনি রাজা রবার্টের বন্ধু ছিলেন, তাঁকে ভালবাসতেন, আপনার সবাই জানেন তিনি তাঁকে অনেক ভালবাসতেন। তিনি কখনোই রাজার হ্যান্ড হতে চাননি, কিন্তু রাজার আদেশে বাধ্য হয়েছেন। কেউ নিশ্চয়ই তাঁকে মিথ্যা তথ্য দিয়েছে। লর্ড রেনলি বা লর্ড স্ট্যানিস অথবা... অথবা অন্য কেউ। ওরা নির্ঘাত মিথ্যা বলেছে তাঁর সাথে, নইলে তিনি কখনোই...'

আসনের হাতল আঁকড়ে ধরে রাজা জফ্রি সামনে ঝুঁকে এলো। 'তিনি বলেছেন আমি নাকি রাজাই না। এটা কেন তিনি বললেন?'

'ওনার পা ভেঙে গিয়েছিল কয়েক দিন আগে,' আকুল গলায় বলল সানসা। 'এতই ব্যথা করছিল যে মাস্টার পাইসেল ওনাকে পপির দুধ দিয়েছিলেন, আর সবাই বলে যে পপির নির্যাস মাথা এলোমেলো করে দেয়। স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে তিনি কখনোই এ কথা বলতেন না।'

সিংহাসনে বসে অস্থিরভাবে নড়াচড়া করছে জফ্রি। 'মা?'

BanglaBook.org

সের্সি ল্যানিস্টার সানসার দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলেন। 'যদি লর্ড এডার্ড তাঁর দোষ স্বীকার করে নেন,' অবশেষে বললেন তিনি, 'তাহলে আমরা ধরে নেব তিনি নিজের বোকামির জন্য আসলেই অনুতপ্ত।'

জফ্রি সিধে হলো।

প্লিজ, সানসা মনে মনে বলল, *প্লিজ, প্লিজ, আমি তোমাকে যে রাজা হিসেবে কল্পনা করি, সেই রাজার মতো আচরণ করো, ভালো, উদার আর মহৎ হৃদয়ের, প্লিজ।*

' তোমার কি আর কিছু বলার আছে?' ওকে জিজ্ঞেস করল জফ্রি।

'শুধুমাত্র... শুধুমাত্র এটাই যে আপনি আমাকে ভালোবাসেন দেখেই আমাকে আজ দয়া দেখিয়েছেন, প্রিয় রাজকুমার,' বলল সানসা।

ওর আপাদমস্তক দেখল রাজা জফ্রি। তোমার মিষ্টি কথাগুলো আমাকে নাড়িয়ে দিয়েছে,' উদার ভঙ্গিতে বলল সে, ওর দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাচ্ছে, যেন বলতে চাইছ সব ঠিক হয়ে যাবে, শীঘ্রি। 'তুমি যা বলেছ আমি তা-ই করব... তবে তোমার বাবাকে আগে স্বীকার করতে হবে। ওঁকে মেনে নিতে হবে যে আমিই প্রকৃত রাজা, নইলে তাঁকে কোনো ক্ষমা দেখানো হবে না।

'উনি বলবেন,' বলল সানসা, ওর মন যেন উড়ছে ফুরফুর করে। 'আমি জানি তিনি তা করবেন।'

BanglaBook.org

এডার্ড

বিয়াল্লিশ

মেঝেয় পাতা খড় থেকে প্রস্রাবের গন্ধ আসছে। ভূগর্ভস্থ এ প্রকোষ্ঠের কোনো জানালা নেই, এখানে শোবার জন্য বিছানার ব্যবস্থা নেই, এমনকী পানিভর্তি বালতিও রাখা হয়নি।

ফ্যাকাসে লাল পাথরগুলোর গায়ে শোরার দাগ, লোহা মোড়ানো চার ইঞ্চি পুরু ভাঙা কাঠের ধূসর দরজা ওরা তাঁকে এখানে ধাক্কা মেরে ঢোকানোর সময় এ সবই এক নজরে দেখে নিয়েছেন তিনি। দরজা একবার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে আর কিছু দেখতে পাননি। কারণ ঘরে কালিগোলা অন্ধকার। তাঁর মনে হচ্ছে তিনি যেন অন্ধ হয়ে গেছেন।

কিংবা মৃত, তাঁর রাজার সঙ্গে তাঁকে কবর দেয়া হয়েছে। 'আহ্, রবার্ট,' শীতল পাথরের দেয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে বিড়বিড় করলেন তিনি। প্রতিটি নড়াচড়ায় পায়ে জ্বলে উঠছে ব্যথার আগুন।

ভূগর্ভস্থ কক্ষটি রেড কীপের অনেক নিচে। তাঁর মিগর দ্য ক্রুয়েলের কথা মনে পড়ল যিনি এ প্রাসাদ তৈরি করার পরে সকল রাজমিস্ত্রীকে হত্যা করেছিলেন যাতে তারা এর গোপন রহস্য ফাঁস করতে না পারে।

তিনি ওদের সবাইকে অভিশাপ দিলেন লিটলফিঙ্গার, জানোস স্লিন্ট, তার সোনালি আলখাল্লাধারী সেনা দল, রানি, কিং স্লেয়ার, পাইসেল, ভ্যারিস এবং স্যর ব্যারিস্টান, এমনকী লর্ড রেনলিকেও, রবার্টের আপন ভাই

BanglaBook.org

যে সবচেয়ে প্রয়োজনের সময় পালিয়ে গেছে। তবে সবশেষে তিনি নিজেকেই দোষারোপ করলেন। 'গর্দভ,' অন্ধকারে চিৎকার দিলেন তিনি। 'অন্ধ গর্দভ একটা।'

অন্ধকারে সের্সি ল্যানিস্টারের মুখটা যেন ভাসছে তাঁর সামনে। তাঁর চুলে যেন খেলা করছে সূর্যের আলো তবে মুখে বিদ্রুপের হাসি। 'সিংহাসনের খেলায় হয় আপনি জিতবেন নতুবা মরবেন।' ফিসফিস করলেন তিনি। নেড খেলা খেলেছেন এবং হেরেছেন। আর সেই ব্যর্থতার মাশুল দিতে হয়েছে তাঁর লোকদের নিজেদের জীবন দিয়ে।

মেয়েদের কথা মনে পড়লে কান্না আসে তাঁর। কিন্তু তিনি কাঁদতে পারেন না। তিনি এখনো উইন্টারফেলের স্টার্ক, তাঁর শোক এবং ক্রোধ শক্ত হয়ে জমা হয়ে রয়েছে বুকের ভেতরে।

তিনি স্থিরভাবে থাকলে পা তেমন ব্যথা করে না। তাই তিনি চেষ্টা করেন নড়াচড়া না করে শুয়ে থাকতে। তবে কতক্ষণ নাকি কতদিন ধরে তিনি শুয়ে আছেন কে জানে। মাটির নিচের এ ঘরে সূর্য কিংবা চাঁদের আলো ঢোকে না। দেয়ালের দাগগুলো তিনি দেখতে পান না। তিনি চোখ খুলে আবার বন্ধ করেন। তাতে অবশ্য কিছু এসে যায় না। তিনি ঘুমান এবং জেগে ওঠেন। আবার ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি জানেন না কোনটা বেশি যন্ত্রণাদায়ক ঘুমানো নাকি জেগে থাকা।

ঘুমালে তিনি নানান দুঃস্বপ্ন দেখেন, জেগে রইলে চিন্তা করা ছাড়া আর কোনো কাজ থাকে না। আর এসব চিন্তা দুঃস্বপ্নের চেয়েও ভয়ানক। ক্যাটলিনের কথা ভাবেন তিনি। জানেন না তাঁর স্ত্রী কোথায় আছেন, কেমন আছেন। স্ত্রীর সঙ্গে আর কোনদিন কি দেখা হবে তাঁর? ভাবেন তিনি।

ঘন্টা পেরিয়ে দিন যায়, তেমনটিই মনে হয়। তিনি তাঁর ভাঙা পায়ে ভোঁতা ব্যথা অনুভব করেন, প্লাস্টারের নিচে খুব চুলকায়। উরুতে স্পর্শ করে দেখেছেন, ভীষণ গরম জায়গাটা। এখানে শব্দ বলতে শুধু তাঁর নিঃশ্বাসের আওয়াজ। খানিক বাদে তিনি একা একা কথা বলতে শুরু করেন, শুধু একটি কণ্ঠ শোনার জন্য। তিনি নিজেকে সজ্ঞানে রাখতে চান, অন্ধকারে আশার প্রাসাদ গড়েন। ভাবেন রবার্টের ভাইয়েরা ড্রাগনস্টোন এবং স্টর্মস এন্ডে সৈন্য সমাবেশ করছে। স্যর গ্রেগরকে পরাজিত করে এলিন এবং হারউইন ফিরবে কিংসল্যান্ডিংয়ে তাঁর বাকি রক্ষীদেরকে নিয়ে। ক্যাটলিন যখন তাঁর

খবর শুনবেন, উত্তরে সেনা সমাবেশ করবেন, তাঁর সঙ্গে নদী-পাহাড় এবং ভেলের লর্ডরা যোগ দেবেন।

রবার্টের কথা খুব মনে পড়ে তাঁর। তাঁকে তরুণ চেহারায় দেখতে পান। অন্ধকারে তাঁর উদাত্ত হাসি যেন ভেসে আসে। দেখেন তাঁর পাহাড়ি হ্রদের মতো পরিস্কার নীল চোখ। রবার্ট বলছেন, 'আমাদেরকে দেখো, নেড। ঈশ্বর, আমাদের এ কী হলো? তুমি এখানে, আর একটা শুয়োরের হাতে আমি নিহত হলাম। অথচ আমরা একসঙ্গে সিংহাসন জয় করেছি...

আমি তোমাকে ব্যর্থ করেছি, রবার্ট, ভাবলেন নেড। *তোমার কাছে মিথ্যা বলেছি। তোমাকে ওদের হাতে খুন হতে দিয়েছি।*

নেড আধা ঘুম আধা জাগরণের মধ্যে ছিলেন, এমন সময় হলঘরে শোনা গেল পায়ের আওয়াজ। প্রথমে ভাবলেন স্বপ্ন দেখছেন। অনেকদিন তিনি নিজের কণ্ঠ ছাড়া কোনো শব্দ শুনতে পাননি। তাঁর শরীরে জ্বরজ্বর ভাব, পায়ে ভোঁতা ব্যথা, ঠোঁট ফেটে গেছে। ভারী কাঠের দরজাটা খুলে গেল, আকস্মিক আলোয় চোখ জ্বালা করে উঠল নেডের।

কারারক্ষক এসেছে। একটা মাটির জগ ঠেলে দিল সে নেডের দিকে। জগটা দু'হাতে ধরে ঠাণ্ডা জল ঢকঢক করে গিলতে লাগলেন নেড। মুখের কষ বেয়ে জল পড়ে ভিজিয়ে দিল তাঁর দাড়ি।

'আর কতদিন...?' তৃষ্ণা নিবারণ শেষে দুর্বল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

কারারক্ষকের চেহারা ছুঁচোর মতো, গালে দাড়ির জট, পরনে বর্মাকৃত জামা এবং চামড়ার হাফ-কেপ। 'কথা বলা বারণ, সে নেডের হাত থেকে জলের জগটি ছিনিয়ে নিল।

'প্লিজ,' বললেন নেড, 'আমার মেয়েরা...' দড়াম শব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। আলো অদৃশ্য হয়ে গেলে চোখ পিট পিট করলেন তিনি। তাঁর মাথাটা নেমে এল বুকের ওপর, গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়লেন খড়ের গাদায়। মূত্র এবং মলের আর কোনো গন্ধ পাচ্ছেন না তিনি।

জেগে ওঠা বা ঘুমানোর মধ্যে কোনোরকম পার্থক্য করতে পারছেন না নেড। আঁধারে হামাগুড়ি দিয়ে স্মৃতিরা আসে তাঁর কাছে স্বপ্নের মতো।

BanglaBook.org

মৃতদেরকে দেখেন তিনি জীবিতদের পাশাপাশি। দেখেন তাঁর রক্তাক্ত বোনকে। কেঁদে ওঠেন তিনি।

দেবতারা আমাকে রক্ষা করুন,' কাঁদতে কাঁদতে বলেন নেড। 'আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

দেবতারা তাঁর অনুরোধ সাড়া দেন না।

কারারক্ষক যতবার নেডকে পানি দিয়ে যায়, তিনি নিজেকে বলেন আরেকটা দিন গেল। প্রথম দিকে তিনি লোকটাকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর মেয়েদের খবর এনে দিত, তাঁর প্রকোষ্ঠের বাইরে কী ঘটছে তা জানতে চেয়েছিলেন। জবাবে শুধু লাথি গুঁতা খেয়েছেন। পরে যখন খিদেয় আধমরা অবস্থা, তিনি খাবার চেয়েছেন। কিন্তু তাঁকে কোনো খাবার দেয়া হয়নি। ল্যানিস্টাররা বোধহয় না খাইয়েই মেরে ফেলবে।

'না,' নিজেকে বলেছেন নেড। সের্সি তাঁকে মেরে ফেলতে চাইলে সিংহাসন কক্ষেই হত্যা করতে পারতেন। তিনি নেডকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন। দুর্বল, মরিয়া, তবু যেন তিনি বেঁচে থাকেন। ক্যাটলিন সের্সিল ভাইকে বন্দি করে রেখেছেন। তাই তিনি নেডকে হত্যা করার সাহস পাবেন না। তাহলে যে বামনকেও মরতে হবে।

BanglaBook.org

তেতাল্লিশ

কারা প্রকোষ্ঠের বাইরে শিকলের ঝনঝনানি। ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে খুলে গেল দরজা। স্যাঁতসেঁতে দেয়ালে হাত রেখে তিনি এগোলেন আলোর উৎসের দিকে। মশালের আলোয় তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। 'খাবার,' ব্যাঙের গলায় বললেন তিনি।

"মদ এনেছি,' সাড়া দিল একটি কণ্ঠ। এটা সেই ছুঁচোমুখো লোকটার গলা নয়; সেই লোক অনেক গাট্টাগোট্টা, খাটো যদিও তার পরনে থাকে বর্তমান আগন্তুকের মতো চামড়ার হাফ- কেপ এবং মাথায় গজাল বসানো ইস্পাতের টুপি।

'পান করুন, লর্ড এডার্ড,' মদের একটা চামড়ার মশক ধরিয়ে দেয়া হলো নেডের হাতে।

গলার স্বরটি আশ্চর্যরকম চেনা লাগল, তবু চিনতে এক মুহূর্তে সময় নিলেন নেড। 'ভ্যারিস?' দুর্বল গলায় বললেন তিনি। লোকটির মুখ স্পর্শ করলেন। 'আমি... আমি এটা স্বপ্ন দেখছি না। আপনি সত্যি এসেছেন?'

খোজার ফোলাফোলা গাল ভর্তি খোচা খোচা দাড়ি। ভ্যারিস সেই কারারক্ষকের ছদ্মবেশে এসেছে। 'আপনি কী করে... আপনি কোন্ জাদুকর?'

'একজন তৃষ্ণার্ত,' বলল ভ্যারিস। 'নিন, খান, মাই লর্ড।'

মশকের গায়ে হাত বুলালেন নেড। 'ওরা কি এই একই বিষ দিয়েছিল রবার্টকে?'

'আপনি আমাকে ভুল বুঝলেন,' বিষণ্ন গলায় বলল ভ্যারিস। 'সত্যি, খোজাকে কেউ ভালবাসে না। দিন, মশকটা আমায় দিন।' সে মশক থেকে পান করল, ফোলা মুখের পাশ দিয়ে কয়েক ফোঁটা লাল মদ বেয়ে নামল। 'আপনি টুর্নির রাতে আমাকে যে মদটা খাইয়েছিলেনতার মতো অত ভাল নয়, তবে কাজ চলে যাবে।' হাতের তেলো দিয়ে মুখ মুছল সে। 'নিন।'

নেড এক ঢোক মদ গেলার চেষ্টা করলেন। ড্রেগস,' মন্তব্য করলেন তিনি। 'প্রতিটি মানুষকেই মিষ্টির সঙ্গে তেতো স্বাদও গ্রহণ করতে হয়, মাই লর্ড। আপনার সময় হয়ে এসেছে, মাই লর্ড।'

'আমার মেয়েরা...'

ছোট মেয়েটা স্যর মেরিনকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে।' বলল ভ্যারিস। 'আমি তার কোনো খোঁজ পাইনি। ল্যানিস্টাররাও নয়। ভাগ্যিস পায়নি। আমাদের নতুন রাজা তাকে পছন্দ করে না। আপনার বড় মেয়েটির সঙ্গে জফ্রির সম্পর্ক এখনো আছে। সের্সি তাকে চোখে চোখে রাখছেন। কয়েকদিন আগে সে দরবারে গিয়েছিল আপনার মুক্তির জন্য আবেদন জানাতে। দু:খের বিষয় আপনি তখন ওখানে ছিলেন না। থাকলে কষ্টে আপনার হৃদয় বিদীর্ণ হতো।' সে সামনের দিকে ঝুঁকল। 'আশা করি বুঝতে পারছেন আপনি একজন মরা মানুষ, লর্ড এডাড?'

'রানি আমাকে হত্যা করবেন না,' বললেন নেড। তাঁর মাথাটা ঝিমঝিম করছে। মদটা ছিল কড়া তাছাড়া অনেকদিন নেডের পেটে কোনো খাবার পড়েনি। 'ক্যাট...ক্যাট... ওর ভাইকে বন্দি করে রেখেছে...'

'ভুল জন,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ভ্যারিস। 'এবং তাকে হারিয়েওছেন। তিনি ইমপকে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যেতে দিয়েছেন। এতদিনে হয়তো সে মাউন্টেনস অব দা মুনের কোথাও মরে পড়ে আছে।'

'আপনার কথাই যদি সত্যি হয় তাহলে আমার গলাটা কেটে ফেলুন এবং সকল যন্ত্রণার অবসান হোক,' নেড শান্ত এবং অবসন্ন বোধ করছেন।

'আপনার রক্তপাত আমি চাই না।'

ভুরু কোঁচকালেন নেড। 'ওরা যখন আমার রক্ষীকে জবাই করল আপনি তখন রানির পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। কিছু বলেননি।'

'আমি ছিলাম নিরস্ত্র, বর্মহীন এবং ল্যানিস্টার সৈন্যরা ছিল চারপাশে,' মাথা কাত করে নেডের দিকে তাকাল খোজা। 'আমি যখন ছোট

BanglaBook.org

ছিলাম, তখনো আমাকে খোঁজা বানানো হয়নি, আমি ফ্রি সিটিতে গিয়েছিলাম মূকাভিনেতাদের দলের সঙ্গে। সেখানে ওরা আমাকে শিখিয়েছিল প্রতিটি মানুষের তার জীবনের ভূমিকা অনুযায়ী কাজ করে যাওয়া উচিত।' দরবারেও তাই। রাজার জাস্টিস হবে ভয়ঙ্কর, কিংসগার্ডের কমান্ডার হবেন সাহসী... আর গুপ্তচর প্রধানকে হতে হবে চাটুকার এবং চতুর ধরনের, তার ভেতরে কোনো সংকোচ থাকলে চলবে না।' সে মশক নিয়ে এক চুমুক মদ গিলল।

নেড খোজার চেহারা দেখছেন, মূকাভিনেতার কাটাচিহ্ন আর নকল দাড়ির নিচে সত্যটার খোঁজ করছেন। তিনি আবার মদ চালান করলেন পেটে। এবারে পান করতে কষ্ট হলো না। 'আমাকে এই গর্ত থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারবেন?'

'পারতাম... কিন্তু করব কী? না। এ নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। এবং সবাই আমাকেই সন্দেহ করবে।'

নেড অবশ্য এরকম জবাবই আশা করেছিলেন। 'আপনি বড্ড ঠোঁটকাটা।'

'একজন খোজার সম্মান বলে কিছু থাকে না। মাকড়সাদের সংকোচের সুযোগ নেই, মাই লর্ড।'

'অন্তত আমার জন্য একটা বার্তা তো পৌঁছে দিন?'

' সেটি নির্ভর করবে বার্তাটি কী ধরনের তার ওপর। আপনি চাইলে কাগজ কলম এনে দিতে পারি। আপনার লেখা শেষ হলে সেটি আমি পড়ব এবং তারপর ভেবে দেখব এটা পৌঁছে দেয়া বা না দেয়ায় আমার স্বার্থরক্ষা হবে কিনা।'

'আপনার স্বার্থটা কী?'

'শান্তি,' বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে জবাব দিল ভ্যারিস। 'কিংস ল্যান্ডিংয়ে যদি একজন মাত্র মানুষও থাকে যে অন্তর দিয়ে চেয়েছিল রবার্ট ব্যারাথিয়ন বেঁচে থাকুন, সে আমি।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'পনের বছর আমি তাঁকে তাঁর শত্রুদের কবল থেকে সুরক্ষা দিয়েছি। তবে তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে তাঁকে রক্ষা করতে পারিনি। আপনাকে কোন্ পাগলে পেয়েছিল, যে রানিকে বলতে গেলেন জফ্রির জন্ম রহস্য আপনি জানেন?'

'আমার করুণার পাগলামি,' জবাব দিলেন নেড।

BanglaBook.org

'সত্যি বলতে কী,' বলল ভ্যারিস, 'আপনি একজন সৎ এবং সম্মানিত মানুষ, লর্ড এডার্ড। মাঝে মাঝে সে কথা আমি ভুলে যাই। এরকম খুব কম মানুষই আমি দেখেছি কিনা।' সে কারা প্রকোষ্ঠের চারপাশে চোখ বুলাল। 'সততা এবং সম্মান আপনাকে কী দিয়েছে যখন দেখতে পাই তখন বুঝতে পারি কেন।'

ভেজা দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন নেড। তাঁর পা ব্যথায় দপদপ করছে। 'রাজার মদ... ল্যান্সেলকে জেরা করেছিলেন?'

'করেছিলাম বৈকি। সের্সি তাঁকে মদের মশকটা দিয়ে বলেছিলেন ওটা রবার্টের সবচেয়ে প্রিয় পানীয়।' কাঁধ ঝাঁকাল খোজা। 'একজন শিকারীর জীবন বড়ই বিপজ্জনক। বরাহটা যদি রবার্টকে পেড়ে না ফেলত, তিনি হয়তো ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যেতে পারতেন, সাপের কামড় খেতে পারতেন, কোথাও থেকে একটা তীর ছুটে এসে তাঁকে... জঙ্গল তো দেবতাদের কসাইখানা। আসলে মদ নয়, আপনার দয়াই রাজাকে হত্যা করেছে।'

নেডও তাই ভাবছিলেন। ' দেবতারা আমায় ক্ষমা করুন।'

'যদি দেবতা বলে কিছু থাকেন,' বলল ভ্যারিস। 'আশা করি তাঁরা তা করবেন। রানি অবশ্য এমনিতেও আর বেশিদিন অপেক্ষা করতেন না। রবার্ট দিনদিন দুর্দমনীয় হয়ে উঠছিলেন। রানির খুব দ্রুতই তাঁকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর ভাইদের দিকে নজর দেয়ার সময় চলে এসেছিল। দুই ভাই জিনিসই বটে– স্ট্যানিস এবং রেনলি। একজন লোহার দস্তানা, অপরজন মখমলের। লিটলফিঙ্গার যখন জফ্রিকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মেনে নিতে বলেছিল আপনার উচিত ছিল তাঁর কথা শোনা।'

'আপনি... আপনি এসব কথা জানলেন কীভাবে?'

হাসল ভ্যারিস। 'আমি জানি। শুধু এটুকু জানলেই আপনার চলবে। আমি এও জানি কাল রানি আসবেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।'

ধীরে ধীরে চোখ তুললেন নেড। 'কেন?'

সের্সি আপনার ভয়ে ভীত, মাই লর্ড... তবে তিনি তাঁর অন্য শত্রুদেরকে আরও বেশি ভয় পান। তার প্রিয় জেমি এ মুহূর্তে রিভার লর্ডদের সঙ্গে লড়াই করছে। লাইসা অ্যারিন বসে আছে ইরিতে এবং তার সঙ্গে রানির বিন্দুমাত্র সুসম্পর্ক নেই। ডোর্নে মার্টেলরা এখনো প্রিন্সেস ইলিয়া এবং

BanglaBook.org

তাঁর শিশুদেরকে হত্যা করার কথা তোলেনি। আর আপনার ছেলে উত্তরের সেনাবাহিনী নিয়ে নেডের দিকে এগুচ্ছে।'

'রব বালক মাত্র,' বিস্মিত হয়ে বললেন নেড।

' গোটা একটা আর্মিসহ বালক,' বলল ভ্যারিস। 'তবে এখনো সে বালকই বটে। রাজার ভাইদের চিন্তায় রানির রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে... বিশেষ করে লর্ড স্ট্যানিসকে নিয়ে তিনি বিশেষ দুশ্চিন্তায় আছেন। সিংহাসনের জন্য তাঁর দাবি অসত্য নয়, আর তিনি অকুতোভয় সেনাপতি হিসেবে সর্বজনবিদিত, তাঁর ভেতরে কোনো দয়ামায়াও নেই। ওই মানুষটার মতো ভয়ঙ্কর খুব কমই আছে। কেউ জানে না স্ট্যানিস ড্রাগনস্টোনে বসে কী করছেন তবে বাজি ধরে বলতে পারি তিনি সেনা সামন্ত জোগাড় করছেন। কাজেই সের্সির দু:স্বপ্নটা এখানেই তাঁর বাবা ও ভাই যখন স্টার্ক এবং টালিদের সঙ্গে মারামারিতে লিপ্ত থাকবে ওই সময় লর্ড স্ট্যানিস এখানে এসে নিজেকে রাজা বলে দাবি করবেন এবং রানির ছেলের কোঁকড়ানো সোনালি চুলের মাথাটা এক কোপে ঘ্যাচাং করে দেবেন.. তারপর তাঁরটা। যদিও আমার ধারণা তিনি নিজের চেয়ে তাঁর ছেলেকে নিয়েই বেশি চিন্তায় থাকেন।'

'রবার্টের প্রকৃত উত্তরাধিকারী স্ট্যানিস ব্যারাথিয়ন,' বললেন নেড। 'এ সিংহাসনে তাঁর অধিকার রয়েছে। আমি তাঁর সিংহাসনে আরোহণকে স্বাগত জানাব।'

জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল ভ্যারিস। সের্সি এ কথা শুনতেও চাইবেন না। স্ট্যানিস হয়তো যুদ্ধে জিতবেন তবে আপনার পচা মাথাটা শুধু অবশিষ্ট থাকবে আনন্দ করার জন্য যদি জিভটাকে সামলে রাখতে না পারেন। সানসা ভারী মিষ্টিভাবে আবেদন জানিয়েছে। আপনি তা ছুড়ে ফেলে দিলে বড়ই লজ্জার কথা হবে। আপনি চাইলে আপনার জীবন ফিরিয়ে দেয়া হবে। সের্সি বোকা নন। তিনি জানেন মরা নেকড়ের চেয়ে পোষা নেকড়ে অনেক কাজে আসে।'

'আপনি বলছেন আমাকে সেই মহিলার সেবা করতে যে আমার রাজা, আমার লোকজন হত্যা করেছে এবং পঙ্গু বানিয়ে দিয়েছে আমার ছেলেকে?' অবিশ্বাসে জড়িয়ে গেল নেডের কথা।

'আমি আপনাকে সাম্রাজ্যের সেবা করার কথা বলছি,' বলল ভ্যারিস। 'রানিকে বলুন আপনি আপনার রাজদ্রোহিতার কথা স্বীকার করে

নেবেন, আপনার ছেলেকে আদেশ দিন তরবারি নামিয়ে রাখতে, জফ্রিকে প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিসেবে মেনে নিন। স্ট্যানিস এবং রেনলিকে অবৈধ দখলদার হিসেবে ঘোষণা দিন। আমাদের সবুজ চোখের সিংহীটি জানেন আপনি সম্মানিত একজন মানুষ। আপনি যদি তাঁকে শান্তি দেন, সেই সাথে তাঁকে স্ট্যানিসের সাথে মোকাবিলার সময় দেন, তার গোপন কথাটা ফাঁস না করার ওয়াদা করেন, আমার বিশ্বাস তিনি আপনাকে নাইট'স ওয়াচে যোগ দিতে দেবেন, বাকি জীবনটা আপনাকে কাটাতে হবে দেয়ালে আপনার ভাই এবং জারজ সন্তানটির সঙ্গে।'

জনের কথা মনে পড়তে লজ্জা পেলেন নেড, দু:খও লাগল খুব। ছেলেটাকে যদি আবার দেখতে পেতেন, একসঙ্গে বসে কথা বলতে পারতেন... তিনি অসহায়ভাবে হাতের মুঠো খুলতে এবং বন্ধ করতে লাগলেন। 'এসব কি আপনার একার বুদ্ধি,' ভ্যারিসকে বললেন তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে, 'নাকি লিটলফিঙ্গারের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে এসেছেন?'

নেডের কথায় যেন মজা পেল ভ্যারিস। 'সপ্তরাজ্যে লিটলফিঙ্গার হলো সবচেয়ে শঠ প্রকৃতির মানুষদের মধ্যে দ্বিতীয়। হ্যাঁ, আমি ওকে বেছে বেছে কিছু তথ্য গেলাই, নির্দিষ্ট পরিমাণ তথ্য যাতে সে ভাবে আমি তার পক্ষে আছি... যেভাবে সের্সিকে বিশ্বাস করাতে পেরেছি আমি তাঁর লোক।'

'এবং যেভাবে আপনি এইমাত্র প্রমাণ করতে চাইলেন আপনি আমার লোক। সত্যি করে বলুন তো, লর্ড ভ্যারিস, আপনি কোন্ পক্ষের লোক?'

পাতলা হাসল ভ্যারিস। 'আমি সাম্রাজ্যের স্বার্থে কাজ করি, মাই লর্ড, তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে? আমার হারানো পৌরুষত্বের শপথ করে বলছি আমি সাম্রাজ্যের পক্ষে কাজ করি। আর সাম্রাজ্যের প্রয়োজন শান্তি।' সে মশকে শেষ চুমুকটা দিল। খালি মশকটা সরিয়ে রাখল এক পাশে। ' তো আপনার জবাব কী, লর্ড এডার্ড? রানি যখন আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবে তখন আপনি তাঁকে কী বলবেন?'

'আমি তাঁকে কিছুই বলব না। আমি নিজের জীবনটাকে অতটা দামী মনে করি না।'

'দু:খজনক,' উঠে দাঁড়াল খোজা। 'আর আপনার কন্যার জীবন, মাই লর্ড? সেটি কতটা দামী?'

বরফশীতল ছুরি যেন বিদ্ধ হলো নেডের হৃদপিণ্ডে। 'আমার মেয়ে...'

BanglaBook.org

'আমি আপনার মিষ্টি মেয়েটির কথা ভুলে যাইনি। রানির তো ভুলবার অবকাশই নেই।'

'না।' ভাঙা গলায় আকুতি করলেন নেড। 'ভ্যারিস, আমাকে নিয়ে আপনারা যা খুশি করুন কিন্তু আপনাদের ষড়যন্ত্র থেকে আমার মেয়েটাকে রেহাই দিন। সানসা বাচ্চা মাত্র।'

রেইনিসও বাচ্চা ছিল। রাজকুমার রেগারের মেয়ে। আপনার মেয়েদের চেয়েও বয়সে ছোট ছিল সে। ব্যালেরিয়ন নামে তার ছোট, কালো একটা বিড়ালছানা ছিল, জানেন সে কথা? জানি না সে বেচারার ভাগ্যে কী ঘটেছিল। ল্যানিস্টাররা ওকে নিশ্চয় বিড়াল আর ড্রাগনের মধ্যেকার পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়েছিল যেদিন ওরা তার ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকেছিল, সেদিন।' দীর্ঘ এবং ক্লান্ত এক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল ভ্যারিস। 'হাই সেপ্টন একবার আমাকে বলেছিলেন আমরা আমাদের পাপ অনুযায়ী শাস্তি পাই। কথাটি যদি সত্যি হয়, লর্ড এডার্ড, তাহলে বলুন, আপনারা হাই লর্ডরা যখন সিংহাসনের খেলায় মত্ত থাকেন তখন কেন নিরপরাধেরাই সবচেয়ে বেশি শাস্তি পায়? রানির জন্য অপেক্ষা করতে করতে কথাটি নিয়ে ভাবুন। সেই সঙ্গে এটাও ভাবুন   এরপরে যে লোক আসবে সে কি আপনার জন্য রুটি-মাখন আর ব্যথা উপশমের জন্য পপির দুধ নিয়ে আসবে.... নাকি সানসার কাটা মাথাটা?'

'মাই ডিয়ার লর্ড, পছন্দ অপছন্দ পুরোটাই আপনার ওপর নির্ভর করছে।'

BanglaBook.org

ক্যাটলিন

চুয়াল্লিশ

সৈন্যদের বিশাল দলটা নেকের কালো জলাভূমির বাঁধ পেরিয়ে রিভারল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়ল। উদ্বেগ বেড়ে গেল ক্যাটলিনের । চেহারা শান্ত আর দৃঢ় রেখে ভয়টা লুকাতে চাইছেন তবে প্রতি লীগ এগুনোর সাথে সাথে ভয়টা বেড়েই চলেছে। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ভরা তাঁর দিনগুলো, অস্থিরতায় কাটছে রাত। মাথার ওপর দিয়ে দাঁড়কাক উড়ে যেতে দেখলে দাঁতে দাঁত চাপছেন তিনি। অস্বাভাবিক নিরবতা তাঁর ভেতর ভীতির সঞ্চার করেছে। এডমুরের জন্যও চিন্তা হচ্ছে তাঁর।

দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করলেন- কিংস্লেয়ারের সঙ্গে যদি যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেই হয় তবে যেন এডমুরকে দেখে রাখেন তাঁরা। নেড আর মেয়েরা এবং উইন্টারফেলে রেখে আসা আদরের বাচ্চাদের জন্যও দুশ্চিন্তার শেষ নেই তাঁর। কিন্তু এই মুহূর্তে ওদের কারো জন্য কিছু করার সুযোগ নেই ক্যাটলিনের, তাই সন্তানদের কথা মাথা থেকে ঠেলে রাখার চেষ্টা করলেন তিনি। *রবের জন্য তোমার সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে রাখো*, নিজেকে বোঝালেন। একমাত্র তাকেই এখন সাহায্য করতে পারবেন তিনি। *উত্তরের মানুষদের মতোই তোমাকে শক্ত আর হিংস্র হতে হবে, ক্যাটলিন টালি। তোমার সন্তানের মতোই পুরোদস্তুর একজন স্টার্ক হতে হবে এখন*।

সৈন্যদের সারির একেবারে সামনে রব, পত পত করে উড়তে থাকা উইন্টারফেলের নিশানের নিচে। প্রতিদিন তার সঙ্গী হওয়ার সম্মান

BanglaBook.org

দিচ্ছে কোনো না কোনো লর্ডকে যাতে চলার পথেই শলাপরামর্শ করতে পারে।

পালাক্রমে প্রতি লর্ডকেই সে অনুরোধ করে তার সঙ্গী হবার জন্য, কোনো পক্ষপাতিত্ব নয়। নেড যেভাবে প্রত্যেকের কথা শুনে তারপর বিচার করতেন ঠিক সেভাবেই চলছে রব। ওকে দেখতে দেখতে ক্যাটলিনের মনে হলো ছেলেটা বাবার কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখেছে। কিন্তু যা শিখেছে তা কি যথেষ্ট?

ব্ল্যাকফিশ শ'খানেক বাছাই করা সেনা আর একশো দ্রুতগামী ঘোড়া নিয়ে চলে গেছেন ওদের গতিবিধি আড়াল করতে এবং সামনের পথ সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে।

স্যর ব্রেন্ডেনের অশ্বারোহীরা যে খবর নিয়ে এসেছে তা ক্যাটলিনের দুশ্চিন্তা খুব একটা দূর করতে পারেনি। লর্ড টাইউইনের সৈন্যদের এখনো দক্ষিণে পৌঁছাতে আরও সময় লাগবে.. তবে লর্ড অব দা ক্রসিং ওয়াল্ডার ফ্রে গ্রিন ফর্কের উপর নিজের দুর্গে প্রায় চার হাজার সৈন্য জড়ো করে রেখেছেন।

'আবারও দেরি করছে,' খবরটা শোনার পর বিড়বিড় করলেন ক্যাটলিন। লোকটা শুধু ট্রাইডেন্টের ওপর আধিপত্যের চিন্তাতেই বিভোর! ওঁর ভাই এডমুর যখন তার অনুগত লর্ডদের ডেকে পাঠিয়েছিল, তখনই ফ্রের উচিত ছিল রিভানরানে গিয়ে টালি সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়া। কিন্তু এখনো তিনি এখানে বসে আছেন।

'চার হাজার সৈন্য,' রাগের তুলনায় বিস্ময় বেশি প্রকাশ পেল রবের কণ্ঠে। 'লর্ড ফ্রে নিশ্চয়ই আশা করছেন না ল্যানিস্টারদের সাথে একাই লড়বেন। নিশ্চয়ই আমাদের সাথে যোগ দেবার চেষ্টা করবেন।'

'করবেন কি?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাটলিন। রব আর তার সঙ্গী রবেট গ্লোভারের সাথে যোগ দেয়ার জন্য আগে বাড়লেন। ওদের পেছনে সৈন্যরা ছড়িয়ে আছে, মন্থরগতির বর্শা, বল্লম আর নিশানের এক জঙ্গল যেন। 'আমার তা মনে হয় না। ওয়াল্ডার ফ্রে'র কাছে কিছু আশা কোরো না তাহলেই আশাহত হতে হবে না।'

' সে তো তোমার বাবার অনুগত একজন ব্যানারম্যান।'

BanglaBook.org

'কেউ কেউ অন্যদের চেয়ে শপথকে বেশি গুরুত্ব দেয়, রব। আর লর্ড ওয়াল্ডারের ক্যাস্টারলি রকের প্রতি ঝোঁক একটু বেশিই । অন্তত যেটুকু আমার বাবা সহ্য করতে পারেন তার থেকে বেশি। তার এক ছেলে টাইউইন ল্যানিস্টারের এক বোনকে বিয়ে করেছে। যদিও এটা তার কাছে খুব গুরুত্ব বহন করে বলে মনে হয় না। লর্ড ওয়াল্ডার অনেক সন্তানের পিতা, কাজেই তাদেরকে কারো না কারো সঙ্গে বিয়ে তো দিতেই হবে। তারপরেও...'

'তারমানে আপনি বলতে চাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ল্যানিস্টারদের সাথে যোগ দেবে সে, মাই লেডি?' রবেট গ্লোভার গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ক্যাটলিন। 'সত্যি বলতে কি, আমার মনে হয় এমনকি লর্ড ফ্রে নিজেও জানেন না আসলে কী করবেন। একজন বৃদ্ধের সতর্কতা আর একজন যুবকের উচ্চাকাঙ্খা দুটোই আছে তাঁর ভেতর। আর লোকটা খুবই ধূর্ত।'

'টুইনস আমাদের লাগবেই , মা,' বেশ ক্রুদ্ধ স্বরে বলল রব। 'নদী পার হবার জন্য অন্য কোনো পথ নেই। তুমি ভালো করেই জানো।'

'হুম, জানি। আর লর্ড ফ্রেও কথাটা বেশ ভালোভাবেই জানেন।'

সেই রাতে ওরা শিবির বসাল। জলাভূমির দক্ষিণ কিনারে, জায়গাটা কিংসরোড আর নদীর মাঝে অবস্থিত। থিয়ন গ্রেজয় ক্যাটলিনের চাচার কাছ থেকে নতুন খবর নিয়ে এল। 'স্যর ব্রেনডেন আপনাকে জানাতে বলেছেন ল্যানিস্টারদের সঙ্গে আজ যুদ্ধ হয়েছে তাঁর। আর লর্ড টাইউইনের জনাবারো সৈন্য তার কাছে ফিরতে পারবে না খবর নিয়ে।' সে মুখ টিপে হাসল। 'স্যর অ্যাডাম মারব্রান্ড ওই সৈন্যদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। পিছিয়ে গিয়ে সে দক্ষিণে চলে গেছে আবারো, পথিমধ্যে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে সবকিছু। লোকটা জানে আমরা এখন কোথায় আছি, কিন্তু ব্ল্যাকফিশ শপথ করে বলেছেন, স্যর মারব্রান্ড জানে না যে আমরা ঠিক কখন আমাদের সেনাদলকে ভাগ করে ফেলব।'

'যদি না লর্ড ফ্রে তাকে জানিয়ে দেন,'বললেন ক্যাটলিন। 'থিয়ন, তুমি আমার চাচার কাছে ফিরে গেলে বলবে তিনি যেন তাঁর সবচেয়ে দক্ষ তীরন্দাজদের দিন রাত টুইনসের কাছে পাহারায় বসান। আর দুর্গ থেকে

BanglaBook.org

কোনো দাঁড়কাক বেরুতে দেখলেই যেন সাথে সাথে মেরে ফেলেন। আমি চাই না আমার ছেলের সৈন্যদের গতিবিধির কোনো খবর লর্ড টাইউইনের কাছে পৌছাক।'

'স্যর ব্রেনডেন ইতিমধ্যেই সে ব্যবস্থা নিয়ে ফেলেছেন, মাই লেডি,' চতুর হাসল থিয়ন। 'আর অল্প কিছু পাখি মারতে পারলেই ওদের মাংস দিয়ে পিঠা তৈরি করা যাবে। আপনার টুপি তৈরি করার জন্য ওদের পালকগুলো জমা করে রাখব বলে ভাবছি।'

ব্রেনডেন ব্ল্যাকফিশ যে চিন্তা ভাবনায় তাঁর চেয়ে আরো এগিয়ে থাকবেন তা মনে রাখার দরকার ছিল তাঁর, ভাবলেন ক্যাটলিন। 'ল্যানিস্টাররা ফ্রেদের জমি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সমানে চালাচ্ছে লুঠতরাজ, তবু ওরা বসে বসে কীসের অপেক্ষা করছে?'

'স্যর অ্যাডাম আর লর্ড ওয়াল্ডারের সৈন্যদের মধ্যে কিছু খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে,' উত্তর দিল থিয়ন। 'এখান থেকে এক দিনেরও কম দূরত্বে আমরা দু'জন ল্যানিস্টার সেনার লাশ দেখতে পেয়েছি, যাদেরকে ফ্রেরা মেরে ঝুলিয়ে রেখেছে কাকের খাবার হিসেবে। যদিও লর্ড ওয়াল্ডারের বেশিরভাগ সৈন্য টুইনসেই অবস্থান করছে।'

ফ্রে সবসময় এমনটাই করেন। তিক্ততার সাথে ভাবলেন ক্যাটলিন; পিছে থাকো, অপেক্ষা করো, দেখতে থাকো, বাধ্য হবার আগে কোনো ঝুঁকি নিও না।

'যদি তিনি ল্যানিস্টারদের সাথে যুদ্ধ করে থাকেন, তারমানে তিনি এখনও নিজের শপথ ভাঙ্গেননি,' বলল রব।

ক্যাটলিনকে অতটা আশাবাদী মনে হলো না। 'নিজের রাজ্য রক্ষা করা এক ব্যাপার আর লর্ড টাইউইনের সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়া সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।'

থিয়নের দিকে ঘুরল রব। 'ব্ল্যাকফিশ কি গ্রিন ফর্ক পার হবার অন্য কোনো রাস্তা খুঁজে পেয়েছেন?'

মাথা নাড়ল থিয়ন। 'নদীতে প্রচণ্ড স্রোত। গভীরও অনেক। হেঁটে পার হওয়া সম্ভব না।'

'আমাদের দ্রুতই নদী পার হতে হবে,' রব বলল, গজরাচ্ছে রাগে। 'আমাদের ঘোড়াগুলো সাঁতরে নদী পার হতে পারবে, কিন্তু পিঠে বর্ম পরা

BanglaBook.org

সৈন্যসহ পারবে না। ভেলা বানিয়ে আমাদের যুদ্ধাস্ত্রগুলো পার করা যায়, তবে তা করার জন্য গাছ কাটা বা ভেলা তৈরি করার সময় কোনোটাই হাতে নেই আমাদের। ওদিকে লর্ড টাইউইন উত্তরের দিকে এগিয়ে আসছে...' রাগে মুঠো পাকাল সে।

'আমাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চাইলে ভুল করবেন লর্ড ফ্রে,' বলল থিয়ন গ্রেজয়। 'তাঁর তুলনায় পাঁচগুণ সৈন্য বেশি আছে আমাদের। রব, তুমি চাইলে আমরা টুইনস দখল করে নেব।'

'কাজটা এত সহজ নয়।' ওদেরকে সতর্ক করলেন ক্যাটলিন। 'আর সময়মতও দখল করা যাবে না। অবরোধ করলে টাইউইন ল্যানিস্টার তাঁর সৈন্য নিয়ে এসে তোমাদেরকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করবেন।'

রব থিয়নের দিকে তাকাল উত্তরের আশায়, তবে কোনো জবাব এলো না ।

'আমার জায়গায় বাবা হলে কী করতেন?' মাকে জিজ্ঞেস করল রব।

'যেভাবেই হোক নদী পার হবার একটা পথ খুঁজে বের করতেন, বললেন ক্যাটলিন।

BanglaBook.org

পঁয়তাল্লিশ

পরদিন সকালে স্বয়ং স্যর ব্রেনডেন টালি নিজেই ফিরে এলেন ওদের কাছে। নাইটের ভারী বর্ম আর শিরস্ত্রাণ খুলে রেখে সাধারণ অশ্বারোহী অনুচরের পোশাক পরে এসেছেন তিনি, যদিও তাঁর আলখাল্লায় কালো কাচের মতো আগ্নেয় শিলায় তৈরি মাছটা ঠিকই শোভা পাচ্ছে।

ঘোড়া থেকে নামার সময় চাচার পাথরের মতো শক্ত মুখটা দেখলেন ক্যাটলিন। 'রিভাররানের দেয়ালের নিচে একটা যুদ্ধ হয়েছে,' বললেন তিনি, কাঁপছেন রাগে । 'এক বন্দি ল্যানিস্টার অশ্বারোহী অনুচরের কাছ থেকে খবরটা পেলাম। কিং স্লেয়ার এডমুরের সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে ট্রাইডেন্টের লর্ডদেরকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে।'

ক্যাটলিনের মনে হলো কেউ তাঁর হৃদপিণ্ডটা ঠাণ্ডা হাতে চেপে ধরেছে। 'আর আমার ভাই?'

'আহত অবস্থায় বন্দি হয়েছে,' বললেন স্যর ব্রেনডেন । 'লর্ড ব্ল্যাকউড এবং জীবিত অন্যান্যরা রিভাররানের ভেতরে অবরুদ্ধ । জেমি ল্যানিস্টার সেনারা ঘিরে রেখেছে তাদেরকে।'

প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ দেখাচ্ছে রবকে । 'ওদেরকে সময় মতো মুক্ত করতে হলে এই অভিশপ্ত নদীটা পার হতে হবে আমাদের।'

'কিন্তু এত সহজে তা সম্ভব নয়,' ক্যাটলিনের চাচা সতর্ক করলেন। 'লর্ড ফ্রে তার সমস্ত শক্তি দুর্গের ভেতর সঞ্চয় করে রেখেছে। দরজা আটকে খিল এঁটে বসে আছে সে।'

BanglaBook.org

'জাহান্নামে যাক ব্যাটা,' বলল রব। 'বুড়ো ভামটা যদি আমাদের প্রতি নমনীয় না হয়, আমাদেরকে নদী পার না হতে দেয়, তাহলে ওদের দুর্গ আক্রমণ করা ছাড়া আমাদের আর কোনো পথ থাকবে না। আমি ওর চোখের সামনে টুইনস দুর্গ ধ্বংস করে দেব, দেখব সহ্য করে কীভাবে।'

গোমড়া মুখো বাচ্চাদের মতো কথা বলছ, রব,' বললেন ক্যাটলিন। 'বাচ্চাদের সামনে কোনো বাধা এলে ওরা প্রথমে চেষ্টা করে তা এড়িয়ে যাওয়ার, অথবা মরিয়া হয়ে ওঠে ধ্বংস করার জন্য। একজন লর্ডের জানা উচিত মাঝে মাঝে তরবারির মাধ্যমে যা জয় করা যায় না, তা আলোচনার মাধ্যমে জয় করা সম্ভব।'

তিরস্কারে রবের গাল লাল হয়ে গেল। 'কী বলতে চাইছ, মা?' মিনমিন করে বলল সে।

ফ্রেরা প্রায় ছয়শ বছর ধরে ওদের হাতের মুঠোয় ক্রসিং ধরে রেখেছে, আর এই ছয়শ বছরে কখনোই এর থেকে শুল্ক আদায় করতে ব্যর্থ হয়নি।'

'কোন শুল্ক? সে কী চায়?'

ক্যাটলিন হাসলেন। 'কী চায় সেটাই আমাদের বুঝতে হবে আগে।'

'আর আমি যদি তার শুল্ক না মেটাই?'

'তাহলে তোমার উচিত হবে মোট কেইলিনে ফিরে গিয়ে লর্ড টাইউইনের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সেনাদের প্রস্তুত করা... নতুবা পাখা গজানো। এছাড়া আমি অন্য কোনো পথ দেখছি না।' ক্যাটলিন ঘোড়ার গায়ে মৃদু আঘাত করে চলতে শুরু করলেন। ছেলেকে কথাগুলো নিয়ে ভাবার সুযোগ দিয়েছেন।

সৈন্যদের অগ্রবর্তী অংশের সামনে যখন টুইনসের কাঠামো দৃশ্যমান হয়ে উঠল তখন প্রায় দুপুর হয়ে এসেছে। এই দুর্গেই ক্রসিং এর লর্ডরা তাদের আসন পেতেছে।

গ্রিন ফর্ক এখানে বেশ গভীর হয়ে ছুটে চলছে জোরে, তবে ফ্রেরা বহু শতাব্দী আগেই নদীটার উপর সেতু নির্মাণ করে সেটা পার হবার জন্য মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে ধনী হয়ে উঠেছে।

মসৃণ ধূসর পাথরে তৈরি বিশাল ধনুকের মতো বাঁকা সেতু দুটো মালটানা গাড়ি পাশাপাশি চলার মতো চওড়া; সেতুর মাঝে ওয়াটার টাওয়ার

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে আছে একগুঁয়ে পাহারাদারের মতো, নদী আর পথ দুটোকেই পাহারা দিচ্ছে নিজের দেহে থাকা অগণিত অ্যারোস্লিট [যে ফুটো দিয়ে তীর মারা হয়- অনুবাদক] , মার্ডারহোল আর লোহার শিকের তৈরি বিশাল দরজা দিয়ে। সেতু তৈরিতে ফ্রেদের তিন পুরুষ সময় লেগেছে। তৈরি শেষ হবার পরে নদীর দু'পাড়ে ওদের বিশাল বিশাল কাঠের তৈরি দুর্গ ভেঙে ফেলেছে তারা যাতে ফ্রেদের অনুমতি ছাড়া কেউ নদী পার না হতে পারে ।

মাঝের সেতুটার দুই পাশে হোঁৎকা, কুৎসিত চেহারার এবং একই রকম চেহারার টুইনস নামক দুটো ভয়ালদর্শন দুর্গ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ক্রসিং পাহারা দিচ্ছে। বিশাল দেয়াল ঘেরা, গভীর পরিখা দিয়ে পরিবেষ্টিত এবং ভারী দরজার নিরাপদ আশ্রয়ের মধ্যে থেকে সেতুটার শুরু। দুই দিকের তীরেই দুটো তোরণ আর বিশাল লোহার শিকের তৈরি দরজা রয়েছে সেতুতে চড়ার জন্য, আর সেতুর নিরাপত্তার জন্য ওয়াটার টাওয়ার তো রয়েছেই।

এই দুর্গে ঝটিকা আক্রমণ করে যে কোনো লাভ হবে না তা ওটার ওপর একবার চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারলেন ক্যাটলিন। দুটো দুর্গের ব্যাটল মেন্ট ঘিরেই রয়েছে অসংখ্য বর্শা, তরবারি আর কাঁকড়াবিছের বহর, প্রতিটা অ্যারোস্লিটের পিছেই রয়েছে তীরন্দাজ বাহিনী, টানা সেতু তুলে রাখা হয়েছে। লোহার শিকের তৈরি ভারী দরজা। এক কথায় অজেয় এক দুর্গ এই টুইনস।

তাদের জন্য সামনে কী অপেক্ষা করছে তা দেখতে পেয়ে গ্রেটজন হতাশায় গালাগাল দিলেন। একদম চুপ মেরে গেলেন লর্ড রিকার্ড কারস্টার্ক। 'এটাকে আক্রমণ করা সম্ভবই না, মাই লর্ডস,' ঘোষণা করলেন রুজ বোল্টন।

'আর নদীর অপর পাশের দুর্গটাকে অবরোধ করার জন্য সৈন্য পাঠানো না গেলে এই টুইনসকে অবরোধ করেও কোনো লাভ হবে না,' হতাশভাবে বলল হেলম্যান টলহার্ট। তীব্র পাক খেয়ে বয়ে চলা সবুজ পানির অপর পাশে পশ্চিমের টুইনটা তার পূর্ব দিকের ভাইয়ের প্রতিবিম্ব হয়েই যেন দাঁড়িয়ে আছে। 'আমাদের হাতে সময় থাকলেও কোনো লাভ হবে না। যদিও সময় আমাদের হাতে একেবারেই নেই।'

BanglaBook.org

ছেচল্লিশ

উত্তরের লর্ডরা যখন দুর্গটাকে ভালো করে দেখছেন এমনসময় দুর্গ প্রাচীরের একটা ছোট দরজা খুলে গেল। পরিখার উপর দিয়ে একটা প্রশস্ত তক্তার সেতু বসিয়ে দেয়া হলে সেটা পার হয়ে লর্ড ওয়াল্ডারের অগুনতি ছেলের ভেতর চারজন ছেলে বারোজন নাইটসহ বেরিয়ে এলো ওদের সাথে দেখা করতে। রূপালি ধূসর রঙের উপর গাঢ় নীল রঙের টুইনস দুর্গের প্রতীক খচিত পতাকা বহন করছে তারা।

লর্ড ওয়াল্ডার ফ্রের উত্তরাধিকারী স্যর স্টেভরন ফ্রে ওদের সাথে কথা বললেন। ফ্রেদের দেখলে বেজিদের কথাই মাথায় আসে; আর ষাটোর্দ্ধ স্যর স্টেভরনকে বৃদ্ধ আর ক্লান্ত বেজির মতোই লাগছে, যদিও কথাবার্তায় যথেষ্ট বিনয়ী মনে হলো। 'আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আমাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন, জানতে চেয়েছেন এই বিশাল সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন কে?'

'আমি দিচ্ছি,' ঘোড়া নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল রব, বর্ম পরে রয়েছে সে। উইন্টারফেলের স্টার্কদের ডায়ারউলফ প্রতীক খচিত একটা ঢাল ঝুলছে ঘোড়ার জিনের পাশে। গ্রে উইন্ড তার সঙ্গী হলো।

ক্যাটলিন লক্ষ করলেন বৃদ্ধ নাইট তাঁর ছেলের দিকে ছলছলে ধূসর চোখ মেলে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। স্যর স্টেভরনের ঘোড়াটা ভীত গলায় ডেকে উঠে এক পাশে সরে গেল– ডায়ারউলফটাকে দেখতে পেয়েছে। 'আমার শ্রদ্ধেয় পিতা খুবই সম্মানিত বোধ করবেন যদি আপনি

BanglaBook.org

আমার সাথে আমাদের দুর্গে গিয়ে ভোজে অংশ নেন, সেই সাথে এখানে আসার কারণ ব্যাখ্যা করেন তাঁর কাছে।'

লর্ড স্টেভরনের কথাগুলো গুলতি থেকে ছোঁড়া পাথরের গোলার মতো আঘাত করল উত্তরের লর্ডদের। কারোরই এ প্রস্তাব পছন্দ হয় নি। তাঁরা একে অন্যের সাথে তর্ক করতে লাগলেন, অভিশাপ দিতে লাগলেন ফ্রেদের।

'আপনি ওনার কথামতো কিছু করবেন না, মাই লর্ড,' গ্যালবার্ট গ্লোভার অনুরোধ করলেন রবকে । 'লর্ড ওয়াল্ডারকে বিশ্বাস করা যায় না।'

মাথা নাড়ছেন রুজ বোল্টন। ভেতরে যাওয়া মানে তার হাতে বন্দি হওয়া। সে আপনাকে ল্যানিস্টারদের কাছে ধরিয়ে দিতে পারে, নিক্ষেপ করতে পারে কারাগারে, বা গলাও কেটে ফেলতে পারে। যা ইচ্ছা তা করতে পারে সে।'

'যদি আমাদের সাথে কথা বলতে হয় তবে তাঁকে ফটক খুলে দিতে বলুন, তাহলে আমরা তাদের সাথে বসে মাংস আর মদ ভাগ করে খাবো,' ঘোষণা সুরে বললেন স্যর ওয়েন্ডেল ম্যান্ডারলি।

'কিংবা তাকে বাইরে এসে তার এবং আমাদের সৈন্যদের সামনে লর্ড রবের সাথে কথা বলতে বলুন,' স্যর ওয়েন্ডেল ম্যান্ডারলির ভাই স্যর উইলিস দাবি জানালেন।

ক্যাটলিন স্টার্ক সবার কথা শুনেছেন তবে তাকিয়ে আছেন স্যর স্টেভরনের দিকে। বাকি সবার জবাব তাঁর পছন্দ হয়নি। আর কয়েকটা কথা বললেই সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাঁকেই এখন কিছু একটা করতে হবে এবং খুব দ্রুত। 'আমি যাব,' জোর গলায় বললেন তিনি।

'আপনি মাই লেডি?' ভুরু কোঁচকালেন গ্রেটজন।

'মা, তুমি কী বলছ!' রব অবাক ।

'আমি ঠিকই বলেছি ,' ক্যাটলিন চটপট মিথ্যাটা বললেন। 'লর্ড ওয়াল্ডার আমার বাবার অনুগত লর্ড। আমি তাঁকে ছোটবেলা থেকেই চিনি। তিনি কখনো আমার ক্ষতি করবেন না।' *যদি না এর ভেতরে কোনো লাভ দেখতে পান*, মনে মনে বললেন ক্যাটলিন। কিছু কিছু সত্য কদাপি মুখ ফুটে বলতে নেই। আর... মাঝে মাঝে কিছু মিথ্যা বলা খুবই দরকারি।

BanglaBook.org

'আমি নিশ্চিত আমার বাবা লেডি ক্যাটলিনের সাথে কথা বলতে পারলে বেশ খুশি হবেন,' স্যর স্টেভরন বললেন। 'আমাদের উদ্দেশ্য যে সৎ তার নিদর্শনস্বরূপ যতক্ষণ পর্যন্ত লেডি ক্যাটলিন ফিরে না আসছেন ততক্ষণ পর্যন্ত স্যর পারউইন এখানে থাকবেন।'

'আমাদের একজন সম্মানিত মেহমান হিসেবেই তিনি এখানে থাকবেন,' রব বলল। দলের সাথে আসা ফ্রেদের চার ভাইয়ের ভেতর সবচেয়ে ছোট স্যর পারউইন ঘোড়া থেকে নেমে লাগামটা তার এক ভাইয়ের হাতে তুলে দিল। 'আমি চাই আমার মা সন্ধ্যার ভেতর ফিরে আসুক, স্যর স্টেভরন,' বলল রব। 'এখানে বেশিক্ষণ থাকার কোনো ইচ্ছা নেই আমার।'

স্যর স্টেভরন ফ্রে ভদ্রতাসূচক মাথা দোলালেন। 'আপনি যা বলবেন, মাই লর্ড।' ক্যাটলিন তাঁর ঘোড়াকে সামনে বাড়ার আদেশ দিলেন, একবারের জন্যও পেছনে ফিরে তাকালেন না। লর্ড ফেব্র ছেলে আর দূতরা তার চারপাশে ছুটে চলল।

ক্যাটলিনের বাবা তাঁকে একবার বলেছিলেন, পুরো সপ্তরাজ্যের ভেতরে ফ্রে-ই একমাত্র লর্ড যিনি তাঁর পাজামার ভেতর থেকে আস্ত একটা সেনাবাহিনী বের করে দিতে পারেন। যখন ক্যাটলিনকে লর্ড অব দা ক্রসিং পূর্ব প্রান্তের দুর্গের বিশাল কক্ষে স্বাগত জানালেন তাঁর বিশ ছেলে (স্যর পারউইন থাকলে সংখ্যাটা একুশে দাঁড়াত), ছত্রিশ দৌহিত্র, উনিশজন দৌহিত্রপুত্র এবং অসংখ্য মেয়ে, দৌহিত্রী, জারজ এবং জারজপুত্র নিয়ে, তখন বাবার বলা কথাটার আসল অর্থ বুঝতে তিনি।

লর্ড ওয়াল্ডারের বয়স নব্বই বছর, চেহারা দাগে ভরা টাকমাথাওয়ালা গোলাপি রঙের রোগা বেজির মতো। এমনই বেতো রোগী যে কারো সাহায্য ছাড়া উঠে দাঁড়াতে পারেন না। তাঁকে যখন ডুলিতে করে বয়ে আনা হলো তখন ফ্রের সাথে তার ষোল বছর বয়সী ফ্যাকাসে মারা রোগা বউটাও এলো। মেয়েটা অষ্টম লেডি ফ্রে।

'অনেক বছর পর আপনাকে দেখতে পেয়ে খুব ভালো লাগছে, মাই লর্ড,' বললেন ক্যাটলিন।

বৃদ্ধ লোকটা সন্দেহের দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকালেন, চাউনিতে স্পষ্ট কটাক্ষ। 'তাই বুঝি? মিষ্টি কথা ছাড়ুন লেডি ক্যাটলিন। আমি এখন

অনেক বুড়িয়ে গেছি। আপনি এখানে কেন এসেছেন? আপনার ছেলে এতই অহংকারী যে আমার সামনে আসতে পারল না? আমি আপনার সাথে কথা বলে কী করব?'

ক্যাটলিন যখন এর আগেরবার টুইনসে এসেছিলেন তখন তিনি অনেক ছোট, তখনও লর্ড ওয়াল্ডার ছিলেন একরোখা, ঠেঁটিকাটা আর আচার ব্যবহারে অতিশয় কাঠখোট্টা। বয়স তাঁকে আগের চেয়ে আরো খারাপ করে ফেলেছে। ঠান্ডা মাথায় হিসেব করে কথা বলতে হবে এর সঙ্গে, আর সর্ব্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে তাঁর কথা নিজের গায়ে যেন না লাগে, ভাবলেন ক্যাটলিন।

'বাবা,' স্যর স্টেভরন অনুযোগ করলেন। 'আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন লেডি স্টার্ক আপনার আমন্ত্রণেই এখানে এসেছে।'

'আমি কি তোমার সাথে কথা বলছি? তুমি এখনো লর্ড ফ্রে হয়ে যাওনি, আমি না মরলে হতেও পারবে না। আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে আমি মরে গেছি? তোমার কাছ থেকে কোনো সবক শুনতে চাই না।'

'আমাদের মেহমানের সামনে এভাবে কথা বলা ঠিক না, বাবা,' তার এক ছোট ছেলে বলল।

'আচ্ছা, এখন আমার এক জারজ সন্তান আমাকে ভদ্রতা শেখাচ্ছে দেখছি,' অভিযোগের সুরে বললেন লর্ড ওয়াল্ডার। 'আমার যেভাবে ইচ্ছা কথা বলব। আমি আমার জীবদ্দশায় তিনজন রাজা আর রানিকে আপ্যায়ন করেছি, তোমার কি ধারণা তোমার কাছে থেকে আমার কিছু শেখার আছে, রাইগার? তোমার মাকে যখন প্রথম বীর্য দেই, তখন সে ছাগলের দুধ দোহন করত।' হাত দিয়ে লালমুখো ছেলেটাকে পাত্তা না দেয়ার একটা ভঙ্গি করলেন তিনি, তারপর তাঁর দুই ছেলের দিকে তাকালেন। 'ড্যানওয়েল, ওয়ালেন, আমাকে চেয়ারে বসিয়ে দাও।'

ওরা লর্ড ওয়াল্ডারকে তাঁর ডুলি থেকে তুলে নিয়ে কালো ওক কাঠের তৈরি ফ্রেদের বিশাল আসনটাতে বসিয়ে দিল। ওটাতে সেতু দিয়ে সংযুক্ত টুইনস দুর্গের প্রতিকৃতি খোদাই করা। লর্ডের কমবয়সী স্ত্রী ভীরুভাবে এগিয়ে এসে ফ্রের পা ঢেকে দিল কম্বল দিয়ে।

ভালো করে বসার পর বৃদ্ধ ক্যাটলিনকে সামনে আসতে ইশারা দিলেন। ক্যাটলিনের হাতে শুকনো চুমু খেলেন। 'ঠিক আছে,' বললেন

BanglaBook.org

তিনি। ‘ যেহেতু আমি এখন ভদ্রতা দেখালাম, মাই লেডি, আশা করা যায় আমার ছেলেরা তাদের মুখ বন্ধ রেখে আমাকে একটু সম্মান দেখাবে। এখন বলুন, আপনি এখানে কীসের জন্য এসেছেন।’

‘আপনাকে আপনার দুর্গের দরজাগুলো খুলতে বলার জন্য এসেছি, মাই লর্ড,’ ক্যাটলিন খুব নম্রভাবে জবাব দিলেন। ‘আমার ছেলে আর তার অনুগত লর্ডরা নদী পার হবার জন্য উতলা।’

‘রিভাররানে যাওয়ার জন্য?’ চাপা হাসি হাসলেন বুড়ো। ‘ওহ, আমাকে বলার দরকার নেই, কোনো দরকার নেই। এখনো অন্ধ হয়ে যাইনি। বৃদ্ধ হলেও এখনো ঠিকই মানচিত্র বুঝতে পারি।’

‘হ্যাঁ, রিভাররানে যাওয়ার জন্য,’ প্রত্যুত্তরে বললেন ক্যাটলিন। ‘আপনাকে এই মুহূর্তে ওখানেই দেখতে চেয়েছিলাম আসলে। আপনি এখনো আবার বাবার একজন ব্যানারম্যান, তাই না?’

‘হাহ,’ বললেন লর্ড ওয়াল্ডার। শব্দটা হাসি আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দের মাঝামাঝি শোনাল। ‘আমি আমার সৈন্যদের ডেকে পাঠিয়েছি, হ্যাঁ, ডেকে পাঠিয়েছি। তাদেরকে এখানে দেখতেই পাচ্ছেন, দুর্গের দেয়ালের উপরও দেখেছেন। সর্বোচ্চ শক্তি জোগাড় করা মাত্রই এখান থেকে রওনা দেয়ার ইচ্ছা ছিল আমার। মানে, আমার ছেলেদের আর কি! আমি আর এখন যুদ্ধের ময়দানে যেতে পারি না, লেডি ক্যাটলিন।’ নিজের কথার সমর্থনের আশায় চারপাশে তাকালেন তিনি, পঞ্চাশ বছর বয়সী এক লম্বা লোকের দিকে আঙুল তুললেন। ‘ওনাকে বলো, জ্যারেড। বলো যে এটাই আমার ইচ্ছা ছিল।’

‘এটাই ইচ্ছা ছিল তাঁর, মাই লেডি,’ বললেন স্যর জ্যারেড ফ্রে, লর্ডের তৃতীয় স্ত্রীর সন্তান।

‘আপনার বোকা ভাইটা আমার রওনা হবার আগেই একটা যুদ্ধে হেরে বসে থাকলে সেটা কি আমার দোষ?’ আসনের গদিতে হেলান দিলেন লর্ড ফ্রে।

‘শুনলাম কুঠারে পনির চালাবার মতো করে কিং স্লেয়ার তার সৈন্যদের আক্রমণ করেছে। আমার ছেলেদের কেন মরতে পাঠাব দক্ষিণে? যারা দক্ষিণে গিয়েছিল, ওরা নিজেরাই আবার উত্তরে ফিরে এসেছে।’

BanglaBook.org

ক্যাটলিন ঝগড়াটে বুড়োটাকে থুতু ছিটাতে পারলে আর আগুনে পোড়াতে পারলে খুশি হতেন, তবে একে রাজি করানোর জন্য সন্ধ্যাতক সুযোগ রয়েছে। তাই তিনি শান্ত গলায় বললেন, 'আমাদের খুব দ্রুতই রিভাররানে পৌঁছাতে হবে। কোথায় বসে আমরা একটু কথা বলতে পারব, মাই লর্ড?'

'আমরা তো কথা বলছিই,' অনুযোগ করলেন লর্ড ফ্রে। গোলাপি -মাথাটা ঘুরিয়ে চতুর্দিকে তাকালেন। 'এদিকে কীসের জন্য তাকিয়ে আছ তোমরা?' নিজের লোকদের উদ্দেশ্যে চেঁচালেন তিনি। 'যাও, বেরিয়ে যাও সবাই। লেডি স্টার্ক আমার সাথে একাকী কথা বলবেন। সবাই বেরিয়ে যাও, গিয়ে কিছু কাজবাজ করোগে, যাও! হ্যাঁ, তুমি, তুমিও বেরিয়ে যাও। বেরোও, বেরোও, বেরোও।' তাঁর সব ছেলে, দৌহিত্র, মেয়ে, জারজ, ভাগ্নে-ভাগ্নি সবাই বড় কামরাটি থেকে বেরিয়ে গেল।

ক্যাটলিনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে এলেন ফ্রে, 'এরা সবাই আমার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। স্টেভরন অপেক্ষা করছে গত চল্লিশ বছর ধরে, কিন্তু দিনের পর দিন আমি তার আশাভঙ্গ করেই যাচ্ছি। হেহ! ও যাতে লর্ড হতে পারে সেজন্য আমি কেন মারা যাব? আমি মারা যেতে পারব না।'

'আশা করি আপনি পাক্কা একশ বছর বাঁচবেন।'

'তা বাঁচলে এরা নির্ঘাত দু:খেই মরে যাবে সন্দেহ নেই। এখন বলুন আপনি কী বলতে চাইছেন।'

'আমরা নদীটা পার হতে চাই,' বললেন ক্যাটলিন।

'আচ্ছা, তাই? কিন্তু আমি কেন পার হতে দেব?'

প্রচণ্ড রাগ হলো ক্যাটলিনের। 'আপনার যদি নিজের দুর্গে ওঠার শক্তি থাকত, লর্ড ফ্রে, তাহলে উঠে দেখতেন যে আপনার দেয়ালের বাইরে প্রায় বিশ হাজার সৈন্য জড়ো হয়েছে।'

'লর্ড টাইউইন এখানে এসে পৌঁছালে ওদের বিশ হাজার লাশ হয়ে যেতে সময় লাগবে না,'সমান তেজে জবাব দিলেন ফ্রে। 'আমাদেরকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করবেন না, মাই লেডি। আপনার স্বামী এখন রেড কীপের মাটির নিচের কোনো কারাকক্ষে রাজদ্রোহের অভিযোগে বন্দী হয়ে আছে, আপনার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন মৃত্যুশয্যায়, আর জেমি ল্যানিস্টার বন্দি করে রেখেছে আপনার ভাইকে। আপনার আর কী আছে যে আমি ভয়

BanglaBook.org

পাব? আপনার ওই পুঁচকে ছেলেকে? আপনার ছেলেদের সাথে আমার ছেলেদের যদি তুলনা করি, তবে আপনার সবগুলো মরে যাওয়ার পরেও আমার হাতে আরো আঠারোটা ছেলে থাকবে।'

'আপনি আমার বাবার কাছে শপথ করেছিলেন,' ক্যাটলিন ওকে মনে করিয়ে দিলেন।

হাসতে হাসতে মাথা দোলালেন লর্ড। 'ও হ্যাঁ, কিছু শব্দ উচ্চারণ করেছিলাম বটে, কিন্তু আমি তো রাজার প্রতিও শপথ করেছিলাম, যদ্দুর মনে পড়ে। জফ্রি এখন রাজা; তারমানে আপনি, আপনার ছেলে আর ওই উত্তরের বোকা লর্ডরা এখন বিদ্রোহীর চেয়ে বেশি কিছু না।'

'আপনি কেন সাহায্য করবেন না?' প্রশ্ন করলেন ক্যাটলিন।

তাচ্ছিল্যভরে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলেন লর্ড ওয়াল্ডার। 'লর্ড টাইউইন খুব অহংকারী, দক্ষিণের রক্ষক, রাজার মুখ্য উপদেষ্টা, ওহ, কত সম্মানিত লোক! সারাক্ষণ ওর মুখে শোনা যায় তার এখনকার সোনা, ওখানকার সোনা, এখানকার সিংহ, ওখানকার সিংহ ইত্যাদি হাবিজাবি কাহিনী! কী নিয়ে যে সে এত গর্ব করে কে জানে! মাত্র দুটো ছেলে তার, সেগুলোর মধ্যে একটা আবার শয়তান বামন। তার ছেলেদের সাথে যদি আমার ছেলেদের সংখ্যার তুলনা করি, তবে তার সবগুলো মরে যাওয়ার পরেও আমার হাতে আরও উনিশ এবং একটা অর্ধেক ছেলে থাকবে।' কর্কশ গলায় হেসে উঠলেন তিনি। 'লর্ড টাইউইন যদি আমার সাহায্য পেতে চায়, তবে আমাকে তার অনুরোধ করতে হবে।'

ঠিক এমন একটা কথা শোনার অপেক্ষাতেই ছিলেন ক্যাটলিন। 'আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি, মাই লর্ড,' খুবই বিনীতভাবে বললেন তিনি। 'আমার বাবা, ভাই, স্বামী আর ছেলে আমার স্বরেই আপনার কাছে সাহায্য কামনা করছে।'

লর্ড ওয়াল্ডার রোগা আঙুল দিয়ে ক্যাটলিনের গালে টুসকি দিলেন। 'এসব মিষ্টি কথা আমাকে শোনাবেন না, মাই লেডি। আমার স্ত্রীর কাছ থেকে মিষ্টি কথা শুনতে হয় আমাকে। তাকে কি দেখেছেন আপনি? ছোট্ট ফুলের মতো ষোল বছরের এক মেয়ে, আর তার মধু সম্পূর্ণ আমার জন্যই বরাদ্দ। বাজি ধরে বলতে পারি সে আগামী বছর আমাকে একটি ছেলে সন্তান উপহার দেবে। সম্ভবত আমি তাকে আমার পরবর্তী উত্তরাধিকার বানাব। এতে কি অন্য ছেলেরা বেশি রাগ করবে?'

BanglaBook.org

'আমি নিশ্চিত সে আপনাকে অনেক পুত্র সন্তান উপহার দেবে।'

ফ্রে উপরে নিচে মাথা দোলালেন। 'আপনার বাবা আমাদের বিয়েতে আসেননি। এটা আমাকে অপমান করার শামিল। আমার আগের বিয়েতেও তিনি আসেননি। আমাকে মৃত লর্ড ফ্রে বলে ডাকেন তিনি। তাঁর কি মনে হয় আমি মারা গেছি? আমি মারা যাইনি, আর আমি আপনাকে বলছি, আমি তাঁর চেয়ে বেশিদিন বাঁচব, যেমন তার বাবার চেয়ে বেশিদিন বেঁচে আছি । আপনার পরিবার কোনো সময়ই আমাদেরকে নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, অস্বীকার করবেন না, মিথ্যা বলবেন না, আপনি ভালো করেই জানেন ব্যাপারটা কতটা সত্য! বহু বছর আগে আমি আপনার বাবার কাছে গিয়েছিলাম, তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম তার ছেলের সাথে আমার এক মেয়ের বিয়ে দিতে। কেন নয়? আমি তখন আমার এক মেয়েকে নিয়ে চিন্তাক্লিষ্ট ছিলাম। মিষ্টি একটা মেয়ে, এডমুরের চেয়ে মাত্র অল্প কয়েক বছরের বড়। কিন্তু আপনার ভাইয়ের যদি ওকে পছন্দ না হতো তবে আরও মেয়ে ছিল আমার কাছে; কমবয়সী, বেশি বয়সী, বিধবা, মোট কথা যেমন তার পছন্দ হতো। কিন্তু আপনার বাবা আমার কথা কানেই তোলেন নি। মিষ্টিমিষ্টি কথাই আমাকে শুনিয়েছিলেন শুধু, অজুহাত দেখিয়েছিলেন। কিন্তু আমি কেবল চেয়েছিলাম আমার একটা মেয়েকে বিয়ে দিতে।

'আর আপনার বোন, ওই পাজি বোনটার কথা বলছি। এই তো, বছরখানেক আগের ঘটনা। তখন জন অ্যারিন ছিলেন রাজার মুখ্য উপদেষ্টা, আর আমি রাজধানীতে গিয়েছিলাম অশ্বারোহীদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে অংশ নেয়া আমার ছেলেদের খেলা দেখতে। স্টেভরন আর জ্যারেড বয়সের কারণে খেলতে পারে নি, তবে ড্যানওয়েল আর হস্টিন সওয়ারী হয়েছিল, পারউইনও তাই। আর আমার কয়েকজন জারজ অংশ নিয়েছিল অন্যান্য লড়াইতে। যদি জানতাম তারা আমাকে অমন লজ্জায় ফেলবে, তাহলে এত ঝক্কি-ঝামেলা সহ্য করে যেতাম না। কেন আমি অতদূর কষ্ট করে গিয়ে টাইরেলের ওই বাচ্চার আঘাতে হস্টিনকে ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে দেখব? ছেলেটা হস্টিনের চেয়ে বয়সে অর্ধেক, আর স্যর ডেইজি না কী যেন নামে ডাকা হয় তাকে! আর ড্যানওয়েলও এক হেজনাইটের কাছে পরাজিত হয়। মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয় এ দু'জন আদৌ আমার ছেলে কিনা। আমার তৃতীয় স্ত্রী ছিল একজন ক্রেকহল, আর সব ক্রেকহল মহিলাই বেবুশ্যে।'

BanglaBook.org

'আমি আপনার বোনের কথা বলছিলাম। লর্ড এবং লেডি অ্যারিনকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম আমার দুই দৌহিত্রকে তাদের পোষ্য হিসেবে রাজদরবারে ঠাঁই দেবার জন্য আর তাদের নিজেদের সন্তানকে আমার তত্ত্বাবধানে এই টুইনসে রাখার জন্য নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। আমার দৌহিত্ররা কি রাজদরবারে থাকার উপযুক্ত নয়? ওরা ভারী মিষ্টি প্রকৃতির ছেলে, যেমন শান্তশিষ্ট তেমন ভদ্র। মেরেটের ছেলে ছিল ওয়াল্ডার, আমার নামে নাম। আর অন্যজন.... হেহ, মনে পড়ছে না ঠিক। সম্ভবত আরেক ওয়াল্ডার। ওরা সবসময়ই সন্তানদের নাম ওয়াল্ডার রাখে যাতে করে আমার আনুকূল্য বেশি পায়, কিন্তু ছেলেটার বাবা... কে যে তার বাবা ছিল?' তাঁর মুখ কুঁচকে গেল। 'যাকগে, তার বাবা যেই হোক না কেন, লর্ড অ্যারিন তাকে নিতে রাজি হয়নি, অন্যজনকেও না। এর পিছে আপনার বোনের হাত ছিল আমি জানি। সে ভয়ে জমে গিয়েছিল আমার প্রস্তাব শুনে, তার ভাব দেখে মনে হচ্ছিল আমি তার ছেলেকে মূকাভিনয়ের দলে বিক্রি করে দিতে বলেছি, অথবা বলেছি খোজা করে দিতে। কিন্তু যখন লর্ড অ্যারিন বললেন ওদের ছেলেকে ড্রাগনস্টোনে পাঠানো হচ্ছে স্ট্যানিস ব্যারাথিয়নের পোষ্য হিসেবে তখন আপনার বোন কিছুই বলল না। আর রাজার উপদেষ্টা আমাকে কী শোনালেন? আমার কাছে ক্ষমা চাইলেন। ক্ষমা করে আমি কী করব? আপনিই বলুন।'

ক্যাটলিনের কপালে ভাঁজ পড়ল। 'আমি জানতাম লাইসার ছেলেকে ক্যাস্টারলি রকে পাঠানো হচ্ছে টাইউইনের পোষ্য হিসেবে।'

'না, ওকে স্ট্যানিসের কাছে পাঠাতে চেয়েছিল,' ওয়াল্ডার ফ্রে বিরক্তির সাথে বললেন। 'আপনার কি মনে হয় আমি লর্ড টাইউইন আর লর্ড স্ট্যানিসের মধ্যে পার্থক্য জানি না? আমি বুড়ো বলে ঘটনাটা মনে করতে পারব না ঠিকঠাক মতো? আমার বয়স নব্বই বছর হলেও ভালোই মনে আছে। মেয়েদের সাথে কী করতে হয় তাও আমার জানা আছে। আমার নতুন বউটা আগামী বছর এই সময়ের আগেই আমাকে একটা বাচ্চা ছেলে উপহার দেবে,বাজি ধরে বলতে পারি। অথবা একটা মেয়ে। জন্মের ওপর আসলে কারো হাত নেই। ছেলে হোক বা মেয়ে, সেটা হবে রক্ত মোড়া, চামড়ায় ভাঁজ পড়া আর তারস্বরে চিৎকার করতে থাকা একটা বাচ্চা। আমার স্ত্রী নির্ঘাত ওর নাম রাখবে ওয়াল্ডার অথবা ওয়াল্ডা।'

BanglaBook.org

লেডি ফ্রে তার বাচ্চার নাম কী রাখবে তা নিয়ে লেডি ক্যাটলিনের মাথা ব্যথা নেই । 'জন অ্যারিন তাঁর ছেলেকে লর্ড স্ট্যানিসের পোষ্য হিসেবে পাঠাতে চেয়েছিলেন, আপনি ঠিক জানেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বললেন বৃদ্ধ লোকটি। ' ও তো মারাই যাবে, সুতরাং সমস্যা কী? আপনি বলছেন যে এই নদী পার হতে চান?'

'হ্যাঁ, আমরা পার হতে চাই।'

'পারবেন না,' শুকনো গলা লর্ড ওয়াল্ডারের। 'যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি অনুমতি দিচ্ছি। তবে কথা হলো, আমি অনুমতি দেব কেন? টালি আর স্টার্করা কখনোই আমার বন্ধু ছিল না।' তিনি বড় আসনটায় হেলান দিয়ে বুকের উপর হাত আড়াআড়ি ভাবে রেখে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এখন শুধু বাকি দর কষাকষি ।

BanglaBook.org

সাতচল্লিশ

দুর্গের দরজাটা যখন খুলে গেল ততক্ষণে বিশাল লাল সূর্যটা ডুবে যাবার জন্য ঝুলছিল পশ্চিমের পাহাড় সারির মাথায়। কড়কড় শব্দে টানাসেতুটা নিচে নেমে এল আর লোহার শিকের তৈরি বিশাল দরজাটা উপরের দিকে উঠে গেল।

লেডি ক্যাটলিন স্টার্ক দুর্গ থেকে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বেরিয়ে এলেন তাঁর ছেলে আর ছেলের অনুগত ব্যানারমেনদের সাথে মিলিত হবার জন্য। তাঁর পিছে পিছে এলো স্যার জ্যারেড ফ্রে, স্যার হস্টিন ফ্রে, স্যার ড্যানওয়েল ফ্রে আর লর্ড ওয়াল্ডারের জারজ ছেলে রোনেল রিভারস; নীল রঙের বর্ম আর রূপালি ধূসর আলখাল্লা পরিহিত ছোট ছোট পদক্ষেপে কুচকাওয়াজ করে আসা সারির পর সারি বল্লমধারী সৈনিকদের নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা।

মা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ঘোড়া নিয়ে দ্রুত এগোল রব। গ্রে উইন্ড দৌড়ে চলল তার ঘোড়ার পাশে পাশে।

'লর্ড ওয়াল্ডার তোমাকে নদী পার হবার অনুমতি দিয়েছেন। দুর্গ পাহারা দেবার জন্য চারশ সৈন্য বাদে তাঁর বাকি সৈন্যরা এখন তোমার অধীন। তোমার সৈন্যদল থেকে তীরন্দাজ আর তরবারি যোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত চারশ সেনার একটা দলকে এখানে রেখে গেলে সবচেয়ে ভালো হবে।' তাঁর দুর্গে বাড়তি আরো চারশ সেনা নিয়োগ করার প্রস্তাবে মনে হয় না তিনি অমত করবেন... তার খেয়াল রেখো। যার হাতে তাদের নেতৃত্ব তুলে দেবে, সে যেন খুব বিশ্বস্ত হয়।'

'তুমি যা বললে তা-ই করব, মা,' বল্লমধারী সৈন্যদের দিকে দৃষ্টি রেখে জবাব দিল রব। 'আচ্ছা... স্যর হেলম্যান টলহার্টকে নেতৃত্ব দিলে কেমন হয়?'

' তোমার পছন্দ ভালো।'

'আমাদের কাছ থেকে ফ্রে কী চায় আসলে?'

তোমার দল থেকে কিছু দক্ষ যোদ্ধা আমাকে দিলে আমি লর্ড ফ্রে'র দুই দৌহিত্রকে উইন্টারফেলে পাঠাতে চাই তাদের পাহারায়,' বললেন ক্যাটলিন। 'ওরা আমাদের তত্ত্বাবধানে থাকবে। একজনের বয়স আট বছর, অপরজনের সাত। তাদের দুইজনের নামই ওয়াল্ডার। ব্রান তার প্রায় সমবয়সী দু'টি ছেলের সঙ্গ বেশ উপভোগ করবে বলেই আমার ধারণা।'

'এটুকুই? দু'জন পোষ্য? অনেক কম দাবি মনে হচ্ছে...'

'লর্ড ফ্রে'র ছেলের অলিভার আমাদের সাথে আসবে,' বলে গেলেন ক্যাটলিন। ' তোমার ব্যক্তিগত স্কোয়ারের দায়িত্বপালন করবে সে। সময়মত তাকে নাইট উপাধি দিলে তার বাবা খুশি হবেন।'

' স্কোয়ার?' কাঁধ ঝাঁকাল রব। 'ঠিক আছে, আমি নেব তাকে। সে যদি–'

'আর তোমার বোন আরিয়া নিরাপদে আমাদের কাছে ফিরে আসতে পারলে আমি কথা দিয়েছি তাকে লর্ড ফ্রে'র ছোট ছেলে এলমারের সাথে বিয়ে দেব, যখন ওর বিয়ের উপযুক্ত হবে।'

কথাটা শুনে রব এবার খুব একটা খুশি হতে পারল না। 'আরিয়া ব্যাপারটা মোটেও পছন্দ করবে না।'

'আর যুদ্ধ শেষ হবার পর তোমাকে তাঁর একটি মেয়েকে বিয়ে করতে হবে,' ক্যাটলিন কথা শেষ করলেন। 'লর্ড ফ্রে তাঁর যে কোনো মেয়েকে বেছে নেয়ার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে তোমাকে। তাঁর... অনেক মেয়ে আছে।'

কথাটা শুনে যে রব আঁতকে উঠল না তার জন্য তাকে কৃতিত্ব দেয়াই যায়। 'আচ্ছা, আচ্ছা!'

'তুমি রাজি আছ?'

'রাজি না হয়ে উপায় আছে?'

'যদি নদী পার হতে চাও তবে নেই!'

BanglaBook.org

'আমি রাজি,' শান্তভাবে বলল রব।

সন্ধ্যার সময় আকাশে কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ উঠলে ওরা সেতু পার হতে লাগল। পূর্ব দিকের টুইনসের দরজা পেরিয়ে দুই সারিতে এগোচ্ছে সৈন্যদের দলটা, যেন ইস্পাতের বিশাল এক সাপ। প্রাঙ্গণ পার হয়ে দুর্গে ঢুকল ওরা, তারপর সেতুর ওপর দিয়ে পশ্চিম পাড়ের দুর্গ দিয়ে বেরিয়ে অন্য পাড়ে জড়ো হতে লাগল।

দলটার মাথায় আছেন ক্যাটলিন নিজে, সাথে তাঁর ছেলে, চাচা স্যর ব্রেনডেন এবং স্যর স্টেভরন ফ্রে। ওদের পেছন পেছন চলছে ঘোড়ার দল; নাইট, বল্লমধারী সেনা, মুক্ত আরোহী আর অশ্বারোহী তীরন্দাজদের দল। পুরো সেনাদলটার পার হতে ঘন্টাখানেক সময় লাগল।

ড্র ব্রিজ বা টানা সেতুর ওপর অসংখ্য খুরের আওয়াজ, বিছানায় শুয়ে লর্ড ফ্রে'র তাকিয়ে তাকিয়ে ওদের নদী পার হতে দেখা, ওয়াটার টাওয়ারের নিচ দিয়ে পার হবার সময় তাঁর ছাদে থাকা মার্ডারহোলের সরু ছিদ্রপথে অসংখ্য চোখের চকচকে দৃষ্টি সবকিছু অনেক দিন মনে থাকবে ক্যাটলিনের।

রুজ বোল্টনের নেতৃত্বে বর্শাধারী, তীরন্দাজ আর অসংখ্য পদাতিক সৈন্য নিয়ে তৈরি উত্তরের সেনাবাহিনীর বড় অংশটা নদীর পূর্ব পাড়েই থেকে গেল। রব তাঁকে দক্ষিণ দিকে নিজেদের কুচকাওয়াজ বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছে। লর্ড টাইউইন যে বিশাল ল্যানিস্টার সেনাবাহিনী নিয়ে উত্তরের দিকে এগিয়ে আসছে তাদের মোকাবেলা করবে ওরা।

ভালো মন্দ যা-ই হোক, পাশার চালটা চেলে ফেলেছে তাঁর ছেলে।

BanglaBook.org

জন

আটচল্লিশ

‘এখন কেমন বোধ করছ,স্নো?’ ঘাউ করে উঠলেন লর্ড মরমন্ট।

‘ভালো,’ চেঁচাল দাঁড়কাকটা। ‘ভালো।’

‘আমি ভালো আছি, মাই লর্ড,’ জন গলায় জোর দিয়ে মিথ্যাটা বলল, যেন এভাবে বললে সেটাকে সত্যের মতো শোনাবে। ‘আপনি কেমন আছেন?’

কপালে ভাঁজ ফেললেন মরমন্ট। ‘একটা জিন্দালাশ আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। আমার কেমন থাকা উচিত?’ থুতনি চুলকালেন। তোমার অবস্থা তো খুব একটা সুবিধার মনে হচ্ছে না। হাতের দশা কী?’

‘সেরে যাচ্ছে,’ পটি বাঁধা আঙুল দেখাল জন। ও যতটা ভেবেছিল, আগুন জ্বলা পর্দা ছুঁড়ে মারার কারণে তার থেকে বেশি পুড়ে গেছে হাতটা। প্রথম দিকে তেমন বুঝতে পারেনি, ব্যথাটা এসেছে পরে।

ফেটে যাওয়া চামড়া থেকে এখন পুঁজ বেরোচ্ছে, আরশোলার মতো কুৎসিত কয়েকটা লাল ফোসকা পড়ে গেছে আঙুলে। ‘মায়েস্টার বললেন আমার হাতে স্থায়ী দাগ হয়ে যাবে, তবে কাজকর্ম করতে পারব।’

‘দাগ হলে আর কী করবে! দেয়ালে সবসময়ই দস্তানা পরে থাকবে।’

BanglaBook.org

'ঠিক বলেছেন, মাই লর্ড।' হাতের দাগ নিয়ে চিন্তিত নয় জন, সে ভাবছে অন্য কিছু নিয়ে। মায়েস্টার এইমন তাকে পপির দুধ দিয়েছেন, তারপরেও ব্যথাটা কমেনি। প্রথম প্রথম মনে হতো হাতটা এখনো যেন আগুনের মধ্যেই রয়েছে, রাত দিন জ্বলছে। হাতটা বরফ আর তুষারের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলে একটু যা হোক ভালো লাগে। জন দেবতাদেরকে ধন্যবাদ দিল এজন্য যে একমাত্র গোস্ট ছাড়া আর কেউ তাকে বিছানায় শুয়ে ব্যথায় মোচড় খেতে দেখেনি।

'ডাইওয়েন আর হেক গত রাতে ফিরে এসেছে,' বললেন ভল্লুক। 'অন্যদের মতো ওরাও তোমার চাচার কোনো চিহ্ন খুঁজে পায়নি।'

'আমি জানি,' জন দুর্গের কমন হলে বন্ধুদের সাথে মদ পান করতে গিয়েছিল। তখন সকলে রেঞ্জারের তল্লাশির ব্যর্থতা নিয়েই আলাপ করছিল।'

'তুমি জানো,' বিড়বিড় করলেন মরমন্ট। 'এখানকার সবাই কীভাবে সবকিছু জেনে যায়?' তবে তিনি জনের কাছ থেকে প্রশ্নটার কোনো জবাব আশা করলেন না। 'ওই দুজনই ছিল জিন্দালাশ। দেবতাদের ধন্যবাদ। সংখ্যাটা যদি বেশি হতো তবে... ঈশ্বর, আমি আর ভাবতে পারছি না। কিন্তু ওদের সংখ্যা বাড়বে ভবিষ্যতে। আমি টের পাচ্ছি। মায়েস্টার এইমনও এ ব্যাপারে একমত। ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। অবশেষে অবসান ঘটছে গ্রীষ্মকালের। আর এমন শীত আসছে যা আগে কেউ কখনো দেখেনি।'

শীত আসছে। স্টার্ক হাউজের এই কথাগুলো জনের কাছে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর আর অশুভ শোনাল। 'মাই লর্ড,' দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বলল সে। 'শুনলাম কাল রাতে একটা দাঁড়কাক এসেছিল–'

'এসেছিল। তো?'

'ভাবছিলাম আমার বাবার কোনো খবর এলো কি না।'

'বাবা,' লর্ড কমান্ডারের কাঁধের ওপর হাঁটতে হাঁটতে উপহাসের স্বরে চিৎকার দিল দাঁড়কাকটা। 'বাবা।'

লর্ড কমান্ডার পাখিটার ঠোঁট চেপে ধরতে গেলে সে কাঁধ থেকে লাফ দিয়ে মাথায় উঠল, তারপর পাখা ঝাপটে উড়াল দিয়ে গিয়ে বসল জানালার ওপর। 'হারামজাদা দাঁড়কাকরা শুধু চিৎকারই করতে পারে,' ঘোঁৎ

Banglabook.org

ঘোঁৎ করলেন মরমন্ট । 'লর্ড এডার্ডের কোনো খবর বিরক্তিকর পাখিটা নিয়ে এলে তোমাকে কি আমি জানাতাম না? জারজ হও আর যা-ই হও, লর্ড এডার্ডের রক্ত তোমার শরীরে । ব্যারিস্টান সেলমির সংবাদ ছিল চিঠিটায়। তাঁকে কিংসগার্ড থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। তাঁর জায়গায় নিয়োগ পেয়েছে ক্লেগেন, আর সেলমিকে রাজদ্রোহের অভিযোগের অভিযুক্ত করে সমন জারি করা হয়েছে। গর্দভের দল তাঁকে পাকড়াও করার জন্য দুইজনকে পাঠিয়েছিল; সেলমি ওদেরকে হত্যা করে পালিয়েছেন।'আবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করলেন মরমন্ট। 'এদিকে আমাদের এখানকার বনে হাজির হয়েছে হোয়াইট শ্যাডোরা, আমাদের দুর্গে মৃতরা চেষ্টা করছে জীবিতদের হত্যা করতে; আর এমন সময়ে কিনা সিংহাসনে আসন পেতেছে এক বাচ্চা ছেলে,' প্রচণ্ড বিরক্তির সাথে কথাগুলো বললেন লর্ড কমান্ডার।

দাঁড়কাকটা কর্কশ শব্দে হেসে উঠল। 'বাচ্চা, বাচ্চা, বাচ্চা, বাচ্চা।'

স্যর ব্যারিস্টান ছিলেন বুড়ো ভল্লুকের সবচেয়ে বড় ভরসার মানুষ, জন জানে। তাঁরই যদি এই হাল হয় তবে মরমন্টের চিঠির কি কোনো গতি হবে? ওর হাত মুষ্টিবদ্ধ হলো। সাথে সাথে আঙুলগুলোতে ছড়িয়ে পড়ল তীব্র ব্যথা। 'আমার বোনদের খবর কী?'

'চিঠিতে লর্ড এডার্ড বা মেয়েদের কোনো কথাই উল্লেখ ছিল না,' বিরক্তি নিয়ে কাঁধ ঝাঁকালেন লর্ড মরমন্ট। 'হয়তো ওরা আমার চিঠি হাতেই পায়নি। মায়েস্টার এইমন তাঁর সেরা দুটি পাখি ব্যবহার করে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, কে জানে ওরা ঠিকমতো পৌঁছেছে কি না! হয়তো পাইসেল আমাদের ফিরতি চিঠি দেবার আগ্রহ বোধ করেননি। এ ঘটনা এটাই প্রথমবার নয়, আর শেষবারও হবে না। কিংস ল্যান্ডিং থেকে আমাদের আর কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। আমাদের ঠিক যেটুকু জানাতে দিতে চায় সেটুকুই জানিয়েছে ওরা; এবং তা যথেষ্ট কম।'

আর আমাকে আপনি যতটুকু জানাতে চান, ঠিক ততটুকুই জানাচ্ছেন। আর তার পরিমাণও যথেষ্ট কম। বিরক্তি নিয়ে ভাবল জন। রব তার অনুগত লর্ডদের নিয়ে দক্ষিণে রওনা হয়েছে যুদ্ধের জন্য, অথচ স্যাম ছাড়া এই খবরটা তাকে কেউ জানায়নি। মায়েস্টার এইমনকে চিঠিটা পড়ে শুনিয়েছিল সে, সেই রাতেই জনকে ও চিঠির বিষয়বস্তু খুলে বলে। তবে

Bangla Book.org

কাজটা ঠিক হচ্ছে না, ঠিক হচ্ছে না বলে বিড়বিড় করছিল স্যাম। সন্দেহ নেই ওরা ভাবছে রবের যুদ্ধ এখন আর জনের মাথাব্যথা নয়। বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত জন। রব যুদ্ধের ময়দানে, আর সে এখানে। যতবারই নিজেকে বুঝ দিচ্ছে তার জায়গা এখন এই ওয়ালে, অন্যান্য নতুন ভাইদের সাথে, ততবারই নিজেকে কাপুরুষ মনে হচ্ছে।

'ভুট্টা!' চিৎকার করল দাঁড়কাকটা। 'ভুট্টা, ভুট্টা।'

'ওহ! চুপ কর!' বললেন বুড়ো ভল্লুক । স্নো, তোমার হাত পুরোপুরি সারবে কবে, মায়েস্টার এইমন কিছু বলেছেন?'

'শীঘ্রই,' জন উত্তর দিল।

'ভালো।' ওদের দুইজনের মাঝের টেবিলে লর্ড মরমন্ট রূপার আস্তর দেয়া কালো ধাতব খাপে পোরা একখানা বিশাল তরবারি রাখলেন এবার। অমসৃণ ওক কাঠের টেবিলের ওপর দিয়ে জনের দিকে ঠেলে দিলেন তরবারিটা। 'এটা নাও ।'

'নাও,' দাঁড়কাকটা বলল, 'নাও, নাও।'

অপ্রস্তুতভাবে তরবারিটা হাতে তুলে নিল জন, বাঁ হাতে ধরল, পটি বাঁধা ডান হাতের ক্ষতটা এখনো বেশ কাঁচা আর দুর্বল। সাবধানে খাপ থেকে তরবারিটা বের করে এনে চোখের সামনে তুলে ধরল সে।

'ভ্যালিরিয়ান ইস্পাত, মাই লর্ড,' অবাক হয়ে বলল সে। ওর বাবা মাঝে মাঝে আইসকে তার হাতে দিত, সে ভালোই চেনে ইস্পাতটাকে।

'হুম,' বুড়ো ভল্লুক বললেন। 'এটা ছিল আমার বাবার তরবারি, তার আগে এর মালিক ছিলেন আমার দাদা। মরমন্টরা পাঁচ শতাব্দী ধরে এই তরবারীকে আগলে রেখেছে। আমার জীবনকালে এটা ব্যবহার করেছি আমি, আর তারপর যখন আমি ওয়ালে চলে আসি, তখন আমার ছেলের হাতে তরবারিটা দিয়ে আসি।'

উনি আমাকে তাঁর ছেলের তরবারি দিয়ে দিচ্ছেন! জন বিশ্বাসই করতে পারছে না। ফলাটা বেশ ভারসাম্যপূর্ণ। আলো পড়ার সাথে সাথে ফলার কিনারে ঝিকিয়ে উঠছে থেকে মৃদু আলো । 'আপনার ছেলে...'

'আমার ছেলে হাউজ মরমন্টের জন্য অসম্মান বয়ে এনেছিল, কিন্তু পালিয়ে যাবার সময় অন্তত তরবারিটা রেখে যাবার মতো ভদ্রতা দেখিয়েছে সে। পরে আমার বোন এটাকে আমার কাছে রাখতে পাঠিয়ে দেয়, তবে

BanglaBook.org

এটার দিকে তাকালে শুধু ছেলের কৃতকর্মের কথা মনে পড়ত বলে চোখের সামনে থেকে সরিয়ে রেখেছিলাম। একসময় এটার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। পরে আমার শোবার ঘরের আগুন জ্বালানোর জায়গায় ছাইয়ের ভেতর অস্ত্রটাকে পাই।'

'মাই লর্ড, আপনি আমাকে সম্মানিত করেছেন, কিন্তু...'

'তোমার এসব কিন্তু ফিন্তু এখন দূরে রাখো, ছেলে,' দাবড়ে উঠলেন লর্ড মরমন্ট। 'তুমি আর তোমার ওই জন্তুটা না থাকলে আমার এখানে পাত্তাও থাকত না। বেশ সাহসের সাথে লড়াই করেছ... আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছ বেশ দ্রুততার সঙ্গে। আগুন! ইস! আমাদের আগেই জানা উচিত ছিলো। উচিত ছিলো মনে রাখা। দীর্ঘ রাত্রি কিন্তু আগেও এসেছিল। হ্যাঁ, আট হাজার বছর অনেক দীর্ঘ সময় ঠিকই, কোনো সন্দেহ নেই... তবে নাইট'স ওয়াচ যদি তা মনে রাখতে না পারে, তবে কারা মনে রাখবে?'

'কারা রাখবে?' বাচাল পাখিটা চেঁচাল। 'কারা রাখবে।'

সত্যিই ওর দেবতারা সে রাতে জনের প্রার্থনা কবুল করেছিলেন; আগুন মৃতদেহটার পোশাককে গ্রাস করে নিয়েছিল, এমনভাবে দাউদাউ করে জ্বলছিল যেন লোকটার মাংস ছিল মোম আর হাড়গুলো শুকনো জ্বালানি কাঠ। গায়ে আগুন লাগার পর লোকটা পুরো কক্ষ জুড়ে মাতালের মতো দুলছিল, আসবাবপত্রের সাথে বারবার ধাক্কা খাচ্ছিল। আগুনের শিখায় লোকটার চুল খড়ের মতো পুড়ছিল। গায়ের হাড় থেকে মাংস খুলে পড়া এবং চামড়া খসে মাথার খুলি উন্মুক্ত হয়ে পড়ার দৃশ্য ছিল গা ঘিনঘিনে।

'আমার জীবন বাঁচানোর বিনিময়ে এই তরবারি উপহার দেয়াটা সামান্য প্রতিদানমাত্র,' মরমন্ট বললেন। 'নাও, আমি আর এ নিয়ে কোনো কথা শুনতে চাই না, বুঝলে?'

'জ্বি, মাই লর্ড।' তরবারির হাতলের নরম চামড়ায় ইতিমধ্যেই জনের হাত এত দারুণভাবে মানিয়ে গিয়েছে যে মনে হচ্ছে শুধুমাত্র ওর জন্যই বানানো হয়েছে অস্ত্রটা। জন জানে যে এটুকু সম্মান ওর প্রাপ্য ছিল, আর সেটা তাকে দেয়াও হয়েছে। তারপরও...

'আমি কোনো সৌজন্যমূলক কথাবার্তা শুনতে চাই না,' মরমন্ট বললেন, 'অতএব, আমাকে ধন্যবাদ দিও না। সম্মান জড়িত কাজের সাথে, কথার সাথে নয়।'

BanglaBook.org

জন মাথা দোলাল। 'এটার কি কোনো নাম আছে, মাই লর্ড?'

'একসময় ছিল। লংক্ল নামে ডাকা হতো এটাকে।'

'লংক্ল একদম যুতসই নাম,' বাতাসে তরবারিটা চালাল জন। আড়ষ্ট বাম হাতে তরবারিটা চালাবার পরেও সেটা এত দারুণভাবে নড়তে লাগল বাতাসের ভেতর দিয়ে যেন এটার নিজস্ব চিন্তা বা ইচ্ছাশক্তি আছে। তরবারিটাকে রূপার পাতে মোড়া ধাতব খাপে পুরল জন।

বুড়ো ভল্লুক থুতনি চুলকালেন। 'ভুলেই গিয়েছিলাম নতুন দাড়ি উঠলে কেমন চুলকায়,' বললেন তিনি। 'তা তোমার হাত দিয়ে কি কিছু কাজকর্ম করা যাবে?'

'যাবে, মাই লর্ড।'

'বেশ। আজ রাতে ভালোই শীত পড়বে মনে হচ্ছে, আমাকে গরম মসলাদার ওয়াইন দিও। খুব তেতো নয় এমন এক বোতল লাল ওয়াইন নিয়ে এসো, আর তাতে মশলা দিতে কার্পণ্য কোরো না। হবসকে গিয়ে বোলো ফের যদি আমাকে সিদ্ধ খাসির মাংস পাঠায় তবে ওকে ধরেই সিদ্ধ করব আমি। শেষবার যেটা পাঠিয়েছিল তার রঙ ছিল ধূসর। এমনকি আমার পাখিটাও তা মুখে তুলতে চায়নি।' হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে দাঁড়কাকের মাথায় টোকা দিলেন লর্ড কমান্ডার। পাখিটা তৃপ্তির আওয়াজ তুলল। 'আমি গেলাম। কাজ আছে।'

BanglaBook.org

উনপঞ্চাশ

মায়েস্টার এইমনকে দাঁড়কাকশালায় পেল জন। ওদেরকে খাওয়াচ্ছিলেন তিনি। ক্লাইডাস তাঁর সাথে টুকরো টুকরো মাংসে ভর্তি একটা বালতি নিয়ে এক খাঁচা থেকে আরেক খাঁচায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'স্যাম বলল আপনি নাকি আমার খোঁজ করছিলেন?' জিজ্ঞেস করল জন। তরবারিটা ও ওর বন্ধুদেরকে দেখিয়েছে। তারা রীতিমতো মুগ্ধ! ওইসময়েই স্যামওয়েল টার্লি জনকে জানায় মাষ্টার এইমন একে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।

মায়েস্টার এইমন মাথা দোলালেন। 'হ্যাঁ। ক্লাইডাস, জনকে বালতিটা দাও।' গোলাপি চোখওয়ালা কুঁজো লোকটা বালতিটা জনের হাতে দিয়ে মই বেয়ে নেমে গেল। 'মাংসগুলো খাঁচার ভেতর ছুঁড়ে দাও,' জনকে বললেন এইমন। 'বাকি কাজ পাখিরাই করে নেবে।'

জন বালতিটাকে ডান হাতে নিয়ে, বাঁ হাত ঢুকিয়ে দিল রক্তাক্ত মাংসের টুকরোগুলোর ভেতরে। দাঁড়কাকগুলো চিৎকারচেঁচামেচি শুরু করল, ডানা ঝাপটাচ্ছে দ্রুত। মাংস কেটে টুকরো টুকরো করা হয়েছে আঙুলের করের মতো। মুঠো ভরে টুকরোগুলো নিয়ে লাল রঙের মাংসগুলো ছুঁড়ে মারল খাঁচার ভেতর। সাথে সাথে ভেতরের চিৎকার আরো তীব্র হয়ে উঠল। একটা মাংসের টুকরো নিয়ে মারামারি লেগে গেল দুটো বড় দাঁড়কাকের মধ্যে। তাড়াতাড়ি জন মুঠোভর্তি মাংস নিয়ে খাঁচাটার দিকে আবার ছুঁড়ে মারল। 'লর্ড মরমন্টের দাঁড়কাকটা ফল আর ভুট্টা খুব পছন্দ করে।'

BanglaBook.org

'ওই পাখিটা বিরলপ্রজাতির।' মায়েস্টার বললেন। বেশিরভাগ দাঁড়কাকই শস্য খায়, তবে তারা মাংসও পছন্দ করে। কারণ মাংস ওদের শক্তিশালী করে তোলে, আর আমার মনে হয় ওরা রক্তের স্বাদও বেশ উপভোগ করে। এদিক দিয়ে দেখলে ওরা কিন্তু মানুষেরই মতো.... আর মানুষের মতোই সব দাঁড়কাকও একরকম না।'

প্রত্যুত্তরে জন কিছু বলল না। মাংস ছুঁড়ে মারতে মারতে ভাবছে তাকে ডাকা হয়েছে আসলে কীসের জন্য। বুড়ো লোকটা যখন মনে চাইবে তখনই কথাটা বলবেন, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। তাড়াহুড়ো করে কাজ করার মতো মানুষ মায়েস্টার এইমন নন।

'জন, তোমার মনে কি কখনো প্রশ্ন জেগেছে যে নাইট'স ওয়াচের সদস্যরা কেন বিয়ে করে না, কেন বাচ্চার বাবা হতে পারে না?'

জন কাঁধ ঝাঁকাল। 'না।' সে আরো মাংস ছুড়ল খাঁচায়। ওর বাঁ হাতের আঙুলগুলো রক্ত মেখে পিচ্ছিল হয়ে আছে, আর বালতির ওজনে কাঁপছে ডান হাত।

'কারণ ওরা আর কখনো ভালোবাসতে পারবে না,' বৃদ্ধ লোকটা উত্তর দিলেন। 'কারণ ভালোবাসা হলো সম্মানের বিষ আর দায়িত্বের মৃত্যু।'

কথাটা শুনতে মোটেও ভালো লাগল না জনের, তারপরেও সে কিছুই বলল না। মায়েস্টারের বয়স প্রায় একশ বছর, আর উনি নাইট'স ওয়াচের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা; তাঁর কথার অমত করার সাহস নেই জনের ।

'যারা নাইট'স ওয়াচ তৈরি করেছিল তারা জানত যে একমাত্র তাদের সাহসের বিনিময়েই এই পুরো সাম্রাজ্যকে উত্তর থেকে ধেয়ে আসা বিপদ থেকে রক্ষা করা যাবে।' বলতে লাগলেন এইমন। 'তারা জানত যে যদি তারা নিজেদের সংকল্পে স্থির থাকতে চায়, তবে তাদের আনুগত্যে কোনো বিভক্তি থাকা চলবে না। তাই তারা কোনো স্ত্রী আর বাচ্চা না নেয়ার শপথ করে।

'কিন্তু তাদেরও ভাই- বোন ছিল, ছিল জন্মদাত্রী মা, ওদের নামকরণ করা বাবা। একশোর মতো যুদ্ধরত রাজ্য থেকে এসেছিল তারা, জানত সময়ের সাথে সাথে সবকিছুর পরিবতর্ন হবে, কিন্তু মানুষ বদলাবে না। তাই তারা অঙ্গীকার করে যে নাইট'স ওয়াচ সাম্রাজ্যের কোনো যুদ্ধে অংশ নেবে না।

BanglaBook.org

'ওরা নিজেদের অঙ্গীকার রক্ষা করেছিল। যখন ব্ল্যাক হ্যারেনকে হত্যা করে এইগন তার রাজ্য দখল করে নেয়, ওইসময় হ্যারেনের ভাই ওয়ালের লর্ড কমান্ডার ছিল, যার অধীনে ছিল দশ হাজার সৈন্য। কিন্তু সে যুদ্ধে যায়নি। যখন বর্তমানের সপ্ত রাজ্য সত্যিকারের সাত রাজ্য ছিল, তখন এমন দিন যায় নি যখন তিনটা কি চারটা রাজ্যের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ লেগে থাকত না। তবে নাইট'স ওয়াচ কোনো যুদ্ধেই যোগ দেয়নি। যখন অ্যান্ডালরা ন্যারো সী পার হয়ে এসে আদিমানবদের রাজ্যগুলোকে যুদ্ধে হারিয়ে একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল, তখন নিহত রাজাদের ছেলেরাও ওয়ালে তাদের পাহারার জায়গা ছেড়ে নড়ে নি। সেই আদিকাল থেকেই নিয়মটা একই আছে। মানাও হয়েছে একইভাবে। সম্মানের মূল্য চোকানো অর্থই হচ্ছে এটা।

'একজন ভীরু কাপুরুষও যেকোন সাহসী লোকের মতো সাহসী হয়ে উঠতে পারে, যখন ভয় পাবার মতো কিছু থাকে না। আমরা সবাই নিজেদের দায়িত্ব পালন করি যখন এর সঙ্গে কোনো মূল্য জড়িত থাকে না। তখন সম্মানের পথ ধরে হাঁটা অনেক সহজ মনে হয়। তবু দ্রুত বা ধীরে যেভাবেই হোক না কেন, প্রতিটা মানুষের জীবনে এমন দিন আসে যখন কোনো কিছুই আর সহজ মনে হয় না। এমন দিন আসে যখন তাকে অবশ্যই কোনো না কোনো পথ বেছে নিতে হয়।'

কয়েকটা দাঁড়কাক তখনো খাচ্ছে, ঠোঁট থেকে ঝুলছে লম্বা মাংসের টুকরো। বাকিরা ওকে দেখতে চোখ তুলল। জন বলল, 'আর আজ আমার সেই দিন উপস্থিত আপনি কি তা-ই বলতে চাচ্ছেন?'

মায়েস্টার এইমন মাথা ঘুরিয়ে মরাটে সাদা চোখ মেলে জনের দিকে তাকালেন। জনের নিজেকে নগ্ন আর উন্মুক্ত মনে হলো। সে এবার দুহাতে বালতিটা ধরে ভেতরের বাকি মাংস উপুড় করে ঢেলে দিল খাঁচার ভেতরে। মাংসের টুকরো আর রক্ত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দাঁড়কাকগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। কেউ কেউ উড়তে লাগল, সমানে কা কা করেই যাচ্ছে। কয়েকটি পাখি মাংসের টুকরোর দ্রুত দখল নিয়ে গপাগপ মুখে পুরে ফেলতে লাগল। জন খালি বালতিটাকে মেঝেতে ফেলে দিল। ঝনঝন শব্দ করল ওটা।

BanglaBook.org

বৃদ্ধ লোকটা দাগে ভর্তি শীর্ণ হাতখানা জনের কাঁধে রেখে খুব শান্ত গলায় বললেন, 'এটা খুবই কষ্টের, হুম, এই বেছে নেয়ার সময়টা... এটা সবসময়ই খুবই কষ্টকর। আর সবসময় এটা কষ্ট দিয়েই যাবে। আমি জানি।'

'আপনি জানেন না,' তেতোস্বরে বলল জন। ' কেউই জানে না। যদিও আমি তাঁর জারজ সন্তান, কিন্তু তিনি তো আমার বাবা...'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মায়েস্টার এইমন। তোমাকে এতক্ষণ যা বললাম তা কি শোনোনি, জন? তোমার কি মনে হয় যে তুমিই প্রথম?' বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। 'তিন তিনবার দেবতারা আমার শপথের পরীক্ষা নিয়েছেন। প্রথমবার আমি যখন বাচ্চা ছিলাম তখন, দ্বিতীয়বার আমার যৌবনে আর তৃতীয়বার বুড়ো বয়সে। শেষবার আমার শারীরিক শক্তি একেবারে কমে এসেছিল, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ ; তবু শেষবার যখন আমাকে বেছে নিতে হয়েছিল, সেই সময়টা প্রথমবারের তুলনায় মোটেও কম কষ্টকর ছিল না। আমার দাঁড়কাকেরা দক্ষিণ থেকে খবর বয়ে আনত, ওদের ডানাগুলোর থেকেও অন্ধকারাচ্ছন্ন খারাপ সব খবর। আমার পরিবারের ধ্বংস, আমার আত্মীয়দের মৃত্যু, অপমান আর নির্বাসনের খবর। একজন বৃদ্ধ, অন্ধ আর দুর্বল ব্যক্তি হিসেবে কিইবা করতে পারতাম? আমি নিজেই দুধের বাচ্চার মতো অসহায় ছিলাম, এরপরও যখন ওরা আমার ভাইয়ের অসহায় দৌহিত্রকে হত্যা করল, সাথে মেরে ফেলল তার ছেলেকেও, এমনকি ছোট বাচ্চাদেরও কোনো ছাড় দেয়নি, তখন আমি হাত পা গুটিয়ে বসেছিলাম বলে আজও কষ্ট লাগে।'

বৃদ্ধ লোকটার চোখে পানি দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলো জন। 'আপনি কে?'

দন্তহীন হাসি ফুটল লোকটার শতাব্দী প্রাচীন ওষ্ঠে। 'সিটাডেলের একজন মায়েস্টার মাত্র, ক্যাসল ব্ল্যাক আর নাইট'স ওয়াচে দায়িত্ব পালন করার জন্য নিয়োজিত। আমাদের এই কাজে আমরা পরিবারের পরিচয় গোপন রাখি, শপথে আবদ্ধ হয়ে দায়িত্বের শৃঙ্খল পরে নিই।' বৃদ্ধ লোকটি তাঁর চিকন , হাড্ডিসার ঘাড়ের চারপাশে আলতোভাবে ঝুলতে থাকা শেকল স্পর্শ করলেন। 'আমার বাবা ছিলেন মায়েকার, এই নামের প্রথমজন, এবং আমার ভাই এইগন আমার অবর্তমানে সাম্রাজ্য শাসন করেছে। দাদা আমার নাম রেখেছিলেন রাজকুমার এইমন ড্রাগননাইট, যে কিনা তার চাচা ছিল,

BanglaBook.org

অথবা বাবা ছিল, নির্ভর করবে কোন গল্পটা বিশ্বাস করবে তুমি তার উপর। এইমন বলে তিনি ডাকতেন আমাকে...'

'এইমন... টারগারিয়ান?' জনের বিশ্বাস হচ্ছে না।

'একদা ছিলাম,' বললেন বৃদ্ধ । 'একটা সময়। কাজেই দেখতেই পাচ্ছো, জন, আমি ঠিকই জানি... আর জানি বলেই বলছি, আমি তোমাকে থাকতে বা চলে যেতে কোনোটাই বলব না। বেছে নেয়ার কাজটা তুমি নিজেই করবে, আর বাকি জীবন সেই সিদ্ধান্তের সাথেই কাটাতে হবে তোমাকে, ঠিক আমি যেভাবে কাটিয়েছি।' তাঁর অনুচ্চ কণ্ঠ ফিসফিসানিতে পরিণত হলো। 'ঠিক আমি যেভাবে কাটিয়েছি।'

BanglaBook.org

ডেনেরিস

পঞ্চাশ

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে ডেনি তার রূপার পিঠে চড়ে লাশভরা মাঠে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তার পরিচারিকা এবং *খা* এর লোকজন ওর পেছন পেছন এল। তারা হাসছে, নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা মশকরা করছে।

ডোট্রাকি খুড় পৃথিবীর বুক ফালাফালা করে দিয়েছে, মাটিতে ভর্তা করে দিয়েছে শস্য আর ডালের ক্ষেত খামার। *আরাখ* এর কোপে এবং তীরের আঘাতে রঞ্জিত হয়েছে মাঠ। ডেনি যখন মৃত প্রায় ও আহত ঘোড়াগুলোর পাশ কাটিয়ে গেল, তারা মাথা তুলে আতর্নাদ ছাড়ল ব্যথায়। আহত মানুষগুলো গোঙাচ্ছে এবং প্রার্থনা করছে। জাকা রানরা বড় বড় কুঠারের আঘাতে মৃত এবং আহত সকলেই মুণ্ড ছেদ করল। লাশগুলোর গা থেকে তীর বের করে নিজেদের ঝুড়ি বোঝাই করছে কতগুলো বাচ্চা মেয়ে। আর ক্ষুধার্ত কুকুরের দল এসে লাশের গন্ধ শুঁকছে। এসব বুনো কুকুরের পাল খালাসারের পেছনে পেছনে সবসময়ই থাকে।

ভেড়াগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে ওগুলো মারা গেছে অনেক আগেই। হাজার হাজার ভেড়া, গা কালো হয়ে আছে মাছিতে। প্রতিটি লাশের গায়ে তীর বিদ্ধ হয়ে আছে। খাল ওগোর রাইডাররা এ কাজ করেছে, জানে ডেনি ; দ্রোগোর খালাসারের কেউ ভেড়া মারতে তীর ব্যবহারের মতো বোকামো করবে না। তারা মেষপালকদের হত্যা করবে।

BanglaBook.org

শহর জ্বলছে দাউ দাউ করে। কালো ধোঁয়া পাকিয়ে উঠে যাচ্ছে নীল আকাশের দিকে। শুকনো মাটির ভাঙা দেয়ালের নিচে ঘোড়সওয়াররা ইতি উতি ঘুরে বেড়াচ্ছে, ধোঁয়া ওঠা ধ্বংস স্তূপ থেকে কাউকে পালিয়ে যেতে দেখলেই লম্বা চাবুক ছুড়ে মারছে তাদের দিকে। ওগোর খালাসার এর নারী এবং শিশুরা পরাজিত হলেও চেহারায়, চাপা গর্বের ছাপ; তারা এখন ক্রীতদাস কিন্তু এ নিয়ে তাদের মনে যেন কোনো ভয় নেই। ওদের জন্য মায়া লাগছে ডেনেরিসের। সে ভয় এবং আতঙ্ক কী জিনিস জানে। মায়েরা লাশের মতো চেহারা নিয়ে হোঁচট খেতে খেতে এগোচ্ছে, সঙ্গে তাদের ক্রন্দনরত শিশুরা। তাদের সঙ্গে পুরুষদের সংখ্যা খুবই কম। আছে শুধু খোঁড়া, ভীরু আর দাদুর বয়সী মানুষজন।

স্যর জোরাহ বলেছেন এ দেশের মানুষজন তাদেরকে হাজারিন বলে পরিচয় দেয়। তবে ডোথ্রাকিরা বলে *হায়েশ রাখি* বা ভেড়া মানব। ডেনি এদের চোখ আর তামাটে গায়ের রঙ দেখে ভেবেছিল এরাও বুঝি ডোথ্রাকি। তবে এখন এদেরকে অচেনা লাগছে। চৌকোনা মুখ, মাথায় অস্বাভাবিক খাটো চুল। তারা ভেড়ার চামড়ার জামাকাপড় পরে এবং সব্জি খায়। খাল ড্রোগো বলেছে এরা দক্ষিণের নদীর বাঁকের মানুষ।

ডেনি দেখল একটা ছেলে দৌড় দিয়েছে নদী লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে এক ঘোড়সওয়ার তাকে ধরে ফেলল। অন্যরা চাবুকে চাবুকে তার মুখ রক্তাক্ত করে তুলল। একজন এসে ছেলেটির পাছায় এমন বেত মারতে লাগল যে মাংস কেটে ঝরঝর ধারায় রক্ত পড়তে লাগল। আরেকজন তার গোড়ালিতে চাবুক পেঁচিয়ে টান মারতেই ছেলেটি হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে। ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিচ্ছে, ঘোড়সওয়াররা তাদের খেলার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে তীর মেরে ছেলেটির পিঠ এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল।

স্যর জোরাহ চলে এলেন ডেনেরিসের কাছে, ভাঙা ফটকের ধারে। 'আপনার লর্ড স্বামী শহরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

' ড্রোগোর কোনো ক্ষতি হয়নি তো?'

'সামান্য চোট পেয়েছেন,' জবাব দিলেন স্যর জোরাহ। 'ঘাবড়ানোর কিছু নেই। তিনি আজ দুই *খাল*কে জবাই করেছেন। প্রথমে খাল ওগো, তারপর তার ছেলে ফোগোকে।'

BanglaBook.org

খাল ওগো এবং তার ছেলে ফোগোকে দ্রোগোর সঙ্গে উঁচু বেঞ্চিতে বসতে দেখেছিল ডেনেরিস সেই ভোজের রাতে। ভাইস ডোথ্রাকে, মাদার অব মাউন্টেস পাহাড়ের নিচে। ওইদিন সকল গোত্রের লোক ভাই ভাইয়ের মতো আচরণ করেছিল, কেউ কারও সঙ্গে বিবাদ করেনি। কিন্তু এখানে ছিল অবস্থা ভিন্ন। ওগো'র *খালাসার* শহরে হামলা চালাচ্ছিল, ওই সময় খাল দ্রোগো তার ওপর চড়াও হয়।

রাস্তার ধারে ডেনির বয়সী একটি মেয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছিল। তাকে এক রাইডার লাশের স্তূপের ওপর ফেলে দিয়ে ওখানেই উপগত হয়েছে। অন্যান্য ঘোড়সওয়াররা তাদের ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়িয়ে আছে নিজেদের সুযোগ আসার জন্য। ভেড়া মানবদেরকে ধর্ষণ করা তাদের মুক্তি হিসেবে মনে করে ডোথ্রাকিরা।

আমি ড্রাগনের রক্ত, মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে নিজেকে মনে করিয়ে দিল ডেনেরিস টারগারিয়ান। সে *ঠোঁটে ঠোঁটে* চেপে, মনটাকে শক্ত করে ফটকের দিকে এগোল।

'ওগো'র বেশিরভাগ ঘোড়সওয়ার পালিয়েছে,' বলছিলেন স্যর জোরাহ, 'তবে এখনো বন্দি হিসেবে আছে কমপক্ষে দশ হাজার।'

ক্রীতদাস ভাবল ডেনেরিস। খাল দ্রোগো ওদেরকে স্লেভারস বে'র কোনো শহরে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। ওর কাঁদতে ইচ্ছা করল, কিন্তু নিজেকে মনে করিয়ে দিল ওকে শক্ত থাকতে হবে। *এটি যুদ্ধ। এ হলো লৌহ সিংহাসনের মাশুল*।

'শুনলাম খাল মিরিন এ যাবেন,' বললেন স্যর জোরাহ। 'ওখানে তিনি ক্রীতদাসদের জন্য ভাল দাম পাবেন। ইলিরিও লিখেছেন গত বছর ওখানে মহামারী হয়েছিল তাই পতিতালয়গুলো স্বাস্থ্যবতী কিশোরী মেয়েগুলোর জন্য দ্বিগুণ দাম দিচ্ছে এবং দশ বছরের নিচের ছেলেদের জন্য তিনগুণ। যদি যাত্রায় অনেক বাচ্চা টিকে যায়, তাহলে এদেরকে বিক্রি করে দিয়ে আমরা জাহাজ কেনার মতো প্রচুর স্বর্ণ পাব।'

ওদের পেছনে ধর্ষণের শিকার মেয়েটা আকাশ বাতাস ফাটিয়ে চিৎকার দিল, তার আর্তনাদ ক্রমে গোঙানিতে পরিণত হলো এবং তা চলতেই থাকল। লাগামে মুষ্ঠিবদ্ধ হলো ডেনির হাত, সে তার ঘোড়ার মাথাটা ঘুরিয়ে ফেলল। 'ওদেরকে থামতে বলুন,' আদেশ করল স্যর জোরাহকে।

BanglaBook.org

'*খালিসি!*' বিস্মিত দেখাল স্যর জোরাহকে।

'আমার কথা আপনি শুনেছেন,' বলল ও। 'ওদেরকে থামান।' সে তার *খা*-দেরকে কর্কশ ডোথ্রাকি ভাষায় বলল, ' ঝোগো, কোয়ারো, তোমরা স্যর জোরাহর সঙ্গে যাও। আমি কোনো ধর্ষণ চাই না।'

যোদ্ধারা পরস্পরের সঙ্গে বিহ্বল দৃষ্টি বিনিময় করল।

জোরাহ মরমন্ট তাঁর ঘোড়া নিয়ে এলেন কাছে। 'রাজকুমারী,' বললেন তিনি। 'আপনার মন নরম তাই ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। এরকমটি সবসময় হয়ে এসেছে। ওই লোকগুলো *খাল* এর জন্য রক্ত দিয়েছে। এখন তাদের পুরস্কার চাইছে।'

রাস্তার ওপাশে মেয়েটি এখনো কাঁদছে। প্রথম লোকটার কাজ শেষ, এখন দ্বিতীয়জন তার জায়গা নিল।

'ও ভেড়া মেয়ে,' ডোথ্রাকিতে বলল কোয়ারো। 'ওর কোনো মূল্য নেই, *খালিসি*। ঘোড়সওয়াররা তাকে সম্মান করছে। ভেড়া মানবরা ভেড়াদের সঙ্গে শোয়, সবাই জানে।'

'সবাই জানে,' প্রতিধ্বনি তুলল পরিচারিকা ইরি।

'সবাই জানে,' সায় দিল ঝোগো, সে দ্রোগোর দেয়া ধূসর স্ট্যালিয়নে সওয়ার। 'ওর চিৎকার শুনতে যদি আপনার খারাপ লাগে, *খালিসি*, ঝোগো ওর জিভ কেটে এনে আপনাকে দেবে।' সে তার *আরাখ* বের করল।

'আমি চাই না মেয়েটির কোনো ক্ষতি হোক,' বলল ডেনি। 'আমি ওকে দাবি করছি। আমি যে আদেশ দিলাম সেভাবে কাজ করো নতুবা খাল দ্রোগোর কানে কিন্তু যাবে কথাটা।'

'জি, খালিসি,' প্রত্যুত্তরে বলল ঝোগো। ঘোড়ার পেটে লাথি মারল। কোয়ারো এবং অন্যরা তাকে অনুসরণ করল। তাদের চুলে বাঁধা ঘন্টা শব্দ করছে টুংটাং।

'ওদের সঙ্গে যান,' স্যর জোরাহকে হুকুম দিল ডেনি।

'যথা আজ্ঞা,' অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন জোরাহ। 'আপনি সত্যি আপনার ভাইয়ের বোন।'

'ভিসেরিস?' এ কথার ঠিক মানে বুঝল না ডেনি।

BanglaBook.org

'না,' জবাব দিলেন স্যর জোরাহ। ' রেগার,' তিনি ঘোড়া নিয়ে চলে গেলেন।

ডেনি শুনল ঝোগো চেঁচিয়ে ওদেরকে মানা করছে। কিন্তু লোকগুলো তার কথায় কান দিল না। হো হো করে হাসল। একজন ঝোগোকে একটা গালি দিতেই ঝোগোর হাতের আরাখ ঝলসে উঠল। লোকটার মাথা কেটে ঝুলতে লাগল কাঁধের ওপর। হাসি মুহূর্তে পরিণত অভিশাপ এবং গালি বর্ষণে। ঘোড়সওয়াররা যে যার অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল। কিন্তু ততক্ষণে কোয়ারো, আগ্গো এবং রাখারো তাদের কাছে পৌঁছে গেছে। ডেনেরিস দেখল আগ্গো তার দিকে হাত তুলে ইঙ্গিত করছে। রাইডাররা শীতল কালো চোখে দেখল ডেনেরিসকে। একজন থুতু ছিটাল। অন্যরা ঘোড়া নিয়ে বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল।

যে লোকটা তখনো মেয়েটিকে ধর্ষণের আনন্দে মশগুল হয়ে বিশ্বচরাচর ভুলে আছে, তার কাছে গিয়ে স্যর জোরাহ ঘোড়া থেকে নামলেন এবং ধাক্কা মেরে তাকে ফেলে দিলেন মাটিতে। লোকটা তার ছুরির দিকে হাত বাড়িয়েছিল কিন্তু আগ্গোর তীর ঢুকে গেল তার গলায়। লাশের স্তূপের ওপর থেকে মেয়েটিকে তুলে নিয়ে নিজের রক্তমাখা আলখাল্লা দিয়ে ঢেকে দিলেন নগ্ন গা। তাকে নিয়ে চলে এলেন ডেনির কাছে। 'ওকে নিয়ে কী করবেন?'

ভয়ে থরথর করে কাঁপছে মেয়েটি। বিস্ফারিত চোখ। চুলে রক্ত লেগে আছে। ' ডোরিয়া, দ্যাখো তো ওর কোথায় কোথায় লেগেছে। তুমি ঘোড়সওয়ার নও কাজেই ও তোমাকে ভয় পাবে না। বাকিরা আমার সঙ্গে এসো।' সে রূপাকে নিয়ে ভাঙা ফটকের ভেতর দিয়ে এগোল।

শহরের ভেতরকার অবস্থা আরও খারাপ। অনেক বাড়িঘরে আগুন জ্বলছে, *জাক্কারানরা* তাদের ভয়ঙ্কর কাণ্ডগুলো সমাধা করে গেছে। মুণ্ডহীন লাশে ভর্তি সরু, চিপাগলিগুলো। ওরা যাত্রাপথে অন্যান্য মহিলাদেরকে ধর্ষণের শিকার হতে দেখল। প্রতিবারই ডেনি তার *খা*দেরকে পাঠাল বাধা দিতে, দাবি করল ধর্ষিতারা তারা ক্রীতদাসী বলে। এদের মধ্যে একজন, মোটা মতো, থ্যাবড়া নাকের, বছর চল্লিশের এক মহিলা সাধারণ ভাষায় ডেনিকে আশীর্বাদ করল। তবে অন্যরা শুধু শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল

BanglaBook.org

ডেনেরিসকে। ডেনেরিসকে তারা সন্দেহের চোখে দেখছে, ব্যথিত হৃদয়ে আবিস্কার করল ও।

'তুমি সবাইকে দাবি করতে পারবে না, মেয়ে,' স্যর জোরাহ বললেন ওকে যখন চতুর্থবারের জন্য ওরা থেমে দাঁড়াল। *খা*-এর যোদ্ধারা নতুন ক্রীতদাসী নিয়ে এল ওর কাছে।

'আমি *খালিসি*, সপ্তরাজ্যের উত্তরাধিকারী, ড্রাগনের রক্ত আমার শরীরে,' তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল ডেনেরিস। 'আমি কী করতে পারব না পারব তা আমাকে বলতে আসবেন না।'

শহর ধরে এগোতে দেখা গেল আগুনে ভস্মীভূত একটি ভবন হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়েছে। দূর থেকে চিৎকার আর শিশুদের ভয়ার্ত আর্তনাদ শুনতে পেল ডেনি।

BanglaBook.org

একান্ন

খাল ড্রোগোকে পাওয়া গেল পুরু দেয়ালের, জানালাবিহীন এক মন্দিরে বসে আছে। মন্দিরটার গম্বুজ বাদামী প্রকাণ্ড পেঁয়াজের মতো দেখতে। তার পাশে অসংখ্য কাটা মুণ্ডু উঁচু করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। উচ্চতায় তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। ভেড়া মানবদের ছোড়া তীর বিদ্ধ হয়েছে ড্রোগোর হাতের ওপরে। বাম বুক ভেসে যাচ্ছে রক্তে। তার সঙ্গে রয়েছে তার তিন ব্লাড রাইডার।

ডেনিকে ঘোড়ার থেকে নামতে সাহায্য করল ঝিকি। পেট ক্রমাগত বড় হচেছ বলে চলাফেরায় ডেনির মন্থরগতি চলে এসেছিল। ওর খালের সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসল। 'আমার সূর্য-তারা আহত হয়েছে।' আরাখের কোপটা ছিল গভীর এবং অনেকখানি জায়গা জুড়ে। তার বাম স্তন কাটা পড়েছে, ভেজা কম্বলের মতো মাংসের ফালি ঝুলে আছে বুকের ওপর।

'এটা সামান্য একটা আঁচড়মাত্র আমার জীবনের চন্দ্র,' সাধারণ ভাষায় বলল খাল ড্রোগো। 'খাল ওগোর এক ব্লাড রাইডারের আরাখের আঘাতে কেটে গেছে। তবে আমি তাকে হত্যা করেছি এবং ওগোকেও।' মাথা ঘোরাল সে, চুলে বাঁধা ঘন্টাগুলো বেজে উঠল মৃদু টুংটাং শব্দে। 'ওগো এবং ফোগো দুজনকেই আমি জবাই করেছি।'

'আমার জীবনের সূর্যের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে না,' বলল ডেনি। ' যে পৃথিবী দাপিয়ে বেড়ানো সন্তানের পিতা।'

অশ্বারোহী এক যোদ্ধা এসে চট করে নেমে পড়ল তার স্যাডল থেকে। হাগ্নোকে দ্রুত এবং রাগান্বিত কণ্ঠে কী যেন বলল যার একবর্ণও

Banglabook.org

বুঝতে পারল না ডেনেরিস। বিশালদেহী ব্লাডরাইডার তার খালের দিকে তাকানোর আগে কটমটে চাউনি দিল ডেনিকে।

এ হলো মাগো, কো জাকো-*খা* এর লোক। সে অভিযোগ করল খালিসি তার ভাগ কেড়ে নিয়েছে। সে ভেড়া মানবদের এক মেয়ের ওপর উপগত হয়েছিল। তাকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়।

খাল ড্রোগোর অবয়ব কঠোর এবং স্থির, তবে কালো চোখ জোড়ায় কৌতূহল। 'আমাকে আসল কথাটা খুলে বলো, আমার জীবনের চাঁদ,' ডোথ্রাকি ভাষায় হুকুম দিল সে।

ডেনি ডোথ্রাকি ভাষায় বলর সে কী করেছে যাতে খাল ওর কথা ভালভাবে বুঝতে পারে।

তার কথা শেষ হলে ড্রোগোর কপালে ভাঁজ পড়ল। 'কিন্তু এটাই যুদ্ধের নীতি। ওই মহিলারা এখন ক্রীতদাস। আমরা ওদেরকে নিয়ে যা খুশি করতে পারি।'

'আমি ওদেরকে রক্ষা করে আনন্দ পেয়েছি,' বলল ডেনি, ভাবল খুব বেশি বলে ফেলল কিনা আবার। 'তোমার যোদ্ধারা যদি ওদের ওপর উপগত হতেই চায় তাহলে ভদ্রভাবে কাজটা করুক এবং তাদেরকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করুক। ওদেরকে খালাসারে জায়গা দাও এবং তোমাদের সন্তানদের মা হতে দাও।'

ব্লাডরাইডারদের মধ্যে সবচেয়ে নির্দয় ও নিষ্ঠুর হচ্ছে কোথো। সে হেসে উঠল। ' ঘোড়া কি ভেড়ার সঙ্গে মিলিত হতে পারে?'

লোকটার গলার স্বরে ভিসেরিসের ধাঁচ টের পেল ডেনেরিস। সে রেগে গিয়ে ঘুরল কোথোর দিকে। 'ড্রাগন ঘোড়া এবং ভেড়া দুটোই খেয়ে ফেলে।'

হাসল খাল ড্রোগো। ' দেখলে দিন দিন কেমন তেজি হয়ে উঠছে ও! ওর শরীরের ভেতরে আমার ছেলে বেড়ে উঠছে যে স্ট্যালিয়ন একদিন দাপিয়ে বেড়াবে পৃথিবী, সে-ই ওর ভেতরে সৃষ্টি করছে আগুন।' সে কোথোকে একটা ধমক দিয়ে মাগোকে বলল, ' তোমার জিভটা সামলে রাখো। উপগত হওয়ার জন্য অন্য কোনো নারী খুঁজে নাও। এরা আমার *খালিসির জিনিস*।'

ডেনেরিসের দিকে হাত বাড়িয়েছিল ড্রোগো, ব্যথায় কাতরে উঠল।

BanglaBook.org

ডেনি বুঝতে পারল তার চন্দ্র তারা মারাত্মক আহত হয়েছে নইলে সামান্য ব্যথায় আর্তনাদ করা তার স্বভাবে নেই। সে চিকিৎসক নিয়ে আসার হুকুম দিল। খালাসারে দুই ধরনের চিকিৎসক আছে মহিলা চিকিৎসকরা ঝাঁড়ফুক করে, মলম লাগায় আর খোজা ক্রীতদাসরা চিকিৎসার জন্য ছুরি, সুই, আগুন ইত্যাদি ব্যবহার করে। তবে এ মুহূর্তে এদের কাউকেই পাওয়া গেল না। দ্রোগো তাদেরকে তার আহত লোকদের সেবা শুশ্রুষা করতে পাঠিয়েছে।

'অনেক অশ্বারোহী আহত হয়েছে,' বলল দ্রোগো। 'আগে ওদের চিকিৎসা করা জরুরি। আমার গায়ে তীরের আঘাত মাছির কামড়ের বেশি কিছু নয়।'

কিন্তু ডেনেরিসের কাছে দ্রোগোর ক্ষত মোটেই মাছির কামড়ের মতো সামান্য মনে হলো না। যে তীরটা তার বাহু বিদ্ধ করেছে তার ডগা থেকে ঝরছে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত।

'সিলভার লেডি,' ডেনেরিসের পেছন থেকে বলে উঠল একটি কণ্ঠ। 'আমি মহান অশ্বারোহীর চিকিৎসায় সাহায্য করতে পারব।'

মাথা ঘোরাল ডেনেরিস। এ সেই থ্যাবড়া নাকের মহিলা ক্রীতদাসদের একজন যে ওকে আশীর্বাদ করেছিল।

' যেসব মহিলা ভেড়ার সঙ্গে শোয় তাদের সাহায্যের প্রয়োজন নেই খালের,' ঘাউ করে উঠল কোথো। 'আগ্নো, ওর জিভটা কেটে ফ্যালো।'

আগ্নো মহিলার চুলের মুঠি চেপে ধরে গলায় ছুরি ঠেকাল।

একটা হাত তুলল ডেনি। 'না। ও আমার। ওকে কথা বলতে দাও।'

আগ্নো কোথোর দিকে তাকাল। নামিয়ে নিল ছুরি।

'আমি কোনো ক্ষতি করব না, ক্রুদ্ধ অশ্বারোহীগণ,' ডোথ্রাকি ভাষায় ভালোই দখল আছে মহিলার। তার পরনের নকশা করা কাপড়টি এক সময় হয়তো খুব সুন্দর ছিল, তবে এখন তাতে কাদা এবং রক্ত লেগে রয়েছে, ছিড়েও গেছে।

'আমি কিছু চিকিৎসা জানি।'

' কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল ডেনি।

'আমার নাম মিরি মায দুর। আমি এ মন্দিরের দেবপত্নী।'

BanglaBook.org

'*মেইগি*,' ঘোঁতঘোঁত করল হাগ্গো, হাত চলে গেছে আরাখে। মেইগি কথার অর্থ জানে ডেনি। ঝিকি এক রাতে এদের গা হিম করা গল্প বলেছিল ওকে। মেইগি মানে ডাইনি। তারা দানবদের সঙ্গে শোয় এবং ভয়ানক সব কালা জাদুর চর্চা করে।

'আমি একজন চিকিৎসক,' বলর মিরি মায দুর।

'ভেড়াদের চিকিৎসক,' নাক সিঁটকাল কোথো। 'আমার রক্তের রক্ত, আমি বলছি এই মেইগিকে হত্যা করুন এবং আমাদের চিকিৎসকরা ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।'

ব্লাড রাইডারের রাগ গায়ে মাখল না ডেনি। মোটাসোটা এই মহিলাকে তার মোটেই মেইগি বলে মনে হচ্ছে না। 'তুমি কোথায় চিকিৎসা করতে শিখেছ মিরি মায দুর?'

'আমার আগে আমার মা ছিল দেবপত্নী। মহান মেষপালককে খুশি করার সমস্ত তন্ত্রমন্ত্র সে আমাকে শিখিয়ে গেছে। ছোটবেলায় আমি যখন ক্যারাভানে চড়ে আশহাই গিয়েছিলাম তখন আরও জাদু শিখেছি। নানান দেশ থেকে জাহাজ আসত আশহাইতে। জোগোস নাই-এর এক মুন সিঙ্গার আমাকে ঘাস, ভুট্টা আর ঘোড়ার জাদু শিখিয়েছেন, সানসেট ল্যান্ড থেকে আসা একজন মায়েস্টার আমার জন্য একটি লাশ কেটে চামড়ার নীচে যে সব রহস্য আছে তা সব উন্মোচন করেছেন।'

স্যর জোরাহ মরমন্ট বলে উঠলেন, 'মায়েস্টার?'

'মারউইন তাঁর নাম,' সাধারণ ভাষায় জবাব দিল মহিলা। 'সাগর থেকে এসেছিলেন তিনি। সাগরের ওপারে। সেভেন ল্যান্ডস তার নাম। সানসেট ল্যান্ড। যেখানে লোহা আর ড্রাগনরা দেশ শাসন করে। তিনি আমাকে এ ভাষাটা শিখিয়েছেন।'

'আশহাইয়ের মায়েস্টার,' আগ্রহী হয়ে উঠলেন স্যর জোরাহ। 'আমাকে বলো তো দেবপত্নী, এই মারউইন গলায় কী পরতেন?

'শক্ত শিকল, এত শক্ত যেন তার দম বন্ধ হয়ে যাবে। আয়রন লর্ড। অনেকগুলো ধাতব জড়ানো শিকল।'

ডেনির দিকে তাকালেন নাইট। সিটাডেল অব ওল্ড টাউনে ট্রেনিং প্রাপ্ত মানুষই এরকম শিকল গলায় দেয়।' বললেন তিনি। 'আর এরকম মানুষ রোগ নিরাময়ের অনেক কায়দা জানুন জানেন।'

BanglaBook.org

'তুমি কেন আমার খালকে সাহায্য করতে চাইছ?'

'সকল পুরুষ একটি ঝাঁকে বাঁধা, আমাদেরকে তাই শেখানো হয়েছে।' জবাব দিল মিরি মায দুর। 'মহান মেষপালক আমাকে পৃথিবীকে পাঠিয়েছেন তাঁর ভেড়াদের নিরাময় করার জন্য, যখন আমি সুযোগ পাব কাজটা যেন করি।'

কোথো মহিলার গালে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল। 'আমরা কোনো ভেড়া নই, মেইগি।'

' থামো,' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল ডেনি। ' ও আমার। আমি ওর কোনো ক্ষতি হতে দেব না।'

ঘোঁতঘোঁত করল খাল দ্রোগো। 'তীরটা বের করতে হবে, কোথো।'

'হ্যাঁ, মহান অশ্বারোহী,' নিজের ক্ষত বিক্ষত মুখে হাত বুলাল মির মায দুর। 'আপনার ক্ষত ধুয়ে সেলাই করতে হবে যাতে পচন না ধরে।'

'তাহলো করো,' হুকুম দিল খাল দ্রোগো।

'মহান অশ্বারোহী,' বলল মহিলা। 'আমার চিকিৎসার সরঞ্জাম এবং ঔষধপত্র সব দেবতার ঘরে আছে, ওখানে গেলে চিকিৎসা খুব ভাল হবে।'

'আমি আপনাকে বহন করে নিয়ে যাব, রক্তের রক্ত,' বলল হাগ্গো।

হাত নেড়ে তাকে মানা করল খাল দ্রোগো। 'আমার কোনো পুরুষ মানুষের সাহায্যের দরকার নেই।' তার কণ্ঠে অহংকার। কারও সাহায্য ছাড়াই সে উঠে দাঁড়াল এবং লম্বায় সবাইকে ছাড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ক্ষত থেকে গলগল করে বেরিয়ে এল রক্ত যেখানে ওগো'র *আরাখ* তার বাম স্তন কেটে নিয়েছে। ডেনি চট করে স্বামীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। 'আমি কোনো পুরুষ মানুষ নই,' ফিসফিস করল সে। 'আমার গায়ে হেলান দাও।'

দ্রোগো তার বিশাল হাত রাখল ডেনির কাঁধে। ডেনি ওকে ধরে মাটির বিশাল মন্দিরের দিকে এগোল। ওদেরকে অনুসরণ করল তিন ব্লাডরাইডার। ডেনি স্যর মরমন্ট এবং তার *খা* এর যোদ্ধাদের আদেশ দিল প্রবেশ পথ পাহারা দেয়ার জন্য যাতে মন্দিরের ভেতরে ওরা থাকার সময় কেউ ভেতরে ঢুকতে না পারে।

বায়ান্ন

ওরা কয়েকটা ছোট ছোট কামরা পার হওয়ার পরে গম্বুজের নিচে, বিশাল এক কক্ষে প্রবেশ করল। মাথার ওপরের লুকানো জানালা থেকে আবছা আলো আসছে। দেয়ালের কুলুঙ্গিতে রাখা খান কয়েক মশাল আলো এবং ধোঁয়া ছড়াচ্ছে।

'ওই যে ওখানে,' বেদির দিকে আঙুল তুলে দেখাল মিরি মায দুর। প্রকাণ্ড বেদিটি নীল পাথরে তৈরি, গায়ে মেষপালক এবং মেষের পালের ছবি আঁকা। খাল দ্রোগো ওটার ওপর গিয়ে শুয়ে পড়ল। পৌঢ়া একটা কড়াইতে কিছু শুকনো পাতা ছুড়ে দিল। ঘর ভরে গেল সুগন্ধে। ' তোমরা বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো,' বাকিদেরকে বলল সে।

'আমরা রক্তের রক্ত,' বলল কোহোলো। 'আমরা এখানেই থাকছি।'

কোথো মিরি মায দুরের সামনে এসে দাঁড়াল। 'সাবধান ভেড়া দেবতার স্ত্রী। খালের কোনো ক্ষতি হলে তোমার কিন্তু রক্ষা নেই।' সে ছুরি থেকে বের করে দেখাল।

' ও কোনো ক্ষতি করবে না,' থ্যাবড়া নাকের সাদামাটা চেহারার মহিলার ওপর কেন জানি বিশ্বাস এসে গেছে ডেনির।

'যদি থাকোই তাহলে আমাকে একটু সাহায্য করো,' ব্লাডরাইডারদেরকে বলল মিরি। 'মহান অশ্বারোহীকে আমি একা সামলাতে পারব না। আমি তাঁর মাংস থেকে তীর ছুটিয়ে নেয়ার সময় তাঁকে শক্ত করে ধরে রাখবে।' বলে একটা সিন্দুক খুলে নিজের বোতল বাক্স আর ছুরি এবং সুই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

BanglaBook.org

তারপর লাজারিন ভাষায় গানের সুরে মন্ত্র পড়তে লাগল। কড়াইতে মদ গরম করল মায দুর। গরম মদ ঢেলে দিল ড্রোগোর ক্ষতে। ব্যথায় চিৎকার দিল ড্রোগো। তবে নড়াচড়া করল না। মহিলা তীরের চারপাশে ভেজা পাতা দিয়ে প্লাস্টার করে বুকের ক্ষতে নজর দিল। বুকের ছেঁড়া, ঝুলে থাকা চামড়া লাগিয়ে দেয়ার আগে ফ্যাকাসে সবুজ রঙের একটা পেস্ট মেখে দিল ক্ষতস্থানে। দাঁতে দাঁত চেপে চিৎকারটা ঠেকাল ড্রোগো। মায দুর রূপার সুই এবং সিল্কের সুতো দিয়ে কাটা জায়গাটা সেলাই করতে লাগল। সেলাই শেষ হলে ওখানে লাল মলম লাগিয়ে দিল, আরও পাতা দিয়ে ঢাকল ক্ষত এবং ভেড়ার চামড়ার একটা টুকরো দিয়ে বাঁধল বাম বুক।

'আমি আপনাকে যে প্রার্থনা শিখিয়ে দেব তা বলবেন এবং ভেড়ার চামড়ার এ ব্যান্ডেজ দশ দিন দশ রাতের আগে খুলবেন না।' বলল সে। 'আপনার জ্বর আসতে পারে, চুলকাতে পারে জায়গাটা। রোগ নিরাময় হলে ওখানে বড়সড় একটা দাগ পড়ে যাবে।'

উঠে বসল খাল ড্রোগো।

'আপনি মদ খাবেন না কিংবা পপির দুধ পান করবেন না।' তাকে সাবধান করে দিল মহিলা। 'অনেক যন্ত্রণা হবে শরীরে তবে বিষ অপদেবতাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে আপনার শরীর সবল রাখা চাই।'

'আমি খাল,' বলল ড্রোগো, 'আমি ব্যথাকে থুতু দিই এবং যা মন চায় তাই পান করি। কোহোলো, আমার জামা নিয়ে এসো।' তার সাগরেদ আদেশ মানতে দ্রুত চলে গেল।

বেদি থেকে লাফিয়ে নামল ড্রোগো। ডেনিকে বলল, 'এসো, আমার রক্ত। স্ট্যালিয়ন ডাকছে। এখন যাবার সময় হলো।'

হাগ্গো তার খালের সঙ্গে বেরিয়ে গেল মন্দির থেকে। তবে কোথো বেরুবার আগে অনেকক্ষণ অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মিরি মায দুরের দিকে। 'মনে রেখো, মেইগি, খালের যদি কিছু হয়, তোমার রক্ষা নেই।'

'আপনি যা বলেন, অশ্বারোহী।' বোতল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি গোছাতে গোছাতে প্রত্যুত্তরে বলল মহিলা। 'মহান মেষপালক পালকে পাহারা দিয়ে রাখেন।'

BanglaBook.org

টিরিয়ন

তেপান্ন

কিংসরোডের পাশে একটা পাহাড়ের ওপর এলম গাছের নিচে সোনালি কাপড়ে ঢাকা পাইন কাঠের টেবিল ফেলা হয়েছে । ওখানে নিজের তাঁবুর পাশে বসে লর্ড টাইউইন তাঁর প্রধান নাইট আর অনুগত লর্ডদের নিয়ে রাতের খাবার খাচ্ছেন। একটা বিশাল দণ্ড থেকে গর্বভরে উড়ছে লাল আর সোনালি রঙে খচিত ল্যানিস্টার পরিবারের প্রতীকওয়ালা পতাকা।

রাঁধুনীরা টেবিলে মাংস পরিবেশন করছে সেঁকা আর খাস্তা চামড়াওয়ালা পাঁচটা কমবয়সী শূকরের ঝলসানো মাংস, প্রত্যেকটার মুখে আলাদা আলাদা ফল গুঁজে দেয়া । গন্ধটা জিহ্বায় পানি এনে দিল টিরিয়নের। 'ক্ষমা করবেন,' চাচার পাশে বেঞ্চে বসতে বসতে কথাটা বলল সে পৌঁছাতে দেরি করেছে বলে।

'আমার উচিত তোমাকে আমাদের সৈন্যদের লাশ কবর দেয়ার দায়িত্ব দেয়া,' বললেন লর্ড টাইউইন। 'খাবার টেবিলে যেমন দেরি করে আসো, যুদ্ধের ময়দানে তেমন দেরি করলে তুমি আসার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে।'

'তুমি ইচ্ছা করলে আমার জন্য দুই-চারজন শত্রু রেখে দিতে পারো, বাবা,' বলল টিরিয়ন। 'অত বেশি লোক লাগবে না। আমি অত লোভীও না।' পেয়ালা ভরে ওয়াইন নিল সে, দেখল খাবার পরিবেশনকারী

BanglaBook.org

লোকটা শূকরের মাংস ছাড়াতে শুরু করেছে। মচমচে চামড়া তার ছুরির নিচে চড়চড় আওয়াজ করছে, মাংসের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে গরম রস। টিরিয়নের মনে হলো দীর্ঘদিন এত সুন্দর দৃশ্য সে দেখেনি।

'স্যর অ্যাডামের অনুচররা খবর পাঠিয়েছে স্টার্কদের সেনাবাহিনী টুইনস থেকে দক্ষিণ দিকে রওনা হয়েছে,' থালায় শূকরের মাংসের ফালি বেড়ে দেয়ার সময় ওর বাবা বললেন। 'লর্ড ফ্রের সৈন্যরাও তার সাথে যোগ দিয়েছে। ওরা আমাদের থেকে একদিনের বেশি দূরত্বে নেই।'

'এক মিনিট, বাবা,' বলল টিরিয়ন । 'মাত্র খাওয়া শুরু করলাম।'

'স্টার্ক ছোকরার মুখোমুখি হবার চিন্তায় কি তোমার পুরুষত্ব হঠাৎ দুর্বল হয়ে পড়ল, টিরিয়ন? তোমার ভাই জেমি খবরটা পাবার সাথে সাথে তার মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেত।'

'আমি বরং দ্রুত এই শূকরটার মোকাবিলা করি। রব স্টার্ক এই শূকরটার মতো নরম-সরম না, আর তার গায়ের গন্ধও এর মতো এত ভালো না।'

তবে টিরিয়নের খাওয়াটা জমল না তার বাবা এবং চাচা স্যর কেভিনের অনবরত সমালোচনায়।

সে শূকরের আরেক টুকরো মাংসে কামড় দিল, কিছুক্ষণ চিবিয়ে রাগের চোটে সেটা মুখ থেকে থু করে ফেলে দিল। 'আমার আর খিদে নেই,' বলে বেঞ্চ থেকে নেমে পড়ল। 'ক্ষমা করবেন, মাই লর্ডস।'

টিরিয়র ঘুরে দাঁড়িয়ে জোরে হাঁটা দিল। সন্দেহ নেই পেছনের টেবিলে বসে থাকা লোকগুলোর চোখ তার পাহাড় থেকে নেমে যাওয়া তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। ওখান থেকে উচ্চকিত হাসির শব্দ ভেসে এলো, কিন্তু সে ফিরে তাকাল না। অভিসম্পাত দিল ওদের গলায় যেন শূকরের মাংস আটকে যায়।

সন্ধ্যা নেমেছে প্রকৃতিতে, নিশানগুলো সব কালো দেখাচ্ছে। নদী আর কিংরোডের মাঝে বিশাল জায়গা জুড়ে শিবিরের স্থাপনা । ডজনেরও বেশি বিশাল তাঁবু আর রান্না করার স্থান পার হয়ে এলো সে।

তাঁবুর মাঝ দিয়ে জোনাকিরা উড়ে বেড়াচ্ছে ভ্রমণরত তারাদের মতো। মসলাদার এবং সুগন্ধি রসুন সসেজের ঘ্রাণ নাকে টেনে আনলো বাতাস, আর তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে টিরিয়নের খালি পেট ডেকে উঠল ।

BanglaBook.org

দূরে কোথাও কে যেন হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে। কালো আলখাল্লায় মোড়া একটি মেয়ে হাসতে হাসতে তার পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল, তার পিছু নিয়েছিল যে মাতালটা সে গাছের শিকড়ে পা বেঁধে চিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

আরো সামনে এগুলে টিরিয়ন দেখতে পেল দুই বর্শাধারী সৈনিক বর্শাচালনার প্রশিক্ষণ ঝালিয়ে নিচ্ছে। তাদের উন্মুক্ত বুক ঘামে চকচকে ।

কেউ ওর দিকে ফিরে তাকাল না, কোনো কথাও বলল না। কারো কোনোরকম মনোযোগই কাড়তে পারল না সে। ওর চারপাশে তাঁবুর পর তাঁবু জুড়ে ল্যানিস্টার পরিবারের অনুগত মানুষ, প্রায় বিশ হাজার সৈনিকে সজ্জিত এক বিশাল সেনাবাহিনী, তবু সে একা।

প্রতিটি গোত্রই নিজেদের মতো করে রান্নার ব্যবস্থা করে নিয়েছে; ব্ল্যাক ইয়াররা স্টোন ক্রোজদের সাথে বসে খেতে চায় না, ক্রোজদের আবার মুন ব্রাদার্সদের সঙ্গে বসতে আপত্তি, আর গোত্রমানবদের কেউই বার্নমেনদের সাথে মিশতে চায় না।

লর্ড লেফোর্ডের গুদাম থেকে খোশামোদি করে আনা ভদ্রোচিত চেহারার একটা তাঁবু চারটা অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে বসানো হয়েছে। ওটার সামনে মদের চামড়ার মশক হাতে ব্রনকে তার নতুন চাকরের সাথে বসে থাকতে দেখল টিরিয়ন।

লর্ড টাইউইন একজন অশ্বপাল আর একজন চাকর পাঠিয়েছেন ওর জন্য এবং চাপাচাপি করে একটা স্কোয়ারও গছিয়ে দিয়েছেন তাকে। ওরা সবাই বসে আছে একটা অগ্নিকুণ্ড ঘিরে।

ওদের সাথে একটা মেয়েকেও বসে থাকতে দেখল টিরিয়ন। হালকা পাতলা গড়ন, কালো চুলের মেয়েটাকে দেখে মনে হয় না বয়স আঠারোর বেশি হবে। সে তীক্ষ্ণ চোখে মেয়েটাকে নিরীক্ষণ করল। ‘ তোমরা কী খেয়েছ?’

‘ট্রাউট, মি লর্ড,’ অশ্বপাল উত্তর দিল। ‘ব্রন ধরে এনেছিল।’

মেয়েটার দিকে মনোযোগ দিল টিরিয়ন। ‘এ-ই তাহলে সে?’ ব্রনকে জিজ্ঞেস করল।

লীলায়িত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা, নিজের পাঁচ ফুট বা তার একটু বেশি উচ্চতা থেকে টিরিয়নের দিকে নিচু হয়ে চাইল। ‘আমিই সেই,

BanglaBook.org

মি লর্ড, আর আপনি যদি চান তবে সে নিজের কথা নিজের মুখেই বলতে পারবে।'

টিরিয়ন একদিকে মাথাটা কাত করে চাইল উপরের দিকে। 'আমি টিরিয়ন, ল্যানিস্টার পরিবারের সদস্য। লোকে আমাকে ইম্প বলে ডাকে।'

'মা আমার নাম রেখেছে শেই। মানুষ আমাকে এই নামেই ডাকে... প্রায়ই।'

ব্রন জোরে হেসে উঠল, টিরিয়নও মৃদু হাসল। ' আপত্তি না থাকলে তাঁবুতে চলো, শেই, ।'

তাঁবুর প্রবেশপথের কাপড় সরিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল সে। ভেতরে ঢুকে একটা মোমবাতি ধরাল টিরিয়ন।

মোমবাতিটা হাতে নিয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল সে। ব্রন দারুণ কাজ দেখিয়েছে। চকিত হরিণীর মতো চোখের অধিকারী মেয়েটার হাসিটা কখনো লাজুক, কখনো উদ্ধত। টিরিয়নের বেশ লাগল। 'আমি কি কাপড় খুলে ফেলব, মি লর্ড?' সে জিজ্ঞেস করল।

'সময় হোক, তারপর। তুমি কি কুমারী, শেই?'

'আমি কুমারী হলে যদি আপনি খুশি হন তবে আমি কুমারী,' বলল সে।

' তোমার মুখে সত্য কথাটি শুনতে চাই, মেয়ে!'

'তবে তার জন্য আপনাকে দ্বিগুণ পয়সা দিতে হবে।'

টিরিয়ন বুঝতে পারছে এই মেয়ের সাথে ভালোই জমবে। 'আমি একজন ল্যানিস্টার, আমার কাছে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা আছে, আর আমি যথেষ্ট উদারও বটে... তবে আমি তোমার কাছ থেকে তোমার ওই দুই পায়ের মাঝে যা আছে তার থেকেও বেশি কিছু চাই; তবে দুই পায়ের ফাঁকের জিনিস তো চাইই। তুমি আমার তাঁবুতেই থাকবে, আমাকে মদ খাইয়ে দেবে, আমার কৌতুকে হেসে কুটিকুটি হবে, প্রতিদিনের দীর্ঘ যাত্রার পর আমার পা টিপে ব্যথা দূর করে দেবে... আর আমি তোমাকে এক দিন বা এক বছর যতদিনই রাখি না কেন, আমি যতদিন থাকব ততদিন অন্য কোনো পুরুষকে নিজের বিছানায় তুলতে পারবে না।'

'ভালো প্রস্তাব,' মেয়েটি তার গায়ের পোশাকের নিচের অংশ ধরে টেনে তুলল ওপরে, তারপর স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে পোশাকটা মাথার উপর দিয়ে

BanglaBook.org

বের এনে ছুঁড়ে ফেলে দিল পাশে। টিরিয়নের সামনে এখন পুরো নগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে শেই। 'লর্ড তার হাতের মোমবাতি না নেভালে কিন্তু আঙুল পুড়ে যাবে।'

টিরিয়ন মোমবাতি নিভিয়ে দিয়ে মেয়েটার হাত ধরে টানল। শেই তাকে চুমু খাবার জন্য ঝুঁকে এলো। মেয়েটার মুখের স্বাদ মধু আর লবঙ্গের মতো, আর তার সরু আঙুলগুলো টিরিয়নের পোশাকের ফিতাগুলো খুঁজে পেয়ে সেগুলো খুলতে আরম্ভ করল।

সবকিছু শেষ হবার পর মেয়েটা টিরিয়নের হাতের ভেতর ঘুমিয়ে পড়ল। টিরিয়ন উপলব্ধি করল মেয়েটাকে তার দরকার। মেয়েটাকে অথবা তার মতোই কাউকে। প্রায় এক বছর সে মেয়েদের সঙ্গ সুখ থেকে বঞ্চিত। রাজা রবার্ট আর তার ভাইয়ের সাথে উইন্টারফেলে যাবার পর থেকেই। সে আগামীকাল বা তার পরের দিন মারাও যেতে পারে, আর যদি ও মারা যায় তাহলে নিজের কবরে যাবার সময় শেইয়ের কথা ভাবতে চায়। ভাবতে চায় না তার বাবা, বা লাইসা অ্যারিন অথবা লেডি ক্যাটলিন স্টার্কের কথা।

পরে টিরিয়ন জেনেছে ব্রন মেয়েটিকে এক নাইটের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছে।

BanglaBook.org

চুয়ান্ন

ঘুমিয়ে পড়েছিল টিরিয়ন, অন্ধকারে জেগে উঠল রনভেরীর তুর্যনিনাদে । শেই তার কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছিল। 'মি লর্ড,' ফিসফিস করছিল সে। 'উঠে পড়ুন, মি লর্ড। আমার ভয় লাগছে।'

টালমাটাল অবস্থায় উঠে বসল সে। কম্বল ছুঁড়ে ফেলে দিল। রাতের আঁধার চিরে সমর শিঙ্গার আওয়াজ ভেসে আসছে। চতুর্দিক থেকে আসা মানুষের গলার চিৎকার, বর্শার ঝনঝনানি, ঘোড়ার হ্রেষারব শুনতে পেল সে, কিন্তু কেউ এখনো এসে কোনো যুদ্ধের খবর দেয়নি। 'আমার বাবার রনভেরী,' বলল টিরিয়ন। 'যুদ্ধের জন্য জড়ো হতে ডাকছে। আমি ভেবেছিলাম স্টার্করা এখনো এক দিনের যাত্রার দূরত্বে আছে।'

মাথা নাড়ল শেই। ভয় পেয়েছে। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে ।

ঘোঁৎঘোঁৎ করতে করতে উঠে দাঁড়াল টিরিয়ন। বাইরে গিয়ে তার স্কোয়ার পড্রিককে ডাকতে লাগল। বাইরে ফ্যাকাসে কুয়াশা রাতের অন্ধকারের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভূতের মতো। ভোরের আগের এই ঠান্ডার মধ্যে মানুষ আর ঘোড়া দুইজনেই পথ ভুল করে ফেলছিল; ঘোড়ার জিন বাঁধা হয়েছে ফিতা দিয়ে, মালসামানা ভর্তি করা হয়েছে, আগুন নিভিয়ে দেয়া হয়েছে।

রনভেরীর তুর্যনিনাদ ভেসে এলো আবার *জলদি, জলদি, জলদি*। হ্রেষারব করতে থাকা ঘোড়ার পিঠে নাইটরা চড়ে বসছে, সৈন্যরা দৌড়াতে

BanglaBook.org

দৌড়াতে তাদের তরবারি বেঁধে নিচ্ছে কোমরের সাথে। টিরিয়ন পডকে খুঁজে পেল। ছেলেটা মৃদু নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। সে পডের পাঁজরে পা দিয়ে জোরে গুঁতো মারল।

'আমার বর্ম,' বলল টিরিয়ন, 'যাও, জলদি নিয়ে এসো।'

কুয়াশার ভেতর থেকে এবার বর্ম আর অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে এলো ব্রন, মাথায় শোভা পাচ্ছে অধের্ক মুখ ঢাকা শিরস্ত্রাণ। 'ঘটনা কী?' জানতে চাইল টিরিয়ন।

'স্টার্ক ছোকরা চুপিচুপি আমাদের অনেক কাছে চলে এসেছে,' জবাব দিল ব্রন। 'ও সবার অলক্ষ্যে কিংসরোড ধরে রাতের বেলা চলে এসেছে। বর্তমানে তার বিশাল বাহিনী আমাদের থেকে উত্তরে মাত্র এক লীগেরও কম দূরত্বে, যুদ্ধের জন্য সৈন্যবিন্যাস শুরু করে দিয়েছে ইতোমধ্যে।'

'জংলী লোকগুলো তৈরি হয়ে গেছে যুদ্ধের জন্য।' টিরিয়ন নিজের তাঁবুতে ফিরে এলো। 'আমার কাপড় কোথায়?' শেইয়ের দিকে তাকিয়ে চেঁচাল। 'ওই যে। না, চামড়াগুলো দাও। ধ্যাত্তেরি! হ্যাঁ আমার বুট নিয়ে এসো।'

টিরিয়ন কাপড় পরছে, তার স্কোয়ার বর্ম নিয়ে এলো। ওকে যুদ্ধসাজে সজ্জিত করতে পডকে সাহায্য করল শেই। 'যুদ্ধে আমি মারা গেলে আমার জন্য চোখের পানি ফেলো।' বেশ্যাটাকে বলল টিরিয়ন।

'আপনি কীভাবে জানবেন? আপনি তো তখন মারা যাবেন।'

'আমি জানব।'

'বিশ্বাস করলাম যে আপনি জানতে পারবেন।' শেই টিরিয়নের মাথায় শিরস্ত্রাণটা পরিয়ে দিল আর পড গরগেটের সাথে সেটা আটকে দিল। টিরিয়ন কোমরবন্ধ শক্ত করে এঁটে নিল। তার ছোট তরবারি আর ছুরির কারণে ভারী হয়ে রয়েছে বেল্ট।

তার অশ্বপাল বাহন নিয়ে এসে হাজির হলো। তার মতো ধাতব বর্মে সজ্জিত বাদামি রঙের বিশাল ঘোড়া। টিরিয়নকে উপরে তোলার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন হলো। বর্ম পরে আছে বলে নিজেকে একটা জগদ্দল পাথরের মতো ভারী লাগছে। পড ওকে ধাতব পাতে মোড়ানো ভারী

BanglaBook.org

আয়রনউডের বিশাল এক ঢাল দিল । সবশেষে হাতে রণ কুঠার তুলে দেয়া হলো। শেই খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে তাকে দেখতে লাগল। 'মি লর্ডকে দেখতে বেশ ভয়ঙ্কর লাগছে।'

'মি লর্ডকে দেখতে কদাকার আর বর্ম পরা এক বামন লাগছে,' তেতো গলায় বলল টিরিয়ন। 'তবে আমার প্রতি এটুকু দয়া প্রদর্শন করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। পড্রিক, যুদ্ধ আমাদের বিপরীতে চলে গেলে এই মেয়েকে সাবধানে তার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে ।' ও শেইকে তার রণ কুঠার উঁচু করে অভিবাদন জানাল, এরপর সামনে বাড়তে আদেশ দিল ঘোড়াকে।

দূরে একটা সমর শিঙ্গা বেজে উঠল, এত গভীর তার আওয়াজ কেঁপে ওঠে আত্মা। জংলী লোকগুলো তাদের অস্থিসার পাহাড়ি ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলছে, চিৎকার করে গালাগাল করছে আবার মজাও করছে। কাউকে কাউকে মনে হলো মাতলামির ঘোর এখনো কাটে নি। টিরিয়ন তাদের সামনে ছুটে চলেছে। পাহাড়ি লোকগুলো তার থেকে পিছিয়ে পড়ল, প্রতিটি দল তাদের নেতাদের পিছে সারিবদ্ধভাবে ছুটে চলছে ।

ভোরের আলোয় লর্ড টাইউইন ল্যানিস্টারের সেনাবাহিনীকে দেখতে ফুটন্ত লোহার গোলাপের মতো লাগল, কাঁটাগুলো ঝিকমিক করছে।

সেনাবাহিনীর মধ্যাংশের নেতৃত্ব দেবেন টিরিয়নের চাচা। স্যর কেভিন কিংসরোডের ওপর তাঁর নিশান উড়িয়ে দিয়েছেন। পদাতিক তীরন্দাজ বাহিনীকে বিন্যস্ত করা হয়েছে তিনটা লম্বা সারিতে, পথের পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে; হাতে ধনুক নিয়ে চুপচাপ যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তারা। তাদের মাঝে বর্গাকৃতির জায়গা করে বর্শাধারী সৈনিকেরা ঠায় দাঁড়ানো। আর তাদের পিছে সারির পর সারি পদাতিক সৈন্য হাতে বর্শা, তরবারি আর কুঠার নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত । স্যর কেভিন, লর্ড লেফোর্ড, লিডেন এবং সেরেটের অনুগত সৈন্যদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তিনশ ভারী অশ্বরোহী সৈন্য।

সেনাবাহিনীর ডান ভাগের পুরোটাই অশ্বারোহীদের নিয়ে গঠিত। ভারী বর্ম পরিহিত প্রায় চার হাজার সৈনিক তাদের তেজি ঘোড়ার পিঠে গর্বিতভাবে বসে রয়েছে। তাদের চারভাগের তিনভাগই নাইট। স্যর অ্যাডাম মারব্রান্ড রয়েছেন তাদের নেতৃত্বে।

ওর বাবা পাহাড়ের উপর যেখানে ঘুমিয়েছিলেন সেখানেই অবস্থান নিয়েছেন। তাঁর চারপাশে জড়ো হয়েছে সেনাবাহিনীর সংরক্ষিত অংশ

BanglaBook.org

অর্ধেক অশ্বারোহী ও অর্ধেক পদাতিক সৈন্য। সংখ্যায় প্রায় পাঁচ হাজার। লর্ড টাইউইন প্রায় সবসময়ই সংরক্ষিত বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। সাধারণ অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেন তিনি। এরপর যুদ্ধক্ষেত্রের ঠিক যে অংশে সাহায্য বেশি প্রয়োজন, সময়মত সেই অংশে সৈন্যদের নিয়ে হাজির হয়ে যান।

শত্রুপক্ষের ঢাকের শব্দ শুনতে পেল টিরিয়ন । শেষবারের মতো রব স্টার্ককে যখন উইন্টারফেলের বিশাল কক্ষটায় তার বাবার উঁচু আসনটায় হাতে খোলা তরবারি নিয়ে বসে থাকতে দেখেছিল সেদিনের কথা মনে পড়ল তার। মনে পড়ল কীভাবে ডায়ারউলফরা অন্ধকার থেকে অকস্মাৎ বেরিয়ে তার কাছে চলে এসেছিল। আচ্ছা, ছেলেটা কি তার ডায়ারউলফটাকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে? চিন্তাটা তাকে অস্বস্তিতে ফেলল।

তবে বেশিক্ষণ তাকে অস্বস্তিতে থাকতে হলো না। কারণ একটু পরেই শুরু হয়ে গেল ধুন্ধুমার লড়াই। ভয়াবহ এ যুদ্ধে দু'পক্ষের যোদ্ধারাই একে অপরের রক্তপানে উন্মত্ত হয়ে উঠল। এ যুদ্ধে অংশ নিতে এসেছে মাউন্টেন। সে তার প্রকান্ড তরবারি দিয়ে শত্রুপক্ষের কত লোককে যে কচুকাটা করল তার হিসেব নেই।

রণশিঙ্গা বেজে ওঠার পরপরই উত্তরের শত্রুরা ল্যানিস্টার বাহিনীকে লক্ষ্য করে শত শত তীর ছুড়ে দিয়েছিল। সেগুলোর শিকারে পরিণত হলো অসংখ্য মানুষ। উত্তরের শত্রুরা অর্থাৎ রব স্টার্কের সম্মিলিত বাহিনী তাদের দিকে ধেয়ে আসতে লাগল ক্রমাগত চিৎকার করে।

টিরিয়ন পাহাড়ি উপজাতিদের নেতৃত্ব দিল। শাগা বীরের মতো যুদ্ধ করল। কিন্তু বেচারা টিরিয়ন স্টার্কের এক নাইটের কাছে মার খেয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আহত শরীর নিয়ে আর লড়াই করতেই পারল না। সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

তবে যখন জ্ঞান ফিরে পেল, ততক্ষণে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান ঘটেছে। ব্রনকে সে পাশে পেল। ব্রনও দারুণ লড়াই করেছে। ব্রন তাকে জানাল তারা যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। তবে হারাতে হয়েছে অনেককেই। এদের মধ্যে পাহাড়ি উপজাতি সর্দার কন রয়েছে। শাগা তার লাশ কোলে নিয়ে বসেছিল। শাগা নিজে অসংখ্য তীর খেয়েছে তবে এসব আঘাতকে সে

BanglaBook.org

পাত্তা দেয়নি মোটেই। যুদ্ধ শেষে তীরগুলো একটা একটা করে শরীর থেকে খুলে নিল সে ভাবলেশশূন্য চেহারায়।

এ যুদ্ধে ল্যানিস্টাররা তাদের শত্রুদের মধ্যে বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ নেতাকে বন্দি করতে পারল। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন লর্ড কারউইন, স্যর উইলিস ম্যান্ডারলি, হ্যারিয়ন কারস্টার্কসহ চারজন ফ্রে। যুদ্ধে মারা গেছেন লর্ড হর্নউড, পালিয়ে গেছেন রুজ বোল্টন।

লর্ড টাইউইনকে তাঁর গুপ্তচর জানাল রব স্টার্ক তার সেনাবাহিনীর বড় একটা অংশ নিয়ে খুব দ্রুত রিভাররানের দিকে চলে গেছে। ওখানে রয়েছে জেমি ল্যানিস্টার। টিরিয়ন জানত না রিভাররানের যুদ্ধে জেমি পরাজিত হয়ে রবের মতো একটা বাচ্চা ছেলের কাছে বন্দি হয়ে যাবে।

BanglaBook.org

ডেনেরিস

পঞ্চান্ন

খাল ড্রোগোর চারপাশে গুঞ্জন তুলে উড়ছে মাছির ঝাঁক। মাথার ওপরে কড়া উত্তাপ বিলোচ্ছে নির্দয় সূর্য। তাপের ঢেউ উঠছে যেন পাহাড়ের গা বেয়ে। ডেনেরিসের দুই ফোলা বুকের মাঝখান দিয়ে নামছে ঘামের ক্ষীণ ধারা। শব্দ বলতে শুধু ওদের ঘোড়ার খুড়ের খটখট আওয়াজ এবং চলার ছন্দে ড্রোগোর চুলে বাঁধা ঘন্টার টুংটাং আর দূরাগত কণ্ঠ।

ডেনি মাছিগুলোকে লক্ষ করছে।

একেকটা আকারে বিশাল, বেগুনি রঙের, চকচকে গা। ডোথ্রাকিরা এদেরকে বলে রক্তমাছি। এদের বাস জলা এবং দুর্গন্ধযুক্ত পুকুরে, তারা মানুষ এবং পশু উভয়ের রক্ত চুষে খায় এবং লাশ ও মৃতপ্রায় মানুষের গায়ে ডিম পাড়ে। ড্রোগো এই মাছিগুলোকে দারুণ ঘেন্না করে। ওগুলো তার কাছে এলেই খপ করে ধরে পিষে ফেলত সে। কিন্তু আহত হাত নিয়ে এখন আর তা পারছে না।

তার ঘোড়ার গায়ে মাছি বসলে বিরক্তি নিয়ে হ্রেস্বারব করে উঠছে জন্তুটা, লেজের ঝাপটা মেরে তাড়াল। কিন্তু ড্রোগোর শরীর ঘেঁষা মাছিগুলোকে সে কিছুই বলছে না। তার চক্ষু স্থির দূরের বাদামী পাহাড়ে, হাতে আলগাভাবে ধরে আছে লাগাম। তার জামার নিচে পাতা এবং নীল কাদা দিয়ে তৈরি প্লাস্টার ঢেকে রেখেছে বুকের ক্ষত। মিরি মায দুর এটা ওর জন্য বানিয়ে দিয়েছে। তার তৈরি পুলটিশে শরীর জ্বালা করত, চুলকাত।

BanglaBook.org

ড্রোগো ছয়দিন আগে ব্যান্ডেজ ছিড়ে ফেলে মিরিকে *মেইগি* বলে গালাগাল দিয়েছে। তবে মাটির প্লাস্টার পাতার ব্যান্ডেজের চেয়ে আরামদায়ক। মহিলা ওর জন্য আফিমের মদ বানিয়ে দিয়েছে। গত তিনদিন ধরে ওটাই গিলছে সে। পপির মদে রুচি না হলে ঘোটকীর চোলাই দুধ অথবা মরিসের বিয়ার পান করছে।

তবে খাবার প্রায় ছুঁয়েই দেখছে না ড্রোগো। রাতের বেলা ছুড়ে ফেলে দিয়েছে খাবার। ডেনি লক্ষ করেছে ড্রোগোর মুখটা কেমন শুকিয়ে গেছে। রেগো ডেনির পেটে স্ট্যালিয়নের মতো অবিরাম লাথি কষাচ্ছে কিন্তু তার প্রতি কোনো আগ্রহ নেই ড্রোগোর। প্রতিদিন সকালে ছাড়াছাড়া ঘুম থেকে ওঠে সে মুখে যন্ত্রণার ছাপ নিয়ে। তবে তার এ নিরবতা ভীত করে তুলছে ডেনিকে। কারণ ভোরবেলায় ঘোড়ায় চড়ে বেরুবার পর থেকে একটি কথাও বলেনি ড্রোগো। ডেনি কথা বলার চেষ্টা করলেও প্রত্যুত্তরে শুধু ঘোঁৎ জাতীয় অর্থহীন জবাব পেয়েছে।

খালের নগ্ন কাঁধের ওপর উড়ে এসে বসল একটা রক্তমাছি। আরেকটা ওর গলার চারপাশে চক্কর কাটছে, এগোচ্ছে মুখের দিকে। ড্রোগো স্যাডলের ওপর নড়ে উঠল, বাজল ঘন্টা। তার ঘোড়াটা সমান ছন্দে এগিয়ে চলেছে।

ডেনি তার রূপাকে নিয়ে কাছিয়ে এলো। 'মাই লর্ড,' নরম গলায় বলল ও। ' ড্রোগো, আমার সূর্য- তারা।'

ওর কথা ড্রোগো শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। রক্তমাছি ওর লম্বা, ঝুলে পড়া গোঁফ বেয়ে গালের ওপর উঠে এল, নাকের পাশে বসল। ডেনি আঁতকে উঠল, ' ড্রোগো!' সে হাত বাড়িয়ে ওর বাহু স্পর্শ করল।

স্যাডলে নড়ে উঠল খাল ড্রোগো, ধীরে ধীরে কাত হয়ে যাচ্ছে, তারপর দড়াম করে পড়ে গেল ঘোড়ার পিঠ থেকে। মাছিগুলো ছড়িয়ে পড়ল তারপর ও যেখানে শুয়ে আছে সেখানে চক্কর দিতে লাগল।

'না,' বলল ডেনি, গোড়ার লাগাম টেনে ধরল। তারপর রূপার পিঠ থেকে ঘষটে নেমে এসে দৌড়াল ড্রোগোর কাছে।

ড্রোগো বাদামী, শুকনো ঘাসের ওপর পড়ে আছে। ডেনি তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসতে সে ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল। গলায় ঘরঘর শব্দ হচ্ছে, ডেনির দিকে তাকাল সে ফ্যালফ্যাল করে। চিনতে পারছে না। 'আমার ঘোড়া,' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল ড্রোগো। ডেনি হাতের ঝাপটে ওর

BanglaBook.org

বুকের ওপর থেকে মাছিগুলোকে দূর করল। একটাকে ধরে তার স্বামীর মতো হাতের চাপে ভর্তাও করে ফেলল। জ্বরে ড্রোগোর গা পুড়ে যাচ্ছে।

খাল এর ব্লাডরাইডাররা ঠিক ওদের পেছন পেছন আসছিল। ড্রোগোকে পড়ে যেতে দেখে হাগ্গো জোরে চিৎকার করে কী যেন বলল। কোহোলো তার ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নামল। 'আমার রক্তের রক্ত,' হাঁটু গেড়ে বসল সে ড্রোগোর পাশে। বাকি দু'জন বসে রইল ঘোড়ার পিঠে।

'না,' গুঙিয়ে উঠল খাল ড্রোগো। ' তোমরা এগিয়ে যাও।'

'উনি ঘোড়া থেকে পড়ে গেছেন,' নিচের দিকে তাকিয়ে বলল হাগ্গো। তার চওড়া মুখ ভাবলেশশূন্য হলেও কণ্ঠস্বর থমথমে।

'ওভাবে বোলো না,' বলল ডেনি। 'আমরা আজ অনেকটা রাস্তা পাড়ি দিয়েছি। আজ এখানেই শিবির করব।'

'এখানে?' চারপাশে চোখ বুলাল হাগ্গো। উষর, বাদামী জমিন, বসবাসের অযোগ্য। 'এটি শিবির করার মতো জায়গা নয়।'

' কোনো মহিলা আমাদেরকে চলতে দিতে বাধা দিতে পারে না,' বলল কোথো, 'এমনকী একজন খালিসিও নয়।'

'আমরা এখানে শিবির করব,' পুনরাবৃত্তি করল ডেনি। 'হাগ্গো, ওদেরকে বলো খাল ড্রোগো যাত্রাবিরতির আদেশ দিয়েছেন। কেউ কারণ জিজ্ঞেস করলে বলবে আমার সময় হয়ে এসেছে এবং আমি আর চলতে পারছি না। কোহোলো, ক্রীতদাসদেরকে নিয়ে এসো। খালকে তাঁবুতে নিয়ে যেতে হবে এক্ষুনি। কোথো–'

'আপনি আমাকে আদেশ দিতে পারেন না, *খালিসি*,' বলল কোথো।

'মিরি মায দুরকে খবর দাও,' বলল ডেনি। 'দেবপত্নী ভেড়া মানবদের সঙ্গে আছে। ক্রীতদাসদের দীর্ঘ সারির সাথে। ওকে এখানে নিয়ে এসো ওর সিন্দুক সহ।'

কটমট করে ডেনির দিকে তাকিয়ে থাকল কোথো। 'মেইগি,' বলল সে। 'আমি পারব না।'

'পারবে,' বলল ডেনি। 'নয়তো ড্রোগো যখন জেগে উঠবে আমি তাকে নালিশ করব তুমি আমার কথা শোনোনি।'

রেগে গিয়ে ঘোড়া নিয়ে চলে গেল কোথো। তবে ডেনি জানে সে মিরি মায দুরকে নিয়ে ফিরবে তা কাজটা তার যতই অপছন্দ হোক।

BanglaBook.org

ক্রীতদাসরা কালো, বিরাট একটি পাথরখণ্ডের নিচে খাল ড্রোগোর জন্য তাঁবু বানাল। তাঁবুর ছায়ায় দুপুরের সূর্যের ভয়ানক উত্তাপ থেকে তবু যাহোক একটু স্বস্তি মিলবে। ইরি আর ডোরিয়ার সাহায্যে ড্রোগোকে নিয়ে তাঁবুতে ঢুকল ডেনি। মোটা কার্পেট পাতা হয়েছে মাটিতে। কিনারে বালিশ। ইরো নামের ভীরু মেয়েটা, যাকে ধর্ষকদের কবল থেকে উদ্ধার করেছিল ডেনি, সে চুল্লি জ্বালল। ওরা ড্রোগোকে মাদুরের ওপর শুইয়ে দিল।

'না,' সাধারণ ভাষায় বিড়বিড় করল ড্রোগো। 'না, না।' ও এই শব্দ দুটো ছাড়া আর কিছু বোধহয় বলতে পারে না।

ডোরিয়া ড্রোগোর মেডালিয়ন বেল্টের হুক খুলে জামা এবং লেগিংস খুলে দিল, ঝিকি পা থেকে চপ্পল খুলল। ডেনির *খা* এর লোকেরা এলে তাদেরকে তাঁবুর বাইরে পাহারায় বসিয়ে দিল ও। 'কেউ যেন আমার অনুমতি ছাড়া ভেতরে না ঢোকে,' বলল সে ঝোগোকে। ' কেউ না।'

ইরো ভীত দৃষ্টিতে তাকাল শুয়ে থাকা ড্রোগোর দিকে। 'উনি মারা যাবেন,' ফিসফিস করল সে।

ঠাশ করে তাকে চড় কষাল ডেনি। 'খাল মরতে পারে না। সে যে স্ট্যালিয়ন পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াবে তার বাবা। তার চুল কখনো কাটা হয়নি। সে এখনো তার বাবার দেয়া ঘন্টা পরে থাকে।'

'*খালিসি*,' বলল ঝিকি, 'উনি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেছেন।'

ডেনির চোখ হঠাৎ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। মুখ ঘুরিয়ে নিল ও। হ্যাঁ, ডেনি নিজের চোখে চোখ দেখেছে ড্রোগো ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেছে। ব্লাডরাইডাররা দেখেছে, ডেনির পরিচারিকারাসহ তার *খা* এর সকলেই দেখেছে। আর কতজন দেখেছে? এটা গোপন রাখা যাবে না। আর এর মানে কী জানে ডেনি। যে *খাল* ঘোড়ায় চড়তে পারে না সে কর্তৃত্ব করার অধিকারও হারিয়ে ফেলে। আর ড্রোগো তার ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেছে।

'ওকে গোসল করাতে হবে,' দৃঢ় গলায় বলল ডেনি। নিজেকে হতাশ হতে দিতে চায় না। 'ইরি গোসলের টাবটি নিয়ে এসো। ডোরিয়া, ইরো, ঠাণ্ডা পানির ব্যবস্থা করো। ওর গা প্রচণ্ড গরম হয়ে আছে।' জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে ড্রোগোর।

তাঁবুর কিনারে তামার ভারী টাবটি বসাল ক্রীতদাসরা। ডোরিয়া পানিভরা পাত্র নিয়ে এল। সিল্কের টুকরো পানিতে ভিজিয়ে ড্রোগোর কপালে পট্টি দিল ডেনি। ড্রোগো তাকিয়ে আছে কিন্তু দেখছে না কাউকে। যখন মুখ

BanglaBook.org

খুলল, কোনো শব্দ বেরুল না। শুধু গোঙানি।' মিরি মায দুর কই?' চিৎকার করল ডেনি, ভয়ের চোটে হারিয়ে ফেলছে ধৈর্য।

' কোথো তাকে খুঁজছে গেছে,' বলল ইরি।

সালফারের গন্ধযুক্ত পানিতে বাথটাব পূর্ণ করল ডেনির পরিচারিকারা। তাতে তেল আর পুদিনা পাতার চূর্ণ মেশাল। ডেনি হাঁটু গেড়ে বসল তার স্বামীর পাশে। কম্পিত আঙুলে খুলে দিল দ্রোগোর চুলের বিনুণী। ঘণ্টাগুলো একে একে সরিয়ে রাখল পাশে। ও সুস্থ হলে আবার ঘন্টা পরতে পারবে, মনে মনে বলল ডেনি।

তাঁবুর সিল্কের পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল আগ্নো। 'খালিসি,' বলল সে। 'আন্দাল এসেছেন। ভেতরে ঢুকবার অনুমতি চাইছেন।'

স্যর জোরাহকে ডোথ্রাকিরা 'আন্দাল' বলে ডাকে। 'ওনাকে আসতে বলো,' হাঁচড়ে পাঁচড়ে সিধে হলো ডেনি। নাইটকে সে বিশ্বাস করে। এখন কী করা উচিত যদি কেউ ঠিকঠাক বলতে পারে, উনিই পারবেন।

পর্দা ঠেলে সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন স্যর জোরাহ। তাঁবুর ভেতরের অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল। দক্ষিণের ভয়ানক গরমে ঢিলা ট্রাউজার্স আর ফিতে বাঁধা চপ্পল পরেছেন। সাদা ভেস্টের নিচে তিনি নগ্নবক্ষ, সূর্যের তাপে ঝলসে গেছে চামড়া। লালচে হয়ে আছে।

' লোকের মুখে মুখে কথা ফেরে,' বললেন তিনি। 'সারা খালাসারে ছড়িয়ে পড়েছে যে খাল দ্রোগো তাঁর ঘোড়া থেকে পড়ে গেছেন।'

'ওকে সাহায্য করুন,' আকুতি জানাল ডেনি। 'আমাকে যদি সত্যি ভালবাসেন, ওকে এখন সাহায্য করুন।'

তিনি ডেনির পাশে হাঁটু মুড়ে বসলেন। দ্রোগোর দিকে শক্ত চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর ফিরলেন ডেনির দিকে। 'আপনার পরিচারিকাদেরকে চলে যেতে বলুন।'

ভয়ে বাকরুদ্ধ ডেনি শুধু ইশারা করল। ইরি দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে।

সবাই চলে গেলে স্যর জোরাহ তাঁর ছুরি বের করলেন। দ্রুত হাতে দ্রোগোর বুকে শুকিয়ে থাকা নীল মাটি এবং কালো পাতা ঘষে ঘষে তুলে ফেলতে লাগলেন। ক্ষত থেকে মিষ্টি তবে গা গোলানো বন্ধ বেরিয়ে এল। ডেনির নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হবার যোগাড়। পাতায় রক্ত এবং পুঁজ লেগে আছে।

BanglaBook.org

ড্রোগোর বুক কালো হয়ে গেছে। খোলা ক্ষত থেকে কালো রক্ত ধীর গতিতে বেরিয়ে আসতে লাগল।

'আপনার খাল আর বাঁচবেন না, রাজকুমারী,' বললেন স্যর জোরাহ।

'না, ও মরতে পারে না। এটা স্রেফ একটা আঁচড়।' ড্রোগোর প্রকাণ্ড নিশ্চল হাত নিজের ছোট হাতে তুলে নিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল ডেনি। 'আমি ওকে মরতে দেব না...'

স্যর জোরাহ তিক্ত হাসলেন। 'খালিসি বা রানি যে-ই হোন আপনি, এ আদেশে কোনো কাজ হবে না। কান্নাকাটি করে লাভ নেই, বাচ্চা। কাল কেঁদো অথবা আজ থেকে এক বছর পরে। আমাদের এখন শোক করার সময় নেই। আমাদের যেতে হবে এবং জলদি তিনি মারা যাওয়ার আগেই।'

হতভম্ব ডেনি। 'যেতে হবে! কোথায় যাব?'

'আসাই। সুদূর দক্ষিণে, পৃথিবীর শেষ প্রান্তে, যদিও লোকে বলে ওটা একটা বিরাট বন্দর। আমরা একটা জাহাজ ভাড়া করে পেন্টোসে যাব। যাত্রাটা কঠিন হবে, কোনো ভুল করবেন না। আপনি আপনার *খা*' দের বিশ্বাস করেন? ওরা কি আমাদের সঙ্গে যাবে?'

'আমাদের নিরাপত্তা প্রদানের আদেশ তাদেরকে দিয়েছে খাল ড্রোগো,' অনিশ্চিত গলায় বলল ডেনি। 'তবে ও যদি মারা যায়...' ফোলা পেট স্পর্শ করল সে। 'আমি বুঝতে পারছি না। আমরা পালাব কেন? আমার পেটে ড্রোগোর উত্তরাধিকার। ড্রোগোর পরে সে খাল হবে...'

স্যর জোরাহর কপাল কুঞ্চিত হলো। 'রাজকুমারী, আমার কথা শুনুন। ডোথ্রাকিরা দুধের শিশুর কথা শুনবে না। তারা ড্রোগোর শক্তিমত্তার কাছে নতজানু হয়, ব্যস। সে মারা গেলে ঝাকো, পোনোসহ অন্যান্যরা তার জায়গা দখল করার জন্য মারামারি শুরু করে দেবে। বিজয়ী তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী চাইবে না। ছেলেটা জন্ম নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে আপনার কোল থেকে কেড়ে নেয়া হবে। ওরা তাকে কুকুরদের মুখে ফেলে দেবে...'

ডেনি ভয়ে শিউরে উঠল। 'কিন্তু কেন?' বিলাপের সুরে বলল ও। 'ওরা একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুকে কেন হত্যা করবে?'

'কারণ সে ড্রোগোর ছেলে এবং থুত্থুরে বুড়িরা বলেছে সেই ছেলে সারা দুনিয়া দাপিয়ে বেড়াবে। এটাই ভবিষ্যদ্বাণী। ছেলেটি বড় হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করার আগেই শৈশবে তাকে হত্যা করা হবে বুদ্ধিমানের কাজ।'

BanglaBook.org

ডেনির পেটে লাথি মারল বাচ্চা যেন সে কথাটা শুনতে পেয়েছে। ভিসেরিসের কাছে শোনা রেগারের সন্তানদের কী দশা হয়েছিল সেই গল্প মনে পড়ে গেল ওর। রেগারের শিশু সন্তানকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দেয়ালে আছড়ে মেরে ফেলা হয়েছিল।

'ওরা আমার সন্তানের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না,' চিৎকার দিল ডেনি। 'আমি আমার *খা*দেরকে হুকুম করব ওকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য। এবং ড্রোগোর ব্লাডরাইডাররা–'

ডেনির কাঁধে হাত রাখলেন স্যর জোরাহ। 'একজন ব্লাড রাইডার তাঁর খালের মৃত্যুর সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে। ওরা আপনাকে ভাইসে ডোথ্রাকে নিয়ে যাবে বুড়িদের কাছে, ওটাই ওদের জীবনের শেষ কর্তব্য... কাজ শেষ হলে ড্রোগোর জন্য আত্মাহুতি দেবে।'

ডেনেরিস ভাইস ডোথ্রাকে ফিরে গিয়ে বাকি জীবন ওই ভয়ঙ্কর বুড়িদের সঙ্গে কাটাতে চায় না। যদিও জানে নাইট ঠিক কথাই বলেছেন। ড্রোগো তার জীবনে সূর্য তারার চেয়েও বেশি, সে ছিল তার ঢাল, ওকে নিরাপদে রাখল। 'আমি ওকে ছেড়ে কোথাও যাব না,' জেদের গলায়, করুণ গলায় বলল ডেনি। ড্রোগোর হাত ধরল আবার। 'আমি যাব না।'

তাঁবুর পর্দা নড়ে উঠতে সেদিকে তাকাল ডেনেরিস। মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকল মিরি মায দুর। দিনের পর দিন খালাসারের পেছনে হাঁটতে হাঁটতে বিধ্বস্ত এবং বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে সে, পায়ের ফোস্কা ফেটে রক্ত ঝরছে, চোখের নিচে কালশিটে। তার পেছন পেছন এল কোথো এবং হাগ্গো, বহন করে এনেছে দেবপত্নীর সিন্দুক। ড্রোগোর ক্ষতের বীভৎস চেহারা দেখে হাগ্গোর হাত থেকে খসে পড়ল সিন্দুক। দড়াম করে পড়ল তাঁবুর মেঝেতে। এমন বিশ্রী গন্ধ বাতাসে, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

মিরি মায দুর ড্রোগোকে ভাবলেশহীন মুখে পরীক্ষা করে দেখল। 'ক্ষতে পচন ধরেছে।'

'এজন্য তুমিই দায়ী, মেইগি,' বলল কোথো। হাগ্গো মিরির গালে বিরাশি সিক্কার চড় বসিয়ে দিল। মহিলা ছিটকে গিয়ে মাটিতে পড়ল। তারপর সে লাথি কষাল মিরির গায়ে।

'থামো বলছি!' চেঁচিয়ে উঠল ডেনি।

কোথো টেনে সরিয়ে দিল হাগ্গোকে। বলল, 'লাথি মারলে একজন মেইগির ওপর অনেক বেশি দয়া দেখানো হয়। আমরা ওকে মাটিতে চিৎ

BanglaBook.org

করে ফেলে রেখে যত মানুষ রাস্তা দিয়ে যাবে সবাইকে দিয়ে ওকে ধর্ষণ করাবো। তাদের কাজ শেষ হয়ে গেলে তারপর কুকুর লেলিয়ে দেব ওর ওপর। নদীর মাছিগুলো ওর জরায়ুতে ডিম পাড়বে এবং বুকের পুঁজ চেটে খাবে...' সে মিরির নরম বহু খামচে ধরে টান মেরে সিধে করল।

'না,' বলল ডেনি। 'ওর কোনো ক্ষতি করা চলবে না।'

কোথোর মুখ বেঁকে গেল পরিহাসের হাসির ভঙ্গিতে।

'না? তুমি আমাকে বলছ না? প্রার্থনা করো যে তোমার মেইগির পাশে তোমাকেও যেন চিৎ করে ফেলে না রাখি। তুমিও ওই মহিলার চেয়ে কম নও।'

স্যর জোরাহ ওদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন, খাপ থেকে বের করে নিলেন লংসোর্ড। ' তোমার জিভের লাগাম টেনে ধরো, ব্লাডরাইডার। রাজকুমারী এখনো তোমাদের *খালিসি*।'

'যতক্ষণ পর্যন্ত আমার রক্তের রক্ত বেঁচে থাকবেন,' নাইটকে বলল কোথো। 'তিনি মারা গেলে সে কিছুই না।'

ডেনির শরীরের ভেতরে যেন একটা মোচড় খেল। '*খালিসি* হওয়ার আগে আমি ছিলাম ড্রাগনের রক্ত। স্যর জোরাহ, আমার *খা*'দেরকে ডেকে আনুন।'

'না,' বলল কোথো। 'আমরা যাচ্ছি। এখনকার মতো... খালিসি।' হাগ্গো বিড়বিড় করে গালি দিতে দিতে তাকে অনুসরণ করল।

'এই লোকটা আপনার ক্ষতি করবে, রাজকুমারী,' বললেন মরমন্ট। ডোট্রাকিদের মতে একজন খাল এবং তার ব্লাডরাইডার একই জীবনের অংশীদার। আর কোথো সেই জীবনের শেষ দেখতে পাচ্ছে। একজন মৃত মানুষ ভয়-ভীতির উর্ধ্বে।'

' কেউ মারা যায়নি,' বলল ডেনি, 'স্যর জোরাহ, আপনার তরবারির আমার দরকার হতে পারে। আপনি বর্ম পরে আসুন।' মুখে বা নিজের কাছে স্বীকার না করলেও ডেনি আসলে ভয় পেয়েছে।

' বো' করলেন নাইট। 'আপনি যা বলেন,' তিনি তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলেন।

BanglaBook.org

ছাপ্পান্ন

ডেনি ফিরল মিরি মায দুরের দিকে। মহিলার চাউনিতে সর্তকতা। 'আপনি আবারও আমার জীবন বাঁচালেন।'

' তোমার এখন ওকে বাঁচাতে হবে,' বলল ডেনি। 'প্লিজ...'

মহিলা ড্রোগোর কাছে গেল। অনেকক্ষণ ক্ষতের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'ইনি সকল চিকিৎসার উর্ধ্বে। ' খালের বন্ধ চোখ আঙুল দিয়ে টেনে খুলল সে। 'পপির নির্যাস তাঁর ব্যথাটা কমিয়ে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল ডেনেরিস।

'আমি ওনার জন্য ফায়ারপড এবং স্টিং-মি-নট দিয়ে একটা পুলটিস বানিয়ে ভেড়ার চামড়া দিয়ে বেঁধে দিয়েছিলাম।'

'ও বলল ওই পুলটিসে নাকি ভীষণ যন্ত্রণা। যেন শরীরে আগুন ধরে গেছে। সে ওটা ছিড়ে ফেলে দিয়েছে। আমাদের ভেষজ চিকিৎসকরা নতুন একটা পুলটিস তৈরি করে দিয়েছিল। তাতে যন্ত্রণা কম হয়।'

'হ্যাঁ, আমার পুলটিস গায়ে আগুন ধরানোর যন্ত্রণা বয়ে আনে। তবে ক্ষত সারাবার এটি মহৌষধ, আপনার ভেষজ চিকিৎসকরাও তা জানে।'

'ওকে আরেকটা পুলটিস বানিয়ে দাও,' অনুনয় করল ডেনি। 'এবারে যাতে ব্যান্ডেজ ছিড়তে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখব আমি।'

'এখন সে সময় পেরিয়ে গেছে, মাই লেডি,' বলল মিরি। 'এখন যা করতে পারি তা হলো তার সামনের অন্ধকার রাস্তাটি তার জন্য সুগম করে দিতে পারি। তাহলে হয়তো তিনি রাতের দেশে যন্ত্রণাবিহীন ভ্রমণ করতে পারবেন। তিনি কাল সকালের মধ্যেই মারা যাবেন।'

BanglaBook.org

মিরির প্রতিটি কথা ছুরির মতো আঘাত করল ডেনির বুকে। ও কী করেছে যে জন্য দেবতারা ওর সঙ্গে এমন নিষ্ঠুরতা করছেন? ও অবশেষে একটি নিরাপদ জায়গা খুঁজে পেয়েছিল, অবশেষে ভালবাসা এবং আশার আস্বাদন লাভ করেছিল। ও সবশেষে বাড়ি যাচ্ছিল। কিন্তু এখন সব হারাতে চলেছে... 'না,' কাতর মিনতি করল ও। 'ওকে রক্ষা করো। আমি তোমাকে মুক্ত করে দেব। শপথ করে বলছি। তোমার নিশ্চয় কোনো রাস্তা জানা আছে... জাদু কিংবা অন্যকিছু...'

বসল মিরি মায দুর। কালো রাতের চোখ দিয়ে নিরীক্ষণ করছে ডেনিকে। 'একটা জাদু অবশ্য আছে,' তার গলার স্বর শান্ত এবং অনুচ্চ, প্রায় ফিসফিসানির মতো শোনাল। 'তবে এটি বড় কঠিন রাস্তা, লেডি। লোকে বলে এর চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো। আমি এ জাদুটা শিখেছি আশহাইতে। তবে সেজন্য আমাকে চরম মূল্য শোধ করতে হয়েছে। আমার শিক্ষক ছিলেন শ্যাডো ল্যান্ডের ব্লাড মেজ।'

ডেনির শরীর ঠাণ্ডা মেরে গেল। 'তুমি তাহলে সত্যি মেইগি..'

'আমি?' হাসল মিরি মায দুর। 'একমাত্র একজন মেইগিই পারেন আপনার রাইডারকে এখন রক্ষা করতে, মাই লেডি।'

'আর কোনো রাস্তা নেই?'

'না, নেই।'

'তাহলে করো,' পরিস্কার গলায় বলল ডেনি। তাকে ভয় পেলে চলবে না। তার শরীরে ড্রাগনের রক্ত। 'ওকে বাঁচাও।'

'এজন্য মূল্য দিতে হবে,' ডেনিকে সাবধান করে দিল দেবপত্নী।

'তোমাকে সোনা, ঘোড়া যা চাও সব দেয়া হবে।'

'এটা সোনা বা ঘোড়ার বিষয় নয়। এ হলো ব্লাড ম্যাজিক, লেডি। রক্তের জাদু। একমাত্র মৃত্যু দিয়েই জীবনের মূল্য শোধ হতে পারে।'

'মৃত্যু?' ডেনি বুকে হাত বাঁধল। 'আমার মৃত্যু?' খাল ড্রোগোর জন্য সে মরতেও রাজি আছে। সে ড্রাগনের রক্ত। তাকে ভয় পেলে চলবে না। তার ভাই রেগার ভালবাসার মানুষটির জন্য আত্মাহুতি দিয়েছিল।

'না,' বলল মিরি মাযদুর। 'আপনার মৃত্যু নয়, খালিসি।'

স্বস্তিতে কেঁপে উঠল ডেনি। 'তাহলে করো।'

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকাল মেইগি। 'আপনি যখন বলছেন, কাজটা করা হবে। আপনার ভৃত্যদের ডাকুন।'

BanglaBook.org

মিরির আদেশে ঝোগো দ্রোগোর প্রকাণ্ডদেহী লাল ঘোড়াটা নিয়ে এল তাঁবুর ভেতরে। মৃত্যুর গন্ধ পেয়ে অস্থির হয়ে উঠল জন্তুটা। ডাক ছাড়ল, কোটরের ভেতরে ঘুরছে চোখের মণি। তাকে শান্ত করতে তিনজন মানুষ লাগল।

'তুমি কী করবে?' মিরিকে জিজ্ঞেস করল ডেনি।

'আমাদের রক্ত দরকার,' জবাব দিল মিরি। 'আর এটাই সেই রাস্তা।'

ঝোগো *আরাখ* হাতে পিছিয়ে গেল। তার বয়স ষোল, রোগা টিনটিনে, অকুতোভয়, ওপরের ঠোঁটে সবে গোঁফের রেখা উঁকি মারছে। সে ডেনির সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। 'খালিসি,' আকুতি করল সে। 'এসব করার কোনো দরকার নেই। এই মেইগিটাকে আমাকে খুন করতে দিন।'

'ওকে হত্যা করা মানে তোমার খালকেও মেরে ফেলা,' বলল ডেনি।

'এটি রক্তের জাদু,' বলল ঝোগো। 'এটি নিষিদ্ধ।'

'আমি *খালিসি*, আমি বলছি এটি নিষিদ্ধ নয়। ভাইস ডোথ্রাকিতে খাল দ্রোগো একটি ঘোড়া মেরে তার কলিজা আমাকে খেতে দিয়েছিল যাতে আমাদের সন্তান শক্তিশালী এবং সাহসী হয়। এটিও সেই একই ব্যাপার।'

যে বাথটাবের পানিতে মরা লাশের মতো ভাসছে খাল দ্রোগো, সেখানে ঘোড়াটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে রাখারো, কোয়ারো এবং আগ্গোর বেশ বেগ পেতে হলো। দ্রোগোর ক্ষত থেকে রক্ত আর পুঁজ পড়ে বাথটাবের পানি নোংরা হয়ে গেছে।

মিরি মায দুর কী একটা দুর্বোধ্য মন্ত্র পড়ছে, ভোজবাজির মতো কোত্থেকে তার হাতে একটি ছুরি চলে এল। লাল ব্রোঞ্জের পুরানো ছুরি, পাতার মতো আকৃতি, ফলায় প্রাচীন সাংকেতিক কথা লেখা। মেইগি ছুরিটি ঘোড়াটির গলায় বসিয়ে দিতেই জন্তুটা আর্তনাদ করে উঠল। কাটা গলা দিয়ে বেরিয়ে এল স্রোতের মতো রক্ত। রক্ত গিয়ে পড়তে লাগল দ্রোগোর বাথটাবে। কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে আছড়ে পড়ল ঘোড়া। ততক্ষণে বাথটাবের পানি রক্তে লাল টকটকে হয়ে গেছে। দ্রোগোর লাশের মতো মুখখানা শুধু পানির ওপর ভেসে আছে।

BanglaBook.org

‘ঘোড়াটাকে পুড়িয়ে ফেল,’ নিজের লোকদের আদেশ দিল ডেনি। কারণ ঘোড়ার লাশ নিয়ে মিরির কোনো কাজ কারবার নেই। ডেনি দেখেছে কোনো মানুষ মারা গেলে তার ঘোড়াকেও মেরে একই চিতায় তোলা হয়। ডেনির *খা* এর লোকেরা ঘোড়ার লাশ তাঁবু থেকে টেনে বের করে নিয়ে গেল। তাঁবু জুড়ে শুধু রক্ত আর রক্ত।

চুল্লি জ্বালানো হয়েছে। মিরি মায দুর কড়াইর কয়লার ওপর লাল একটা পাউডার ছুড়ে মারল। মসলাদার সুন্দর গন্ধ তবু ইরো ফোঁপাতে ফোঁপাতে ছুটে পালাল। ডেনির খুব ভয় লাগছে। তবে এখন আর ফেরার উপায় নেই। সে তার পরিচারিকাদেরকে তাঁবু থেকে বের করে দিল।

‘ওদের সঙ্গে আপনিও যান, সিলভার লেডি,’ ওকে বলল মিরি।

‘আমি থাকছি,’ বলল ডেনি। ‘এই মানুষটিকে আমাকে তারার নিচে নিয়ে গিয়ে আমার সন্তানের ভেতরে জীবন দিয়েছে। আমি তাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।’

‘আপনাকে যেতেই হবে। আমি একবার গান শুরু করলে এ তাঁবুতে কেউ ঢুকতে পারবে না। আমার গান পুরানো এবং অন্ধকারকে জাগিয়ে তুলবে। আজ রাতে মৃত্যু এখানে নৃত্য করবে। কোনো জীবিত মানুষের তাদের দিকে তাকানো চলবে না।’

অসহায়ভাবে মহিলার কথা মেনে নিতেই হলো ডেনিকে। ‘কেউ এখানে আসবে না,’ সে বাথটাবের ওপর ঝুঁকে ড্রোগোর কপালে হালকা চুম্বন এঁকে দিল। ‘ওকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও,’ দৌড়ে বেরিয়ে আসার আগে মিরিকে ফিসফিস করে বলল ও।

বাইরে সূর্য পাটে যেতে বসেছে। আকাশ লাল। *খালাসার*রা ক্যাম্প বসিয়েছে। যত দূর চোখ যায় অসংখ্য তাঁবু। গরম বাতাস বইছে। ঝোগো এবং আগ্নো ঘোড়াটাকে পুড়িয়ে মারার জন্য চুল্লি বানাচ্ছে। অনেক মানুষ ভিড় করে এল। শীতল, কঠিন চোখে তারা দেখছে ডেনেরিসকে। স্যর জোরাহ মরমন্টকে দেখতে পেল ডেনেরিস। বর্ম পরে আছেন তিনি, চওড়া কপাল দিয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। তিনি ডোথ্রাকিদেরকে ঠেলে সরিয়ে ডেনির কাছে চলে এলেন। ডেনির জুতোয় রক্ত দেখে তাঁর নিজের মুখ থেকে রক্ত সরে গেল। ‘তুমি কী করেছ বোকা মেয়ে?’ কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

‘ওকে আমার রক্ষা করা দরকার ছিল।’

BanglaBook.org

'আমরা পালিয়ে যেতে পারতাম,' বললেন তিনি। 'আপনাকে নিরাপদে আসাইতে নিয়ে যেতে পারতাম, রাজকুমারী। কোনো দরকার ছিল না...'

'আমি কি সত্যি আপনার রাজকুমারী?' প্রশ্ন করল ডেনি।

'অবশ্যই।'

'তাহলে আমাকে এখন সাহায্য করুন।'

স্যর জোরাহ্‌র মুখটা ভেংচির মতো লাগল। 'যদি জানতাম কীভাবে সাহায্য করব।'

মিরি মায দুর হঠাৎ এমন ভয়ানক চিৎকার করে উঠল যে ডেনির শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা বরফজল নামল। কয়েকজন ডোথ্রাকি ভয় পেয়ে বিড়বিড় করতে করতে পিছু হঠল। খাল ড্রোগোর তাঁবুর ভেতরটা চুল্লির আগুনে লাল হয়ে আছে। রক্তমাখা সিল্ক পর্দার আড়ালে ছায়াদের নড়তে দেখল ডেনি। নাচ শুরু করেছে মিরি মায দুর। তবে একা নয়।

ডোথ্রাকিদের চেহারায় নগ্ন ভয় ফুটে উঠতে দেখল ডেনি। 'এরকম চলতে দেয়া যায় না,' হুঙ্কার ছাড়ল কোথো।

ডেনি খেয়াল করেনি যে ব্লাডরাইডার ফিরে এসেছে। হাগ্গো এবং কোহোলো তার সঙ্গে আছে। ওরা কেশবিহীন খোজা চিকিৎসককে নিয়ে এসেছে যে কিনা ছুরি, সুই এবং আগুন দিয়ে চিকিৎসা করে।

'এরকমটাই চলবে,' প্রত্যুত্তর দিল ডেনি।

মেইগি,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল হাগ্গো। এবং বুড়ো কোহোলো– যে কোহোলো সবসময় ডেনির সঙ্গে সদয় আচরণ করে এসেছে– সে ওর মুখে থুতু ছিটাল।

'তুমি মরবে, মেইগি,' বলল কোথো। 'তবে ওটাকে আগে মরতে হবে,' সে *আরাখ* নিয়ে পা বাড়াল তাঁবুর দিকে।

'না, চেঁচাল ডেনি। 'তুমি ওখানে যাবে না।' কোথোর কাঁধ চেপে ধরল ও। কোথো ধাক্কা মেরে ফেলে দিল ডেনিকে। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল ডেনি, দু'হাতে চেপে ধরে আছে পেট। 'ওকে থামাও,' ডেনি তার *খা*দেরকে আদেশ করল। 'ওকে হত্যা করো।'

রাখারো এবং কোয়ারো তাঁবুর পর্দার দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কোয়ারো এক কদম সামনে বাড়ল, হাত চলে গেছে চাবুকের হাতলে। তার

BanglaBook.org

আগেই নৃত্যশিল্পীর দক্ষতায় পাঁই করে ঘুরে গেল কোথো, হাতে উঁচু ধরা আরাখ। আরাখের কোপ কোয়ারোর হাতটাকে কনুইয়ের কাছ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। রক্তের ঝর্না ছুটল।

'হর্স লর্ড,' হাঁক ছাড়লেন স্যর জোরাহ মরমন্ট। 'পারলে আমার সঙ্গে লড়তে এসো।' তিনি খাপ খুলে বের করলেন লংসোর্ড।

বিদ্যুৎবেগে ঘুরল কোথো। আরাখ এত দ্রুত ঘোরাল সে যে কোয়ারোর গায়ের রক্ত ওটা থেকে বৃষ্টির মতো ছিটকে পড়ল। স্যর জোরাহর মুখ থেকে এক ফুট দূরে তাঁর তরবারি আটকে দিল *আরাখ*, শক্ত করে ধরে থাকল। প্রচণ্ড ক্রোধে চিৎকার দিল কোথো। সে পিছিয়ে গেল। আরাখ... তার মাথার চারপাশে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে ঘুরছে, যেন বজ্রপাতের মতো জ্বলছে। আবার তেড়ে গেলেন নাইট। তবে আঘাতগুলো এত দ্রুত আসছে যে ডেনির মনে হলো কোথোর কাছে চারটি আরাখ আছে আর তার হাত একটা নয়, অনেকগুলো।

বর্মের গায়ে ইস্পাতের বাড়ি খাওয়ার শব্দ শুনল সে, দস্তানা থেকে ফুলকি উঠতে দেখল। সাঁৎ করে পিছিয়ে এলেন মরমন্ট, কোথা এগিয়ে গেল আঘাত করার জন্য। নাইটের মুখের বাম পাশ কেটে রক্ত ঝরছে, কোমরে আরাখের আঘাতে বর্ম কেটে গেছে, তিনি খোঁড়াচ্ছেন। কোথো তাকে কাপুরুষ, খোজা ইত্যাদি গালিগালাজ করে চলল।

'এবার তুমি মরবে,' বলল সে, তার আরাখ গোধূলির আলোয় ঝলসে উঠল। ডেনির পেটের ভেতর তার সন্তান জোরে জোরে লাথি মারতে লাগল। বাঁকানো ফলা দীর্ঘ অসির পাশ দিয়ে গিয়ে সোজা নাইটের উন্মুক্ত কোমরে আঘাত হানল।

আর্তনাদ করে পিছিয়ে গেলেন মরমন্ট। পেটে তীব্র ব্যথার ঢেউ টের পাচ্ছে ডেনি। উরুটা ভিজে ভিজে ঠেকল। বিজয় উল্লাসে চেঁচাল কোথো কারণ তার আরাখ জোরাহ্‌র হাড়ে আঘাত হেনেছে। তবে সেটা মাত্র আধ সেকেন্ডের জন্য।

এটুকুই যথেষ্ট ছিল। স্যর জোরাহ তাঁর সমস্ত শক্তি একত্র করে দীর্ঘ অসিটা নামিয়ে আনলেন। মাংস আর হাড় ভেদ করে বেরিয়ে গেল অস্ত্রটা। কোথোর কনুইয়ের নিচে হাতটা কেটে গিয়ে পাতলা এক টুকরো চামড়া

BanglaBook.org

আর মাংসের সাথে ঝুলে রইল। নাইটের পরের আঘাত এলো ডোথ্রাকির কান বরাবর। আঘাতটা এতই মারাত্মক, কোথোর মুখ যেন বিস্ফোরিত হয়েছে।

আর্তচিৎকার দিচ্ছে ডোথ্রাকিরা। অন্যদিকে মিরি মায দুর তাঁবুর ভেতর থেকে অমানুষিক গলায় চিৎকার করছে, পানির জন্য মিনতি করছে কোয়ারো। চিৎকার করে সাহায্য চাইছে ডেনি, কিন্তু কেউই শুনছে না। রাকারো হাগ্গোর সাথে যুদ্ধ করছে তখন, আরাখের সঙ্গে আরাখের নৃত্য চলছে। বিজলির শব্দ করে ছোবল মারল ঝোগোর চাবুক, ফাঁসটা হ্যাগোর গলায় বসে গেছে। রাখারো সামনের দিকে ঝাঁপ দিল, গর্জন করছে, দুই হাত দিয়ে আরাখ নামিয়ে আনল হ্যাগোর মাথার উপর। ধারালো প্রান্তটা হ্যাগোর দুই চোখের মাঝখান দিয়ে ঢুকে গেল, লাল রঙের তরল ছিটকে পড়ল চারদিকে। কেউ একজন পাথর ছুড়ল। ডেনি যখন তাকাল, ওর কাঁধ ছিড়ে রক্তাক্ত হয়ে গেছ। 'না,' ও কেঁদে উঠল, 'না, দয়া করে থামো। বেশিই হয়ে যাচ্ছে মূল্যটা। খুব বেশিই হয়ে যাচ্ছে।'

আরো অনেক পাথর উড়ে আসতে থাকল। তাঁবুর ভেতর প্রবেশ করার চেষ্টা করল ডেনি, কিন্তু কোহোলো ওকে ধরে ফেলল। এক হাতে ওর চুল ধরে রেখেছে সে, মাথাটাকে টেনে ধরে রেখেছে পেছন দিকে।

ওর শীতল ছুরির প্রান্ত নিজের গলায় অনুভব করল সে। 'আমার বাচ্চা,' আর্তনাদ করে উঠল ডেনি। হয়তো দেবতারা ওর কথা শুনতে পেয়েছেন। কারণ ওর আর্তনাদের সাথে সাথে কোহোলো মাটিতে পড়ে গেল। আগ্গোর তীর বাহুর নিচ দিয়ে ঢুকে গেছে, ফুসফুস আর হৃৎপিণ্ড ভেদ করে দিল।

মাথা তোলার মতো শক্তি যখন পেল, ডেনি দেখল ভিড়টা একপাশে সরে যাচ্ছে। ডোথ্রাকিরা নিঃশব্দে ফিরে যাচ্ছে নিজেদের তাঁবুতে আর ঘুমানোর মাদুরে। কেউ কেউ পালিয়ে যাচ্ছে ঘোড়ায় চড়ে। সূর্য ডুবে গেছে। খালাসারের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন, কমলা রঙের শিখা ক্রোধের সাথে ফুটছে। ছাই ছুঁড়ে দিচ্ছে আকাশের দিকে।

উঠে দাঁড়াতে চাইল ও, কিন্তু ব্যথা ওকে গ্রাস করল, এমনভাবে আঁকড়ে ধরল যেন বিশাল এক দানব হাত মুঠো করে ওকে ধরে রেখেছে। ওর ভেতর থেকে শ্বাস হারিয়ে গেল; হাঁ করে শ্বাস নিতে হচ্ছে। মিরি মায দুরের আবৃত্তি পরিণত হয়েছে শোকসঙ্গীতে । তাঁবুর ভেতরে চক্রাকারে ঘুরছে ছায়াগুলো ।

BanglaBook.org

একটা হাত ওর কোমর জড়িয়ে ধরল, স্যর জোরাহ ওকে ধরে তুললেন। তাঁর মুখ রক্তে ভেজা, কানের অর্ধেকটা নেই। প্রবল পেটে ব্যথা ওকে দখল করতেই জোরাহর হাতের ওপর মোচড়ামুচড়ি শুরু করল ডেনি, শুনতে পেল নাইট চিৎকার করে ওর দাসীদের ডাকছেন। ব্যথার আরেক দমক বয়ে গেল ডেনির ওপর দিয়ে, অনেক কষ্টে চিৎকার আটকাল। মনে হচ্ছে যেন ওর সন্তানের হাতে ছুরি আছে, তা দিয়ে মায়ের পেট কেটে বেরোনোর চেষ্টায় আছে সে।

'ডোরিয়া, নিকুচি করি তোমার,' গর্জে উঠলেন স্যর জোরাহ। 'এদিকে এসো! দাই নিয়ে এসো, জলদি!'

'ওরা কেউই আসবে না। ওরা বলাবলি করছে, খালিসি নাকি অভিশপ্ত।'

'ওরা আসবে নইলে সবার কল্লা কাটব আমি।'

ডুকরে কেঁদে উঠল ডোরিয়া। 'ওরা চলে গেছে, মাই লর্ড।'

'মেইগি,' বলল একজন। হয়তো আগ্নো। 'ওনাকে মেইগির কাছে নিয়ে যান।'

না, ডেনি বলতে চাইল, *না, ওদিকে না, ওর কাছে না।* কিন্তু ও যখন মুখ খুলল, ব্যথার দীর্ঘ এক কান্না বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে, চামড়ার ওপর ঘাম বিন্দু জমে নিচের দিকে পড়তে শুরু করেছে। তাঁবুর ভেতরে নাচছে কালো কালো ছায়া, ঘুরছে চুল্লি আর গামলার চারপাশে। আর... ওদেরকে মোটেও মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। বিশালদেহী এক নেকড়ের ছায়া দেখল সে, আরেকজনকে দেখে মনে হলো আগুনের শেকল জড়িয়ে আছে সারা শরীরে।

'ওই মহিলা দাইয়ের কাজ পারে,' ইরি বলল। 'ওকে নিজের মুখে বলতে শুনেছি আমি।'

'হ্যাঁ,' ডোরিয়া একমত হলো। 'আমিও শুনেছি।'

না, চিৎকার দিল ডেনি, অথবা চিৎকার করার কথা ভাবল, কিন্তু গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরুল না। ওকে তুলে নেয়া হয়েছে, টের পাচ্ছে ডেনি। ওর চোখ দুটো স্থিরভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, তারাহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশটা বিমর্ষ। প্লিজ, না, মিরি মায দুরের উঁচু গলা শোনা গেল এবার, পুরো পৃথিবী যেন দখল করল সেই শব্দ। *অশরীরী!* চিৎকার করছে মেইগি। *নর্তকের দল!*

ওকে কোলে করে তাঁবুর ভেতর নিয়ে গেলেন স্যর জোরাহ ।

BanglaBook.org

আরিয়া

সাতান্ন

স্ট্রিট অব ফ্লাওয়ারের দোকান থেকে ভেসে আসা গরম রুটির খুশবু আরিয়ার কাছে মনে হলো পৃথিবীর যে কোনো সুগন্ধীর চেয়েও মিষ্টি। গন্ধটা বুকের গভীরে টেনে নিল ও তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল কবুতরটির দিকে। গায়ে বাদামী ফুটকি, মোটাসোটা পাখিটা দুটো পাথরের মাঝখানে পড়ে থাকা রুটির টুকরো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। তবে তার গায়ে আরিয়ার ছায়া পড়তেই সে পাখা মেলল বাতাসে।

আরিয়ার কাঠের তরবারি যেন শিস দিল বাতাসে। কবুতরটা মাটি থেকে দুই হাত ওপরেও যেতে পারেনি, তার গায়ে ছোবল মারল কাঠের তরবারি। পাখিটার গা থেকে খসে পড়ল বাদামী রঙের পালক, চোখের পলকে ওটার একটা ডানা খপ করে ধরে ফেলল আরিয়া। কবুতর ওর হাতের মুঠোয় বন্দি হয়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে, ঠোকর দিল হাতে। ওটার ঘাড় মুচড়ে ধরল আরিয়া এবং মটাৎ করে ভেঙে দিল ঘাড়।

বিড়াল পাকড়াও করার চেয়ে কবুতর ধরা অনেক সোজা।

এক সেপটন হেঁটে যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে, আরিয়ার দিকে তেরছা চাউনি দিল। 'কবুতর ধরার সেরা জায়গা এটা,' মহিলাকে বলল ও, ঝুঁকে মাটি থেকে তুলে নিল কাঠের তরবারি। 'ওরা এখানে রুটির টুকরো খেতে আসে।'

BanglaBook.org

আরিয়া মৃত কবুতরটাকে কোমরের বেল্টে গুঁজে নিয়ে নেমে পড়ল রাস্তায়। এক লোক দুই চাকার কাঠের ঠেলাগাড়ি বোঝাই করে ব্লুবেরি, লেবু এবং খুবানির কেক ও পেস্ট্রি নিয়ে যাচ্ছিল। ভারী সুন্দর গন্ধ ছড়াচ্ছে। খিদেয় আরিয়ার পেট মোচড় দিল।

'আমাকে একটা দেবেন?' লোকটাকে বলল ও। ' লেবু... অথবা যে কোনো একটা ফল।'

ঠেলাগাড়িঅলা আরিয়ার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল। আরিয়ার ময়লা ঝুলি মাখা চেহারা এবং পোশাক বলাবাহুল্য কোনোটাই তার পছন্দ হলো না। 'তিন টাকা,' বলল সে।

আরিয়া তার কাঠের তরবারি দিয়ে পায়ের বুটজুতোয় ঠুকল। 'আমার কাছে টাকা নেই। বদলে মোটাসোটা একটা কবুতর দিতে পারি।'

'আদার্সদেরকে তোমার কবুতর দাও গে, যাও,' বলল পেস্ট্রিঅলা।

পেস্ট্রি এবং কেকগুলো সদ্যই চুলা থেকে নামানো। গন্ধে আরিয়ার জিভে জল এসে গেল। কিন্তু ওর কাছে ফুটো পয়সাও নেই। লোকটার দিকে তাকাল ও। ছোটখাট গড়ন, ভুড়ি আছে, হাঁটার সময় মনে হলো তার বাম পা ডানপায়ের চেয়ে খাটো। টেনে টেনে হাঁটছে। আরিয়া ভাবল একটা পেস্ট্রি নিয়ে দৌড় দেবে কিনা। লোকটা জীবনেও ওকে ধরতে পারবে না। লোকটা বোধহয় ওর মতলব টের পেয়ে গেছে। তাই বলল, ' তোমার নোংরা হাত দুটো সরাও। চোরদের কীভাবে শায়েস্তা করতে হয় নগর রক্ষীরা খুব ভাল জানে।'

উদ্বেগ নিয়ে পেছনে তাকাল আরিয়া। গলির মুখে সোনালি আলখাল্লাধারী দুই নগর রক্ষী দাঁড়িয়ে আছে। তাদের আলখাল্লা প্রায় মাটি ছুঁয়েছে। ভারী উলের রঙ সোনালি, তাদের বর্ম, বুট জুতো এবং হাতের দস্তানার রঙ কালো। একজনের কোমরে ঝুলছে লং সোর্ড, অপরজনের হাতে লোহার গদা। কেক আর পেস্ট্রিগুলোর দিকে শেষবারের মতো লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঠেলাগাড়ির সামনে থেকে পিছিয়ে গেল আরিয়া। ওখান থেকে কেটে পড়ল দ্রুত। সোনালি আলখাল্লাধারীরা ওকে তেমন খেয়াল না করলেও লোকগুলোকে দেখেই আরিয়ার আত্মা খাঁচা ছাড়া হওয়ার জোগাড়।

আরিয়া প্রাসাদ থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব রেখে চলার চেষ্টা করছে। এমনকী দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে উঁচু লাল দেয়ালের মাথায় লোকের পচা,

BanglaBook.org

কাটা মাথা ঝুলছে। মাছির মতো মাথাগুলোর ওপর ভিড় করেছে কাকের দল। ফ্লি বটমে এসে আরিয়া শুনেছে নগর রক্ষীরা নাকি ল্যানিস্টারদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে এবং তাদের নেতাকে লর্ডের উপাধি দেয়া হয়েছে। ওই লোক ট্রাইডেন্টে জমি পেয়েছে এবং রাজার কাউন্সিলে বসারও সুযোগ হয়েছে।

আরও অনেক কথাই কানে এসেছে। সেসব ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর কথা যার কোনো অর্থ খুঁজে পায় না আরিয়া। কেউ কেউ বলাবলি করছে ওর বাবা নাকি রাজা রবার্টকে হত্যা করেছেন এবং লর্ড রেনলি তাঁকে মেরে ফেলেছেন। আবার কারও ভাষ্য, দুই ভাইয়ের মধ্যে মাতাল হয়ে ঝগড়ার সময় রেনলি রাজাকে হত্যা করেন। তাহলে রেনলি কেন চোরের মতো রাতের আঁধারে পালিয়ে গেলেন?

আবার আরেকটা গল্প বলছে রাজা শিকার করতে গিয়ে বরাহের হামলায় নিহত হন। আবার কেউ বলেছে শুকর খেতে গিয়ে রাজা মারা গেছেন। এত পরিমাণ মাংস খেয়েছিলেন তিনি যে টেবিল ভেঙে হুড়মুড়িয়ে পড়ে যান। আর উঠতে পারেননি।

না, রাজা টেবিলে ভেঙে পড়ে যাননি, বলেছে আরেকজন, তিনি টেবিলে বসেই মারা যান। তাকে মাকড়সা ভ্যারিস বিষ খাইয়ে মেরেছে। না, বলেছে আরেকজন, রানি তাঁকে বিষ খাইয়েছেন। না, তিনি গুটি বসন্ত রোগে মারা গেছেন, আরেক লোকের দাবি। না, তিনি মাছের কাঁটা গলায় বিঁধে মৃত্যুবরণ করেন, আরেকজনের দাবি।

তবে সকল গল্পের মোদ্দা কথা একটাই রাজা আর নেই। মারা গেছেন তিনি। বেলরের গ্রেট সেপ্টের সেভেন টাওয়ার্সের ঘন্টা বেজেছে দিন রাত। আর একমাত্র রাজার মৃত্যু হলেই ওই ঘন্টা বাজানো হয়, এক চর্মকারের ছেলে বলেছে আরিয়াকে।

আরিয়া বাড়ি ফিরতে চায়। কিন্তু যতটা সহজ ভেবেছিল, কিংস ল্যান্ডিং ত্যাগ করা অত সোজা না। সবার মুখে যুদ্ধের কথা, আর শহর জুড়ে মাছির মতো থিকথিক করছে সোনালি আলখাল্লা বা নগর রক্ষীর দল। ওকে ওরা খুঁজছে, জানে আরিয়া। সে ফ্লি বটমের বাড়ির ছাদে এবং আস্তাবলে ঘুমিয়েছে, যেখানেই সুযোগ পেয়েছে এলিয়ে দিয়েছে ক্লান্ত শরীর।

রেড কীপ থেকে পালিয়ে আসার পরে নগরীর সাত ফটকের প্রত্যেকটিতে ঢুঁ মেরেছিল। ড্রাগন গেট, লায়ন গেট, এবং ওল্ড গেট বন্ধ

BanglaBook.org

,পরিত্যক্ত। মাড গেট এবং গেট অব দা গডস খোলা, তবে ওই ফটক দিয়ে শুধু তারাই যায় যারা শহরে প্রবেশ করতে চায়। যারা শহর থেকে বেরুতে চাইবে তাদেরকে কিংস গেট বা আয়রন গেটে যেতে হবে। কিন্তু ওখানে লাল আলখাল্লা পরা ল্যানিস্টারের রক্ষীরা পাহারা বসিয়েছে। কিংস গেটের ধারে একটি সরাইখানার ছাদে উঠে আরিয়া দেখেছে রক্ষীরা সমস্ত ওয়াগন এবং গাড়ি পরীক্ষা করছে, ঘোড়সওয়ারদেরকে বাধ্য করছে তাদের স্যাডলব্যাগ খুলে দেখাতে এবং পদব্রজে যারাই যাচ্ছে তাদের প্রত্যেককে জেরার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

সাঁতরে নদী পার হওয়ার কথাও ভেবেছিল আরিয়া। কিন্তু ব্ল্যাকওয়াটার রাশ যেমন চওড়া তেমনই গভীর, আর ভয়ানক খরস্রোতা। ফেরিতে পার হওয়ার পয়সা নেই ওর আর টাকার অভাবে জাহাজেও উঠতে পারেনি।

আরিয়ার লর্ড পিতা ওকে শিক্ষা দিয়েছেন চুরি না করতে। কিন্তু এ শিক্ষা কতদিন মেনে চলতে পারবে জানে না আরিয়া। ও যদি তাড়াতাড়ি এ শহর ছেড়ে চলে যেতে না পারে, সোনালি আলখাল্লাধারীদের হাতে ধরা পড়ার আশংকা ততই বৃদ্ধি পাবে। ওকে না খেয়ে থাকতে হচ্ছে না কারণ কাঠের তরবারির বাড়িতে সে পাখি হত্যা করতে পারছে। ফ্লি বটমে আসার আগে বার কয়েক ও কাঁচা মাংসও খেয়েছে।

ফ্লি বটমের গলিতে গলিতে খাবারের দোকান। আর রয়েছে স্টু'র বড় বড় বালতি। মরা পাখি দিয়ে এক বাটি স্টু আর বাসি রুটি মেলে সহজেই। বাদামী রুটির স্বাদটাও মন্দ নয়। মাংস খাওয়ার তো প্রশ্নই নেই, তবে একবার ও এক টুকরো মাছ খাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল।

আরিয়া খাবারের দোকান থেকে খাবার চুরির জন্য তক্কে তক্কে থাকলেও সুযোগ পাচ্ছে না। দোকানিরা সবসময় সতর্ক নজর রাখছে। ওর কাছে রূপোর যে ব্রেসলেট ছিল সেটা প্রাসাদ থেকে বেরুবার প্রথম রাতেই চুরি হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে জামাকাপড়ের পুটুলিটাও। পিগ অ্যালির একটা পোড়া বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিল আরিয়া। ঘুম থেকে উঠে দেখে পরনের কাপড় ছাড়া আর কিছুই নেই। প্রায় সব জিনিসপত্রই হাপিশ করে দিয়েছে চোর। ওর প্রাকটিস করার কাঠের তরবারি এবং নিডলও চোর চুরি করে নিয়ে যেত। হয়তো তরবারিটা চোরের কাছে লোভনীয় মনে হয়নি তাই নেয়নি। আর

BanglaBook.org

নিডলের ওপর সে শুয়ে ছিল বলে জিনিসটা নেয়ার সুযোগ পায়নি চোর। নিডল আরিয়ার কাছে সবার চেয়ে দামী। তারপর থেকে আরিয়া ওর আলখাল্লার নিচে লুকিয়ে রাখছে নিডল। বাম হাতে ধরা থাকে কাঠের তরবারি। ও ভাবল কাঠের তরবারি দেখে লোকে ভয় পাবে। কিন্তু ফ্লি বটমের খাবারের দোকানের মানুষজন ওকে পাত্তাই দেয় না যেন ওর কাছে যুদ্ধ কুঠার থাকলেও তাদের কিছু এসে যায় না। কাচা কবুতরের মাংস আর বাসি রুটি খেতে খেতে জিভে চড়া পড়ে গেছে আরিয়ার।

একবার শহর থেকে বেরুতে পারলে ও রাস্তার ধারে ফলে থাকা বেরি, আপেল এবং চেরি খেতে পারবে। কিংস রোড ধরে দক্ষিণে যাত্রার সময় রাস্তার পাশে এরকম বহু ফলের গাছ দেখেছে ও।

স্ট্রিট অব ফ্লাওয়ারে রয়েছে গলির গোলক ধাঁধা। আরিয়া ভিড়ের মধ্যে হাঁটার চেষ্টা করে সোনালি আলখাল্লাদের চোখ এড়িয়ে। ও রাস্তার বাচ্চাদের সঙ্গে ভাব জমাতেও চেয়েছিল যদি ঘুমাবার জায়গা মেলে। কিন্তু লাভ হয়নি। ছোটরা ওকে দেখে ছুটে পালিয়েছে আর বড়রা এমন সব প্রশ্ন করেছে যার জবাব দিতে পারেনি আরিয়া। বরং ওর কাছে থাকা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করেছে।

এই তো সেদিন রোগা ডিগডিগে এক মেয়ে, আরিয়ার দ্বিগুণ হবে বয়সে, ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে পায়ের বুট জোড়া নেয়ার মতলব করেছিল। আরিয়া কাঠের তরবারি দিয়ে এমন জোরে বাড়ি মেরেছে কানে, মেয়েটার কান কেটে গিয়েছিল। সে রক্তাক্ত কান নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে পালিয়েছে।

পাহাড় থেকে নেমে ফ্লি বটমের দিকে পা বাড়াল আরিয়া। মাথার ওপর একটা শঙ্খচিল চক্কর দিচ্ছে। আরিয়া ওটাকে একবার আড় চোখে দেখল ও। নাহ্, ওর কাঠের তরবারির নাগালের বাইরে পাখিটা। সমুদ্রের কথা ভাবছে ও। ওটাই হয়তো বেরুবার রাস্তা। বুড়ি ন্যান গল্প বলত অনেক ছেলে নৌকা নিয়ে সমুদ্রে ভেসে পড়েছিল অভিযান করবে বলে। আরিয়াও তেমনটি করতে পারে। ও নদীর ধারে একবার যাবে ঠিক করল। মাড গেট ধরে যেতে হয়। ওই ফটকে ওর যাওয়া হয়নি।

আরিয়া ওখানে পৌঁছে দেখে জেটি আশ্চর্য সুনসান। এক জোড়া সোনালি আলখাল্লা চোখে পড়ল ওর। মাছের বাজারে পাশাপাশি হাঁটছে তবে

ওর দিকে ওরা তাকাল না। বাজারের অর্ধেক দোকানই খালি। জাহাজঘাটায় অল্প কয়েকটি জাহাজ রয়েছে। ব্ল্যাকওয়াটারে খান তিনেক যুদ্ধজাহাজ দেখতে পেল। এক সারিতে এগোচ্ছে। সোনালি রঙে রাঙানো জাহাজের গা। জাহাজের বৈঠা উঠছে এবং নামছে। জাহাজগুলো তরতর করে জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। আরিয়া কিছুক্ষণ জাহাজগুলো দেখল তারপর নদীর তীর ঘেঁষে হাঁটা দিল।

তিন নম্বর জেটিতে ধূসর উলের আলখাল্লা পরা রক্ষীদের দেখে আরিয়ার হৃৎস্পন্দন প্রায় বন্ধ হওয়ার জোগাড়। ওদের পেছনে একটা বাণিজ্য জাহাজ নোঙর করছে। জাহাজের গায়ে লেখা নামটি পড়তে পারল না আরিয়া। শব্দগুলো অচেনা ঠেকল, মাইরিশ, ব্রাভোসি কিংবা হাই ভ্যালিরিয়ানও হতে পারে। বন্দরের এক শ্রমিক ওর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, লোকটার জামার আস্তিন আঁকড়ে ধরল আরিয়া। 'দয়া করে বলুন না এটা কোন্ দেশের জাহাজ?'

'ওটা উইন্ড উইচ, এসেছে মির থেকে।'

'এখনো জাহাজটা আছে!' অস্ফুটে বলল আরিয়া। লোকটা ওর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে চলে গেল। আরিয়া ছুটে গেল জেটিতে। ওর বাবা উইন্ড উইচকে ভাড়া করেছিলেন ওকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন বলে.. এখনো জাহাজটি অপেক্ষা করছে! অথচ ও ভেবেছে জাহাজটি বহু আগেই চলে গেছে।

দুই রক্ষী পাশা খেলছে, তৃতীয় জন হেঁটে হেঁটে পাহারা দিচ্ছে। হাত তরবারির বাঁটে। ওরা ওকে কাঁদতে দেখলে সে ভারী লজ্জার ব্যাপার হবে ভেবে চোখ ঘষা থামাল আরিয়া। সে তার বাবার সমস্ত লোকজনকে চেনে। কিন্তু ধূসর আলখাল্লা পরা এ তিনজন অপরিচিত।

'এই যে,' প্রহরারত লোকটা ডাকল ওকে। তোমার এখানে কী দরকার, খোকা?' অপর দু'জন পাশা থেকে মুখ তুলে তাকাল।

বহু কষ্টে ছুটে পালানো থেকে নিজেকে বিরত রাখল আরিয়া। জানে ও দৌড় দিলে লোকগুলো সন্দেহ করে ওকে ধরে ফেলবে। আরিয়া রক্ষীদের দিকে হেঁটে গেল। ওরা একটি মেয়েকে খুঁজছে আর তিন নম্বর রক্ষীটা ওকে ছেলে ঠাউরেছে। ও ছেলেদের মতোই আচরণ করবে। 'কবুতর কিনবেন? মরা পাখিটা দেখাল আরিয়া।

BanglaBook.org

'ভাগো,' বলল রক্ষী।

আরিয়া তাই করল। ভয় পাবার ভান করতে হলো না ওকে। ওর পেছনে লোকগুলো আবার পাশা খেলায় মন দিল।

ও বলতে পারবে না কীভাবে ফ্লি বটমে ফিরে এল তবে পাহাড়ের মাঝখানে, এবড়ো খেবড়ো, সরু রাস্তায় যখন ও চলে এসেছে, রীতিমতো হাঁপিয়ে গেল। নিঃশ্বাস পড়ছে ঘনঘন। ফ্লি বটম একটা দুর্গন্ধযুক্ত জায়গা, শুয়োর আস্তাবল, চামড়া সবকিছুর সম্মিলিত গন্ধ মিলে একটা বোটকা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। ও ছুটে আসার দরুণ কবুতরটা বেল্ট থেকে কোথাও ছিটকে পড়েছে কিংবা কেউ হাতিয়েও নিতে পারে। খেয়ালই করেনি আরিয়া। ওর খুব কান্না পেল। ওই রকম মোটাসোটা আরেকটা কবুতর ধরতে ওকে আবার ফিরে যেতে হবে স্ট্রিট অব ফ্লাওয়ারে।

শহরের দূর প্রান্ত থেকে ভেসে এল ঘন্টা ধ্বনি।

মুখ তুলে চাইল আরিয়া। কান পাতল। বুঝতে পারছে না আবার কেন ঘন্টা বাজছে। ঘন্টার শব্দ শুনে নানা জন নানান মন্তব্য করতে লাগল। এক পতিতালয়ের দোতলার জানালা খুলে লাল চুলের এক পতিতা রাস্তার দিকে তাকিয়ে চেঁচাল, 'এবারে কি বালক রাজা মারা গেল নাকি?' সে হাসছে, এক ন্যাংটো লোক তাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে ঘাড়ে কামড় দিয়ে, সাদা সাদা ভারী বুক দুটো হাত দিয়ে চাপতে লাগল।

'মূর্খ নারী,' ঘ্যাক করে উঠল মোটা লোকটা। 'রাজা মারা যায়নি। ওটা সমন ঘন্টা। শুধু একটা টাওয়ারের ঘন্টা বাজছে। রাজা মারা গেলে শহরের সমস্ত ঘন্টা বাজতে থাকে।'

'আমাকে কামড়াকামড়ি বন্ধ করো নইলে তোমার ঘন্টাই বাজিয়ে দেব,' জানালার ধারের মেয়েটা তার পেছনে দাঁড়ানো লোকটাকে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল। 'রাজা মারা না গেলে মরল কে?'

'বললাম না ঘন্টা বাজিয়ে সমন জারি করছে,' পুনরাবৃত্তি করল মোটকু।

আরিয়ার বয়সী দুটি ছেলে ওর পাশ দিয়ে ছুটে গেল ছোট একটি ডোবার পানি এক বুড়ির গায়ে ছিটিয়ে। বুড়ি তাদেরকে গালি দিল তবে ভ্রুক্ষেপ করল না ছেলে দুটো। আরিয়া একটা ছেলের দিকে ছুটে গেল। 'তোমার কোথায় যাচ্ছ?' পেছন থেকে হাঁক ছাড়ল ও। 'কী ব্যাপার?'

BanglaBook.org

ছেলেটা ওর দিকে ফিরে না তাকিয়েই জবাব দিল, সোনালি আলখাল্লারা ওনাকে সেপ্টে নিয়ে যাচ্ছে।'

'কাকে?' আরও জোরে চেঁচাল আরিয়া, জোরে জোরে দৌড়াচ্ছে।

'রাজার হ্যান্ড। আজ ওনার মুণ্ডু কাটা হবে, বু বলেছে।'

একটা ওয়াগন রাস্তায় গর্ত করে রেখেছে। ছেলে দুটো লাফ মেরে গর্ত পার হলেও আরিয়া ওটা লক্ষ করেনি। সে দড়াম করে পড়ে গেল। পাথরে বাড়ি খেল হাঁটু, আঙুলগুলো বেদম চোট পেল শক্ত মাটিতে। ওর দুই পায়ের ফাঁকে জট পাকিয়ে আছে নিডল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে হাঁটু মুড়ে বসল আরিয়া। তার বাম হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে রক্ত পড়ছে। আঙুল চুষতে গিয়ে দেখে অর্ধেকটা নখ উড়ে গেছে। ব্যথায় দপদপ করছে হাত, হাঁটুও।

'হঠো!' ক্রসরোড থেকে চেঁচাল একজন। 'রাস্তা থেকে হঠো। রেডউইনের লর্ডদের যেতে দাও।' ওকে চাপা দেয়ার আগেই তাড়াতাড়ি রাস্তা থেকে নেমে পড়ল আরিয়া। প্রকাণ্ড চারটে ঘোড়ায় চার রক্ষী ছুটে গেল। তাদের পরনে ছক কাঁটা আলখাল্লা নীল এবং বার্গান্ডি রঙের। তাদের পেছনে পিঙ্গল বর্ণের ঘোটকীর পিঠে পাশাপাশি আসছে দুই তরুণ লর্ড লিং। এদেরকে হ্যান্ড অব দা টাওয়ারের বহিঃপ্রাচীরে বহুবার দেখেছে আরিয়া। এরা রেডউইন জমজ। স্যর হোরাস এবং স্যর হোবার, চুলের রঙ কমলা, চৌকোনা, মেছতা পরা মুখ। সানসা এবং জেনি এদেরকে স্যর হরর এবং স্যর স্লোবার বলে ডাকে। দুই ভাইকে দেখলেই খিলখিল করে হাসে। তবে এদেরকে দেখে এখন হাস্যকর লাগছে না।

সবাই একই দিকে যাচ্ছে, ঘন্টার বাজার রহস্য জানতে চায়। ঘন্টা এখন আরও জোরে জোরে বাজছে। লোকের ভিড়ে যোগ দিল আরিয়া। নখ উঠে যাওয়া বুড়ো আঙুলটা ভীষণ ব্যথা করছে কিন্তু ও কাঁদবে না। ঠোঁট কামড়ে ধরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটছে আরিয়া। আশপাশের মানুষজনের কথা শুনছে।

'–রাজার হ্যান্ড, লর্ড স্টার্ক। ওরা তাঁকে বেইলর'স সেপ্টে নিয়ে যাচ্ছে।'

'শুনলাম উনি নাকি মারা গেছেন।'

'শীঘ্রি মারা যাবেন। ওরা নাকি তার শিরচ্ছেদ করবে।'

'বিশ্বাসঘাতক,' থুতু ফেলল একজন।

BanglaBook.org

আরিয়া প্রতিবাদ করে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। ও বাচ্চা মাত্র। ওরা ওকে পাত্তাই দেবে না।

ওরা যখন স্ট্রিট অব দা সিস্টারস-এ পৌঁছাল তখন মানুষের মাথা মানুষ খায় অবস্থা। মানব স্রোতে ভাসতে ভাসতে ভিসেনি'স হিল এ চলে এল আরিয়া। সাদা মার্বেল পাথরের প্লাজায় গিজগিজ করছে মানুষ। কে বেলরের গ্রেট সেপ্টের কাছে গিয়ে কী ঘটছে তাআগে দেখতে পারবে তার জন্য ঠেলাঠেলি করছে। এখানে ঘন্টাধ্বনি খুবই উচ্চকিত।

মানুষজন, ঘোড়া এদের ভিড়ে চিড়েচ্যাপ্টা দশা আরিয়ার। ভিড়ের মাঝখান থেকে সে শুধু লোকের হাত-পা আর ভুঁড়ি দেখতে পাচ্ছে। মাথার ওপর ঝুঁকে আছে সেপ্টের ছিপছিপে সাতটি টাওয়ার। কাঠের একটা ওয়াগন নজরে এল আরিয়ার। ওখানে দাঁড়িয়ে সামনের দৃশ্য ভালভাবে দেখা যাবে। তবে অন্যদেরও একই মতলব। ওয়াগনের মালিক জনতা তার গাড়ির ওপর উঠতে চাইছে দেখে গালাগাল করে চাবুক মেরে তাড়াল।

উন্মাদ হয়ে উঠল আরিয়া। ভিড়ের সামনের দিকে যেতে চাইছে ও। ওর ধাক্কা খেয়ে পাথরের একটা পোতার গায়ে চলে এল। মুখে তুলে সেপটন রাজা বেলর দা ব্লেসডকে দেখল ও। কাঠের তরবারি বেল্টের মধ্যে গুঁজে নিয়ে পাথুরে স্তম্ভমূলটি বাইতে শুরু করল আরিয়া। ভাঙা নখ থেকে বেরুনো রক্ত চিত্রিত মার্বেল পাথরের ওপর দাগ ফেলছে। তবুও পোতার মাথায় কষ্টেসৃষ্টে উঠে এল, আশ্রয় নিল পাথরের রাজার দুই পায়ের মাঝখানে।

তখন সে তার বাবাকে দেখতে পেল।

সেপ্টের দরজার বাইরে, হাই সেপটনের উঁচু বেদিতে দাঁড়িয়ে আছেন লর্ড এডার্ড। তাঁকে দু'পাশ থেকে ধরে রেখেছে দুই সোনালি আলখাল্লা। এডার্ডের পরনে দামী ধূসর ভেলভেটের ডাবলিট এবং ধূসর উলের আলখাল্লা। তবে বাবা অনেক শুকিয়ে গেছেন। লম্বা মুখখানায় যন্ত্রণার ছাপ সুস্পষ্ট। ভাঙা বাম পা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে।

হাই সেপটন নিজে লর্ড এডার্ডের পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন। বেঁটে হোঁতকা এক লোক, বয়সী, ভয়ানক মোটা, পরনে লম্বা সাদা রোব, মাথায় সোনা এবং স্ফটিকের মুকুট, সূর্যের আলোয় রংধনু সৃষ্টি করেছে।

সেপ্টের দরজাগুলোর চারপাশে, উঁচু বেদির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন নাইট এবং হাই লর্ডগণ। তাঁদের মধ্যে জফ্রি আছে। আপাদমস্তক

BanglaBook.org

লাল পোশাকে সজ্জিত সে, মাথায় সোনার মুকুট। তার রানি মাতা শোকের কালো গাউন পরে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। হাউন্ডকেও দেখতে পেল আরিয়া। ধূসর বর্মের ওপর সাদা আলখাল্লা পরেছে সে, তাকে ঘিরে আছে চারজন কিংসগার্ড, রোব গায়ে, নরম চপ্পল পায়ে খোজা ভ্যারিসকে দেখা গেল লর্ডদের মাঝখানে লঘু পদে ঢুকে গেছে।

ওদের মাঝখানে আছে সানসা। পরনে আকাশ নীল সিল্ক, তার লম্বা পিঙ্গল কেশ কোঁকড়ানো, কব্জিতে রূপোর ব্রেসলেট। আরিয়া ঘোঁতঘোঁত করে উঠল। ভাবছে তার বোন এখানে কী করছে। তাকে হাসিখুশিই বা লাগছে কেন।

সোনালি আলখাল্লা পরা নগর রক্ষীদের লম্বা একটা সারি জনতার ভিড় ঠেলে রাখছে। তাদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছে বর্মপরিহিত গাট্টাগোট্টা এক লোক।

ঘন্টা ধ্বনি বন্ধ হলে বিশাল প্লাজায় আস্তে আস্তে নেমে এল নিরবতা। আরিয়ার বাবা মুখ তুললেন। দুর্বল কণ্ঠে কী যেন বললেন কিছুই বোঝা গেল না। আরিয়ার পেছনের লোকজন চেঁচামেচি শুরু করল, জোরে বলুন ' বলে। কালো এবং সোনালি বর্ম পরা যে লোকটা এডার্ডের পেছনে ছিল সে জোরে ধাক্কা মারল আরিয়ার বাবাকে। *আমার বাবাকে ধাক্কা মারবে না*! বলতে চাইছিল আরিয়া। কিন্তু জানে কেউ তার কথা শুনবে না। সে তাই ঠোঁট কামড়াল।

ওর বাবা কণ্ঠস্বর উঁচু করলেন, শুরু করলেন আবার। 'আমি লর্ড এডার্ড স্টার্ক, উইন্টারফেলের লর্ড এবং রাজার হ্যান্ড,' আরও জোরে বললেন তিনি যাতে প্লাজার সকলে তাঁর কথা শুনতে পায়, 'এবং আমি আপনাদের সামনে এসেছি দেবতা ও জনতার কাছে আমার রাজদ্রোহিতার কথা স্বীকার করতে।'

'না,' ককিয়ে উঠল আরিয়া। ওর নিচে মানুষজন চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল। সবাই এডার্ডকে অশ্লীল গালাগাল দিচ্ছে। সানসা হাত দিয়ে মুখ ঢাকল।

ওর বাবা আরও চড়ালেন গলা। 'আমি আমার রাজার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, আমার বন্ধু রবার্টের আস্থার সঙ্গে বেঈমানি করেছি।' চিৎকার করে বললেন তিনি। 'আমি তাঁর সন্তানদের রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা

BanglaBook.org

করেছিলাম কিন্তু তাঁর রক্ত শীতল হওয়ার আগেই আমি তার পুত্রকে হত্যা ও সিংহাসনচ্যুত করে নিজে সিংহাসন দখলের ষড়যন্ত্র করি। আমি যা বলছি তার সত্যতার বিষয়ে সাক্ষী হয়ে থাকুন হাই সেপটন, বেলর দা বিলাভেড এবং সেভেন দেবতাগণ; জফ্রি ব্যারাথিয়নই লৌহ সিংহাসনের একমাত্র ও প্রকৃত উত্তরাধিকারী, সে সপ্তরাজ্যের প্রভু এবং সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা।'

ভিড় থেকে উড়ে এল একটা পাথর। ওর বাবার গায়ে পাথরটা লাগতে দেখে চিৎকার করল আরিয়া। লর্ড এডার্ড পড়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে ধরে থাকল সোনালি আলখাল্লারা। এডার্ডের কপাল ফেটে রক্ত পড়ছে। আরও পাথর ছুটে এল। একটা লাগল আরিয়ার বাবার বামে দাঁড়ানো রক্ষীর গায়ে। আরেকটা আঘাত হানল কালো সোনালি বর্ম পরা নাইটের ব্রেস্ট প্লেটে। দুজন কিংসগার্ড চট করে জফ্রি এবং রানির সামনে ঢাল উঁচিয়ে চলে এল তাদেরকে রক্ষা করতে।

আরিয়ার হাত ঢুকে গেল ওর আলখাল্লার নিচে। স্পর্শ পেল নিডলের। তরবারির বাঁটে জড়ালো আঙুল। শক্ত করে চেপে ধরল। হে দেবতারা, আমার বাবার কোনো ক্ষতি হতে দিও না। প্রার্থনা করল আরিয়া। তাকে নিরাপদে রাখো। ওরা যেন আমার বাবাকে আঘাত করতে না পারে।

হাই সেপটন জফ্রি এবং তার মায়ের সামনে হাঁটু মুড়ে বসলেন। 'আমরা পাপ করলে তার ফলও ভোগ করি।' লর্ড এডার্ডের চেয়ে উচ্চকিত এবং গভীর গলায় সুর করে বললেন তিনি। 'এই মানুষটি এই পবিত্র জায়গায় দেবতা এবং জনতার সামনে তার পাপ স্বীকার করেছে।' প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত উত্তোলন করলেন তিনি, তাঁর মাথার ওপর খেলা করছে রঙধনু। দেবতারা ন্যায়পরায়ণ। তবে ব্লেসড বেলর আমাদেরকে শিখিয়েছেন তাঁরা দয়াবানও বটে। এই বিশ্বাসঘাতককে নিয়ে কী করা যায়, মহামান্য?'

হাজার হাজার মানুষ চিৎকার চেঁচামেচি করছে। তবে তাদের চিৎকার আরিয়ার কানে যাচ্ছে না। রাজকুমার জফ্রি... না, রাজা জফ্রি তার কিংসগার্ডদের ঢালের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। 'আমার মা আমাকে আহ্বান করেছেন যেন লর্ড এডার্ডকে ব্ল্যাক ব্রাদার্সদের সঙ্গে যোগ দিতে পাঠিয়ে দিই এবং লেডি সানসা তার বাবার জন্য দয়া ভিক্ষা চেয়েছে।' সরাসরি সানসার দিকে তাকাল সে। হাসল। আরিয়া ভাবল দেবতারা তার প্রার্থনা শুনেছেন। কিন্তু জফ্রি জনতার দিকে ফিরে বলল, 'তবে মহিলাদের

BanglaBook.org

মন নরম হয়। আমি আপনাদের রাজা হিসেবে এই রাজদ্রোহিতার শাস্তি ছাড়া যেতে দেব না। স্যর ইলিন, আমাকে ওর মাথাটা এনে দিন!'

গর্জন ছাড়ল জনতা। তারা বেলরের বেদির গায়ে চেপে আসতে মূর্তিটা নড়ে উঠল। হাই সেপটন রাজার কেপ ধরলেন, ভ্যারিস দুই হাত নাড়তে নাড়তে ছুটে এল, এমনকী রানিও যেন জফ্রিকে কী বললেন তবে প্রত্যুত্তরে তাঁর ছেলে ডানে বামে মাথা নাড়ল।

লর্ড এবং নাইটরা সরে গিয়ে জায়গা করে দিল লম্বা, মাংসহীন লোহার বর্ম পরা কংকালসম রাজার জল্লাদের জন্য। আরিয়া যেন শুনতে পেল অনেক দূর থেকে ভেসে এল তার বোনের আর্তনাদ। সানসা হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল, পাগলিনীর মতো কাঁদছে, স্যর ইলিন বেদির সিড়ি বেয়ে উঠে এল।

আরিয়া লাফ মেরে নামল বেলরের স্তম্ভমূল থেকে। হাতে চলে এসেছে নিডল। সে গিয়ে পড়ল কসাইয়ের অ্যাপ্রন পরা এক লোকের গায়ে। লোকটা মাটিতে ছিটকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন ওর ওপর লাফিয়ে পড়ল। আরিয়া ধাক্কার চোটে মাটিতে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। তার চারপাশে মানুষ। তারা ধাক্কাধাক্কি করছে, *ঠেলাঠেলি* করছে, বেচারা কসাই তাদের পায়ের নিচে পৃষ্ট হচ্ছে। আরিয়া নিডল দিয়ে তাদেরকে ভয় দেখাল।

বেদিমূলের মাথায় উঠে গেছে স্যর ইলিন। কালো সোনালি আলখাল্লা পরা নাইট কী একটা আদেশ দিল। সোনালি আলখাল্লারা লর্ড এডার্ডকে মেঝের ওপর উবু করে বসিয়ে দিল। তাঁর মাথা এবং বুক ঝুলে থাকল বেদির কিনারে।

'এই যে তুমি!' একটা ক্রুদ্ধ কণ্ঠ ভেসে এল আরিয়াকে লক্ষ্য করে। তবে পাত্তা দিল না ও। সে লোকজনকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে সামনে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু এত মানুষ যে সামনের এগোবার জো নেই। ওর কানে এখনো ভেসে আসছে সানসার কান্না।

স্যর ইলিন দুই হাতলঅলা প্রকাণ্ড তরবারিটি বের করে নিল পিঠে বাঁধা খাপ থেকে। সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল ভীষণ ধারাল ফলা। *আইস*, মনে মনে বলল আরিয়া, *ওর কাছে আইস আছে!* জল গড়িয়ে নামছে ওর চোখ বেয়ে, অন্ধ করে দিচ্ছে।

এমন সময় ভিড়ের মধ্য থেকে একটা হাত এসে ওর নিডলধরা হাতখানা সজোরে চেপে ধরল। এত্ত জোরে যে আরিয়ার হাত থেকে উড়ে চলে গেল নিডল। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল আরিয়া তবে লোকটা ধরে

BanglaBook.org

থাকল ওকে। একটা লম্বা মুখ, দাড়িগোঁফে ভর্তি, দাঁত পোকায় কাটা, ঝুঁকে এল ওপর। 'ওদিকে তাকিয়ো না!' মোটা গলায় খেঁকিয়ে উঠল সে।

'আমি...আমি....আমি...' ফুঁপিয়ে উঠল আরিয়া।

বয়সী লোকটা ওকে ধরে এমন জোরে ঝাঁকুনি দিল আরিয়ার দাঁতকপাটি লাগার জোগাড়। 'মুখখানা বন্ধ করে চোখ বুজে থাকো, খোকা।' যেন দূর থেকে একটা শব্দ শুনতে পেল আরিয়া, যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেউ, এক সঙ্গে লাখো মানুষের দীর্ঘশ্বাস। লোকটার লোহার মতো শক্ত হাত দেবে গেল আরিয়ার বাহুতে। 'আমার দিকে তাকাও। হ্যাঁ, আমাকে দ্যাখো।' লোকটার মুখে মদের বিশ্রী গন্ধ।

'আমাকে মনে পড়ে, খোকা?'

গন্ধটা লোকটার কথা আরিয়াকে মনে করিয়ে দিল। লোকটার আঠালো উষ্কখুষ্ক চুলে ভরা মাথা, কঠিন কালো চোখ জোড়া তেরছা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। এ সেই ব্ল্যাক ব্রাদার যে ওর বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

'এখন চিনতে পেরেছ তো? খুব ভালো,' থুতু ছিটাল সে। 'ওদের কাজ শেষ। তুমি আমার সঙ্গে চলো। আর মুখ খোলা একদম বারণ।' কিছু বলতে যাচ্ছিল আরিয়া, লোকটা ওকে ধরে আবার ঝাঁকি মারল। আগের চেয়ে জোরে। 'বললাম না মুখ বন্ধ রাখতে।'

প্লাজা খালি হতে শুরু করেছে। লোকজন চলে যাচ্ছে। আরিয়া বিহ্বলের মতো হাঁটছে। সঙ্গের লোকটার নাম এখন মনে পড়েছে। ইয়োরেন। সে লোকটাকে তার তরবারি খুঁজে আনতে বলেনি। কিন্তু ইয়োরেন তার হাতে নিডলকে গুঁজে দিল। 'ওটা তোমার কাজে লাগবে, খোকা।'

'আমি খোকা–' বলতে গেল আরিয়া।

সে ওকে একটা দরজার মধ্যে ঠেলে ঢোকাল। চুল চেপে ধরল মুঠিতে। '– তবে চালাকচতুর খোকা নও, তাই তো বলতে চাইছ?'

লোকটার আরেক হাতে ছুরি।

ছুরিটা যখন মুখের সামনে চলে এল, আরিয়া ঝট করে পিছু হঠল, জোরে পা ছুড়ছে, মাথাটা এপাশ ওপাশ করছে, কিন্তু লোকটা এমন জোরে ওর চুলের মুঠো চেপে ধরে রেখেছে, আরিয়া টের পেল ওর মাথার চুল খচখচ করে কেটে ফেলছে লোকটা। কান্নার লোনা জল প্রবেশ করল ওর মুখের মধ্যে।

BanglaBook.org

সানসা

আটান্ন

মেগর'র হোল্ডফাস্টের টাওয়ার রুমের অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে সঁপে দিয়েছে সানসা।

ও ওর বিছানার চারপাশে পর্দা টেনে নিয়ে ঘুমায় এবং জেগে ওঠে কাঁদতে কাঁদতে, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ে। যখন ঘুম আসে না, কম্বল গায়ে শুয়ে থেকে শোকে দু:খে কাঁপতে থাকে। ভৃত্যরা আসে এবং চলে যায় খাবার দিতে। কিন্তু খেতে ইচ্ছা করে না সানসার। তার জানালার নিচে খাবারের প্লেট জমা হয়ে পচতে থাকে। তারপর একসময় ভৃত্যরা এসে ওগুলো নিয়ে যায়।

মাঝে মাঝে ওর ঘুম হয় স্বপ্নহীন। আর ঘুম থেকে উঠে নিজেকে আরও বেশি ক্লান্ত লাগে। তবু বাবাকে স্বপ্নে দেখার সময়টাকে মনে হয় সেরা। জেগে থাকুক বা ঘুমিয়ে, সবসময় ও ওর বাবাকে দেখে, দেখে সোনালি আলখাল্লারা ওর বাবাকে বেদির ধারে চেপে ধরেছে, স্যর ইলিন আসছে লম্বা লম্বা পা ফেলে, পিঠের খাপ থেকে সে আইসকে খুলে নিল, তারপর... তারপর... ও অন্যদিকে ফিরে তাকাতে চেয়েছিল, হাঁটুর জোড় আলগা হয়ে পড়ে গিয়েছিল সে, তবু মাথাটা ঘুরিয়ে রাখতে পারেনি। লোকজন চিৎকার চেঁচামেচি করছিল আর তার রাজকুমার তার দিকে তাকিয়ে হাসছিল, নিরাপদ বোধ করেছিল সানসা, তবে তা মাত্র এক মুহূর্তের জন্য, যখন জফ্রি ওই শব্দগুলো উচ্চারণ করল, আর তার বাবার পা দুটো... সানসার মনে আছে ওর বাবার পা দুটো ঝাঁকি খাচ্ছিল যখন স্যর ইলিন..যখন তরবারিটা...

BanglaBook.org

আমারও মরে যাওয়া উচিত, ভাবে সানসা এবং চিন্তাটা তাকে আতঙ্কিত করে তোলে না। ও জানালা দিয়ে লাফ মেরে নিচে পড়তে পারে, অবসান ঘটবে সমস্ত কষ্টের, একদিন ওর বেদনাগুলো নিয়ে শোকের গান বাঁধবে গায়করা। ওর হাড়গোড় ভাঙা লাশটা পড়ে থাকবে নিচের পাথুরে মেঝেতে, যারা ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের সবাইকে উপহাস করবে। সানসা একবার জানালার ধারে গিয়েওছিল, খুলেছিল জানালা... কিন্তু তখন সে সাহস হারিয়ে ফেলে, কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যায় বিছানায়।

খাবার নিয়ে এলে পরিচারিকারা ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে কিন্তু সানসা সাড়া দেয় না। একবার গ্রান্ড মায়েস্টার পাইসেল এসেছিলেন ফ্লাস্ক আর বোতল নিয়ে জানতে ও অসুস্থ কিনা। তিনি ওর জামাকাপড় খুলে, সম্পূর্ণ নগ্ন করে পরীক্ষা করে দেখেছেন। ফিরে যাওয়ার সময় ওকে মধু মেশানো জল আর ভেষজ দিয়েছেন এবং বলেছেন প্রতি রাতে পান করতে। ওই জল তক্ষুনি পান করে সানসা এবং ঘুমিয়ে পড়ে।

একদিন জফ্রি এল। সানসা তখন বিছানায়, কুকড়ে মুকড়ে শুয়ে আছে। দিন না রাত বলতে পারবে না। ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল জফ্রি। হঠাৎ আলোয় চোখ ঝলসে গিয়েছিল সানসা। সে চোখের ওপর হাত রাখল।

'আজ বিকেলে তুমি দরবারে আসবে,' জফ্রি বলল ওকে। ' গোসল টোসল করে আমার বাগদত্তার মতো সাজগোজ করে আসবে।' জফ্রির পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল বাদামী ডাবলিট পরা স্যান্ডর ক্লেগেন। ওদের পেছনে সাদা স্যাটিনের আলখাল্লা পরা কিংস গার্ডের দুই নাইট।

সানসা কম্বলটা চিবুক পর্যন্ত টেনে নিল। 'না,' কুঁইকুঁই করে বলল ও। 'প্লিজ... আমাকে ছেড়ে দাও।'

'তুমি যদি বিছানা ছেড়ে না ওঠো এবং জামাকাপড় না পরো তাহলে আমার কুকুর তোমাকে দিয়ে কাজটা করাবে,' বলল জফ্রি।

'আমাকে ক্ষমা করো, রাজকুমার...'

'আমি এখন রাজা। কুকুর, ওকে বিছানা থেকে তোলো।'

স্যান্ডর ক্লেগেন ওর কোমর ধরে পালকের বিছানা থেকে তুলে নিল। দুর্বলভাবে ধস্তাধস্তি করল সানসা। ওর কম্বল পড়ে গেল মেঝেতে, সানসার শরীর ঢেকে রেখেছে শুধুমাত্র একটি পাতলা বেড গাউন। 'যা বলা হয়েছে তা

BanglaBook.org

করো, বাচ্চা,' বলল ক্লেগেন। 'কাপড় পরো।' সে একটু ধাক্কা মেরে আলমারির সামনে ঠেলে দিল সানসাকে।

সানসা ওদের কাছ থেকে পিছিয়ে গেল। 'রানি আমাকে যা যা করতে বলেছিলেন আমি সব করেছি। চিঠি লিখেছি। তুমি কথা দিয়েছিলে আমাকে দয়া দেখাবে। দয়া করে আমাকে বাড়ি যেতে দাও। আমি কোনো রাজদ্রোহিতা করব না। আমি ভাল হয়ে চলব, শপথ করে বলছি। আমার শরীরে বিশ্বাসঘাতকের রক্ত নেই। নেই! আমি শুধু বাড়ি যেতে যাই।' সৌজন্যবোধের কথা মনে পড়তে নতজানু হলো সে।

'মা বলেছে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে,' বলল জফ্রি। 'কাজেই তুমি এখানেই থাকছ এবং আমাদের কথা মেনে চলবে।'

'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই না,' হাহাকার করে উঠল সানসা। 'তুমি আমার বাবার গলা কেটে নিয়েছ।'

' সে ছিল একজন বিশ্বাসঘাতক। আমি কখনো বলিনি যে তাকে ছেড়ে দেব, শুধু বলেছিলাম দয়া দেখাব। তাই দেখিয়েছি। সে যদি তোমার বাবা না হতো তাহলে আমি তার হাত-পা একটা একটা করে কাটতাম। কিন্তু আমি তাকে একটি পরিস্কার মৃত্যু দিয়েছি।'

সানসা ফ্যালফ্যাল করে জফ্রির দিকে তাকিয়ে থাকল। যেন এই প্রথম ওকে দেখছে। পরনে লাল ডাবলিট এবং হাই কলারের কেপ। সানসা ভাবছে একে কী করে সে এতদিন সুদর্শন ভেবে এসেছে। জফ্রির ঠোঁটজোড়া বর্ষার পরে মাটিতে কিলবিল করতে থাকা কেঁচোর মতো লাল এবং নরম, চোখে দম্ভ এবং নিষ্ঠুরতা। 'আমি তোমাকে ঘৃণা করি,' ফিসফিস করল ও।

শক্ত হয়ে গেল রাজা জফ্রির মুখ। 'আমার মা বলেছে স্ত্রীদের গায়ে হাত তোলা রাজাদের কখনো মানায় না। স্যর মেরিন।'

সানসা কিছু বোঝার ওঠার আগেই মুখে হাতের উল্টো পিঠের প্রচণ্ড এক থাবড়া খেল। ছিটকে পড়ে গেল মেঝেতে। ঝিমঝিম করছে মাথা। স্যর মেরিন ট্রান্ট ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তার হাতের সিল্কের সাদা দস্তানায় লেগে আছে রক্ত।

'আমার কথা এখন শুনবে নাকি আবারও ভদ্রতা শেখাতে হবে?'

কান ভোঁতা হয়ে গেছে সানসার। স্পর্শ করল। আঙুলের ডগায় ভেজা অনুভূতি। রক্ত। 'আ...আপনি যা বলেন, মাই লর্ড।'

BanglaBook.org

'মহামান্য,' সানসার ভুল শুধরে দিল জফ্রি। 'আমি তোমাকে দরবারে দেখতে চাই।' বলে সে ঘুরে চলে গেল।

স্যর মেরিন এবং স্যর এরিস জফ্রিকে অনুসরণ করলেও স্যান্ডর ক্লেগেন ওকে টান মেরে সিধে করা পর্যন্ত অপেক্ষা করল।

'কিছু ব্যথা নিজের মধ্যেই লুকিয়ে রাখো, মেয়ে। আর সে যা চায় তাকে তা দিও।'

' সে... সে কী চায়?'

' সে তোমাকে হাসিমুখে দেখতে চায়,' কর্কশ গলায় বলল হাউন্ড। 'চায় সেপটা তোমাকে যেসব সুন্দর সুন্দর কথা শিখিয়েছিল সেগুলো তুমি তাকে বলবে। চায় তুমি ওকে ভালবাসবে... এবং ভয় করবে।'

হাউন্ড চলে যাওয়ার পরে সানসা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল দেয়ালের দিকে। কিছুক্ষণ পর তার দুই পরিচারিকা ভীরু পদক্ষেপে ঘরে ঢুকলে সে বলল, 'আমার গোসলের জন্য গরম পানির ব্যবস্থা করো। আর এ ক্ষতটা আড়াল করতে কিছু সুগন্ধী এবং পাউডার নিয়ে এসো।'

সানসা মুখের ডান দিকটা ইতিমধ্যে ফুলে গেছে। তবে ও জানে জফ্রি ওকে সাজগোজ করা অবস্থায়, সুন্দর চেহারায় দেখতে চাইবে।

গরম পানিতে গোসল করার সময় উইন্টারফেলের কথা মনে পড়ল সানসার। ওর বাবা মারা যাওয়ার পরে ও আর গোসল করেনি। চাকরানিরা ওর মুখের রক্ত মুছে দিল, পিঠ ঘষে পরিস্কার করল ময়লা, ধুয়ে দিল চুল। সানসা ওদের সঙ্গে কথা বলল না শুধু আদেশ দেয়া ছাড়া। এরা ল্যানিস্টারের চাকরানি, তার নিজের নয়। কাজেই এদেরকে বিশ্বাস করা যায় না। পোশাক পছন্দ করার সময় সানসা বেছে নিল সবুজ সিল্কের গাউন যেটি সে টুর্নির সময় পড়েছিল।

ও একগ্লাস মাঠা পান করল, খুঁটে খেল মিষ্টি বিস্কুট। দুপুর নাগাদ স্যর মেরিন এলেন ওকে দরবারে নিয়ে যেতে।

'মাই লেডি,' কুর্নিশ করলেন তিনি, যেন তিন ঘন্টা আগে সানসাকে মেরে রক্তাক্ত করে দেননি। 'মহামান্য আমাকে পাঠালেন আপনাকে সিংহাসন কক্ষে নিয়ে যেতে।'

'আমি না গেলে কি তিনি আমাকে আবার মারার নির্দেশ দিয়েছেন আপনাকে?'

BanglaBook.org

'আপনি কি যেতে অস্বীকার করছেন, মাই লেডি?' অভিব্যক্তিশূন্য চেহারা স্যর মেরিনের।

লোকটি ওকে ঘৃণা করে না কিংবা ভালও বাসে না, বুঝতে পারল সানসা। সানসা তাঁর কাছে কোনো অর্থই বহন করে না।

'না,' বলল সানসা। উঠে পড়ল। ওর ইচ্ছে করছিল লোকটাকে গালাগাল দেয়, চড় মারে যেভাবে ওকে মেরেছিল, তাকে হুমকি দিয়ে বলে ও যখন রানি হবে তখন সে ওকে নির্বাসনে পাঠাবে যদি আবার কখনো ওর গায়ে হাত তোলে... তবে মনে পড়ে গেল হাউন্ড ওকে কী বলেছিল। তাই সানসা শুধু বলল, 'মহামান্য যা আদেশ করেন আমি তাই করব।'

BanglaBook.org

উনষাট

সিংহাসন কক্ষের ব্যালকনি নির্ধারণ করা হয়েছে সানসার বসার জন্য। ওখানে আর কেউ নেই। জফ্রি তার লৌহ সিংহাসনে বসে বিচার কার্য চালাচ্ছে। দশটি বিচারের মধ্যে ন'টিই তার মধ্যে বিরক্তির উদ্রেক করল। সে সিংহাসনে বসে মোচড়া মুচড়ি করতে লাগল আর তার হয়ে বিচার কার্যগুলো সম্পন্ন করল লর্ড বেইলিশ, গ্রান্ড মায়েস্টার পাইসেল অথবা রানি স্বয়ং। সে নিজে যখন বিচার করতে চাইল তখন এমনকি রানিও তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না।

এক চোরকে আনা হলো জফ্রির সামনে। জফ্রির আদেশে দরবার ঘরেই স্যর ইলিন এক কোপে তার হাত কেটে নিল।

দুই নাইট এল জমিজমা সংক্রান্ত ঝামেলা নিয়ে। জফ্রি সমাধান দিল এই বলে পরের দিন দুই নাইট মিলে আমৃত্যু ডুয়েল লড়বে। যে জিতবে সে জমিটা পাবে।

এক মহিলা হাঁটু মুড়ে আবেদন জানাল এক লোকের মুণ্ডুছেদন করার জন্য। লোকটাকে সে ভালবাসত কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সে একটা বিশ্বাসাঘাতক।

'তুমি যদি এক বিশ্বাসঘাতককে ভালবাসতে পার তাহলে তুমিও তাই,' বলল জফ্রি। তার আদেশে দুই সোনালি আলখাল্লা মহিলাকে কারাগারে নিয়ে গেল।

সবশেষে বিচার করা হলো মোটকু এক গায়কের। সে সরাইখানায় গান গায়। মৃত রাজা রবার্টকে উপহাস করে গান বাঁধার অভিযোগে জফ্রি আদেশ দিল গায়কের হাতের আঙুল অথবা জিভ যে কোনো একটা অঙ্গ কর্তন করা হোক। তবে গায়কই সিদ্ধান্ত নেবে কোনটি সে রাখতে চায়। এজন্য লোকটাকে একদিন ভাবার সময় দেয়া হলো।

বিকেলের দরবার কার্যের এটাই শেষ জেনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাচ্ছিল সানসা কিন্তু তার অগ্নিপরীক্ষার তখনো অবসান ঘটেনি। ও ব্যালকনি থেকে নেমে চলে যাবার পাঁয়তারা করছিল, দেখে সিড়িতে দাঁড়িয়ে আছে জফ্রি, সঙ্গে হাউন্ড এবং স্যর মেরিন। সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সানসাকে আপাদমস্তক জরিপ করল জফ্রি। ‘ তোমাকে তো ভালোই লাগছে।’

‘ধন্যবাদ, মহামান্য,’ বলল সানসা। ফাঁকা বুলি তবু এতেই খুশি জফ্রি। তার মুখে হাসি ফুটল।

‘আমার সঙ্গে এসো,’ হুকুম দিল জফ্রি। বাড়িয়ে দিল হাত। হাতখানা না ধরে উপায় ছিল না সানসার। এক সময় এ হাত ধরলে শরীরে শিহরণ জাগত আর এখন ঘিনঘিন করছে গা।

‘আমার জন্মদিনের আর বেশি দেরি নেই,’ সিংহাসন কক্ষের পেছন দিক থেকে বেরিয়ে আসার সময় বলল জফ্রি। ‘রাজ্যে বিরাট ভোজ হবে, থাকবে উপহারের ছড়াছড়ি। তুমি আমাকে কী দেবে?’

‘আ... আমি এখনো ভাবিনি, মাই লর্ড।’

‘মহামান্য,’ ধারাল গলায় বলল জফ্রি। ‘তুমি আসলেই একটা মাথামোটা মেয়ে, তাই না? আমার মা তাই বলে।’

‘বলেন?’ যা ঘটেছে তারপর জফ্রির কথাগুলো ওকে তেমন আঘাত করার কথা নয়। করেও নি। তবে রানি তো সানসার প্রতি সর্বদাই সদয় ছিলেন।

‘বলে তো। মা তো আমাদের বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে খুবই চিন্তিত, তারা আবার তোমার মতো নির্বোধ না হয়! তবে আমি মাকে বলেছি এসব নিয়ে চিন্তা না করতে।’ রাজার ইঙ্গিতে স্যর মেরিন একটি দরজা খুলে দিলেন।’

‘যত শীঘ্রি সম্ভব তোমাকে আমি গর্ভবতী করতে চাই,’ রেড কীপের প্রাকটিস ইয়ার্ড ধরে হাঁটতে হাঁটতে বলল জফ্রি। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সূর্যের লাল আবিরে দুর্গের দেয়ালগুলো রক্তের মতো জ্বলজ্বল করছে। ‘তবে

BanglaBook.org

প্রথম সন্তানটা যদি মাথামোটা হয় তাহলে তোমার মাথাটা আমি কেটে ফেলে দিয়ে একটা বুদ্ধিমতী, চালাক মেয়েকে বিয়ে করব। তুমি কবে আমার সন্তান ধারণ করার জন্য উপযুক্ত হতে পারবে?'

সানসা জফ্রির দিকে তাকাতে পারল না। ছেলেটা এমন নির্লজ্জ। 'সেপটা মরডেন বলেছে বেশিরভাগ... বেশিরভাগ উচ্চবংশীয় মেয়েদের শরীরে বারো তের বছর বয়সে পরিপূর্ণতা আসে।'

মাথা ঝাঁকাল জফ্রি। 'এই পথে।' সে ওকে নিয়ে এগিয়ে গেল গেট হাউসের দিকে। ওখান থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে ব্যাটলমেন্ট বা বুরুজের ছাদ বরাবর।

সানসা ঝট করে হাতটা সরিয়ে নিল, কাঁপছে। হঠাৎই ও বুঝতে পেরেছে কোথায় যাচ্ছে। 'না,' ভয়ে খাবি খেল সানসা। 'না, প্লিজ, আমি যাব না...'

জফ্রির ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল। 'বিশ্বাসঘাতকদের কপালে কী ঘটে আমি তোমাকে তা দেখাব।'

উন্মাদের মতো মাথা নাড়ছে সানসা। 'আমি দেখব না। আমি দেখব না।'

'স্যর মেরিন তোমাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাবে,' বলল জফ্রি। সেটা তোমার পছন্দ হবে না। যা বললাম তাই করো।' জফ্রি হাত বাড়াল ওর দিকে। কুঁকড়ে গেল সানসা। হাউন্ডের দিকে পিছু হঠছে।

'যা বলছে করো, মেয়ে,' স্যান্ডর ক্লেগেন ওকে ধাক্কা মেরে রাজার দিকে ফেরত পাঠাল।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও জফ্রির হাত ধরল সানসা। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় প্রতিটি ধাপ ওর কাছে মনে হলো দুঃস্বপ্নের মতো, যেন কাদায় গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে আছে পা, তুলতে কষ্ট হচ্ছে। হাজার হাজার সিঁড়ি। শেষই হতে চায় না। আর দুর্গের কেল্লায় অপেক্ষা করছে নির্জলা আতঙ্ক।

গেট হাউসের উঁচু ছাদ থেকে গোটা পৃথিবী ওদের নিচে বিস্তৃত হয়ে আছে। সানসা ভিসেনি'স হিলের গ্রেট সেপ্ট অব বেইলর দেখতে পাচ্ছে যেখানে ওর বাবা মারা গেছেন। স্ট্রিট অব দা সিস্টার্সের শেষ প্রান্তে ড্রাগন পিটের ধ্বংসাবশেষ। পশ্চিমে গেট অব দা গডসের পেছনে অস্তগামী লাল

BanglaBook.org

সূর্য। সানসার পেছনে লবণ সাগর এবং দক্ষিণে মাছের বাজার ও ব্ল্যাকওয়াটার রাশ নদীর ঘূর্ণায়মান স্রোত পাক খেয়ে চলছে জেটির গা বেয়ে। আর উত্তর দিকে...

ওদিকে ফিরল সানসা। রাস্তা, ঘাট, গলি, পাহাড়, তস্যগলি, দূরে পাথরের দেয়াল। ওগুলোর পেছনে আছে গ্রাম, জানে সানসা। খামার, মাঠ, জঙ্গল, এবং ওগুলো ছাড়িয়ে আরও অনেক অনেক উত্তরে উইন্টারফেল।

'তুমি কী দেখছ?' বলল জফ্রি। 'আমি তোমাকে যা দেখাতে নিয়ে এসেছি তা এখানেই আছে।'

ছাদের বাইরের অংশে পাথরের একটা প্যারাপেট, সানসার থুতনি সমান উঁচু, সেখানে প্রতি পাঁচ ফুট অন্তর তীরন্দাজদের জন্য গোলাকার গর্ত করে রাখা হয়েছে যার ফাঁক দিয়ে তীর ছোড়া যাবে। আর সেই ফাঁকগুলোর মাঝে, দেয়ালের ওপরে লোহার গজালে বসিয়ে দেয়া হয়েছে সারি সারি কাটা মাথা।

ও আমাকে মাথাগুলো দেখাতে বাধ্য করতে পারে, মনে মনে বলল সানসা। *তবে আমি তাকালেও দেখব না*।

'এটা তোমার বাবার কাটা মুণ্ডু,' বলল জফ্রি। 'কুকুর, মাথাটা একটু ঘুরিয়ে দাও যাতে ও পরিষ্কার দেখতে পারে।'

স্যান্ডর ক্লেগেন চুল ধরে টেনে ঘুরিয়ে দিল মাথাটা। মাথায় যাতে দ্রুত পচন না ধরে সে জন্য কাটা মুণ্ডুতে আলকতারা মাখানো হয়েছে। সানসা ওদিকে শান্তভাবে তাকাল বটে কিন্তু দেখছে না কিছুই। মাথাটা লর্ড এডার্ডের মতো লাগছে না, ভাবছে ও, এমনকী ওটা বাস্তবও মনে হচ্ছে না। 'আমাকে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হবে?'

জফ্রি ওর প্রতিক্রিয়ায় বেশ হতাশ হলো। 'বাকিদের মাথাগুলো দেখবে?' লম্বা সারির দিকে ইঙ্গিত করল সে।

'তাতে যদি আপনি খুশি হন, মহামান্য।'

জফ্রি ওকে নিয়ে দেয়াল ধরে হেঁটে চলল, ডজনখানেক ছিন্নমস্তক পার হলো। দুটো গজাল খালি। 'ও দুটো আমি রেখে দিয়েছি আমার চাচা স্ট্যানিস এবং রেনলির জন্য।' বলল সে। অন্য মাথাগুলো অনেক দিন ধরে আছে এখানে। ফলে আলকাতরা মাখানো হলেও বেশিরভাগ পচে গেছে এবং চেনা যায় না।

BanglaBook.org

'ওই যে তোমার সেপটা,' বলল জফ্রি। সেপটার মুখ পচে গলে গেছে, পাখিরা তার একটা কান আর গালের সিংহসভাগ খেয়ে ফেলেছে।

'আপনি ওকে মারলেন কেন?' জিজ্ঞেস করল সানসা। ' ও–'

'ও ছিল একজন বিশ্বাসঘাতক,' বিরক্ত দেখাল জফ্রিকে। 'তুমি কিন্তু এখনো বললে না আমার জন্মদিনে কী উপহার দেবে। বদলে তোমাকে কিছু একটা দেব, খুশি হবে?'

'আপনি যদি তাতে খুশি হন, মহামান্য,' বলল সানসা।

হাসল জফ্রি। সানসা বুঝল ওকে উপহাস করা হচ্ছে। তোমার ভাইও একটা বিশ্বাসঘাতক। তাকে উইন্টারফেল থেকে চিনি। আমার কুকুর তাকে কাঠের তরবারির লর্ড বলে সম্বোধন করত। করতে না, কুকুর?'

'করতাম কি?' বলল হাউন্ড। 'মনে পড়ছে না ঠিক।'

অস্থিরভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল জফ্রি। ' তোমার ভাই আমার জেমি মামাকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছে। মা বলেছে ওটা ছিল বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণার যুদ্ধ। ঘটনা শুনে মা কান্নাকাটি করেছে। মহিলারা সবাইই দুর্বল, এমনকী সে-ও, যদিও ভান করে তা সে নয়। বলেছে আমাদের কিংসল্যান্ডিংয়েই থাকা উচিত পাছে চাচারা এখানে হামলা চালিয়ে বসে। তবে আমি ওসব গ্রাহ্য করি না। আমার জন্মদিনের ভোজ শেষে আমি সেনাবাহিনী নিয়ে যাব এবং তোমার ভাইকে নিজের হাতে হত্যা করব। তোমাকে আমি সেটাই উপহার দেব, লেডি সানসা। তোমার ভাইয়ের কাটা মুণ্ডু।'

প্রচণ্ড রাগে বোধহয় সানসার মাথাটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাই নিজেকে সামলাতে না পেরে বলে ফেলল, 'হয়তো আমার ভাই তোমার কাটামুণ্ডু আমাকে উপহার দেবে।'

ঘাউ করে উঠল জফ্রি। 'খবরদার আমার সঙ্গে এরকম মশকরা কখনো করবে না। একজন প্রকৃত স্ত্রী তার প্রভুকে নিয়ে কখনো ঠাট্টা-মশকরা করে না। স্যর মেরিন, ওকে শিখিয়ে দিন।'

এবারে নাইট সানসার মাথাটা চেপে ধরে দুই গালে দুই বিরাশি সিক্কার থাপ্পড় কষালেন। সানসার ঠোঁট কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। চোখের অশ্রু আর রক্ত মিলেমিশে এক হয়ে গেল।

'সবসময় ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে কাঁদবে না তো,' বলল জফ্রি। 'তুমি যখন হাসো তখন শুধু তোমাকে দেখতে সুন্দর লাগে।'

BanglaBook.org

সানসা জোর করে হাসি ফোটাল মুখে ভয়ে না হাসলে যদি স্যর মেরিন আবার মেরে বসেন। রাজা মাথা নাড়ল। 'রক্ত মুছে ফেলো। কী যে বিশ্রী লাগছে তোমাকে!'

জফ্রি ছাদের কিনারে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে ওকে একটা ধাক্কা মারলেই সত্তর আশি ফুট নিচে পড়ে যাবে। *তুমি পারবে*, নিজেকে বলল সানসা। *এক্ষুনি ওকে ধাক্কা মারো।* যদি ওকে নিয়ে নিচে পড়ে মরতে হয় তাতেও কিছু আসবে যাবে না।

' দেখি তো,' ওর সামনে এসে দাঁড়াল স্যান্ডর ক্লেগেন, জফ্রি এবং ওর মাঝখানে। বিশালদেহী লোকটা রুমাল দিয়ে রক্ত মুছে দিল।

সুযোগটা ফস্কে গেল। 'ধন্যবাদ।' রক্ত মোছা হলে বলল সানসা। সে একটি ভালো মেয়ে এবং সবসময়ই তাকে সৌজন্য বজায় রেখে চলতে হয়।

BanglaBook.org

ডেনেরিস

ষাট

জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল ডেনেরিস। স্বপ্নে দেখছিল কে যেন ওকে বলছে, 'তুমি নিশ্চয় ড্রাগনকে জাগিয়ে তুলতে চাও না, তাই না?'

স্বপ্নে একে একে ভিড় করে এল সেই প্রকাণ্ড বাড়িটা, ভাই ভিসেরিস এবং রেগার। বাড়িটার লাল দরজা ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ওদিকে ভিসেরিস চিৎকার করে বলছে, ড্রাগনরা কখনো ক্ষমা প্রার্থনা করে না, বেশ্যা। একটা ড্রাগনকে তুই আদেশ দিতে পারিস না। আমিই ড্রাগন। আর আমিই রাজা হবো।'

ডেনেরিস স্বপ্নে দেখল ওর ভাইয়ের মুখ বেয়ে নেমে আসছে গলিত সোনা, মাংস পুড়ে দেবে যাচ্ছে যাচ্ছে নিচের দিকে তবু সে চিৎকার করে বলছে, 'আমিই ড্রাগন, আর আমিই রাজা হবো।'

তার হাতের আঙুলগুলো হঠাৎ সাপে রূপান্তরিত হয়ে কামড়াতে লাগল ডেনির বুক। এমনকী যখন ভিসেরিসের চোখ দুটি ফেটে গিয়ে গলিত অবস্থায় ঝলসে কালো হয়ে যাওয়া গাল বেয়ে নামছিল তখনো তার স্তনবৃন্ত কামড়ে ধরে মোচড়াচ্ছিল সাপগুলো।

নিজের ভেতরে প্রচণ্ড একটা উত্তাপ অনুভব করছে ডেনি, উত্তাপটা ছড়িয়ে পড়েছে জরায়ুতে। ও ওর ছেলেকে দেখছে স্বপ্নে। দীর্ঘদেহী, দ্রোগোর মতো তামাটে গায়ের রঙ, রূপোলি সোনালি চুল এবং বাদাম আকারের

BanglaBook.org

বেগুনি চোখ। ডেনির দিকে তাকিয়ে হাসল ছেলেটি। হাত বাড়িয়ে দিল। কিছু একটা বলতে চাইছে, এমন সময় আগুন গ্রাস করে নিল তাকে।

পিঠে তীব্র ব্যথা অনুভব করছে ডেনেরিস। গায়ের চামড়া চিরে যাচ্ছে, নাকে পোড়া গন্ধ। তার পিঠে দুটো বিশাল ডানা গজাল। এবার উড়তে শুরু করল সে।

এর পরপরই মুখে ছাইয়ের স্বাদ নিয়ে ঘুম ভেঙে গেল।

ডেনি জানত তার সন্তান হয়েছে। সন্তানকে দেখার জন্য সে আকুল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাকে মিরি মায দুর টকটক স্বাদের কী একটা তরল খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল।

একদিন, এক রাত নাকি এক বছর ঘুমিয়ে ছিল ডেনি বলতে পারবে না। তার যখন আবার ঘুম ভাঙল তাকে মদ খাওয়ানো হলো। ঘুম ভেঙেই ও বলল,'আমার বাচ্চা কোথায়? রেগো? ওকে আমি দেখতে চাই।'

ঝিকি মাথা নামিয়ে বলল, ' ছেলেটা বাঁচেনি... খালিসি।' ভয়ে তার চেহারা চুপসে গেছে।

ডেনি কিছু না বলে চুপ হয়ে থাকল। সে ড্রাগনের ডিমগুলো নিয়ে আসার আদেশ দিয়েছিল। ওগুলোর গায়ে সে হাত বুলাতে লাগল। ডিমগুলো গরম লাগছিল। যদিও স্যর জোরাহ মরমন্ট বললেন ওগুলো ঠাণ্ডা এবং পাথরের মতো শক্ত। তিনি খবর পেয়ে তাঁবুতে এসেছেন, সঙ্গে মিরি মায দুর।

'রাজকুমারী, আপনি ঠিক আছেন তো?' বললেন স্যর জোরাহ। 'আপনার শরীর তো খুবই দুর্বল।'

ডেনি বলল, 'আমি ঠিক আছি। এখন বলুন কীভাবে আমার সন্তান মারা গেছে।'

'ও আসলে জীবিত ছিল না, রাজকুমারী।' মুখ ঘুরিয়ে নিলেন তিনি। 'ওরা বলেছে যে বাচ্চাটা ছিল– '

'ভয়ঙ্কর,' মিরি মায দুর শেষ করল কথাটা। ডেনির এ মুহূর্তে মেইগিকে শক্তিশালী নিষ্ঠুর এবং বিপজ্জনক লাগছে। 'বিকৃত ছিল। আমি নিজে সেটাকে আপনার ভেতর থেকে বের করে আনি। ওটার গায়ে ছিল গিরগিটির মতো চামড়া, অন্ধ, আধখানা লেজ আর বাদুরের মতো দুটো চামড়ার ডানা। ওটাকে ছোঁয়ামাত্রই গা থেকে খসে পড়ে মাংস আর ভেতর থেকে বেরোয় একগাদা পোকা। ও অনেক আগেই মারা গিয়েছিল।'

BanglaBook.org

ডেনি বলল, 'স্যর জোরাহ যখন আমাকে এই তাঁবুতে বয়ে আনেন তখনো আমার ছেলে জীবিত আর শক্তিশালী ছিল। আমার পেটে ক্রমাগত লাথি মারছিল, বেরিয়ে আসার জন্য ছটফট করছিল ।'

'হতে পারে,' জবাব দিল মিরি মায দুর। 'তবে যে জীবটা আপনার জরায়ু থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেটা আমি যেমনটা বললাম সেরকম ছিল। মৃত্যু এসেছিল এই তাঁবুতে, খালিসি।'

'শুধু ছায়া,' খসখসে গলায় বললেন স্যর জোরাহ, কিন্তু ডেনি তাঁর গলায় সন্দেহের সুর লক্ষ করল। 'আমি দেখেছিলাম, মেইগি। আমি তোমাকে একা দেখেছিলাম, ছায়াদের সাথে নাচতে।'

'মৃত্যু সবসময়ই দীর্ঘ ছায়া ফেলে আয়রন লর্ড,' বলল মিরি। 'লম্বা এবং গাঢ় ছায়া, আর কোনো আলোই ওদেরকে শেষ পর্যন্ত আটকে রাখতে পারে না।'

স্যর জোরাহ ওর বাচ্চাকে হত্যা করেছেন, ডেনি জানে। ভালোবাসা আর আনুগত্যের জন্য যা যা করা দরকার সব করেছেন তিনি। ডেনি মিরিকে বলল, 'তুমি আমাকে সতর্ক করেছিলে যে জীবনের বদলা একমাত্র মৃত্যুই হতে পারে। ভেবেছিলাম ঘোড়ার কথা বলছ।'

'না,' বলল মিরি মায দুর। ' সেই মিথ্যাটা আপনি নিজেই নিজেকে বলেছিলেন। আপনি ভালো করেই জানতেন বদলাটা কী হতে পারে।'

ও কি জানত? ও আসলেই কী জানত? 'মূল্য চোকানো হয়ে গেছে,' বলল ডেনি। ' ঘোড়াটা, আমার বাচ্চা, কোয়েরো আর কোথো, হ্যাগো আর কোহোলো। চোকানো হয়ে গেছে সব মূল্য। সব মূল্য।' গদি ছাড়ল সে। 'খাল ড্রোগো কোথায়? তার কাছে নিয়ে চলো আমাকে, দেবপত্নী, মেইগি, ব্লাডমেজ বা যা-ই হও না কেন! আমাকে দেখাও সন্তানের বিনিময়ে কী কিনেছি আমি।'

'আপনার আদেশ শিরোধার্য, খালিসি,' বলল মহিলা। 'আসুন, আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাই।'

ডেনি যা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক দুর্বল লাগছে শরীর। স্যর জোরাহ একটা হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। ' দেখার জন্য পরে সময় পাওয়া যাবে, রাজকুমারী,' আস্তে আস্তে বললেন তিনি।

'আমি এখনই দেখতে চাই, স্যর জোরাহ!'

BanglaBook.org

তাঁবুর ভেতরের স্বল্প আলো থেকে বেরুলে বাইরের আলোটা অনেক বেশি উজ্জ্বল ঠেকল ডেনির কাছে। আকাশে গলিত সোনার মতো জ্বলছে সূর্য, সামনে পুরো মাঠটা ফাঁকা। দাসীরা ফল, ওয়াইন আর পানি নিয়ে অপেক্ষা করছে। ওকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য স্যর জোরাহকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো ঝোগো। ওগো আর রাখারো দাঁড়িয়ে আছে পেছনে। আগুনে পোড়া ছাই, ঘাস খুঁজছে থাকা অল্পকিছু ঘোড়া, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু তাঁবু আর বিছানা ছাড়া কিছুই নজরে পড়ল না ডেনির।

ওকে দেখার জন্য বাচ্চাদের একটা দল জড়ো হয়েছে। ওদের পেছনে মহিলাদের দেখতে পেল সে। নীল আকাশের দিকে শ্রান্ত চোখ মেলে তাকিয়ে আছে বয়স্করা, মাঝে মাঝে নিস্তেজভাবে গায়ে বসা রক্তমাছি তাড়াচ্ছে। সাকুল্যে একশজন মানুষ আছে এখানে। বাকি চল্লিশ হাজার অশ্বরোহী কোথায়? শুধুমাত্র বাতাস আর ধুলোর রাজত্ব চলছে এখন শিবির জুড়ে।

'দ্রোগোর খালাসার চলে গেছে,' মন্তব্য করল ডেনি।

'যে খাল ঘোড়ায় চড়তে পারে না, সে শাসনও করতে পারে না,' ঝোগো বলল।

ডোথ্রাকিরা শুধুমাত্র শক্তিশালীদেরকে মেনে চলে,' স্যর জোরাহ বললেন। 'আমি দু:খিত রাজকুমারী। ওদেরকে ধরে রাখা গেল না। কো পোনো সবার আগে চলে যায়। নিজেকে পোনো খাল হিসেবে ঘোষণা করলে অনেকেই তার দলে ভিড়ে যায়। ঝাকো তার অল্প সময় পরেই একই পথ ধরে। বাকিরা রাতেই বড় দল বা ছোট দল বেঁধে একে একে কেটে পড়েছে।'

'বয়স্করা শুধু রয়ে গেছে,' বলল আগ্গো। 'ভীতু, দুর্বল আর অসুস্থরা। আর আমরা, যারা শপথ ঠিক রেখেছি। আমরা থেকে গেছি।'

'ওরা খাল দ্রোগোর গবাদি পশুর পালও নিয়ে গেছে, খালিসি,' রাখারো বলল। 'ওদেরকে বাধা দিতে পারিনি আমরা শক্তির দিক থেকে দুর্বল বলে। অনেক দাসও নিয়ে গেছে ওরা, খাল এবং আপনার, দুজনরেই। অল্প কিছু রেখে গেছে।'

'ইরো?' ডেনি জিজ্ঞেস করল, ভেড়া মানবদের শহরে উদ্ধার করা ভীতু মেয়েটার কথা মনে পড়ে গেল।'

BanglaBook.org

'মাগো তাকে ধরে নিয়ে গেছে। লোকটা এখন খাল ঝাকোর একজন ব্লাডরাইডার।' বলল ঝোগো। ' সে মেয়েটাকে উপভোগ করার পরে নিজের খালকে দিয়েছে। আর ঝাকো তাকে তার অন্যান্য ব্লাডরাইডারদের হাতে তুলে দেয়। ওরা সংখ্যায় ছিল ছয়জন। কাজ শেষ হয়ে গেলে মেয়েটার গলা কেটে হত্যা করেছে ওরা।'

ডেনি বলল, 'আমি ওদেরকে শাস্তি দেব। তবে আগে মাগো আর কো ঝাকো কান্নাকাটি করে ক্ষমা চাইবে।'

ডোথ্রাকিরা পরস্পরের সাথে অনিশ্চিত দৃষ্টি বিনিময় করল। 'খালিসি,' ওর দাসি ইরি তাকে এমনভাবে ব্যাখ্যা দিতে লাগল যেন একটা বাচ্চাকে বোঝাচ্ছে। 'ঝাকো এখন খাল, তার সঙ্গে প্রায় বিশ হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধা আছে।'

মাথা উঁচু করল ডেনি, 'আমি ডেনেরিস স্টর্মবর্ন, হাউস টারগারিয়ানের ডেনেরিস, সর্বজয়ী এইগন আর নিষ্ঠুর মেইগর এবং প্রাচীন ভ্যালিরিয়ার রক্ত। আমি ড্রাগনের মেয়ে এবং তোমাদের কাছে শপথ করছি, ওই লোকগুলো চিৎকার করতে করতেই মরবে। এখন আমাকে খাল ড্রোগোর কাছে নিয়ে চলো।'

লাল মাটির ওপরে সূর্যের দিকে তাকিয়ে শুয়েছিল সে।

গায়ে অনেকগুলো রক্ত মাছি এসে পড়েছে, কিন্তু ওকে দেখে মনে হচ্ছে না সেগুলোর উপস্থিতি টের পাচ্ছে। ডেনি ওগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। সে চোখ বড় করে তাকিয়ে আছে ঠিকই কিন্তু মনে হচ্ছে না কিছু দেখতে পাচ্ছে; ডেনি এক পলক দেখেই বুঝল ড্রোগো অন্ধ হয়ে গেছে। সে তার নাম ধরে ফিসফিস করল, কিন্তু কোনো সাড়া মিলল না।

'ওকে সূর্যের নিচে এভাবে ফেলে রেখেছে কেন?' জিজ্ঞেস করল ডেনি।

'সূর্যের উত্তাপ খাল পছন্দ করেন, রাজকুমারী,' বললেন স্যর জোরাহ। 'তাঁর চোখ সূর্যের দিকে চেয়ে থাকে যদিও তা দেখতে পায় না।

BanglaBook.org

উনি হাঁটাচলাও করতে পারেন। তবে আপনি তাঁকে যতদূর নিয়ে যাবেন ততদুরই, এর বেশি না। খাইয়ে দিলে খান আর পান করতে পারলে পান করতে পারেন।'

ডেনি তার সূর্য তারার ভ্রুতে চুমু খেল। তারপর মিরি মায দুরের মুখোমুখি দাঁড়াল। ' তোমার জাদুমন্ত্রগুলো খুব উচ্চমূল্যের, মেইগি।'

সে বেঁচে আছে,' মিরি মায দুর বলল। 'আপনি জীবন চেয়েছিলেন। আপনি জীবনের জন্য মূল্য চুকিয়েছিলেন।'

'দ্রোগোর মতো একজন মানুষের জন্য এটাকে বেঁচে থাকা বলে না। তার জীবন ছিল হাসিতে ভরা, ঘোড়া নিয়ে ছুটে চলার জীবন ছিল। তার জীবন ছিল তার হাতের আরাখের মতো। শত্রুদের দিকে ছুটে যাবার সময় তার চুলে বাঁধা ঘণ্টার আওয়াজের মতো। তার ব্লাডরাইডাররা আর আমি যে সন্তান তাকে উপহার দিতে যাচ্ছিলাম তারা ছিল তার জীবন।'

মিরি মায দুর প্রত্যুত্তরে কিছু বলল না।

'ও কবে আবার আগের মতো হয়ে উঠবে?' জানতে চাইল ডেনি।

' যেদিন সূর্য পশ্চিমে উঠে পুবে অস্ত যাবে সেদিন,' মিরি মায দুর বলল। 'যখন শুকিয়ে যাবে সাগর, আর পাহাড়গুলো বাতাসে শুকনো পাতার মতো উড়ে বেড়াবে, তখন। যখন আপনার জরায়ু আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে একজন জীবিত সন্তান ধারণ করবে, তখন সে ফিরে আসবে। তার আগে না।'

ডেনি স্যর জোরাহ এবং অন্যদের প্রতি ইশারা করল। 'আপনারা চলে যান। আমি মেইগির সাথে একা কথা বলব।'

মরমন্ত আর ডোথ্রাকিরা চলে গেল। 'তুমি জানতে,' সবাই চলে গেলে ডেনি বলল। সে প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছিল, তবে রাগ ওকে শক্তি জোগাচ্ছে। 'তুমি জানতে আমি কী কিনতে যাচ্ছি, আর তুমি মূল্যটাও জানতে। এরপরেও আমাকে সেই মূল্য তুমি চোকাতে দিয়েছ।'

'আমার মন্দির ওদের পোড়ানো উচিত হয়নি,' শান্ত কণ্ঠে বলল থ্যাবড়া নাকের মোটা মহিলা । 'কাজটা মহা মেষপালককে রাগিয়ে দিয়েছে।'

'তুমি যা করেছ তা কোনো দেবতার কাজ নয়,' শীতল গলা ডেনির। 'তুমি আমার সাথে প্রতারণা করেছ। আমার বাচ্চাকে আমার ভেতরে থাকতেই মেরে ফেলেছ।'

BanglaBook.org

'যে স্ট্যালিয়ন পুরো পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াতে চেয়েছিল সে এখন আর কোনো শহর ধ্বংস করতে পারবে না। তার খালাসার আর কোনো জাতিকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারবে না।'

'আমি তোমার পক্ষে কথা বলেছিলাম,' ব্যথাতুর স্বরে বলল ডেনি। 'আমি তোমাকে রক্ষা করেছিলাম।'

'আমাকে রক্ষা করেছিলেন?' খেঁকিয়ে উঠল লাজারিন মহিলা। 'তিন জন অশ্বারোহী আমাকে ধর্ষণ করেছে, তাহলে আমাকে আপনি রক্ষা করলেন কীভাবে? চোখের সামনে আমার দেবতার ঘর পুড়তে দেখেছি আমি, যেখানে অসংখ্য অসুস্থ মানুষ আমি সুস্থ করে তুলতাম। আমার ঘরটাকেও তারা জ্বালিয়ে দিয়েছিল, রাস্তায় মানুষের মাথার স্তূপ দেখেছি আমি। যে লোক আমার রুটি বানিয়ে দিত তার মাথাও দেখেছি। যে ছেলেটিকে তিন চন্দ্রমাস আগে আমি মৃত্যুচক্ষু জ্বর থেকে সারিয়ে তুলেছিলাম তার কাটা মাথাও দেখতে হয়েছে আমাকে। এবার বলুন আপনি আমার কী রক্ষা করেছেন।'

' তোমার জীবন।'

নিষ্ঠুর হাসল মিরি মায দুর। 'আপনার খালের দিকে তাকান। আর দেখুন জীবন কাকে বলে, যখন অন্য সবকিছু হারিয়ে যায়।'

ডেনি তার *খা*'র লোকদের ডেকে বলল হাত পা বেঁধে মিরি মায দুরকে তার চোখের সামনে থেকে নিয়ে যেতে। কিন্তু যাবার সময় তার দিকে তাকিয়ে মেইগি হাসল শুধু। মাত্র একটা শব্দ উচ্চারণ করে ডেনি তার মুণ্ডুটা ফেলে দিতে পারে... কিন্তু তা করার পর তার কাছে কি থাকবে? একটা মাথা? জীবন যদি মূল্যহীন হয়, তবে মৃত্যুর মূল্য কী?

ওরা খাল দ্রোগোকে তাঁবুতে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। ডেনি আদেশ করল গোসলের টাব পানি দিয়ে ভরে দিতে। ডেনি নিজেই দ্রোগোকে গোসল করাতে লাগল। তার হাত এবং বুক থেকে মাটি আর ময়লা পরিষ্কার করে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিল। লম্বা কালো চুল সাবান দিয়ে ধুয়ে ভালো করে আঁচড়ে আবার আগের মতো ঝকঝকে করে তুলল।

কাজ শেষ হতে হতে রাত হয়ে গেল। ডেনি বেশ ক্লান্ত। সামান্য কিছু পেটে দেবার জন্য বিরতি নিল। তবে একটা ডুমুর আর এক চুমুক পানি ছাড়া কিছুই খেতে পারল না সে। ঘুমাতে পারলে অনেক ভালো লাগত, কিন্তু ইতোমধ্যে অনেক ঘুমিয়ে ফেলেছে সে... সত্যি বলতে, অনেক বেশি সময় ঘুমিয়েছে। আজ রাতটা শুধু দ্রোগোর জন্য বরাদ্দ।

BanglaBook.org

বিনিদ্র রজনী পার হলো। ড্রোগোকে জাগিয়ে তোলার অনেক চেষ্টা করল ডেনি। কিন্তু অসাড় পড়ে রইল সে। ভোরবেলা হাল ছেড়ে দিল ও।

' যেদিন সূর্য পশ্চিমে উঠে পূর্বে অস্ত যাবে সেদিন,' কাঁদতে লাগল ডেনি। 'যখন শুকিয়ে যাবে সাগর, আর পাহাড়গুলো বাতাসে শুকনো পাতার মতো উড়ে বেড়াবে, তখন। যখন আমার জরায়ু আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে একজন জীবিত সন্তান ধারণ করবে, তখন তুমি ফিরে আসবে, আমার জ্যোতি ও ভাস্কর। তার আগে নয়।'

তাঁবুর ভেতর একটা বালিশ খুঁজে পেল ডেনি।রেশমি কাপড়ে তৈরি পাখির পালকের নরম বালিশ । ওটাকে বুকে চেপে ফিরে এলো ড্রোগোর কাছে । হাঁটতেও কষ্ট হচ্ছে ওর। মন চাইছে ঘুমিয়ে পড়তে । একটা স্বপ্নহীন গভীর ঘুম দরকার ডেনির।

হাঁটু গেড়ে বসে ও, ড্রোগোর ঠোঁটে এঁকে দিল একটা চুম্বনরেখা । তারপর তার মুখের ওপর বালিশটা জোরে চেপে ধরল।

BanglaBook.org

টিরিয়ন

একষট্টি

'ওরা আমার ছেলেকে বন্দী করেছে,' বললেন টাইউইন ল্যানিস্টার।

'জ্বি, মাই লর্ড,' বার্তাবাহী লোকটার কণ্ঠস্বর প্রবল ক্লান্তিতে নিস্তেজ শোনাল। তার ছেঁড়া পোশাকের বুকে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের ভেতর থেকে উঁকি মারছে ক্র্যাকহলদের প্রতীক ডোরাকাটা শূকর।

তোমার দুই ছেলের একজন, ভাবল টিরিয়ন । ওয়াইনে চুমুক দিতে দিতে কোনো কথা না বলে জেমির কথা ভাবতে লাগল । ডান হাতটা তোলামাত্র শরীরে ছড়িয়ে পড়া ব্যথাটা তাকে নিজের সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ও তার ভাইকে ভালোবাসে ঠিকই, কিন্তু ওকে ক্যাস্টারলি রকের সমস্ত সোনার লোভ দেখালেও সে কিছুতেই জেমির সাথে হুইস্পারিং উডে যেতে রাজি হতো না।

চারপাশে জড়ো হয়েছে ওর বাবার কয়েকজন কমান্ডার আর অনুগত লর্ডরা, বার্তাবাহকের কথা শুনে একদম চুপ তারা। পুরো হলে শব্দ বলতে শুধু কক্ষের শেষ মাথার চুল্লিতে ফুটতে থাকা কাঠ আর আগুনের হিসহিস ধ্বনি।

ক্রমাগত দক্ষিণে চলার এই কষ্টকর যাত্রায় এরকম একটা সরাইখানায় রাত কাটানোর সুযোগ পেয়ে টিরিয়ন বেশ খুশিই হয়েছিল... তবে ও এই সরাইখানায় আর কোনোদিন ফিরে আসতে চায় না, আর সেটা

BanglaBook.org

এই যাত্রার দু:সহ স্মৃতির জন্যই। তার বাবা সেনাবাহিনীকে সর্বোচ্চ গতিতে চলার কঠোর আদেশ দিয়েছেন, সে জন্য মূল্যও চোকাতে হচ্ছে। যুদ্ধে আহত সৈন্যরা চেষ্টা করছে গতি ধরে রাখার জন্য, আর যারা পারছে না তাদেরকে ফেলে রেখেই এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

উপর তলার পালকের বিছানায় যখন শেই- এর উষ্ণ আলিঙ্গনের মাঝে আরামে ঘুমিয়ে ছিল সে, তখন তার স্কোয়ার এসে ওকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল। বলল রিভাররান থেকে ভয়াবহ খবর নিয়ে একজন অনুচর এসেছে।

'কীভাবে ঘটল এসব?' স্যর হ্যারিস সুইফট গুঙিয়ে উঠলেন। 'কীভাবে? এমনকি হুইস্পারিং উড-এর পরাজয়ের পরেও তোমরা রিভাররানকে লৌহবেষ্টনী দিয়ে ঘিরে রেখেছিল, একটা বিশাল সেনাবাহিনী ছিল তোমাদের হাতে। কোন পাগলামির বসে জেমি এ বাহিনীকে তিনটা আলাদা শিবিরে ভাগ করতে গিয়েছিল? ও কি জানত না এর ফলে কী হতে পারে?'

'আমি হলেও একই কাজ করতাম,' স্যর কেভিন উত্তর দিলেন। 'আপনি কখনো রিভাররান দেখেননি, স্যর হ্যারিস, দেখলে জানতেন যে জেমির হাতে এটা বাদে আর কোনো পথ খোলা ছিল না।'

'স্যর কেভিন ঠিকই বলেছেন, মাই লর্ডস,' বার্তাবাহক বলল। 'আমরা আমাদের শিবিরের চতুর্দিকে সূচালো গোঁজের বেড়া তৈরি করেছিলাম, কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না। কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই আক্রমণ করেছে ওরা, আর নদীর কারণে অন্যদের কাছ থেকেও আমরা আলাদা হয়ে যাই। ওরা সবার আগে উত্তরের শিবির আক্রমণ করে। ওরা যে হঠাৎ আক্রমণ করে বসতে পারে সেই সম্ভাবনাই কারো মাথায় আসেনি। মার্ক পাইপার আমাদের রসদের উপর মাঝে মাঝে হামলা চালাত বটে তবে আমরা জানতাম ওর কাছে পঞ্চাশজনের বেশি লোক নেই। স্যর জেমি আগের রাতে ওদেরকে মোকাবিলা করতে বেরিয়ে যান... আসলে আমরা ভেবেছিলাম আক্রমণটা মার্কের লোকেরাই করেছে। শুনেছিলাম স্টার্ক বাহিনী গ্রিনফর্কের পূর্বে অবস্থান করছে, ক্রমশ দক্ষিণে অগ্রসর হচ্ছে ওরা...'

'আর তোমাদের অনুচর?' স্যর গ্রেগরের চেহারা যেন পাথর কুঁদে বানানো । আগুনের আভায় তার চামড়া কমলা দেখাচ্ছে, চোখের চারপাশে

BanglaBook.org

কালো ছায়া ফেলেছে অগ্নিশিখা। 'ওরা কি কিছুই দেখেনি? তোমাদের কোনো আগাম সতর্ক সংকেত দেয়নি?'

মাথা নাড়াল রক্তাক্ত বার্তাবাহক । 'আমাদের অনুচরেরা একে একে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছিল। আমরা ভেবেছিলাম এসব মার্ক পাইপারের কাজ। মাত্র একজনই ফিরে আসে, মাই লর্ড, কিন্তু সে কিছুই দেখেনি।'

'তুমি বললে ওরা রাতের বেলা এসেছিল,' স্যর কেভিন বললেন।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল লোকটা। 'ব্ল্যাকফিশ সেনাবাহিনীর সামনের সারির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। শুরুতেই আমাদের পাহারাদারদেরকে মেরে ধরে সূচালো গোঁজের দেয়াল সরিয়ে ফেলে ওরা, প্রধান দলের জন্য রাস্তা করে দেয়। আমাদের লোকেরা যখন বুঝতে পারল কী ঘটছে, ততক্ষণে স্রোতের মতো পরিখা ধরে উঠে আসে অশ্বারোহীর দল, তরবারি আর মশাল নিয়ে খুব দ্রুত পুরো শিবিরে ছড়িয়ে পড়ে ওরা।দুই নদীর মাঝখানে, পশ্চিমের শিবিরে ঘুমাচ্ছিলাম আমি । যখন যুদ্ধের আওয়াজ পেলাম, তাঁবুগুলোকে পুড়তে দেখলাম, তখন লর্ড ব্রাক্স আমাদেরকে ভেলায় নিয়ে যান। নদী পার হওয়ার চেষ্টা করি আমরা। কিন্তু নদীতে এত স্রোত ছিল যে উল্টো দিকে ভেসে চলছিল ভেলা। ঠিক তখন দুর্গের দেয়ালের ওপর থেকে আমাদের উদ্দেশ্যে পাথর ছুঁড়তে শুরু করে টালিরা। একটা ভেলা পাথরের আঘাত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, বাতি তিনটা উল্টে সমস্ত লোক ডুবে যায় নদীতে। বেঁচে যাওয়া লোকগুলো নদীর ওপর পাড়ে গিয়ে দেখে তীরে ওদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে স্টার্করা।'

স্যর ফ্লেমেন্ট ব্রাক্স রূপালি আর বেগুনি রঙের একটা জামা পরে দাঁড়িয়েছিল। লোকটার কথা শুনে বিশ্বাস করতে পারছে না কী শুনছে সে। 'আমার বাবা...'

'দু:খিত, মাই লর্ড,' বলল বার্তাবাহক। 'ভেলা উল্টে ডুবে মারা গেছেন তিনি।'

'দুই নদীর মাঝখানের শিবিরও ওরা ধ্বংস করে দিয়েছে,' বলে চলল বার্তাবাহক । 'আমরা নদী পার হবার চেষ্টার সময় পশ্চিম থেকে আরো স্টার্ক সৈন্যরা এসে আক্রমণ করে। অশ্বারোহীদের দুইটা সারি ধরে এসেছিল তারা। আমি লর্ড আম্বারের শেকলে আবদ্ধ দানব আর ম্যালিস্টারদের ঈগল প্রতীক দেখতে পেয়েছিলাম; আর স্টার্ক ছেলেটাকেও দেখেছি– ও-ই তাদের

BanglaBook.org

নেতৃত্ব দিচ্ছিল। আমি ওখানে আর ছিলাম না, তবে শুনেছি স্টার্ক ছেলেটার পোষা নেকড়েটা নাকি আমাদের চারজন সৈন্য আর বারোটা ঘোড়াকে একেবারে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেছে। আমাদের বর্শাধারী সৈনিকেরা একটা ঢালের দেয়াল তৈরি করে তাদের প্রথম আক্রমণ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।'

' দেবতারা আমাদের সহায় হোক,' বিড়বিড় করল লর্ড লেফোর্ড ।

' গ্রেটজন আম্বার আমাদের অবরোধ করা টাওয়ারে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয় আর লর্ড ব্ল্যাকউড আমাদের হাতে ধরা পড়া অন্যান্য বন্দিদের ভেতর এডমুর টালিকে খুঁজে পেয়ে বাকিদের সাথে তাকেও মুক্ত করে নিয়ে যায়। আমাদের দক্ষিণ শিবিরের দায়িত্বে ছিলেন স্যর ফোরেল প্রেস্টার। অন্যান্য শিবিরকে হারতে দেখে তিনি দুই বর্শাধারী আর তীরন্দাজ নিয়ে পালাতে থাকেন, কিন্তু তার দলের টিরোশি ভাড়াটে সৈনিকটা, যে কিনা তার ফ্রি রাইডারদেরকে নেতৃত্ব দিত, তার নিশান ছিনিয়ে নিয়ে শত্রুদের কাছে ধরিয়ে দেয় তাঁকে।'

'জাহান্নামে যাক ব্যাটা!'রেগে গিয়ে বললেন স্যর কেভিন । 'আমি জেমিকে আগেই এ লোকটার ব্যাপারে সতর্ক করেছিলাম। যে লোক অর্থের বিনিময়ে লড়াই করে সে নিজের ভালোর জন্য সবকিছুই করতে পারে।'

লর্ড টাইউইন আঙুলগুলো একত্রিত করে চিবুকের নিচে বোলাচ্ছেন। কথা শুনতে শুনতে তাঁর চোখ এদিক ওদিক নড়ছে। তাঁর সোনালি দাড়ির মাঝে মুখমণ্ডল এমন শান্ত যেন ওটা মুখ না বরং মুখোশ বললেই মানায় ভালো, তবে টিরিয়ন তার বাবার কামানো মাথায় ছোট ছোট ঘামের বিন্দু জমতে দেখল।

'কীভাবে ঘটল এ ঘটনা?' স্যর হ্যারিস সুইফ্ট আবার হাহাকার করে উঠলেন। 'স্যর জেমি বন্দি, অবরোধ ভেঙে গেছে... ভয়ানক বিপর্যয়কর অবস্থা!'

স্যর অ্যাডাম মারব্র্যান্ড বললেন, 'আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্য আমরা সবাই আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, স্যর হ্যারিস! প্রশ্ন হলো, এখন আমরা কী করব?'

'আমরা কী করতে পারি? জেমির সেনাবাহিনীর সৈন্যরা হয় মারা গেছে অথবা বন্দি অথবা পালাচ্ছে এখন। আর স্টার্ক এবং টালিরা আমাদের রসদের সরবরাহ পথের ওপর বসে আছে। পশ্চিমের সাথে যোগাযোগের পথ

BanglaBook.org

বন্ধ হয়ে গেছে আমাদের। যদি তারা কাস্টারলি রক আক্রমণ করে বসে কে তাদে কে বাধা দেবে? মাই লর্ডস, আমরা পরাজিত হয়েছি। আমাদের অবশ্যই ওদেরকে শান্তির প্রস্তাব পাঠানো উচিত।'

'শান্তি?' টিরিয়ন তার ওয়াইনের পেয়ালা দোলাচ্ছে হাতের মধ্যে। লম্বা একটা শ্বাস টেনে খালি পেয়ালাটা সে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলল। শত খণ্ডে ভেঙে গেল পেয়ালাটা। 'এই যে আপনার শান্তি, স্যর হ্যারিস। আমার আদরের ভাতিজা শান্তিকে সেই সময়েই ভেঙে দিয়েছে যখন সে লর্ড এডার্ডের মাথা দিয়ে রেড কীপকে সাজাতে চেয়েছে। আপনাদের কাছে অনেক আগেই আরো সহজ সময় ছিল রব স্টার্ককে শান্তি প্রস্তাবে রাজি করানোর জন্য। সে জিততে চলেছে... নাকি আপনারা এখনো বুঝতে পারেননি?'

'দুটো খণ্ডযুদ্ধকে কখনো পরিপূর্ণ যুদ্ধ বলা যায় না,' গোঁয়ারের মতো বললেন স্যর অ্যাডাম। 'পরাজয় থেকে আমরা এখনো অনেক দূরে। প্রথম সুযোগেই আমি আমার তরবারিটা ওই স্টার্ক ছোকরার ওপর ব্যবহার করব।'

'হয়তো তারা সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে সম্মতি দেবে, আর আমরা তাদের সাথে বন্দি বিনিময় করে নেব,' লর্ড লেফোর্ড বলল।

'যদি না তারা তাদের তিনজনের বিনিময়ে আমাদের একজনকে মুক্তি দেয়, তবু আমরা শক্তি আর অবস্থানের দিক থেকে পিছিয়ে থাকব,' ঝাঁঝের সাথে বলল টিরিয়ন। 'আর আমার ভাইরেন বিনিময়ে তাদেরকে কী ফেরত দেবার প্রস্তাব দেবেন? লর্ড এডার্ডের পচতে থাকা মাথা?'

'শুনেছি রানি সের্সির কাছে নেড স্টার্কের মেয়েরা রয়ে গেছে,' আশান্বিত কণ্ঠে বলল লেফোর্ড। 'আমরা যদি স্টার্ক ছেলেটার কাছে তার বোনদের ফেরত দিই...'

স্যর অ্যাডাম ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলেন। 'দুটি মেয়ের বিনিময়ে যদি সে স্যর জেমিকে ফেরত দেয় তবে তাকে সাক্ষাৎ গাধা বলব আমি, যা সে আসলে নয়।'

'আমাদের যতোই মুক্তিপণ দেয়া লাগুক দেব, তবে জেমিকে ফেরত আনতে হবে,' লর্ড লেফোর্ড বলল।

চোখ ঘোরাল টিরিয়ন। 'স্টার্করা যদি সোনাই চায়, তবে জেমির বর্ম গলিয়ে নিলেই পর্যাপ্ত পরিমাণে তা পেয়ে যাবে।'

BanglaBook.org

'আমরা যদি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আনি তবে ওরা আমাদের দুর্বল ভাববে,' স্যর অ্যাডাম তর্ক করলেন। ' যত দ্রুত সম্ভব ওদেরকে আমাদের আক্রমণ করা উচিত ।'

'রাজদরবারে আমাদের প্রভাবশালী বন্ধুদের দিয়ে নতুন সৈন্য আনিয়ে নিতে পারি আমরা,' বললেন স্যর হ্যারিস। 'আর কাউকে কাস্টারলি রকে পাঠানো উচিত নতুন বাহিনী আনার জন্য।'

উঠে দাঁড়ালেন লর্ড টাইউইন ল্যানিস্টার । 'ওদের কাছে আমার ছেলে বন্দি হয়ে আছে,' আরও একবার এমন স্বরে কথাটা বললেন যেন সেটা সকলের গলা চিরে দিয়ে গেল; ঠিক যেভাবে একটা তরবারি চর্বি চিরে দেয়। 'এখনই বেরিয়ে যাও। সবাই।'

টিরিয়ন অন্য সবার সাথে বেরিয়ে যাচ্ছিল, বাবা তার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন। 'তুমি না, টিরিয়ন। থাকো তুমি। আর কেভিন, তুমিও। বাকিরা বের হয়ে যাও।'

বাকরুদ্ধ টিরিয়ন আবার বেঞ্চিটাতে বসে পড়ল। স্যর কেভিন কক্ষের মাঝ দিয়ে হেঁটে ওয়াইনের পিপার কাছ দিয়ে যাচ্ছেন, টিরিয়ন ডাকল, 'চাচা, অনুগ্রহ করে এক পেয়ালা...'

'এই নাও,' বাবা নিজের পেয়ালাটা বাড়িয়ে দিলেন তার দিকে, ওয়াইন ছুঁয়েও দেখেননি তিনি।

এবার টিরিয়ন সত্যিই হতবাক। পান করতে শুরু করল সে চুপচাপ।

বসলেন লর্ড টাইউইন । 'তুমি স্টার্কদের ব্যাপারে ঠিকই বলেছিলে। লর্ড এডার্ড বেঁচে থাকলে আমরা উইন্টারফেল আর রিভাররানের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ওকে ব্যবহার করতে পারতাম, এই শান্তি আমাদের সুযোগ আর সময় দিত রবার্টের ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। কিন্তু সে খুন হয়েছে...' রাগে হাত মুঠো হলো। 'পাগলামি। স্রেফ পাগলামি।'

'জফ বাচ্চা,' টিরিয়ন বলল। 'ওর বয়সে আমিও দুই চারটা বোকামি করেছি।'

টিরিয়নের বাবা তার দিকে কঠোর চোখে তাকালেন। 'আমার মনে হয় আমাদের কৃতজ্ঞতাবোধ করা উচিত যে সে এখনো কোনো বেশ্যাকে বিয়ে করে বসেনি।'

BanglaBook.org

টিরিয়ন নিজের ওয়াইনে চুমুক দিচ্ছে আর ভাবছে যদি সে লর্ড টাইউইনের মুখের ওপর পেয়ালাটা ছুঁড়ে মারে তাহলে তাঁকে চেহারাটা কেমন হবে।

'তুমি যতটুকু শুনলে তার থেকেও আমাদের অবস্থা খারাপ,' বলতে লাগলেন ওর বাবা । 'আমাদের এখন আরেক নতুন রাজা হয়েছে।'

স্যর কেভিনকে দেখে মনে হলো তিনি ধাক্কা খেয়েছেন। 'নতুন... কে? তারা জফ্রির সাথে কী করেছে?'

লর্ড টাইউইনের ঠোঁটে বিতৃষ্ণার হাসি। 'কিছু করেনি... এখনো। আমার দৌহিত্র এখনো লৌহ সিংহাসনে বসে আছে, কিন্তু খোজা লর্ড ভ্যারিস দক্ষিণ দিক থেকে খবর পেয়েছে। রেনলি ব্যারাথিয়ন হাইগার্ডেনের মার্জারি টাইরেলকে বিয়ে করেছে দিন পনেরো আগে, আর এখন সে সিংহাসন দাবি করে বসেছে। মেয়ের বাবা আর ভাইয়েরা ইতিমধ্যেই হাঁটু গেড়ে তার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে রেনলির পক্ষে যুদ্ধ করার শপথ নিয়েছে।'

'এ তো মারাত্মক খারাপ খবর,' ভ্রু কুঁচকালেন স্যর কেভিন।

'আমার মেয়ে আদেশ দিয়েছে দ্রুত কিংস ল্যান্ডিং এ গিয়ে রাজা রেনলি আর নাইট অব দ্য ফ্লাওয়ারসদের থেকে রেড কীপকে রক্ষা করতে,' তাঁর মুখ শক্ত হয়ে গেল। 'আদেশ দিয়েছে, আবার তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। রাজা এবং তার কাউন্সিলের নামে আদেশ দিয়েছে।'

'রাজা জফ্রি খবরটাকে কীভাবে নিয়েছে?' হাসি মুখে জানতে চাইল টিরিয়ন।

'সের্সি এখনো ঘটনাটা তাকে জানায় নি,' বললেন লর্ড টাইউইন । 'তার ভয় খবর শোনামাত্র জফ্রি নিজেই রেনলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রায় বেরিয়ে পড়বে।'

'কোন সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে যাবে সে?' জিজ্ঞেস করল টিরিয়ন। 'আমাদের এই সেনাবাহিনা তাকে দেবার কোনো পরিকল্পনা আশা করি তোমার নেই, নাকি?'

'নগররক্ষীদের নিয়ে যুদ্ধে যাবার ইচ্ছা তার।' বললেন লর্ড টাইউইন।

' সে নগররক্ষীদের নিয়ে যুদ্ধে গেলে শহরটা অরক্ষিত হয়ে যাবে।' বললেন স্যর কেভিন। 'আর ড্রাগনস্টোনে আসন গেড়ে থাকা লর্ড স্ট্যানিস...'

BanglaBook.org

‘হ্যাঁ।’ লর্ড টাইউইন তাঁর ছেলের দিকে ফিরে তাকালেন। ‘আমি ভাবতাম পুরো পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই বোধহয় বিচিত্র ধরনের মানুষ, টিরিয়ন, কিন্তু দেখছি আমি ভুল ভেবেছি।’

‘ কেন, বাবা,’ টিরিয়ন বলল। ‘কথাটা শুনতে তো প্রায় প্রশংসার মতোই লাগছে।’ আগ্রহ নিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকল। ‘স্ট্যানিস কী করেছে? বয়সে তো সে বড়, রেনলি না। নিজের ভাইয়ের দাবি সম্পর্কে কী ভাবছে স্ট্যানিস?’

ওর বাবা ভ্রুকুটি করলেন। ‘প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ ছিল অন্যদের তুলনায় স্ট্যানিসই বরং বেশি বিপদের কারণ হবে। ভ্যারিস তার গোপন খবরগুলো ঠিকই পেত। স্ট্যানিস জাহাজ তৈরি করছে, স্ট্যানিস ভাড়াটে সৈনিকদের ভাড়া করছে, স্ট্যানিস আসাই থেকে একজন শ্যাডোবাইন্ডারকে নিয়ে এসেছে। এসবের মানে কী? এর কোনো কিছু কি আদৌ সত্য?’ বিরক্তি নিয়ে কাঁধ ঝাঁকালেন লর্ড টাইউইন। কেভিন, মানচিত্রটা নিয়ে এসো।’

আদেশ পালন করলেন স্যর কেভিন। লর্ড টাইউইন চামড়ার তৈরি মানচিত্রটাকে মেলে দিলেন। ‘ জেমি আমাদেরকে বেশ খারাপ অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। রুজ বোল্টন আর তার বাকি সৈন্যরা এখন আমাদের থেকে উত্তরে। শত্রুরা টুইনস আর মোট কেইলিনের নিয়ন্ত্রণে । রব স্টার্ক ঘাঁটি গেড়েছে পশ্চিমে তাই আমরা যদি ল্যানিসপোর্ট বা কাস্টারলি রকের দিকে পিছু হঠতে যাই তাহলে যুদ্ধ না করে যেতে পারব না। জেমি বন্দি, আর তার সেনাবাহিনী ভেঙে গেছে। মিয়েরের থোরোস আর বেরিক ডনডারিয়ন আমাদের লুণ্ঠকারী দলের ওপর এখনো আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। পূর্ব দিকে আছে অ্যারিনরা, আর ড্রাগনস্টোনে বসে আছে স্ট্যানিস ব্যারাথিয়ন। দক্ষিণে হাই গার্ডেন এবং স্টর্মস এন্ড তাদের অনুগত সেনাবাহিনীকে ডেকে পাঠিয়েছে।’

কপালে কুঞ্চন তুলে মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে আছেন স্যর কেভিন। ‘রব স্টার্কের সাথে এডমুর টালি, আর ট্রাইডেন্টের লর্ডেরা আছে এখন। তাদের সম্মিলিত শক্তি বর্তমানে আমাদের চেয়ে বেশি। আর আমাদের পিছে রুজ বোল্টন থাকায়, টাইউইন, আমরা যদি এখানে থাকি, তাহলে আমরা তিনটা সেনাবাহিনীর মাঝে পড়ে ধরা পড়ে যাব।’

BanglaBook.org

'এখানে থাকার কোনো ইচ্ছাই আমার নেই। হাইগার্ডেন থেকে রেনলি ব্যারাথিয়ন রওনা হবার আগেই এই স্টার্ক বাচ্চাটার সাথে আমাদের সব খেলা শেষ করতে হবে। বোল্টনকে নিয়ে আমি তেমন ভাবছি না। ও খুবই সাবধানী, গ্রিন ফর্কের ওপর আমরা তাকে আরো সাবধানী হতে বাধ্য করব। আমাদের তাড়া করতে গিয়ে তার গতি মন্থর হয়ে পড়বে। আগামীকাল সকালে আমরা যাত্রা শুরু করব হ্যারেনহলের দিকে। কেভিন, আমি চাই স্যর অ্যাডামের অশ্বারোহী অনুচরেরা আমাদের সেনাবাহিনীর গতিকে আড়াল দিক। তার যত লোকের প্রয়োজন হয় দিয়ে দাও, আর চারটা দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে বলো।'

'আপনি যা বলবেন তা-ই হবে, মাই লর্ড, কিন্তু.... হ্যারেনহলে কেন? জায়গাটা বেশ ভয়ানক, আর দুর্ভাগা। কেউ কেউ বলে অভিশপ্ত।'

'যারা বলে বলুক,' বললেন লর্ড টাইউইন । 'স্যর গ্রেগরকে আগে পাঠিয়ে দাও তার লুটপাটকারি দলের সাথে। ভার্গো হোয়াট আর তার ফ্রি রাইডারদেরকে পাঠাও। স্যর আমোরি লর্চও যাক। প্রত্যেকের সাথে তিনশজন করে অশ্বারোহী থাকবে। আমি চাই গডস আই থেকে রেড ফর্ক পর্যন্ত সবকিছু তারা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে।'

'ওরা সবকিছু জ্বালিয়েই ছাড়বে, মাই লর্ড,' উঠতে উঠতে বললেন স্যর কেভিন। 'আমি ওদের সেই আদেশই দেব।' মাথা নত করে দরজার দিকে চলে গেলেন তিনি।

উনি চলে যাবার পর টিরিয়নের দিকে ফিরলেন লর্ড টাইউইন। তোমার ওই জংলীরা হয়তো খানিকটা অস্থির হয়ে আছে । ওদেরকে বলো ভার্গো হোয়াট এর দলের সাথে যেতে আর তাদের পছন্দমত যত ইচ্ছা মালামাল, গবাদিপশু, মেয়েলোক লুণ্ঠন করে নিয়ে বাকিসব জ্বালিয়ে দিতে।'

' কেমন করে লুঠতরাজ চালাতে হয় তা শাগা আর টিমেটকে শেখানো আর একটা মোরগকে ডাকতে শেখানো একই কথা,' মন্তব্য করল টিরিয়ন। 'কিন্তু আমি চাই ওরা আমার সাথেই থাকুক।' জংলীরা অমার্জিত আর অবাধ্য হতে পারে, কিন্তু ওরা তারই লোক; তার বাবার অনুগত যেকোনো লোকের চেয়ে এদেরকে সে বেশি বিশ্বাস করে। ওদেরকে এই মুহূর্তে হাতছাড়া করতে পারবে না সে।

'তাহলে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখিয়ে দিও ওদেরকে। আমি চাই না ওরা শহরে গিয়ে লুঠতরাজ চালাক।'

BanglaBook.org

'শহর?' টিরিয়নকে বিহ্বল দেখাল। ' কোন শহর সেটা?'

'কিংস ল্যান্ডিং। আমি তোমাকে রাজদরবারে পাঠাচ্ছি।'

এমন কথা শুনবে টিরিয়নের কল্পনাতেও ছিল না।

ওয়াইনের দিকে হাত বাড়াল সে, চুমুক দিতে দেরি করল। 'আর আমি কী করতে ওখানে যাব শুনি?'

'শাসন করতে,' চাঁছাছোলা গলায় বললেন বাবা।

উঁচু স্বরে হেসে উঠল টিরিয়ন। 'আমার প্রিয় বোনটি এজন্য অভিযোগ করে বসতে পারে।'

'তার যা ইচ্ছা হয় বলুক। আমাদের সবাইকে ধ্বংস করার আগে তার ছেলেকে নিয়ন্ত্রণে নিতে হবে। সব দোষ এই বদমাশ লোকগুলোর– আমাদের পুরানো বন্ধু পিটার, বৃদ্ধ গ্রান্ড মায়েস্টার আর নপুংসক লর্ড ভ্যারিসের। জফ্রি যখন বসে বসে একের পর এক বোকামি করছে তখন লোকগুলো কী করছে কে জানে! কোনো বুদ্ধি কি ঠিকমতো দিতে পারছে না, নাকি? জানোস স্লিন্টকে লর্ড বানাতে গেল কোন আক্কেলে? ওর বাবা ছিল একটা কসাই, আর ওকে কিনা হ্যারেনহলের দায়িত্ব দিয়েছে! হ্যারেনহল ছিল আগের মহান রাজাদের দুর্গ। আমি বলে দিতে পারি, এই লোক কোনোদিনও এই দুর্গে পা রাখার সাহস পাবে না। শুনেছি সে নাকি নিজের প্রতীক হিসেবে রক্তমাখা একটা বর্শা বেছে নিয়েছে। রক্তমাখা কসাইয়ের ছুরি নিলে মানাত বেশি!' বাবার কণ্ঠ স্বর নিচু হলেও তার সোনালি চোখের ভেতর ক্ষোভের চাপা আগুন দেখতে পেল টিরিয়ন।

'আর সেলমিকে কিংসগার্ড থেকে হঠাৎ করে বের দেবার মানেই বা কী? হ্যাঁ, লোকটা বৃদ্ধ হয়ে গেছে কিন্তু সাম্রাজ্যে দু:সাহসী ব্যারিস্টান নামটার একটা আলাদা সুনাম আছে। যাদেরকেই সেবা করেছেন তাদের জন্য সম্মান বয়ে এনেছেন। হাউন্ডকে নিয়ে কি এমন কথা কেউ কোনোদিন বলবে? কুকুরকে খাবার দিতে হয় টেবিলের নিচে নিজের পায়ের কাছে, সিংহাসনের পাশে তাদের স্থান দিতে নেই।' টিরিয়নের মুখের দিকে আঙুল তাক করলেন লর্ড টাইউইন। সের্সি যদি নিজের ছেলেকে বাধা দিতে না পারে, তুমি দেবে। আর যদি কাউন্সিলের সদস্যরা আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে চায়...'

টিরিয়ন জানে। 'বর্শা।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'মাথা, দেয়াল।'

' দেখা যাচ্ছে আমার কাছ থেকে কিছু শিখতে পেরেছ তুমি।'

BanglaBook.org

'তুমি যতটুকু মনে করো তার থেকে অনেক বেশিই শিখেছি, বাবা,' টিরিয়ন শান্তভাবে উত্তর দিল। মদ শেষ করে পেয়ালাটা পাশে রাখল। 'কিন্তু আমাকেই কেন পাঠাচ্ছ?' মাথাটা একদিকে কাত করল সে। 'আমার চাচাকে কেন পাঠাচ্ছ না? কিংবা স্যর অ্যাডাম বা স্যর ফ্লেমেন্ট অথবা লর্ড ফেরেটকে? কেন একজন... লম্বা মানুষকে পাঠাচ্ছ না?'

আচমকা উঠে দাঁড়ালেন লর্ড টাইউইন । 'কারণ তুমি আমার ছেলে।'

ওকে ইতিমধ্যেই হিসেব থেকে বাদ দিয়েছ তুমি, ভাবল সে। বেজন্ম কোথাকার, তুমি ভাবছ জেমিকে আর ফেরত পাওয়া যাবে না, খরচের খাতায় তাকে তুলে দিয়ে ভাবছ একমাত্র আমিই বাকি আছি। টিরিয়নের ইচ্ছা হলো বাপকে থাপ্পড় মারতে, মুখে থুতু ছিটাতে, ছুরি বের করে এক কোপে তার গলা ফাঁক করে দিতে, বুকের খাঁচা থেকে হৃদপিণ্ড বের করে দেখতে যে ওটাও সোনা দিয়ে তৈরি কি না, ঠিক যেভাবে সাধারণ লোক লর্ড টাইউন সম্পর্কে বলে থাকে। কিন্তু সে নিজের আসনে চুপচাপ বসে রইল।

লর্ড টাইউইন কক্ষের অন্যপাশে হেঁটে যাবার সময় তাঁর পায়ের নিচে ভাঙা পেয়ালাটার টুকরোগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। ' শেষ একটা কথা,' দরজার কাছ থেকে বললেন তিনি। ' তোমার ওই বেশ্যাটাকে যেন রাজদরবারে না নেয়া হয়!'

বাবা চলে যাবার পর দীর্ঘক্ষণ ঘরে বসে রইল টিরিয়ন। অবশেষে সিড়ি বেয়ে নিজের ছোট কামরায় ফিরে এলো।

পালকের বিছানার কোনায় বসল ও। শেই ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করতে করতে ওর দিকে চেপে এলো। টিরিয়ন কম্বলের নিচে হাত ঢুকিয়ে তার বুকে আস্তে করে চাপ দিতেই চোখ খুলে তাকাল মেয়েটা।

'মি লর্ড,' ঘুমঘুম হাসির সাথে বলল শেই। মেয়েটার স্তনের বোঁটা শক্ত হয়ে গেছে। টিরিয়ন তাকে চুমু খেল। 'আমি তোমাকে কিংস ল্যান্ডিংয়ে নিয়ে যাব, সোনা,' ফিসফিস করল সে।

BanglaBook.org

জন

বাষট্টি

মাদি ঘোড়াটার পিঠের ফিতা শক্ত করে বাঁধল জন স্নো। জন্তুটা মৃদু ডেকে উঠল। 'শান্ত হও, মেয়ে,' গায়ে আলতো করে হাত বুলিয়ে আদর করে ওটাকে শান্ত করল সে। আস্তাবল জুড়ে বয়ে যাওয়া হিম বাতাস বারবার ওর মুখে ঝাপটা মারছে। তবে সেদিকে খেয়াল নেই জনের। জিনের সাথে নিজের মালপত্র বেঁধে নিল। ' গোস্ট,' নরম গলায় ডাকল সে, 'আমার কাছে আয়।' ডায়ারউলফটা দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। জ্বলন্ত কয়লার মতো ধকধক জ্বলছে চোখ।

'জন, এ কাজ কোরো না, প্লিজ।'

হাতে লাগাম ধরে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল জন। ঘোড়াটার মুখ অন্ধকারের দিকে ঘুরিয়ে দিল। আস্তাবলের দরজায় পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে আছে স্যামওয়েল টার্লি। জোছনায় তার ছায়াটা দীর্ঘ, বিশাল আর কালো দেখাচ্ছে। 'সামনে থেকে সরো, স্যাম।'

'জন, তুমি যেতে পারবে না,' বলল স্যাম। 'আমি যেতে দেব না।'

'আমি তোমাকে আঘাত করতে চাই না,' জন তাকে বলল। 'সরে যাও, স্যাম, নইলে কিন্তু তোমার উপর দিয়েই ঘোড়া ছুটিয়ে দেব।'

'তুমি তা করবে না জানি। দয়া করে আমার কথাটা শোনো..'

জন ঘোড়ার গায়ে স্পারের খোঁচা মারল। দরজার দিকে ছুটতে শুরু করল ওটা। স্যাম নিজের জায়গাতেই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চাঁদের

BanglaBook.org

আলোয় ফ্যাকাসে তার গোল মুখ। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে আছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে জন যখন ওর প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়ল, তখন লাফ মেরে একপাশে সরে গেল। তাল সামলাতে না পেরে হোঁচট খেয়ে পড়ল। মাদি ঘোড়াটা তার উপর দিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে এলো রাতের আঁধারে।

জন তার ভারী আলখাল্লার হুড তুলে দিল মাথার ওপর, ঘোড়াটাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পাশে গোস্ট। ক্যাসল ব্ল্যাকের প্রহরীরা ওকে লক্ষ করেনি। দেয়ালের উপরে পাহারাদাররা পাহারা দেয় তবে তাদের চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ উত্তর দিকে, দক্ষিণ দিকে নয়। পুরানো আস্তাবলের দরজায় ধুলো থেকে হাঁচড়েপাঁচড়ে ওঠা স্যাম টার্লি ছাড়া তাকে কেউ বেরিয়ে যেতে দেখেনি। আশা করল পড়ে গিয়ে স্যাম কোনো আঘাত পায়নি। স্যাম এতই মোটা ওভাবে পড়ে গিয়ে তার হাতের কবজি ভেঙে যেতে পারে বা পা মচকে যেতে পারে।

কিংসরোডের আঁকাবাঁকা পথে যেতে যেতে জনের চোখে পড়ল চাঁদের আলোয় পাহাড়গুলো রূপালি রঙ ধারণ করেছে। সে ক্যাসল ব্ল্যাক ছেড়ে চলে এসেছে এই খবর চাউর হবার আগে ওয়াল থেকে যত দূর সম্ভব দূরে চলে যেতে হবে। আগামীকাল রাস্তা থেকে নেমে গিয়ে মাঠ, ঝোপঝাড় আর ঝরনার ভেতর দিয়ে ছুটবে সে, তাকে যাতে কেউ না ধরতে পারে সেজন্য; তবে এ মুহূর্তে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করার চেয়ে দ্রুতগতি বজায় রাখা বেশি জরুরি।

সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠা বুড়ো ভল্লুকের স্বভাব, কাজেই সকাল পর্যন্ত সময় আছে তার হাতে। ইতিমধ্যে তার আর ওয়ালের মাঝে যত বেশি সম্ভব দূরত্ব বাড়িয়ে নিতে হবে... স্যাম শুধু তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করলেই হলো। মোটা ছেলেটা দায়িত্বসম্পন্ন আর সহজেই ভয় পেয়ে যায়, তবে সে জনকে নিজের ভাইয়ের মতোই ভালোবাসে। স্যামকে জেরা করা হলে সে নির্ঘাত সত্য কথাই বলবে, তবে এখন কিংস টাওয়ারে গিয়ে লর্ড কমান্ডার মরমন্টের ঘুম ভাঙানোর সাহস তার হবে না।

জনের পেছনে ক্যাসল ব্ল্যাক এর শেষ আলোকবিন্দুটা মুছে যাবার পর সে মাদি ঘোড়াটার দৌড়ের গতি কমিয়ে হাঁটাতে শুরু করল। তার সামনে

BanglaBook.org

এখনো দীর্ঘ পথ পড়ে আছে। দক্ষিণের যাত্রাপথে অনেক দুর্গ আর কৃষিজীবীদের গ্রাম পড়বে, তার কোনো একটা থেকে সে মাদি ঘোড়াটার বিনিময়ে নতুন আরেকটা ঘোড়া নিতে পারবে। কিন্তু নিজের ঘোড়া আহত বা অনেক বেশি পরিশ্রান্ত হয়ে গেলে কাজটা কঠিন হয়ে যাবে।

দ্রুতই তার নতুন কাপড়চোপড় লাগবে; অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে কোথাও থেকে ওগুলো চুরি করতে হবে। আপাদমস্তক কালো পোশাকে মোড়া সে এখন। নেকের উত্তরে যেকোনো গ্রামে বা দুর্গে কালো পোশাক পরিহিত অপরিচিত যে কোনো লোককেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়, আর অল্প সময়ের মধ্যেই তার খোঁজে বেরিয়ে পড়বে লোকজন। যেই মুহূর্তে মায়েস্টার এইমনের পাখিরা আকাশে ডানা মেলবে, সেই মুহূর্ত থেকে জনের জন্য নিরাপদ জায়গা বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না। এমনকি উইন্টারফেলে গেলেও পার পাওয়া যাবে না। ব্রান হয়তো তাকে নিরাপত্তা দিতে চাইবে, কিন্তু মায়েস্টার লুইন অনেক বিজ্ঞ মানুষ। তিনি জানেন এসব পরিস্থিতিতে কী করতে হবে। তিনি সোজা দুর্গের দরজা লাগিয়ে দিয়ে তার সামনে থেকে জনকে ফিরিয়ে দেবেন। ওখানে এখন গিয়ে কোনো লাভ নেই।

তবে এসবের জন্য ওয়াল ত্যাগ করেনি জন। ত্যাগ করেছে কারণ সবকিছুর পরেও সে তার বাবারই ছেলে আর রবের ভাই। এমনকি লংক্ল-এর মতো তরবারি [ওটাকে সে সঙ্গেও আনে নি] উপহার পাবার পরেও সে তো আর মরমন্ট হয়ে যায়নি। এমনকি সে এইমন টারগারিয়ানও না। বৃদ্ধ লোকটা তিনবার সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, আর তিনবারই সম্মানকে বেছে নিয়েছেন তিনি, কিন্তু ও তো ও-ই।

গোস্ট প্রায় আধ মাইলের মতো ছুটে চলল ওর সাথে, জিভ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। জন মাদি ঘোড়াটাকে আরো জোরে ছোটার নির্দেশ দিল। নেকড়েটা তার গতি কমিয়ে দিল প্রথমে, এরপর দাঁড়িয়ে পড়ে তাদের দেখতে লাগল, চাঁদের আলোয় চকচক করছে তার লাল চোখ দুটো। ও মিলিয়ে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে, কিন্তু জন জানে সে ঠিকই নিজের গতিতে তাকে অনুসরণ করবে আবার।

রাস্তার দু'পাশ থেকেই সামনের গাছপালার আড়াল দিয়ে একটা দুটো আলোর রেখা চোখে পড়ল তার মোলস টাউন। ও দ্রুত পাশ দিয়ে

BanglaBook.org

দৌড়ে যাবার কারণে ঘেউ ঘেউ করে উঠল একটা কুকুর, আস্তাবল থেকে শোনা গেল একটা খচ্চরের ডাক, এছাড়া শহরে আর কোনো শব্দ নেই। এখানে সেখানে ঘরের ভেতরে জ্বলা আগুনের শিখা ভাঙা জানালার কাচ আর কাঠের ফাঁকা দিয়ে বাইরে এসে পড়ছে।

গ্রামের বাইরে গিয়ে গতি আবার কমিয়ে আনল জন। এরই মধ্যে সে আর মাদি ঘোড়া দুজনেই ঘামে পুরো ভিজে গেছে। ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল সে, কাঁপছে, ভীষণ জ্বালাপোড়া করছে পোড়া হাতটা।

একটা গাছের নিচে গলতে থাকা তুষারের একটা গাদা পড়েছিল চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে। তুষার গলে পানি হয়ে ছোটখাট একটা পুকুরের মতো হয়ে আছে। জন চেটোতে আঁজলা ভরে পানি খেল। তুষারগলা পানিটা খুবই ঠাণ্ডা। সেমুখে পানি ছিটাতে লাগল যতক্ষণ না পর্যন্ত তার চিবুক শিরশির করে উঠল ঠাণ্ডায়। সারাদিনের তুলনায় এখন তার আঙুল অনেক বেশি ব্যথা করছে আর মাথাও দপদপ করছে বেশ। আমি ঠিক কাজটিই করছি, নিজেকে বলল সে, তবু আমার এত খারাপ লাগছে কেন?

ঘোড়াটাকে বেশ পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে, তাই জন তার লাগাম ধরে সামনে সামনে হাঁটতে লাগল কিছুক্ষণের জন্য। রাস্তাটা পাশাপাশি দুইজন অশ্বরোহী চলার মতোও চওড়া না।

গাছগুলোর মাঝে কিছু পশুর ভীতু কণ্ঠের দূরাগত আওয়াজ শোনা গেলে সেদিকে তাকাতে বাধ্য হলো সে। মাদি ঘোড়াটা ঘাবড়ে গিয়ে নিচু কণ্ঠে হ্রেস্বারব করতে লাগল। তার নেকড়েটা কি কোনো শিকার খুঁজে পেয়েছে? হাত দুটো মুখের সামনে নিয়ে চিৎকার করল সে, 'গোস্ট! গোস্ট, আমার কাছে আয়!' তার ডাকের প্রতি উত্তরে একটা পেঁচার ডানা ঝাপটে উড়ে যাবার শব্দ এলো পেছন থেকে।

ভ্রু কুঁচকে আবার নিজের পথে হাঁটা দিল জন। ঘোড়াটার ঘাম শুকানো পর্যন্ত তাকে নিয়ে আরও আধা ঘণ্টা হাঁটল। গোস্ট এখনও ফিরে আসেনি। জন ঘোড়ায় চড়ে আবার ছুটতে চাইছে, কিন্তু নিজের উধাও হয়ে যাওয়া নেকড়েটাকে নিয়ে চিন্তায় আছে সে। ' গোস্ট,' আবার ডাকল সে। ' কোথায় তুই? আমার কাছে আয়! গোস্ট!' বনের মধ্যে এমন কোনো পশু নেই যা একটা ডায়ারউলফের জন্য সমস্যার কারণ হতে পারে, এমনকি অল্পবয়স্ক কোনো ডায়ারউলফের জন্যও না; যদি না... না, একটা ভালুককে

BanglaBook.org

আক্রমণ করার মতো বোকা নয় গোস্ট। আর আশেপাশে যদি কোনো নেকড়ের পাল থাকত তবে জন তাদের প্রলম্বিত গর্জন শুনতে পেত এতক্ষণে।

ওর খিদে পেয়েছে। একটা গাছের নিচে বসে বিস্কুট আর পনির খেতে লাগল জন, মাদি ঘোড়াটা চড়ে বেড়াচ্ছে কিংস রোডের পাশের ঘেসো জমিতে। আপেলটাকে সবার শেষে খাবার জন্য রেখেছে।

হঠাৎ উত্তর থেকে আসা ঘোড়ার আওয়াজে চমকে গেল জন। লাফ দিয়ে দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ঘোড়াটায় চড়ে বসল। ওদের কি দৌড়ে পেছনে ফেলতে পারবে সে? না, তারা খুব কাছে চলে এসেছে; ও চলতে শুরু করলে খুড়ের আওয়াজ শুনে ফেলবে, আর যদি ওরা ক্যাসল ব্ল্যাক থেকে এসে থাকে তাহলে...

ও ঘোড়াটাকে রাস্তা থেকে নামিয়ে একটা ধূসর সবুজ ঝোপের পিছে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। 'চুপ করে থাকো একদম,' ডালপালার ফাঁকা দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে ঘোড়াটাকে ফিসফিস করে বলল জন। দেবতারা সহায় হলে ওরা সামনে দিয়ে দৌড়ে চলে যাবে। হতে পারে ওরা মোলস টাউন থেকে আসা সাধারণ অধিবাসী। কৃষক হতে পারে যারা নিজেদের জমির দিকে যাচ্ছে, যদিও এখন প্রায় মধ্যরাত...

কিংসরোড ধরে এগিয়ে আসা দলটার ঘোড়ার খুরের শব্দ ক্রমে স্পষ্টতর হচ্ছে। শব্দ শুনে মনে হচ্ছে দলটায় অন্ততপক্ষে পাঁচ থেকে ছয়জন লোক আছে।

'...নিশ্চিত যে ও এইপথে এসেছে?'

'আমাদের নিশ্চিত হবার কোনো উপায় নেই!'

'ও পূর্বদিকেও যেতে পারে, তোমাদের বোঝা উচিত। অথবা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাওয়ার রাস্তা ত্যাগ করতে পারে। আমি হলে তা-ই করতাম।'

'আমি তা করতাম না,' গ্রেনের গলায় বিরক্তি। 'আমি হলে দক্ষিণেই যেতাম, আকাশের তারা দেখে দক্ষিণে যাওয়া যায়।'

'যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে?' জিজ্ঞেস করল পিপ।

'তাহলে আমি যেতাম না।'

আলোচনায় আরেকটা কণ্ঠস্বর যোগ দিল। 'আমি হলে কোথায় যেতাম জানো? আমি মোলস টাউনে যেতাম, মাটির নিচে গুপ্তধনের খোঁজে!'

BanglaBook.org

টোডের হাসির শব্দ ছড়িয়ে পড়ল গাছপালার ভেতর দিয়ে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল জনের ঘোড়া।

'সবাই চুপ!' বলল হালডার। 'কিছু একটার শব্দ শুনলাম যেন।'

'কই? আমি তো কিছু শুনিনি!' ঘোড়াগুলো একসাথে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'তুমি তো নিজের বায়ুত্যাগ করার শব্দও শুনতে পাও না।'

'আমিও শুনেছি,' বলল গ্রেন।

'চুপ করো সাই।'

সবাই চুপ করে কান খাড়া করল। স্যাম, জন ভাবল। ও বুড়ো ভল্লুকের ঘুম ভাঙাতে যায়নি বটে, তবে বিছানায়ও ফিরে যায়নি, বরং বাকি ছেলেদের ডেকে তুলেছে। সবাইকে অভিশাপ দিল সে মনে মনে। ভোর হবার পর ওদেরকে বিছানায় পাওয়া না গেলে ওদেরকেও পলাতক হিসেবে দোষারোপ করা হবে। কী করছে ওরা সেই সম্পর্কে কি কোনো ধারণা আছে ওদের?

নীরবতার সময়টা ক্রমে বয়ে চলল। জন যেখানে লুকিয়েছে সেখান থেকে ডালপালার ফাঁকা দিয়ে ওদের ঘোড়াগুলোর পা দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত পিপ কথা বলে উঠল, 'তুমি ঠিক কী শুনেছিলে?'

'বলতে পারব না।' স্বীকার গেল হালডার। 'একটা শব্দ, শুনে মনে হয়েছিল ঘোড়ার আওয়াজ, কিন্তু...'

'এখানে কিছুই নেই।'

চোখের কোণা দিয়ে অকস্মাৎ একটা ফ্যাকাসে ছায়াকে গাছপালার ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখল জন। খচমচ শব্দ করল পাতা। আচমকা ছায়া থেকে বেরিয়ে এলো গোস্ট। সাথে সাথে ভয় পেয়ে মাদি ঘোড়াটা আবার ডেকে উঠল। 'শুনলে?' হালডার চিৎকার করে উঠল।

'আমিও শুনেছি এবার!'

'বিশ্বাসঘাতক,' জিনের ওপর নড়েচড়ে বসতে বসতে জন ডায়ারউলফটাকে বলল। ঘোড়াটার মুখ ঘুরিয়ে গাছপালার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো সে, তবে দশ ফুট যাবার আগেই অন্যরা তার নাগাল পেয়ে গেল।

'জন,' পিপ চিৎকার করল পেছন থেকে।

BanglaBook.org

'থামো জন,' গ্রেন বলল। 'আমাদের সবাইকে পিছে ফেলতে পারবে না তুমি।'

জন ঘুরে দাঁড়িয়ে ওদের মুখোমুখি হলো। বের করল তরবারি। 'দূরে থাকো। আমি কাউকে আঘাত করতে চাই না, কিন্তু আমাকে বাধ্য করলে আঘাত করব কিন্তু। '

'সাতজনের বিরুদ্ধে একজন?' হালডারের ইশারায় বাকি সবাই ওকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল।

'কী চাও তোমরা?' জিজ্ঞেস করল জন ।

' তোমাকে তোমার জায়গায় ফিরিয়ে নিতে এসেছি আমরা,' গ্রেন বলল।

'আমরাই এখন তোমার ভাই, জন,' বলল গ্রেন।

'তুমি ভালো করেই জানো যে ওরা তোমাকে ধরামাত্র ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে ফেলবে,' দুর্বল হাসল টোড। 'কাজটা খুবই বোকার মতো হলো।'

জন বলল, ' তোমরা কি বুঝতে পারছ না? ওরা আমার বাবাকে হত্যা করেছে। একটা যুদ্ধ চলছে, আমার ভাই রব রিভারল্যান্ডে যুদ্ধ করছে...'

'আমরা জানি,' শান্তভাবে বলল পিপ। 'স্যাম আমাদের সব খুলে বলেছে।'

' তোমার বাবার জন্য আমরা সত্যিই দু:খিত,' গ্রেন বলল। 'কিন্তু এটা এখন তোমার মাথা ঘামানোর কোনো ব্যাপার না। একবার শপথ নেয়ার পরে ওয়াল থেকে আর নড়তে পারবে না, যা-ই ঘটুক না কেন।'

'কিন্তু আমার যেতে হবে,' জোর দিয়ে বলল জন।

'তুমি শপথ নিয়েছ,' পিপ মনে করিয়ে দিল ওকে। '*রাত নেমে আসছে, সেই সাথে শুরু হচ্ছে আমার পাহারা,* তুমি বলেছিলে। *এই পাহারা চলবে আমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত।*'

'*দায়িত্বের মাঝেই বাঁচব আমি, দায়িত্বের মাঝেই মরব,*' যোগ করল গ্রেন।

'কথাগুলো আমাকে মনে করানোর দরকার নেই। আমি জানি ওগুলো।' রেগে গেছে জন। কেন তাকে ওরা শান্তিমত যেতে দিচ্ছে না? ব্যাপারটাকে বরং কঠিন করে তুলছে ওরা।

BanglaBook.org

সে সবাইকে শাপশাপান্ত করতে লাগল, তবে মনে হলো না সেগুলো ওরা গায়ে খুব একটা মেখেছে। পিপ শপথের বাক্যগুলো বলতে বলতে জনের দিকে ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে গেল।

'পিছু হঠো!' তরবারি উঁচু করে জন ভয় দেখাল। 'আমি কিন্তু মিথ্যা ভয় দেখাচ্ছি না, পিপ।' ওরা এমনকি কোনো বর্মও পরে আসেনি, মারামারি বেধে গেলে ও ওদেরকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারবে।

জন তার ঘোড়াকে একটা লাথি মেরে ঘোরাতে লাগল। ছেলেগুলো এখন তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, ক্রমে ছোট করে আনছে চক্র।

'এই রাত...' বামদিক থেকে এলো হালডার।

'...আর এগিয়ে আসা সমস্ত রাতের জন্য,' শেষ করল পিপ। জনের ঘোড়ার লাগামের দিকে হাত বাড়াল সে। 'এবার তুমি বেছে নাও। হয় আমাকে মেরে ফেলো, নাহলে আমার সাথে ফিরে চলো।'

জন তার তরবারি উপরে তুলে আবার অসহায়ভাবে নামিয়ে নিল।

'আমাদের কি তোমার হাত বেঁধে নিতে হবে নাকি চুপচাপ ফিরে যাবে আমাদের সাথে?' হালডার জিজ্ঞেস করল।

'আমি পালাব না।' গোস্ট গাছের নিচ থেকে সামনে এগিয়ে এল। ওর দিকে তাকাল জন। ' তুই কোনো সাহায্যই করলি না।' ডায়ারউলফটা তার লাল চোখ মেলে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন আগেই জানত এমন কিছু ঘটবে।

BanglaBook.org

তেষট্টি

স্যামওয়েল টার্লি ওদের জন্য পুরানো আস্তাবলে অপেক্ষা করছিল। একটা খড়ের গাদার সাথে হেলান দিয়ে বসেছিল সে। দুশ্চিন্তায় ঘুমাতেও পারেনি। ওদেরকে দেখে উঠে দাঁড়াল। 'আমি... আমি খুব খুশি হয়েছি যে ওরা তোমাকে খুঁজে পেয়েছে, জন।'

'আমি খুশি হতে পারলাম না,' ঘোড়া থেকে নামতে নামতে বলল জন।

পিপ নিজের ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে আকাশের দিকে বিরক্তি নিয়ে তাকাল। 'এখানেই ঘোড়াদের সাথে আমাদের শোবার ব্যবস্থা করো, স্যাম,' ছোটখাটো ছেলেটা বলল। ' গোটা দিন পড়ে আছে সামনে আর সারা রাত ঘুমাতে পারিনি। লর্ড স্নোকে ধন্যবাদ।'

জন ভীত ছিল লর্ড মরমন্ট ব্যাপারটা জানতে পারলে না জানি কী শাস্তি দেবেন। পরদিন সকালে মরমন্টের জন্য তাঁর ঘরে নাশতা নিয়ে যেতে ও বুঝতে পারল সবকিছুই জেনে গেছেন বুড়ো ভল্লুক। তবে মহান এ মানুষটি ওকে তেমন কিছু বললেন না। ওর অনুভূতির জায়গাটা তিনি বুঝতে পারছিলেন। শুধু বুঝিয়ে বললেন জন যে ভেবেছে সে তার ভাই রব স্টার্ককে যুদ্ধে সাহায্য করবে, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এ ওয়ালে থাকা। কারণ জন একা গিয়ে যুদ্ধ জয় করে ফেলতে পারবে না।

তিনি বললেন ওয়ালের নিরাপত্তা রক্ষা জনের পবিত্র দায়িত্ব। কারণ তিনি আশংকা করছেন সামনেই ভয়ানক কোনো বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

BanglaBook.org

তখন নাইট'স ওয়াচের সবাইকে সেই অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। লর্ড মরমন্ট জনকে জিজ্ঞেস করলেন, ' তোমার কি মনে হয় আমাদের এ যুদ্ধের তুলনায় তোমার ভাইয়ের যুদ্ধ বেশি গুরুত্বপূর্ণ?'

প্রত্যুত্তরে শুধু ঠোঁট কামড়াল জন। জবাবটা মরমন্ট নিজেই দিলেন। 'না, গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেবতারা আমাদেরকে রক্ষা করুন। যখন মৃতরা রাতের আঁধারে মানুষ শিকারে এগিয়ে আসবে তখন লৌহ সিংহাসনে কে বসে আছে তাতে কিছু যাবে আসবে না।'

লর্ড মরমন্ট যখন জনকে বললেন তাকে তার চাচা বেনজিন স্টার্কের খোঁজে দেয়ালের ওপাশে পাঠানো হবে, শিহরিত হয়ে উঠল সে। আর লর্ড মরমন্ট নিজেই এ অনুসন্ধানের নেতৃত্ব দেবেন। বেনজিন স্টার্ককে খুঁজে পেতেই হবে।

বুড়ো ভল্লুক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন। ' তোমার কাছ থেকে আমি এখুনি জবাব চাই, লর্ড স্নো। তুমি কি নাইট'স ওয়াচের একজন ভাই... নাকি শুধুই এক জারজ সন্তান যে তার ভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে চায়।'

জন সত্যটা ইতিমধ্যে বুঝে ফেলেছে। তার আসল জায়গা এখানেই, এ ওয়ালে। সে বলল, 'আমি... আপনার মাই লর্ড। কথা দিলাম আর পালাব না।'

বুড়ো ভল্লুক ঘোঁত ঘোঁত করে উঠলেন। ' বেশ। এখন তোমার লংক্লটা নিয়ে যাও। তরবারিটা তো ফেলে গিয়েছিলে!'

BanglaBook.org

ক্যাটলিন

চৌষট্টি

ক্যাটলিন জাহাজে চড়ে তাঁর দলবল নিয়ে পৌঁছালেন রিভাররানে, তাঁর বাপের বাড়িতে। টাম্বল স্টোন নদী পাড়ি দিতে হয়েছে তাঁদেরকে। বিজয়িনী বেশেই তিনি প্রবেশ করলেন শহরে। হুইস্পারিং উডের যুদ্ধে তাঁরা বিজয়লাভ করেছেন। বন্দি করেছেন জেমি ল্যানিস্টারসহ আরও তিনজন হোমড়াচোমড়া নাইটকে। তিনি এসেছেন অশীতিপর বৃদ্ধ পিতা হোস্টার টালি আর ভাই এডমুর টালির সঙ্গে দেখা করতে। লর্ড হোস্টারের শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ। রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধ তাঁকে মানসিক এবং শারীরিকভাবে আরও অসুস্থ করে তুলেছে। বাড়ি ফেরার পরে ক্যাটলিনের সঙ্গে দেখা করতে এল তার ভাই স্যর এডমুর।

সে ক্যাটলিনকে দেখে জড়িয়ে ধরল। তাকে বেশ ক্লান্ত আর দুর্বল লাগছে। যুদ্ধ তাকে নি:শেষ করে দিয়েছে। প্রচণ্ড চাপে সে জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে। গলায় ব্যান্ডেজ। যুদ্ধের সময় আঘাত পেয়েছে।

ছোট্ট ক্যাট,' এডমুর তার বোনকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'লর্ড এডার্ডের ব্যাপারটা আমি শুনেছি... ল্যানিস্টাররা এর ফল ভোগ করবে। শপথ করে বলছি, তুমি তোমার প্রতিশোধ পাবেই।'

'তাতে কি নেড আমার কাছে ফিরে আসবে?' তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন ক্যাটলিন। 'এসব নিয়ে পরে ভাবা যাবে। বাবা কোথায়?'

BanglaBook.org

'উনি তাঁর নিজের ঘরে আছেন। তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

'বাবার অবস্থা কীরকম?' জানতে চাইলেন ক্যাটলিন।

এডমুরের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। 'উনি... আর বেশিক্ষণ আমাদের সাথে থাকবেন না, মায়েস্টার তাই বললেন। ব্যথাটা খুব বেশি... যাচ্ছেই না।'

'আমাকে তোমার কথাটা জানানো উচিত ছিল,' বললেন ক্যাটলিন।

'বাবা মানা করেছিলেন,' বলল এডমুর। 'তিনি চান নি শত্রুরা জানুক তিনি মারা যাচ্ছেন। গোটা সাম্রাজ্য যেখানে এমন বিপদের মুখে, উনি ভয় পাচ্ছিলেন ল্যানিস্টাররা যদি বুঝতে পারে তিনি কতটা দুর্বল হয়ে গেছেন তাহলে...'

'তাহলে ওরা আক্রমণ করে বসতে পারে?' কথাটা শেষ করলেন ক্যাটলিন। দোষটা আমারই, ভাবছেন তিনি। আমি *যদি ওই বামনটাকে বন্দি না করতাম*

প্রিয় জ্যেষ্ঠ মেয়েকে দেখে মৃতপ্রায় হোস্টার টালি পাণ্ডুর মুখে হাসি ফুটল । 'আমার ছোট্ট ক্যাট।' যন্ত্রণাকাতর মুখে বললেন তিনি। হাত বাড়ালেন মেয়েকে ধরার জন্য। 'আমি তোমার জন্য পথ চেয়ে বসেছিলাম...'

' তোমরা কথা বলো, আমি যাই,' বলে বাবার গালে দ্রুত চুমু খেয়ে বিদায় নিল এডমুর।

ক্যাটলিন তাঁর বাবার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন, বাবার হাতখানা দু'হাতের মুঠোতে ধরলেন। এক সময়ের প্রকাণ্ড, বলশালী হাত জোড়া এখন নিস্তেজ এবং শক্তিহীন।

'আমি এসে গেছি বাবা।' বললেন তিনি। 'আমার ছেলে রবও আছে সঙ্গে। সেও তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।'

তোমার ছেলে,' ফিসফিস করলেন হোস্টার টালি। 'ওর চোখ আমার মতোই ছিল, মনে আছে আমার....'

'এখনো আছে। আর আমরা তোমার জন্য জেমি ল্যানিস্টারকে নিয়ে এসেছি, বাবা। সে এখন আমাদের বন্দি! আমার ছেলে রব আর তোমার ভাই ব্রেনডেন মিলে যুদ্ধটা জিতেছে, বাবা।' গর্ব ক্যাটলিনের কণ্ঠে।

BanglaBook.org

যুদ্ধের ব্যাপারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছুই জানতে চাইলেন বৃদ্ধ। ধৈর্য ধরে সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেলেন ক্যাটলিন। কথা শেষ হওয়ার পরে বাবার কপালে আলতো করে চুমু খেয়ে বিদায় নিলেন। তিনি ঘর থেকে বেরুবার আগেই ঘুমিয়ে পড়লেন ক্লান্ত হোস্টার টালি।

বাইরে এসে চাচা ব্রেনডেন টালির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ক্যাটলিনের। রিভাররানের রক্ষীদের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলছেন। ভাতিঝিকে দেখেই ছুটে এলেন। 'উনি কি–'

'আর বেশিক্ষণ নেই,' বললেন ক্যাটলিন। 'এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম।'

ব্রেনডেন টালি তাঁর ফ্যাকাসে চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, 'উনি কি আমার সঙ্গে কথা বলবেন?'

মাথা নাড়লেন ক্যাটলিন। 'কারও সঙ্গে কথা বলার মতো অবস্থায় এ মুহূর্তে তিনি নেই।'

সমর পরিষদ ডাকা হয়েছে গ্রেট হলে। চারটে বিশাল কাঠের টেবিল সাজানো হয়েছে অভ্যাগতদের জন্য। লর্ড হোস্টার মারাত্মক অসুস্থ কাজেই তাঁর আসার প্রশ্নই নেই। যুদ্ধে টালি হাউসকে যেসব লর্ড এবং নাইটরা সাহায্য করেছিলেন, যারা বেঁচে আছেন তাঁরা সবাই এ সভায় উপস্থিত রয়েছেন। টালিদের সবচেয়ে উঁচু আসনে বসে আছে এডমুর, তাঁর পাশে ব্রেনডেন ব্লাকফিশ। ওর বাবার ব্যানারম্যানরাবসে আছে তাঁদের দুই দিকে। রিভাররানের জয়ের খবর ট্রাইডেন্টের আত্মগোপনে থাকা লর্ডদের কানে গেছে। তাই সকলেই ফিরে এসেছেন।

দক্ষিণ থেকে খবর এসেছে রেনলি ব্যারাথিয়ন তার ভাইয়ের মুকুট দাবি করেছে। ওদিকে লর্ড টাইউইনের বাহিনী ট্রাইডেন্ট অতিক্রম করেছে, হ্যারেনহলে যাওয়ার চেষ্টা করেছে তারা। পুরো সাম্রাজ্যে এখন দু'জন রাজা, তবে কোনো সন্ধি নেই।

বিতর্ক চলল গভীর রাত পর্যন্ত। এ সভায় প্রতিটি লর্ডের কথা বলার অধিকার রয়েছে। ওরা তাই করলেন। সেই সঙ্গে চিৎকার, গালি গালাজ, যুক্তি, তোষামোদ, কৌতুক, দরকষাকষি, হুমকি ধামকি, সভাবর্জন আবার খানিক বাদে গম্ভীর অথবা হাসিমুখে প্রত্যাবর্তন সবই চলল। ক্যাটলিন ধৈর্য নিয়ে সবার কথা শুনলেন।

BanglaBook.org

লর্ড হোস্টার টালির অনেক ব্যানারম্যানের দাবি এ মুহূর্তে হ্যারেনহলে হামলা চালাবে, লর্ড টাইউইনের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধ করে ল্যানিস্টারদের ক্ষমতা ওখানেই শেষ করে দেবে। তরুণ, বদমেজাজি মার্ক পাইপার ক্যাস্টারলি রকে হামলার প্রস্তাব দিল। অন্যরা তাকে ধৈর্য ধরার উপদেশ দিল। জেসন ম্যালিস্টার ওদেরকে মনে করিয়ে দিল ল্যানিস্টারদের রসদ পাবার পথে রিভাররান হচ্ছে একমাত্র বাধা। কাজেই ওরা ওদের মতো থাকুক, ওই সময় তারা নিজেরা তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করে তুলবে।

তবে লর্ড ব্ল্যাকউড আবার অপেক্ষা করতে রাজি নন। তাঁর মতে, হুইস্পারিং উডে যা শুরু হয়েছে তা শেষ করা উচিত। হ্যারেন হলের দিকে এগিয়ে যাও। সঙ্গে নিয়ে যাও রুজ বোল্টনের সেনাবাহিনীকে তবে ব্ল্যাকউডের প্রস্তাবে ভেটো দিলেন লর্ড জনোস ব্রাকেন। তিনি বললেন ওদের উচিত রাজা রেনলির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা। তারপর দক্ষিণে গিয়ে তার সঙ্গে নিজেদের শক্তিভোগ করা।

তবে রব রেনলিকে রাজা হিসেবে মেনে নিতে রাজি নয়। তাঁর মতে সিংহাসনের প্রতি লর্ড স্ট্যানিসের দাবিই বেশি। কারণ রেনলি রবার্টের ছোট ভাই। স্ট্যানিস তার চেয়ে বয়সে বড়। ফলে স্ট্যানিসের আগে রেনলির রাজা হওয়ার কোনো সুযোগই নেই।

ফ্রে পরিবারের বড় ছেলে লর্ড স্টাভরন চতুর হেসে বললেন, 'অপেক্ষা করুন, এই দুই রাজাকে তাঁদের সিংহাসনের খেলায় মেতে থাকতে দিন। যুদ্ধ শেষে ওদের ভেতরে যে বিজয়ী হবে আমরা তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করব কিংবা যুদ্ধ ঘোষণা করব। তবে রেনলি সেনাবাহিনী নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে শুনে লর্ড টাইউইন সন্ধি করতে রাজি হতে পারেন। তার ছেলে জেমি ল্যানিস্টারকে ফিরিয়ে দিলে এ কাজটা সহজ হবে। সম্মানিত লর্ডগণ, আমি হ্যারেনহলে গিয়ে তাঁর কাছে ভালো শর্ত আর মুক্তিপণের দাবি পৌঁছে দিতে পারি...'

তাঁর এ প্রস্তাবে অনেকেই হুঙ্কার ছাড়লেন। তাঁকে 'কাপুরুষ' বলে সম্বোধন করলেন গ্রেটজন। লেডি মরমন্ট বললেন, 'সন্ধি চাইতে যাওয়া মানে নিজেদেরকে দুর্বল হিসেবে প্রমাণ করা।' রিচার্ড কারস্টার্ক চেঁচিয়ে বললেন, 'জাহান্নামে যাক মুক্তিপণ। কিং স্লেয়ারকে আমাদের ফিরিয়ে দেয়া উচিত হবে না।'

BanglaBook.org

এই সময় শান্তির প্রস্তাব দিলেন ক্যাটলিন। বললেন, 'শান্তি চাইতে সমস্যা কী?'

তাঁর কথা শুনে অন্যান্য লর্ডরা ভয়ানক অবাক। যার স্বামীকে ল্যানিস্টাররা হত্যা করেছে তাদের কাছে ক্যাটলিন কী করে শান্তি প্রস্তাবের কথা ভাবতে পারেন!

নিজের স্বপক্ষে যুক্তি দিলেন ক্যাটলিন। বললেন যুদ্ধ শুধু ধ্বংস, মৃত্যু আর ক্ষতি ডেনে আনে। যারা গেছে তারা আর ফিরে আসবে না। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আমাদের কি আরও মৃত্যু দরকার? আমি নেডের জন্য আমৃত্যু কেঁদে যাব। তবে সেই সঙ্গে জীবিতদের কথাও ভাবতে হবে আমাকে। আমি আমার মেয়েদেরকে ফেরত চাই। রানি ওদেরকে বন্দি করে রেখেছে। আমরা যদি আমাদের চার ল্যানিস্টারের বদলে ওদের হাতে থাকা দুই স্টার্ককে মুক্ত করতে পারি তাহলে খুশি হয়ে এ বিনিময় মেনে নিয়ে দেবতাদেরকে ধন্যবাদ দেব। রব,' ছেলের দিকে তাকালেন তিনি। 'আমি চাই তুমি উইন্টারফেলে তোমার বাবার আসনে বসে দেশ চালাবে। আমি বাড়ি ফিরতে চাই, লর্ডগণ, আমার স্বামীর জন্য শোক করতে চাই।'

ক্যাটলিনের এ শান্তি প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন কয়েকজন লর্ড। তাদের তর্জন গর্জনে খুবই হতাশ বোধ করলেন ক্যাটলিন। ছেলের দিকে তাকালেন তিনি। ভুরু কুঁচকে লর্ডদের বিতর্ক দেখছে সে।

তবে শেষ পর্যন্ত ক্যাটলিনকে বাঁচিয়ে দিলেন গ্রেটজন। তিনি লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়ে হুংকার ছাড়লেন, 'দুই রাজার প্রতি আমার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এই!' তিনি থুতু ছিটালেন। 'লর্ড রেনলি এবং লর্ড স্ট্যানিস আমার কিছুই হয় না। ওরা কেন হাই গার্ডেন আর ডোর্নের ফুলের আসনে বসে আমার অঞ্চলের ওপর ছড়ি ঘোরাবে? আমরা কি আবার সেই আগের মতো রাজত্ব করতে পারি না?' তিনি বিশাল দ্বিধার এক তরবারি বের করে রবের প্রতি তাক করে বললেন, 'ওই তো বসে আছে আমাদের রাজা, একমাত্র অধিপতি যার সামনে আমি হাঁটু গেড়ে বসতে রাজি আছি, মি লর্ডস। সে উত্তরের অধিপতি।'

তিনি হাঁটু গেড়ে বসে তরবারিটি রবের সামনে রাখলেন। 'এই শর্তে আমিও শান্তি মেনে নিতে রাজি,' বললেন লর্ড কারস্টার্ক। তিনিও 'উত্তরের অধিপতি!' বলে গ্রেটজনের পাশে হাঁটু মুড়ে বসলেন।

BanglaBook.org

এরপর এক অভূতপূর্ণ দৃশ্য দেখা গেল। একের পর এক লর্ড রবকে উত্তরের অধিপতি হিসেবে ঘোষণা করতে লাগলেন। ব্ল্যাকউড, ব্রাকেন, ম্যালিস্টার এসব হাউস কখনো উইন্টারফেলের অধীনে ছিল না। এদেরকেও উঠে দাঁড়াতে দেখলেন ক্যাটলিন। সবাই তরবারি বের করে অন্যদের পাশে রাখছেন, হাঁটু গেড়ে বসে আনুগত্য প্রদর্শন করছেন এবং বলছেন সেই শব্দ দুটো যা এ সাম্রাজ্যে তিনশো বছরেরও বেশি সময় ধরে শোনা যায়নি :

'উত্তরের অধিপতি!'

'উত্তরের অধিপতি!'

'উত্তরের অধিপতি!'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ডেনেরিস

পঁয়ষট্টি

জমিন লাল, মৃত, শুকনো খটখটে বলে এখানে চিতা তৈরির জন্য ভালো কাঠ পাওয়া মুশকিল। ডেনির লোকজন ডালপালা, খড়কুটো, শুকনো ঘাস যা পেয়েছে সব নিয়ে এসেছে। দুটো গাছের ছাল ছাড়িয়ে, কেটে কুটে খাল ড্রোগোর জন্য চিতা বানাল। রাখারো ঘোড়াদের ছোট পাল থেকে একটা স্ট্যালিয়ন বাছাই করেছে। এটি কোনভাবেই ড্রোগোর সেই বিশালদেহী লাল ঘোড়ার সঙ্গে তুলনীয় নয়। তবে নিয়ম আছে প্রভুর মৃত্যুর সঙ্গে তার প্রিয় ঘোড়াকেও চিতায় যেতে হবে।

মিরি মায দুরকে হাত পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে ডেনেরিসের আদেশে। সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল সব। ঘোড়া মেরে কোনো লাভ হবে না, এ ধরনের সবক দিতে যাচ্ছিল সে, তাকে চাবুকের ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে দিল ডেনেরিস।

খাল ড্রোগোর চিতায় ওরা ড্রোগোর ব্যবহার্য জিনিসপত্রগুলোও তুলল। ভেস্ট, স্যাডল, হার্নেস, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে ড্রোগোকে তার বাবা যে চাবুকটি দিয়েছিলেন, সেটি; *আরাখ* যেটি দিয়ে সে খাল ওগো এবং তার পুত্রকে হত্যা করেছিল, ড্রাগনের হাড় দিয়ে তৈরি বিরাট ধনুক।

মধ্যগগনের তপ্ত সূর্যের নিচে, স্যার জোরাহ মরমন্ট ডেনেরিসকে এক পাশে সরিয়ে এনে বললেন, 'রাজকুমারী...'

'আপনি আমাকে রাজকুমারী কেন বলেন?' বলল ডেনি। 'আমার ভাই ভিসেরিস আপনার রাজা ছিল, নয় কি?'

BanglaBook.org

'জি, মাই লেডি।'

'ভিসেরিস মারা গেছে। আমি তাঁর উত্তরাধিকার, হাউস টারগারিয়ানের শেষ রক্ত। ওর যা ছিল সব এখন আমার।'

'মাই.... কুইন,' এক হাঁটু গেড়ে বসলেন স্যর জোরাহ। 'আমার তরবারি তার ছিল, এখন তা তোমার ডেনেরিস। আর আমার হৃদয়ও যা কখনো তোমার ভাইয়ের ছিল না। আমি একজন নাইট এবং তোমাকে নির্বাসন ছাড়া অন্য কিছু উপহার দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তোমাকে অনুনয় করছি, আমার কথা শোনো। খাল দ্রোগো যেভাবে চলে যেতে চাইছে তাকে সেভাবে যেতে দাও। তুমি একা থাকবে না। আমি কথা দিচ্ছি, তুমি নিজে থেকে যেতে না চাইলে কেউ তোমাকে ভাইস ডোথ্রাকিতে নিয়ে যেতে পারবে না। তোমার *ডশ খালিন* এ যোগ দেয়ার কোনো দরকার নেই। আমার সঙ্গে পুবে চলো। ই তি, কোয়ার্থ, জেড সী, আসাই। অদেখা সব দারুণ জিনিস আমরা দেখব, দেবতাদের জন্য তৈরি মদ আমরা পান করব। প্লিজ, *খালিসি*, আমি জানি তুমি কী করতে চাইছ। কিন্তু এটা কোরো না। কোরো না।'

'আমাকে কাজটা করতেই হবে,' বলল ডেনি। আদর করে হাত বুলাল স্যর জোরাহর মুখে। বিষণ্ন কণ্ঠে যোগ করল,' আপনি এটা বুঝবেন না।'

'আমি জানি তুমি ওকে ভালবাসতে,' হতাশায় বিকৃত শোনাল স্যর জোরাহর কণ্ঠ। 'আমিও একদা আমার স্ত্রীকে ভালবাসতাম। তবে তার সঙ্গে আমি কিন্তু সহমরণে যাইনি। তুমি আমার রানি, আমার তরবারি তোমার, তবে আমাকে অনুরোধ কোরো না যে দ্রোগোর চিতায় তুমি উঠবে আর সে দৃশ্য আমি দেখব। আমি তোমাকে পুড়ে যেতে দেখতে পারব না।'

'আপনি সে ভয় পাচ্ছেন নাকি?' ডেনি স্যর জোরাহর প্রশস্ত কপালে চুমু খেল। 'আমি অত বাচ্চা নই, স্যর।'

'তুমি ওর সঙ্গে সহমরণে যাবে না সত্যি বলছ?'

'সত্যি বলছি।' সাত রাজ্যের সাধারণ ভাষায় বলল ডেনেরিস।

বিশাল চিতা সাজানো শেষ। তিন স্তর বিশিষ্ট চিতা। যখন কাজ শেষ হলো ততক্ষণে পশ্চিম দিকে ঢলে পড়তে শুরু করেছে সূর্য। ডেনি ডোথ্রাকিদেরকে ডাকল। সংখ্যায় তারা শ'খানেক হবে।

BanglaBook.org

তোমার আমার খালাসার হবে,' ডেনি বলল ওদেরকে। 'আমি ক্রীতদাসদের মুখ দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমাদেরকে মুক্ত করে দিলাম। তোমরা যেখানে খুশি চলে যেতে পার। কেউ তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না। আর যদি থাকো তোমরা ভাইবোন কিংবা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকতে পারবে।' সে তার খা'এর তিন তরুণ যোদ্ধার দিকে ফিরল।

ঝোগো,' বলল ও। তোমাকে আমি আমার রূপার হাতলের চাবুকটি দিলাম। এটি আমি বিয়েতে উপহার পেয়েছিলাম। তোমার আমি নতুন নাম দিলাম– কো। তুমি শপথ করে বলবে আমার রক্তের রক্ত হিসেবে তুমি বাঁচবে এবং মরবে, আমাকে যে কোনো বিপদ থেকে রক্ষা করবে।'

ঝোগো চাবুকটি নিলেও ওকে বিব্রত দেখাচ্ছে। 'খালিসি,' ইতস্তত করে বলল সে, 'আমি কোনো মহিলার ব্লাডরাইডার হতে পারব না। এটা আমার জন্য লজ্জার ব্যাপার হবে।'

'আগ্গো,' ডাকল ডেনি, ঝোগোর কথায় পাত্তা দিচ্ছে না। তোমাকে আমি আমার বিয়ের উপহার ড্রাগন হাড়ের ধনুক দিলাম। তোমার নতুন নামকরণ করলাম– কো। তুমি শপথ নেবে এবং বলবে আমার রক্তের রক্ত হিসেবে তুমি বাঁচবে এবং মরবে, আমার কোনো ক্ষতি হতে দেবে না।'

আগ্গো নত মস্তকে ধনুক নিলেও বলল, 'আমি এ শপথ উচ্চারণ করতে পারব না। একমাত্র পুরুষরাই খালাসারের নেতৃত্ব দিতে পারে এবং 'কো' নামকরণ করতে পারে।'

'রাখারো,' আগ্গোর কথায় কান না দিয়ে বলল ডেনি। 'আমার বিয়ের উপহার আরাখকে তোমায় দিলাম। তোমারও নাম রাখা হলো কো এবং তুমি আমার রক্তের রক্ত হিসেবে মরবে এবং বাঁচবে। সবসময় আমার পাশে পাশে চলবে এবং যে কোনো বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করবে।'

'আপনি আমার খালিসি,' আরাখ নিয়ে বলল রাখারো। 'আমি আপনার সঙ্গে ভাইস ডোথ্রাকে যাব এবং ডশ খালিনে আপনি যোগ দেয়ার আগ পর্যন্ত সমস্ত বিপদ আপদ থেকে আপনাকে আমি রক্ষা করব এরকম কথা আমি দিতে পারছি না।'

মাথা ঝাঁকাল ডেনি যেন রাখারোর কথা শুনতেই পায়নি। সে এবার ফিরল স্যর জোরাহ মরমন্টের দিকে।

'স্যর জোরাহ মরমন্ট,' বলল ডেনি, 'আমার প্রথম এবং শ্রেষ্ঠতম নাইট, আপনাকে দেয়ার মতো কোনো বিয়ের উপহার আমার কাছে নেই

BanglaBook.org

তবে কথা দিলাম একদিন আপনাকে আমি ভ্যালেরিয়ান ইস্পাতে তৈরি এমন একটি লং সোর্ড উপহার দেব যা কেউ কোনোদিন দেখেনি। আমি আপনাকেও শপথ নেয়ার জন্য অনুরোধ করছি।'

'আমি আপনার সেবা করার শপথ নিলাম, আপনার কথা মেনে চলব এবং প্রয়োজনে আপনার জন্য প্রাণ দেব।' বললেন স্যর জোরাহ।

'আপনার এ শপথের জন্য কোনদিন আপনাকে পস্তাতে হবে না,' বলল ডেনি। সে নাইটকে চুম্বন করল। 'আপনি আমার প্রথম কুইন্সগার্ড।'

এরপরে তাঁবুতে ঢুকে গরম পানিতে গোসল করে নিল ডেনি। ইরি এবং ঝিকি ওর গা মুছে দিল, পোশাক পরিয়ে দিল। তারপর তারা চলে গেল।

ওরা যাওয়ার পরে ডেনি খাল ড্রোগোকে গোসল করিয়ে দিল। তেল মাখাল চুলে। শেষবারের মতো চুলে হাত বুলাতে বুলাতে মনে মনে বলল, *আমি যা করেছি সে জন্য আমাকে ক্ষমা করে দিও আমার জীবনের সূর্য। আমি মূল্য চুকিয়েছি তবে তার বড়ই উচ্চমূল্য।*

ডেনি ড্রোগোর চুলে বিণুনী করে ছোট ছোট ঘন্টাগুলো বেঁধে দিল। সোনা, রূপা এবং ব্রোঞ্জের অনেকগুলো ঘন্টা। ড্রোগো এসব ঘন্টা পরত যাতে শত্রুরা শুনতে পায় সে আসছে এবং তারা ভয় পেয়ে যায়। ড্রোগোকে সে লেগিংস এবং হাইবুটে সাজাল, কোমরে বেঁধে দিল রূপোর মেডালিয়নের বেল্ট।

সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় ডেনি তার লোকদেরকে ডাকল ড্রোগোর পাশে চিতায় তুলার জন্য। ঝোগো এবং আগ্গো তাঁবু থেকে লাশ বের করে আনল। তারপর চিতায় শুইয়ে দিল।

তেল,' আদেশ দিল ডেনি। অনেকগুলো জার ভর্তি তেল এনে চিতার কাঠে ঢেলে দেয়া হলো।

'আমার ডিমগুলো নিয়ে এসো,' ডেনি হুকুম দিল তার পরিচারিকাদেরকে। ওর গলায় স্বরে এমন কিছু ছিল যে ওরা দৌড় দিল।

স্যর জোরাহ ডেনির হাত ধরলেন। 'আমার রানি, রাতের দেশে ড্রাগনের ডিম ড্রোগোর কোনো কাজে আসবে না। এগুলো আসাইতে বিক্রি করলে ভাল হবে। একটি ডিম বেচলেই আমরা সেই টাকা দিয়ে জাহাজ কিনে ফ্রি সিটিতে যেতে পারব। আর তিনটি ডিমই বিক্রি করে দিলে আপনি ধনী হয়ে যাবেন।'

BanglaBook.org

'এগুলো আমাকে বিক্রি করার জন্য দেয়া হয়নি,' বলল ডেনি।

ও নিজেই চিতায় উঠে গেল তার জীবনের সূর্য তারার পাশে ডিমগুলো সাজিয়ে রাখার জন্য। কালো ডিমটি রাখল বুকের ওপর, সবুজটি মাথার পাশে আর সাদা সোনালি ডিমটির জায়গা হলো ড্রোগোর দুই পায়ের ফাঁকে। ওকে মেষবারের মতো চুমু খাওয়ার সময় ঠোঁটে তেলের স্পর্শ পেল ডেনি।

চিতা বেয়ে নেমে আসছে ডেনি, লক্ষ করল মিরি মায দুর ওর দিকে তাকিয়ে আছে। 'তুমি একটা পাগল,' কর্কশ গলায় বলর সে।

ডেনি বলল, 'স্যর জোরাহ, এই মেইগিকে চিতার সঙ্গে বেঁধে ফেলুন।'

মিরি মায দুরকে যখন টেনে হিঁচড়ে ড্রোগোর চিতায় নিয়ে গিয়ে তার পায়ের কাছে বেঁধে রাখা হলো, একবারও চিৎকার চেঁচামেচি করল না মহিলা। ডেনি নিজে মহিলার মাথার ওপর তেল ঢালল। 'আমাকে যা শিখিয়েছ সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ, মিরি মায দুর।'

'তুমি আমার চিৎকার শুনতে পাবে না,' তেলে চুপচুপে মেইগি বলল।

'শুনব,' বলল ডেনি। 'তবে তোমার চিৎকার নয়, আমি তোমার জীবন চাই। তুমি আমাকে বলেছিলে শুধু মৃত্যুই পারে জীবনের মূল্য চোকাতে।'

মুখ খুলল মিরি মায দুর তবে রা বেরুল না। তার নিষ্প্রভ চোখ থেকে ঘৃণা চলে গেছে, সেখানে ভর করেছে ভয়।

যখন সূর্য ডুবে যাবে, আকাশে ফুটে উঠবে প্রথম তারা, তখনই চিতায় আগুন দেয়া হবে– এটাই নিয়ম।

ঝোগো ফিসফিসে গলায় বলল, 'ওই যে!' ডেনি মুখ তুলে চাইল। পুবাকাশে একটি তারা দেখা যাচ্ছে। ওটা একটা ধুমকেতু। লাল টকটকে।

ডেনি আগ্গোর হাত থেকে মশাল নিয়ে ছুড়ে দিল কাঠের চিতায়। সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ জ্বলে উঠল চিতা। মিরি মায দুর শুরুতে গান ধরেছিল। চিতা যত জ্বলছে ততই তার গানের সুর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু একটু পরে গগনবিদারী চিৎকার দিতে শুরু করল সে। লেলিহান অগ্নিশিখা গ্রাস করেছে তাকে।

BanglaBook.org

চিতার আগুন দ্রোগোকেও গ্রাস করল। প্রথমে ওর কাপড়ে আগুন ধরল তারপর চোখের পলকে ওর গোটা শরীর জ্বলন্ত মশালে পরিণত হলো।

বিশাল চিতায় আগুন জ্বলছে, গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ডোথ্রাকিরা পিছিয়ে যেতে শুরু করল। তবে ডেনি তার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল। বরং চিতার দিকে এগিয়ে গেল এক কদম। তারপর আরেক কদম। তীব্র উত্তাপ এসে লাগছে গায়ে। ঘাম পড়ছে গা বেয়ে। স্যর জোরাহ ওর পেছন থেকে চিৎকার করছেন কিন্তু তাঁর চিৎকার কানে তুলল না ডেনি। সে সম্মোহিতের মতো আগুনের দিকে এগিয়ে চলল।

ডেনির জামায় আগুন ধরে গেল। সে ওটা খুলে ছুড়ে ফেলে দিল। আগুনে এখন উন্মুক্ত তার বুক। লাল এবং ফোলা স্তন দিয়ে দুধের নহর যেন বইতে শুরু করল।

টাশশ করে একটা শব্দ হলো চিতা থেকে। আগুনের তাপে একটা ড্রাগনের ডিম ফেটে গেছে। চিতার মাচা পুড়ে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল। ডেনির গায়ে ছড়িয়ে পড়ল ছাই এবং অঙ্গার। পেছন থেকে শিশু এবং নারীদের চিৎকার দিতে শুনল ও।

টাশশ! এবারের শব্দটা আরও জোরে হলো। ডেনির চারপাশে পাক খেতে লাগল ধোঁয়া। ঘোড়াগুলোর ভয়ার্ত চিঁহিহি রব এবং ডোথ্রাকিদের আতঙ্কিত চিৎকার ভেসে এল ওর কানে।

স্যর জোরাহ ওর নাম ধরে ডাকছেন, গালি দিচ্ছেন। না, মনে মনে বলল ডেনি, *আমার জন্য ভয় পাবেন না, আমার ভালো নাইট। এ আগুন আমার। আমি ডেনেরিস স্টর্মবর্ন, ড্রাগনের কন্যা, ড্রাগনের বধূ, ড্রাগনের মা, আপনি কি তা দেখতে পাচ্ছেন না, দেখতে পাচ্ছেন না?*

আকাশের দিকে অন্তত ত্রিশ ফুট উঁচু একটা আগুনের গোলা উৎক্ষিপ্ত হলো এবং সেই সঙ্গে গোটা চিতা ভেঙে পড়ল ডেনেরিসের চারপাশে। অকুতোভয় ডেনি তার সন্তানদের ডাকতে ডাকতে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করল।

আর তখন তৃতীয় ভীষণ শব্দটা হলো যা গোটা দুনিয়া কাঁপিয়ে দিল।

BanglaBook.org

আগুন নিভে গেলে এবং হাঁটার মতো মাটি ঠাণ্ডা হয়ে এলে স্যর জোরাহ মরমন্ট ছাইয়ের গাদার মধ্যে খুঁজে পেলেন ডেনেরিসকে। তার চারপাশে পোড়া কাঠ, জ্বলন্ত অঙ্গার, মানুষ এবং ঘোড়ার পোড়া হাড়। ডেনি সম্পূর্ণ নগ্ন, গায়ে কালি ঝুলি, তার কাপড়চোপড় পুড়ে ছাই। সুন্দর চুলগুলো আলুথালু... অথচ ওর গায়ে সামান্যতম পোড়ার দাগও নেই!

সাদা সোনালি রঙের বাচ্চা ড্রাগনটা ডেনির বাম স্তন চুষে খাচ্ছে, সবুজ ব্রোঞ্জ রঙেরটা ব্যস্ত ডান দিকের বুক নিয়ে। ও ওদেরকে জড়িয়ে রেখেছে। কালো-লাল জন্তুটা ডেনির কাঁধের ওপর, তার লম্বা, সর্পিল লেজটা ঠেকেছে ডেনির থুতনির নিচে। জোরাহকে দেখে মুখ তুলল সে, লাল কয়লার মতো চোখে তাকিয়ে রইল।

বাক্যহারা নাইট হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন। *খা*'র লোকেরা তাঁর পেছন পেছন আসছিল। ঝোগো সর্বপ্রথম তার আরাখ রাখল ডেনির পায়ের নিচে।

'আমার রক্তের রক্ত,' বিড়বিড় করল সে। মুখ গুঁজে দিল ধোঁয়াওঠা মাটিতে।

'আমার রক্তের রক্ত,' আগ্গোর কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হতে শুনল ডেনি।

'আমার রক্তের রক্ত,' গলা ফাটাল রাখারো।

এরপরে এল ওর পরিচারিকারা, তারপর অন্যান্যরা। সমস্ত ডোথ্রাকিরা, নারী-পুরুষ-শিশু সকলে। ডেনি ওদের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল এরা এখন সবাই তার দাসানুদাস। এবং সারাজীবন তাই থাকবে।

উঠে দাঁড়াল ডেনেরিস টারগারিয়ান। কালো ড্রাগনটা হিসহিস শব্দ করল, তার মুখ-নাক দিয়ে বেরিয়ে এলো ধোঁয়া। বাকি দুটো দুধ খাওয়া বন্ধ করে কালোটার ডাকে সাড়া দিল।

তিন ড্রাগনের পিঠের ডানা মেলে গেল, বাতাসে পতপত শব্দ তুলল এবং শতশত বছরের মধ্যে এই প্রথম জীবন্ত হয়ে উঠল রাত ড্রাগন-সঙ্গীতে।

***

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org